খুদ্দকনিকায়ে

চূলনির্দেশ

অনুবাদকমণ্ডলী

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দ্দেশ

অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির,
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকমণ্ডলী
প্রথম প্রকাশ : ২৫৫৮ বুদ্ধবর্ষ, ৮ জানুয়ারি, ২০১৫
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু,
ভদন্ত বিপুলানন্দ ভিক্ষু ও মিস দীপ্তি চাকমা (কন্তি)
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস, রাঙামাটি

শ্রদ্ধাদান : ২০০ টাকা

Khuddaka Nikaye CULANIRDES

Translated by Ven. Indragupta Bhikkhu, Ven. Purnajyoti Bhikkhu,
Ven. Ajit Bhikkhu & Ven. Sivak Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

Price : Taka 200 only

প্রা প্তি স্থা ন

- **রাসেল স্টোর**, স্কেপ মার্কেট, বনরূপা, রাঙামাটি
  মোবাইল : ০১৮২০৩০২৪৬৫, ০৩৫১-৬১৭৯৭
- **পার্বত্য লাইব্রেরী**, কোর্ট রোড, খাগড়াছড়ি বাজার,
  মোবাইল : ০১৫৫৬৭৪৫০০৯, ০১৫৫৩৩১৫২৩৩
- **নালন্দা লাইব্রেরী**, ১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম - ৪০০০
  মোবাইল : ০১৮১৮-৯০০৫৭৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান পুণ্যপুরুষের
পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসর্গ

ভারত-বাংলা এই উপমহাদেশে যিনি মৌলিক বুদ্ধধর্মকে পুনর্জাগরণ করেছেন, স্বীয় অন্তর-জগৎকে লোকোত্তর জ্ঞানে প্রোজ্জ্বল করে এতদঞ্চলের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অনন্য হৃদস্পন্দন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন এবং অভাবিতপূর্ব ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন; যাঁর জ্ঞান-মহিমায় ও শাসন-হিতৈষী চিন্তা-চেতনায় গোটা পার্বত্যাঞ্চলে বুদ্ধধর্মের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, সেই চির অম্লান জ্ঞানশশী, জগদ্দুর্লভ অর্হৎ, আমাদের পরম কল্যাণমিত্র ও আলোকবর্তিকা সর্বজন পূজ্য ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের প্রতি অপ্রমেয় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রেখে গুরুপূজাস্বরূপ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হলো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশকের নিবেদন

বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম হলো 'ত্রিপিটক'। 'ত্রিপিটক' পালি ভাষায় রচিত। প্রায় শতাধিক বছর আগে থেকে মহান বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিরাটকায় পবিত্র ত্রিপিটকের অধিকাংশ বই বাংলায় অনূদিত হলেও গুটিকয় বই এখনো বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়নি।

পূর্বে অনূদিত বইগুলো পুনঃপ্রকাশসহ যে বইগুলো অনূদিত হয়নি সেগুলো অনুবাদ করে প্রকাশ করাই আমাদের মহান লক্ষ্য। আমরা সেই লক্ষ্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি। সূত্রপিটকের অন্তর্গত *খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ* বইটির অনুবাদ ও প্রকাশ সেই প্রচেষ্টারই সর্বশেষ ফসল। বইটি অনুবাদ করেছেন যৌথভাবে পরম শ্রদ্ধাভাজন ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু ও ভদন্ত সীবক ভিক্ষু। *চূলনির্দেশ* বইটি ইতিপূর্বে বাংলায় অনূদিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। উপরোক্ত ভদন্ত চতুষ্টয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষীদের উপহার দেওয়ায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সকল সদস্য-সদস্যাদের পক্ষ থেকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বই প্রকাশ করতে গেলে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত দুই বছর যাবত পরম আগ্রহের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাসিক কিস্তিতে শ্রদ্ধাদান দিয়ে আমাদের অর্থসহায়তা করে চলেছেন। তাই আমি সকল সদস্য-সদস্যাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যারা সহায়তার হাতটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকেও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিশেষে, বুদ্ধ তথাগতের মহান উপদেশবাণী সম্বলিত *খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ* বইটি পড়ে মুক্তিপিয়াসী ধর্মপ্রাণ মানুষদের মানস উদ্যানে জ্ঞানের পুষ্প ফুটাতে সহায় হোক, এই কামনা করি। তাতেই কেবল আমাদের সার্বিক প্রয়াস সফল ও সার্থক হবে।

বিনীত
মধুমঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকা

'ত্রিপিটক' হলো ভগবান বুদ্ধের ৪৫ বছরব্যাপী দেশিত অমৃতময় বাণীর সংকলন বা সংকলনের আধার। এ ত্রিপিকের মূল ভাষা পালি। বুদ্ধ তাঁর ধর্মদর্শন প্রচারের জন্য সমগ্র উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি রাজা-মহারাজা হতে শুরু করে দীন-দরিদ্র তথা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র-নির্বিশেষে সবার মাঝে সদ্ধর্মের বাণী বিলিয়ে দেন। অজস্র দেব-মানব তাঁর শরণাগত হন। এই অজস্র মানুষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে সর্বজন বোধ্যতার তাগিদে পালি ভাষায় ধর্মদেশনা প্রদান করেন বুদ্ধ। অন্যদিকে, বুদ্ধের দেশিত বাণী শুনে মুক্তিকামী জনতার মাঝে প্রব্রজ্যা গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে বিহার, সংঘারাম। এসব বিহার, সংঘারাম একদিকে অসংখ্য ভিক্ষু-শ্রামণের আবাসস্থল, অন্যদিকে হাজার হাজার নর-নারীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে রূপ ধারণ করে। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ও ধর্মালোচনা চলে সমানতালে। আর সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয় পালিকে। এভাবে পালি ভাষা প্রচলনের প্রসারও ঘটে অনিবার্যরূপে। বলা বাহুল্য, তখন পালি ছিল সর্বজনবোধ্য একটি ভাষা। বুদ্ধের ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে এই পালি ভাষার ইতিহাস সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে।

ত্রিপিটকের সর্বাধিক প্রকাশপ্রাপ্ত অংশ সূত্রপিটক। উপস্থাপনা ও বক্তব্যের সারল্যতা, তত্ত্বের দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি প্রাণস্পর্শী আবেদনে ভরপুর এ ত্রিপিটক। ফলত সূত্রপিটক যেকোনো জনকে সহজে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। পাঁচ ভাগে বিভক্ত সূত্রপিটকটি; যথা : ১) দীর্ঘ-নিকায়, ২) মধ্যম-নিকায়, ৩) সংযুক্ত-নিকায়, ৪) অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫) খুদ্দক-নিকায়। এই নিকায়সমূহ প্রত্যেকটি কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। তবে খুদ্দকনিকায়ের বিস্তৃতি সর্বোচ্চ। এই খুদ্দকনিকায় ১৮ খণ্ডে বিভক্ত।

"চূলনির্দেশ" সূত্রপিটকস্থ খুদ্দকনিকায়ের ষোড়শ গ্রন্থ। বলে রাখা দরকার, গ্রন্থটি মৌলিক তত্ত্বের গ্রন্থ নয়; নয় সরাসরি (মূল গাথা ব্যতীত) ভগবান বুদ্ধের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাষিত উপদেশও। বুদ্ধভাষিত *সুত্তনিপাত* গ্রন্থের পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন ধর্মসেনাপতি, অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র স্থবির। ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থ হতে এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ধরণ একটু ভিন্ন। এখানে তত্ত্বের উপস্থাপন নয়, তত্ত্বের ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। বলা চলে, এটি *সুত্তনিপাতে*র পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্রের টীকা গ্রন্থ। অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে এই *চূলনির্দেশ* তথা নির্দেশ গ্রন্থ হতেই মূল ত্রিপিটকের অর্থকথা, টীকা বা ভাষ্য রচনার সূচনা হয়। আর এই গ্রন্থের শব্দ তালিকা পরবর্তীকালের কোষ গ্রন্থগুলোর ভিত্তি।

উল্লেখ্য যে, *চূলনির্দেশ* গ্রন্থের বিষয়বস্তু *সুত্তনিপাতে*র পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্র। পরায়ণ-বর্গে রয়েছে : বত্থু বা বিষয়-গাথা, অজিত মানব প্রশ্ন, তিষ্যমেত্তেয়্য মানব প্রশ্ন, পুন্নক মানব প্রশ্ন, মেত্তগূ মানব প্রশ্ন, ধোতক মানব প্রশ্ন, উপসীব মানব প্রশ্ন, নন্দ মানব প্রশ্ন, হেমক মানব প্রশ্ন, তোদেয়্য মানব প্রশ্ন, কপ্প মানব প্রশ্ন, জতুকন্নী মানব প্রশ্ন, ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন, উদয় মানব প্রশ্ন, পোসাল মানব প্রশ্ন, মোঘরাজ মানব প্রশ্ন, পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন, পারায়ণ উৎপত্তি গাথা, পারায়ণানুগীতি গাথা। প্রথমে গাথাগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে পরে প্রতিটি গাথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং আভিধানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ বোধগম্য করতে ত্রিপিটকের অন্য গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে চমৎকারভাবে। বিষয়-গাথায় বলা হয়েছে : বাবরী ব্রাহ্মণ অলকের পার্শ্ববর্তী অস্সকের রাজ্যে বাস করতেন। তিনি গোধাবরীকূলে ভিক্ষা করে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। একদিন অন্য একজন ব্রাহ্মণ তার কাছে এসে পাঁচশত মুদ্রা যাচঞা করল। বারবী ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার যা কিছু দান করার ছিল, সবই দান দেওয়া হয়েছে। হে ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে পাঁচশত মুদ্রা নেই।" অমনি সেই ব্রাহ্মণ বারবীকে অভিশাপ দেয়। বলে, "আমি যাচক, যদি আমার ন্যায় যাচঞাকারীর ইচ্ছা পূরণ না কর, তাহলে সাত দিনে তোমার মস্তক সাতভাগে বিভক্ত হোক।" এ অভিশাপবাক্য শুনে বারবী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। মনোকষ্ট ও অনাহারে তার দেহ শুষ্ক হল। এমতাবস্থায় মঙ্গলকামী এক দেবতা বারবীর কাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান, গুণের প্রশংসা করে বুদ্ধের দর্শন করতে পরামর্শ দিলেন। বারবী তার ১৬জন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বুদ্ধের কাছে প্রেরণ করেন। শিষ্যগণ বুদ্ধকে প্রণাম করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। এরপর একে একে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন বিভিন্ন বিষয়ে। ভগবানও তাদের সেসব প্রশ্নে যথাযথ উত্তর প্রদান করে তাদের চিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করে দেন।

অজিত মানব প্রশ্ন : অজিত ভগবান বুদ্ধের কাছে জানতে চান, কী কারণে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জগৎ আবরিত? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা ও মহাভয় কী রকম? বুদ্ধ উত্তরে বলেন, জগৎ অবিদ্যার কারণে আবরিত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। তৃষ্ণা জগতের আবিলতা, দুঃখই ইহার মহাভয়। অজিতমানব আরও জানতে চান, স্রোতসমূহের নিবারণ কী? স্রোতসমূহের সংবর কী? কিভাবে স্রোতসমূহ বন্ধ হয়? বুদ্ধের উত্তর, এ জগতে যেই স্রোত বিদ্যমান, স্মৃতিই তার নীবরণ, সংবরণ। প্রজ্ঞা দ্বারা এ স্রোত রুদ্ধ হয়। অতঃপর অজিত জানতে চান, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ এগুলো কিভাবে ধ্বংস হয়? এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তা হল : বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ ধ্বংস হয়। অজিত সর্বশেষে বলেন, এ জগতে যারা সঙ্খাতধর্মী, শৈক্ষ্য; হে জ্ঞানী, তাঁদের জীবনাচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি? অজিতের এ প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধ এভাবে দেন, তারা কামে নির্লিপ্ত, অনাবিল মন, সর্বধর্মে দক্ষ (কুশল) এবং স্মৃতিমান হয়ে বিচরণ করেন।

তিষ্যমেত্তেয়্য মানব প্রশ্ন : তিষ্যমেত্তেয়্য মানব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন, কে এই জগতে সন্তুষ্ট? কে চঞ্চলতাহীন? কে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয়-অন্ত-মধ্যে লিপ্ত হন না? আপনি কাকে মহাপুরুষ বলেন? এই জগতে কে লোভাতীত? বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বলেন, যিনি কামত্যাগে ব্রহ্মচর্যবান, বীততৃষ্ণ, সদা স্মৃতিমান, সেই জ্ঞানী শান্ত ভিক্ষু চঞ্চলাহীন। প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে যিনি উভয় অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না, তিনি ইহলোক লোভাতীত; তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলি।

পুন্নক মানব প্রশ্ন : পুন্নক মানব প্রশ্ন বুদ্ধের কাছে জানতে চান, কীসের আকাঙ্ক্ষায় এ জগতে ঋষি, মানুষ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন? বুদ্ধ বলেন, ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তারা জরায় আশ্রিত হয়ে এখানে (কামভব ও রূপভবে) জন্ম লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন। পুন্নক আরও জানতে চান, তারা কি যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত হয়ে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, যারা আশা করে, প্রশংসা করে, বাসনা করে, ত্যাগ করে এবং লাভের নিমিত্তে কামে অনুরক্ত হয়ে যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়; তারা জন্ম ও জরা অতিক্রম করতে অক্ষম। এবার পুন্নক জানতে চান, যদি এই সকল যজ্ঞানুরক্ত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা জাতি, জরা উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? বুদ্ধ—জগতে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যিনি যে-কোনো স্থানে বিচলিত হন না; সেই শান্ত, প্রশান্ত, ক্লেশমুক্ত, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি জাতি ও জরা অতিক্রম করেন।

মেত্তগূ মানব প্রশ্ন : ভগবান বুদ্ধকে মেত্তগূমানব প্রশ্ন করে বলেন, হে ভগবান, আমি আপনাকে ভাবিত, বেদগূ বা পারদর্শী মনে করি। এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিদ্যমান তা কোথা হতে উৎপন্ন হয়? উত্তরে বুদ্ধ জানান, উপধি হতে জগতে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মেত্তগূর অপর প্রশ্ন হল, জ্ঞানীগণ কিভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, বিলাপ অতিক্রম করেন? বুদ্ধ : স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করে তৃষ্ণাকে জয় করা সম্ভব।

ধোতক মানব প্রশ্ন : ধোতক মানব ভগবান বুদ্ধকে বলেন, হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার করছি। আপনি আমাকে সংশয় হতে মুক্ত করুন। উত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে ধোতক, এ জগতে যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত করতে পারব না। তুমি শ্রেষ্ঠধর্মকে জ্ঞাত হও, এভাবে এই ওঘ উত্তীর্ণ হবে। ধোতক বুদ্ধকে আরও বলেন, আমাকে বিবেকধর্ম নির্বাণ শিক্ষা দিন। তা জ্ঞাত হয়ে আমি যেন আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন হয়ে এ জগতে শান্ত, অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে পারি। বুদ্ধ : হে ধোতক, জগতে যে শান্তি তা দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিমূলক নহে। সেই শান্তি তোমাকে প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান কর। ধোতক, তুমি ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য সম্বন্ধে যা কিছু জান, তা জগতের বন্ধনরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন করো না।

উপসীব মানব প্রশ্ন : এখানে উপসীব বুদ্ধকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। উপসীবের প্রথম প্রশ্ন : হে শাক্যমুনি, আমি একাকী সহায়হীন হয়ে মহোঘ অতিক্রম করতে অসমর্থ। যে আরম্মণের সাহায্যে আমি এই ওঘ অতিক্রম করতে পারি তা প্রকাশ করুন। বুদ্ধ বলেন, হে উপসীব, অকিঞ্চন দর্শন করে স্মৃতিমান হয়ে "কিছুই নেই"-তে নিশ্রিত হয়ে ওঘ অতিক্রম কর। কাম ত্যাগ করে, সন্দেহ দূর করে দিন-রাত তৃষ্ণাক্ষয়ে মনযোগ দাও। দ্বিতীয় প্রশ্ন : সব কামে যিনি বীতরাগ, (অপর সব ত্যাগ করে) অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি কী গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন? বুদ্ধ : সব কামে যিনি বীতরাগ, অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি গতিহীন হয়ে তথায় অবস্থান করেন। উপসীবের অপর প্রশ্ন : হে সর্বদর্শী, তিনি যদি বহু বছর তথায় গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে কি তিনি সেখানেই শান্ত, বিমুক্ত হন? তাদৃশজনের কি বিজ্ঞান ধ্বংস হয়? উত্তরে বুদ্ধ বলেন, বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা যেভাবে নিভে যায়, অস্তিত্বহীন হয়; ঠিক সেভাবেই নাম ও কায়বিমুক্ত মুনি নির্বাপিত হন, অস্তিত্বহীন হন। উপসীব আরও জানতে চান, তিনি অন্তর্ধান হন বা তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ। হে মুনি, আমার নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, কারণ এই ধর্ম আপনার সুবিদিত। বুদ্ধ : যিনি অন্তর্ধান হন; তিনি অসংজ্ঞেয়। তাঁকে বলার মতো কিছুই থাকে না, তার সর্বধর্ম প্রহীন এবং তিনি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

নন্দ মানব প্রশ্ন : নন্দ মানব বুদ্ধের নিকট প্রশ্ন করেন, জগতে নানা ধরনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মুনি বিদ্যমান, মানুষেরা এরূপ বলে থাকেন এবং তারা জ্ঞানসম্পন্ন, নানাভাবে জীবন-যাপন করেন। তারা কী সত্যিকারে মুনি? বুদ্ধ বলেন, ইহলোকে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং জ্ঞান দ্বারা মুনিকে দক্ষ বলা যায় না। যিনি মারসেনা পরাজয় করেন, দুঃখহীন ও অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করেন, তাঁকে আমি মুনি বলি। নন্দমানবের অপর প্রশ্ন হল : যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, তারা দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকারে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা কী তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করতে পারেন? বুদ্ধের উত্তর : যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, তারা দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা এবং নানা উপায়ে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করেননি বলে আমি বলি। নন্দ : যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং অন্য অনেক প্রকারে শুদ্ধি লাভ হয় বলেন; যদি আপনি বলে থাকেন যে, তারা ওঘ উত্তীর্ণ হয়নি। তাহলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি-জরা অতিক্রম করেন? বুদ্ধ : সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত আমি এরূপ বলি না। যারা এ জগতে দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার (শুদ্ধি লাভের উদ্দেশে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন) পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হয়েছেন; আমি তাদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি।

হেমক মানব প্রশ্ন : এখানে ভগবান বুদ্ধের নিকট হেমক মানবের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলো আলোচিত হয়েছে সবিস্তারে। হেমক : আগে আমাকে বলা হয়েছিল, "পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে"। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে। আমি সেসব অভিনন্দন করি না। হে তৃষ্ণাধ্বংসকারী মুনি, আমাকে সেই ধর্ম ভাষণ করুন, যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারি। বুদ্ধ : হে হেমক, জগতে দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত বা চিন্তিত প্রিয়রূপসমূহে যে ছন্দরাগ, তা ধ্বংস করলে অচ্যুত নির্বাণপদ লাভ করা যায়। এটা জেনে যেসব স্মৃতিমান দৃষ্টধর্মে অভিনিবৃত্ত হন তাঁরা সর্বদা উপশান্ত এবং জগতে (সমস্ত) তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন।

তোদেয়্য মানব প্রশ্ন : তোদেয়্য মানব বুদ্ধের কাছে জানতে চান, যিনি কামের বশবর্তী হন না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কীদৃশ? উত্তরে বুদ্ধ বলেন, যিনি কামের বশবর্তী হন না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কীদৃশ? এবার তোদেয়্য জানতে চান, তিনি আসক্তিযুক্ত নাকি আসক্তিমুক্ত? তিনি প্রজ্ঞাবান নাকি প্রজ্ঞাকম্পী? হে সর্বদর্শী, তা ব্যাখ্যা করুন। বুদ্ধ : তিনি আসক্তিমুক্ত, আসক্তিযুক্ত নহেন। তিনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাকম্পী নহেন। হে তোদেয়্য, মুনিকে এরূপই জান। তিনি অকিঞ্চন, কামভবে অনাসক্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কপ্প মানব প্রশ্ন : এখানে কপ্পমানব যেসব প্রশ্ন বুদ্ধের কাছে জানতে চেয়েছেন, সেসবই আলোচনা করা হয়েছে। কপ্প মানব : সংসারে (জন্ম নিলে) ওঘ, মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে প্রভু, এমন কোনো দ্বীপ আছে কি যে দ্বীপের আশ্রয়ে থাকলে আর কোথাও পুনরাগমন হয় না? বুদ্ধ : হে কপ্প, সংসারের মধ্যে ওঘে মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। আকিঞ্চন (বা শূন্য) ও আসক্তিমুক্ত উত্তম দ্বীপ, ঐ স্থানে জন্ম-মৃত্যুর নাশ হয়। আমি তাকে নির্বাণ বলি। ইহা জ্ঞাত হয়ে যাঁরা স্মৃতিমান এবং দৃষ্টধর্মে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, তাঁরা মারের অনুগত ও আদেশবাহী হন না।

জতুকন্নী মানব প্রশ্ন : জতুকন্নী মানব ভগবান বুদ্ধকে বলেন, হে ভগবান, সর্বজ্ঞতাজ্ঞানে আমাকে শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে বলুন। তেজবান সূর্য যেরূপ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত বা আলোকিত করে, সেরূপ ভগবানও কামসমূহ পরাজয় করে অবস্থান করেন। হে মহাজ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ইহলোকে জন্ম-জরা উপশম করতে পারি। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে জতুকন্নী, কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর, নৈষ্ক্রম্যকে শরণরূপে দর্শন কর, যাতে তোমার গ্রহণ কিংবা বর্জন (লোভ-দ্বেষ-মোহ) কিছুই না থাকে। যা অতীত তা পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। বর্তমান সংস্কারকে গ্রহণ বা আসক্তি না করে উপশান্ত হয়ে অবস্থান কর। সমস্ত নাম-রূপের প্রতি বীততৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। অর্হতের আস্রব নেই, যা দ্বারা মৃত্যুর অধীন হয়।

ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন : ভদ্রাবুধ মানব সশ্রদ্ধচিত্তে বুদ্ধের উদ্দেশে বলেন, হে বীর, জনপদসমূহ হতে বহু লোক আপনার দেশনা শ্রবণ করার অভিলাষে একত্রিত হয়েছেন। তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন। যাতে করে তারা এ ধর্ম সুবিদিত হয়। বুদ্ধ : সকল তৃষ্ণোপাদান দমন করবে—উর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যেও। এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে, তদ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে। অতএব, ইহা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান ভিক্ষু মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ এবং উপাদানে নিবিষ্ট মানুষকে দেখে সর্বলোকে, কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করবে না।

উদয় মানব প্রশ্ন : ভগবান বুদ্ধের নিকট উদয় মানবের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ এখানে আলোচিত হয়েছে। উদয় মানব : ধ্যানী ও বিরজ হয়ে আসীন, কৃতকৃত্য, অনাস্রব, সকল ধর্মে পারদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। যাতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তজ্জন্য জ্ঞানবিমোক্ষ প্রকাশ করুন। উত্তরে বুদ্ধ বলেন, কামচ্ছন্দ ও দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহীন, জড়তার দূরীকরণ, কৌকৃত্যের নিবারণ (এটাই জ্ঞানবিমোক্ষ)। উপেক্ষা, স্মৃতি সংশুদ্ধ, সৎ চিন্তায় পরিচালনা, অবিদ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধ্বংসকে জ্ঞানবিমোক্ষ বলি। এবার উদয় জানতে চান, লোকের সংযোজন কী? তার বিচরণ কী? কীসের প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়? বুদ্ধ : নন্দি লোকের সংযোজন। বিতর্ক তার বিচরণ। তৃষ্ণার প্রহীনকে নির্বাণ বলা হয়। উদয় : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর কীভাবে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়? এ সম্পর্কে ভগবানের নিকট জানতে চাই। বুদ্ধ : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারী অধ্যাত্মে ও বাহ্যে বেদনাকে অভিনন্দন করেন না। এভাবে তার বিজ্ঞান নিরোধ হয়।

পোসাল মানব প্রশ্ন : পোসালমানব ভগবান বুদ্ধের কাছে যে-বিষয় জানতে এখানে তা আলোচিত হয়েছে। পোসালমানব জানতে চান, রূপসংজ্ঞা ধ্বংসকারী, সর্বকায় প্রহীন এবং 'অধ্যাত্ম ও বাহ্যে কিছুই নেই' এরূপ দর্শনকারীর জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি; তিনি কীভাবে পরিচালিত হন? উত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে পোসাল, তথাগত বিজ্ঞান-স্থিতিসমূহ জানেন, সত্ত্বগণের গতি, বিমুক্ত এবং তৎপরায়ণ সত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি জানেন। এইরূপে আকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, নন্দী-সংযোজন জ্ঞাত হয়। এভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে তা বিশেষভাবে দর্শন করে, এটাই তার যথার্থ জ্ঞান, যা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বশীভূত।

মোঘরাজ মানব প্রশ্ন : ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে মোঘরাজমানব বলেন, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক ও দেবলোকে যশস্বী গৌতমের দৃষ্টি সম্বন্ধে কেউ-ই যথার্থরূপে জানে না। শ্রেষ্ঠ দর্শনকারী ভগবানের নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জগৎকে কিরূপে দর্শন করলে মৃত্যুরাজকে দেখতে পায় না? এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে মেঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে শূন্যরূপে অবলোকন কর। আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করে মৃত্যু উত্তীর্ণ হবে। যিনি এরূপে জগতকে দর্শন করে, তাঁকে মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না।

পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন : এখানে ভগবান বুদ্ধের কাছে পিঙ্গিয়মানব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পিঙ্গিয়মানব বুদ্ধকে বলেন, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি। আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। যাতে আমাকে মূঢ় অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়, সেরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। যা জ্ঞাত হয়ে আমি এ জগতে জাতি-জরার প্রহীণ সম্বন্ধে জানতে পারি। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে পিঙ্গিয়, রূপে উপদ্রব, উৎপীড়ন দেখেও জনগণ রূপে প্রমত্ত। তাই তুমি অপ্রমত্ত হয়ে পুনর্জন্মের নিবারণার্থে রূপ ত্যাগ কর। এবার পিঙ্গিয় বলেন, চারদিক, চারবিদিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ এই দশ দিক; তাতে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি এ জগতে জন্ম-জরার প্রহীন সম্পর্কে জানতে পারি। বুদ্ধ : হে পিঙ্গিয়, তৃষ্ণানিপন্ন, জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে তুমি অপ্রমত্ত হও এবং পুনর্জন্মের নিবারণার্থে তৃষ্ণা পরিহার কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

খড়্গবিষাণ সূত্র : এখানে (দুর্জনের সান্নিধ্য ত্যাগ করে) একাকী অবস্থান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : জীবন চলার পথে নিজের চেয়ে জ্ঞানী, সাধুবিহারী ও ধীর ব্যক্তিকে সহচর বেচে নিতে হবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সান্নিধ্য না মিললে সমজ্ঞানীকে বেচে নেওয়া কর্তব্য। এমন বন্ধু পাওয়া না গেলে একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। কখনো নিজের চেয়ে হীন বা দুর্জন ব্যক্তিকে সহচর হিসেবে বেচে নিবে না। দুর্জনের সাথে বাস করলে বহু প্রকার বাদ-বিসম্বাদ, সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ দুর্জনেরা শুধু নিজেরাই কুপথে চালিত হয় না, অপরকেও সেপথে চালনা করে। এরা পূতিমৎস্য সদৃশ। কোনো পত্র-তৃণ দ্বারা পূতিমৎস্য আবৃত করলে যেমন উহা পূতিগন্ধময় হয়ে যায়, সর্বত্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি দুর্জনের সংসর্গে সুজনব্যক্তিও নিন্দার পাত্র হয়। অন্যদিকে দুর্জনের চরিত্র বিচিত্রও বটে। তারা (কোনো কারণে) সুহৃদ হলেও মুহূর্তেই শত্রু হয়ে যায়। হিতোপদেশ দিলে তারা কুপিত হয় এবং হিতকর কার্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের মত পোষণ না করলে তারা অতীব ক্ষুব্ধ হয়। এরা বড়ই স্বার্থপর। পরের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সুখ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তারা অবিবেচক, আত্মাভিমানী, ক্রোধী, উদ্ধত্যপরায়ণ ও কুপরামর্শদানে পটু। যেক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হবার কথা, সেক্ষেত্রে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। উচিত কথা বললে অকথ্য ভাষায় গালি-ভর্ৎসনা করে। বিনয়-সৌজন্য প্রদর্শনে তারা বিমুখ। কাজেই দুর্জন ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাজ্য। তাদের সংসর্গে দুঃখের সৃষ্টি হয়, আনন্দ উৎপন্ন হবার কোনো কারণই হতে পারে না। সুতরাং দুর্জন হতে দূরে সরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সর্বমোট ৪১টি গাথা রয়েছে খড়্গবিষাণ সূত্রে। এখানে জ্ঞানী সহচর বিহনে একাকী অবস্থান করার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি গাথায় একাকী অবস্থান বা বিচরণ করার উপদেশ রয়েছে। আর বহুজন একত্রে বাস করার দোষগুলো তুলে ধরা হয়েছে চমৎকার উদাহরণের মাধ্যমে। এসব উদাহরণগুলো যে-কেউর হৃদয়ে দাগ কাটে সহজে। সূত্রে উল্লিখিত কয়েকটি উপদেশ তুলে ধরা হল। যেমন : যদি জ্ঞানী বন্ধু, সাধুবিহারী ও ধীরকে সহচর হিসেবে লাভ না কর, তাহলে রাজার বিজিত রাষ্ট্রকে ত্যাগ করার মতন খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর। স্বর্ণকার-পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত প্রভাস্বর স্বর্ণালংকার এক হাতে দু-খানি পরিধান করলে সংঘর্ষিত হয়, ইহা দেখে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। সংসর্গ হতে স্নেহ উৎপন্ন হয়, স্নেহ হতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাই এই স্নেহজ আদীনব দর্শন করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। সঙ্গপ্রিয়তা অস্থান, যাঁর সংস্পর্শে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র লাভ হয়। তাই আদিত্যবন্ধুর উপদেশ ধারণ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। যে স্ত্রী-পুত্রে আসক্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিলাষী, সেই সুবিশাল বাঁশের সদৃশ। তাই কচি বাঁশের ন্যায় অসংলগ্ন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। পাপীবন্ধু পরিত্যাগ কর, মিথ্যাদৃষ্টিদর্শী দুশ্চরিতে নিবিষ্ট। আসক্তিতে ও প্রমত্ততায় নিজে অভ্যস্ত না হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। বন্ধুদের সাথে ক্রীড়া করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়, পুত্রগণের প্রতি বিপুল স্নেহ উৎপন্ন হয়, প্রিয় বিচ্ছেদে বীততৃষ্ণ (ঘৃণাকারী) হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। জলে বিচরণরত মৎস্য যেমন জাল ভেদ করে পুনরায় জালের মধ্যে এবং অগ্নি দগ্ধস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না; তেমনি সকল সংযোজন ধ্বংস করে খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর। সংযতচক্ষু, পদ বা ভ্রমণ অলোলুপ ও ইন্দ্রিয়সমূহে সুরক্ষিত, অনাসক্ত এবং মনস্তাপহীন হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। লোলুপতাহীন, প্রবঞ্চনাহীন, পিপাসাহীন, ম্রক্ষহীন, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত এবং সকল লোকে আসক্তিহীন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। পত্রহীন পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে কাষায়বস্ত্র পরিধান করে গৃহ হতে নিষ্ক্রমণপূর্বক খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর। চিত্তের পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করে, সমস্ত উপক্লেশ বর্জন করে, স্নেহ, দ্বেষে অনিশ্রিত হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। পরমার্থ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য, অলীন চিত্তসম্পন্ন (কলুষমুক্ত চিত্তসম্পন্ন), কঠোর উদ্যোগী, দৃঢ়, পরাক্রমী হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। নির্জনে ধ্যান-সাধনায় রত, সর্বদা ধর্মে ধর্মানুচারী এবং ভবে আদীনব জ্ঞাত হয়ে, খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। মৃগ যেমন অরণ্যে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় আহারের নিমিত্তে যথেচ্ছা গমন করে; তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বাধীন দর্শন করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। সিংহ যেমন কোনো শব্দে বিচলিত হয় না, বাতাস যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, পদ্মফুল যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। রাগ, দ্বেষ, মোহ ও সংযোজন ত্যাগ ধ্বংস করে মৃত্যুতে নির্ভীক হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

খড়্গবিষাণ সূত্রে গাথাগুলো পচ্চেক বুদ্ধের উপদেশ বলে কথিত। পচ্চেক বুদ্ধগণ একেক সময় একেক অবস্থাতে একেকটি উপদেশ দিয়ে থাকেন। তজ্জন্য তাঁদের উপদেশ সাধারণত স্বতন্ত্রই হয়। একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক থাকে না। পচ্চেক বুদ্ধের উপদেশ নিয়ে যেসব সূত্র ত্রিপিটক গ্রন্থে পাওয়া যায় এগুলোর মধ্যে খড়্গবিষাণ সূত্র উল্লেখযোগ্য। পচ্চেক বুদ্ধের জীবন ও উপদেশ সম্পর্কে ইহার চেয়ে দীর্ঘতম সূত্র নেই। এখানে প্রত্যেক বুদ্ধের জীবনেতিহাস, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এগার নম্বর গাথা ব্যতীত সমস্ত গাথাই "খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর" বলে সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছে। পুরো সূত্রেই একাকী জীবন-যাপনের মাহাত্ম্য অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে, সংঘ বা জনসঙ্গ-জীবন ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে অবস্থান করা কর্তব্য বহুল। এরূপ জীবনে আবদ্ধ থাকলে বহূ অনর্থ সংগতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। নানাভাবে সম্যক জীবন-যাপনে বাধা সৃষ্টি হয়। বড় বাঁশ যেমন বাঁশঝোপে সংযুক্ত থাকে, তেমনি মানুষ সঙ্গজীবনে জড়িয়ে পড়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ কারণে সঙ্গজীবন পরিত্যাজ্য এবং আকাশের মতো উন্মুক্ত বৈরাগ্যজীবন সংসারদুঃখ অতিক্রম করার উপযোগী। মোট কথা, খড়্গবিষাণ সূত্রে সঙ্গজীবন ও একাকী জীবনের প্রভেদ এবং স্বাদ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, "চূলনির্দেশ" গ্রন্থটি মূলত বুদ্ধভাষিত *সুত্তনিপাত* গ্রন্থের পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্র-এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। এসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন ধর্মসেনাপতি, অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র স্থবির। তাই আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে সুত্তনিপাতের পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্রের গাথাগুলো বলা হয়েছে, পরে সেগুলোর বিস্তৃতিমূলক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গাথাসমূহের যথার্থ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করার্থে ক্ষেত্র-বিশেষে ত্রিপিটকের অন্যস্থান হতেও উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক উপদেশও দেওয়া হয়েছে। এ উপদেশের ভিত্তিতে স্কন্ধ (বা পঞ্চস্কন্ধ), আয়তন, ধাতু, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, মৈত্রীভাবনা, স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ প্রভৃতি গম্ভীর তত্ত্বমূলক আলোচনা ছাড়াও তিন প্রকার শিক্ষা, চারি প্রকার বন্ধু, চারি ওঘ, প্রমাদ, তৃষ্ণা, কাম, বিভিন্ন রোগের নাম, বিভিন্ন পশু-পাখির নাম, তৎকালীন বিভিন্ন প্রকার খেলার নাম এবং বিভিন্ন দুঃখ, ভয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সবকিছু মিলে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় ও তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণসমূহ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অন্যদিকে একটি শব্দের প্রদত্ত বহু প্রতিশব্দ প্রদানের ধরণও সত্যিই চমৎকার।

প্রদত্ত প্রতিশব্দের কয়েকটা নমুনা দেওয়া হল। যেমন : "লোক" শব্দের অর্থ করা হয়েছে নিরয়লোক, তির্যকলোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক।

অবিদ্যা—দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান, অপরান্তে অজ্ঞান, পূর্বান্তে-অপরান্তে অজ্ঞান, কারণযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহে অজ্ঞান, যা এরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অজ্ঞাত, অননুবোধ, অনুপলব্ধ, অপ্রতিবেধ, অবিচক্ষণতা, অভূতগম্য, অসমপেক্ষণ (বিচারাভাব), অপ্রত্যবেক্ষণ, অপ্রত্যবেক্ষণ কর্ম, অজ্ঞতা, মূর্খতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যোঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্বসংস্কার বা অবিদ্যার প্রতি ঝোঁক, অবিদ্যাখিল, মোহ ও অকুশল মূল।

"ভগবান" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দ্বেষ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; প্রতিবন্ধক জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রাজ্ঞ বলে ভগবান; গভীর অরণ্য, নির্জন শয়নাসন ও নীরব-নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য এবং মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত বিজনস্থান ভজনা বা উপভোগ করেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহার-সমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য, চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়াভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার জ্ঞানধর্মের (যা জানার জেনেছেন, যা দর্শন করার দর্শন করেছেন, চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত ও ব্রহ্মভূত—এই ছয় প্রকার ধর্ম) অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নামটি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। 'ভগবান' নামটি ভগবান বুদ্ধগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষসহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ ও যথার্থ উপাধি; এভাবেই ভগবান।

প্রমাদের প্রতিশব্দ করা হয়েছে : কায়দুশ্চরিত্র, বাকদুশ্চরিত্র, মনোদুশ্চরিত্র, পঞ্চকামগুণে চিত্তকে সমর্পণ এবং সমর্পণের উপাদান, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় সাক্ষাৎকরণ, অপ্রীতিকরণ, একাগ্রহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, আলস্যপরায়ণতা, ছন্দহীনতা, অনাদরতা, অননুশীলন, অবহুলীকরণ, অনধিষ্ঠান এবং অননুযোগ, এটাই প্রমাদ।

"তৃষ্ণা" সম্বন্ধে বলা হয়েছে : তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দিরাগ, চিত্তের সরাগ, ইচ্ছা, মূর্ছা, আসক্তি, অনুরাগ, লোভ, বিষয়ানুরাগ, মালিন্য, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মায়া, জননী, সঞ্জননী, লিপ্সা, বাসনা, তৃষ্ণা, স্পৃহা; যোগ, যোগসূত্র, প্রবৃত্তি, সহচর, প্রণিধি, পুনর্জন্ম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, প্রেম বা সম্বন্ধ, স্নেহ, আসক্তি, প্রতিবন্ধু, আশা, প্রত্যাশা, প্রবল তৃষ্ণা; রূপ-আশা, শব্দ-আশা, গন্ধ-আশা, রস-আশা, স্পর্শ-আশা, লাভ-বাসনা, ধন-বাসনা, পুত্র-বাসনা, জীবন-বাসনা, কামনা, বলবতী স্পৃহা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, লোলুপ, লোলুতা, প্রলুব্ধতা, প্রলোভনতা, আকুলতা; পাপকর্মে অনুরাগ, বিষম লোভ, তীব্র আসক্তি, প্রবলেচ্ছা, প্রার্থনা, অনুনয়, সানুনয়, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা (রূপ ব্রহ্মলোকের প্রতি আসক্তি), অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা (নিরুদ্ধ হবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা); রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, ওঘ, যোগ, গন্থি, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, আচ্ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পূর্ব সংস্কার বা পূর্ব সংস্কারজনিত ঝোঁক, লতা, প্রবল বাসনা; দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখপ্রভাব; মারফাঁদ, মারবড়শি, মারজগৎ, মারনিবাস, মারগোচর, মারবন্ধন এবং তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজল, তৃষ্ণারজ্জু, তৃষ্ণাসমুদ্র, অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল, এটাকে বলা হয় তৃষ্ণা।

'প্রজ্ঞা' যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, প্রবিচার (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা), ধর্ম-বিচার, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, বুৎপত্তি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানময় চিন্তা, ধীশক্তি, প্রাজ্ঞতা, মেধা, পরিজ্ঞান, যথাভূত জ্ঞান, সম্প্রজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, পূর্ণজ্ঞান, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞালো, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, রশ্মি, প্রজ্ঞারতন, অমোহ, ধর্ম-বিবেচনা, সম্যকদৃষ্টি।

'কুশল' বা দক্ষ বলতে যাঁরা স্কন্ধ সম্বন্ধে দক্ষ, ধাতু সম্বন্ধে দক্ষ, আয়তন সম্বন্ধে দক্ষ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে দক্ষ, স্মৃতিপ্রস্থান সম্বন্ধে দক্ষ, সম্যকপ্রধান সম্বন্ধে দক্ষ, ঋদ্ধিপাদ সম্বন্ধে দক্ষ, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দক্ষ, বল সম্বন্ধে দক্ষ, বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধে দক্ষ, মার্গ সম্বন্ধে দক্ষ, ফল সম্বন্ধে দক্ষ, নির্বাণ সম্বন্ধে দক্ষ।

মনের প্রতিশব্দ করা হয়েছে : চিত্ত, মন, মানস (কল্পনা), হৃদয়, পাণ্ডুর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয় (মনের মনোবৃত্তি), বিজ্ঞান (প্রত্যক্ষ জ্ঞান), বিজ্ঞানস্কন্ধ (জীবনী শক্তিপুঞ্জ), তদুদ্ভূত বা তা হতে উৎপন্ন মনোবিজ্ঞানধাতু।

ধর্ম—আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা প্রতিপালনের উপযোগী; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামিনী প্রতিপদ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভয়" বলতে জাতি-ভয়, জরা-ভয়, ব্যাধি-ভয়, মরণ-ভয়, রাজ-ভয়, চোর-ভয়, অগ্নি-ভয়, জল-ভয়, নিজের নিন্দাবাদ বা স্বীয় কুকর্ম দায়িত্ব নেওয়ার ভয়, পর নিন্দাবাদ-ভয়, দণ্ড-ভয়, দুর্গতি-ভয়, ঊর্মি-ভয়, কুমির-ভয়, ঘূর্ণায়মান আবর্ত (ঘূর্ণিঝড়?) ভয়, কপট শত্রু-ভয়, আজীবক (তীর্থিয় সন্ন্যাসী) ভয়, দোষারোপ-ভয়, পরিষদ-ভয়, (সভার মধ্যে কিছু বলতে উৎপন্ন ভয়), সুরামত্ততার ভয়, ভয়ানক ত্রাস-লোমহর্ষ এবং মানসিক উদ্বেগ ও শঙ্কা।

"পুত্র" বলতে চার প্রকার পুত্র; যথা : (১) আত্মজ পুত্র বা নিজের ঔরসজাত পুত্র, (২) ক্ষেত্রজ পুত্র (অর্থাৎ যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে পুত্র উৎপন্ন করে; সেই পুত্র সে স্ত্রীলোকের স্বামীর পক্ষে ক্ষেত্রজ পুত্র), (৩) দত্তকপুত্র বা পালিত পুত্র, (৪) শিষ্যরূপ পুত্র অর্থাৎ যে গুরু শিষ্যকে পুত্র স্নেহে নিজগৃহে বাস করিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন সেই শিষ্য সে গুরুর শিষ্যরূপ পুত্র।

"বন্ধু" বলতে যার সাথে স্বচ্ছন্দ্যে আগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে গমন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে গমনাগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে শয়ন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে আলাপ করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে সল্লা-পরামর্শ বলা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে রসিকতা করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায়, তাকে বন্ধু বলা হয়।

"বীর" শব্দের অর্থ করা হয়েছে এভাবে : বীর্যবান বলে বীর, দক্ষ বলে বীর, ধীমান বলে বীল, হিতকারী বলে বীর, সূর বলে বীর, নির্ভীক-অভীরু-ভয়হীন-অনুত্রাসী-সাহসী ও ভয়বিহ্বল প্রহীন বলে বীর, লোমহর্ষের অতীত বলে বীর।

"বাতাস" শব্দের অর্থে বলা হয়েছে : পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, উত্তর দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, ধুলি বা দূষিত বাতাস, ধুলিমুক্ত বা নির্মল বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, অল্প বাতাস, প্রবল বাতাস, বিশুদ্ধ বাতাস, ডানার বাতাস, সুপর্ণ (বা সুপর্ণপক্ষী কর্তৃক সৃষ্ট) বাতাস, তালপাতার বাতাস, ব্যজনীর বাতাস।

"অজ্ঞান"—দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান, দুঃখ ধ্বংসকারী উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান। কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মে অজ্ঞান। এরূপে যা অজ্ঞান, অদর্শন, অদক্ষতা, সত্য বিষয়ে অজ্ঞাত, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনতা, দুষ্টগাহন, বিচক্ষণতাহীন, উদ্দেশ্যহীনতা, বিবেচনা করতে অসমর্থ, অসতর্কতা, নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধি, অবিদ্যা, অবিদ্যা ওঘ, অবিদ্যা যোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্ব সংস্কার, অবিদ্যাখিল, মোহ, অকুশলমূল।

"দ্বেষ"—চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, কোপন, প্রকোপন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোপন স্বভাব, দোষ, প্রদোষ, পাপাচার, বিশৃঙ্খল মেজাজ, বিদ্বেষ, ক্রোধ, উত্তেজনা, ক্রুদ্ধভাব, দ্বেষ, প্রদোষ, প্রদুষ্টভাব, উদ্বিগ্নতা, উদ্বেগ, ঈর্ষাপরায়ণতা, চণ্ডতা, অসুরতা এবং চিত্তের দুঃখভাব।

'কলুষিত মানুষ' বলতে কলুষিত কায়কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত বাককর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মনোকর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত প্রাণীহত্যা দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত চুরি কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যা কামাচার কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যা বাককর্ম দ্বারা দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত পিশুন বাক্য দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত কর্কশ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত সম্প্রলাপ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত অবিদ্যার দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত ব্যাপাদের দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত চেতনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রার্থনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রণিধি দ্বারা সমন্নাগত হয়ে মানুষ কলুষিত, হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, অধম ও ক্ষুদ্র হয়।

উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত আরও বহুবিধ বিষয়ের সুগভীর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। আমি মনে করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবেন। তাদেরকে অনেক বিষয় পরিস্কার ও বিস্তৃতভাবে জানতে সাহয্য করবে। সাধারণত অন্যান্য পিটকীয় গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উপস্থিতি তেমন একটা চোখে পড়ে না, কিন্তু এই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়ে বিস্তৃতিমূলক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ রয়েছে।

চিরং তিট্ঠতু সদ্ধম্মসাসনম্ !

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন ভাবনাকেন্দ্র
রাঙামাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবেদন

জগদ্দুর্লভ অর্হৎ পরম পূজ্য বনভন্তের শিষ্যমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে ত্রিপিটকের বেশ কিছু গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার "*চূলনির্দেশ*" গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ যাবৎ কাল এই গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়নি। এটাই প্রথম বাংলায় অনূদিত *চূলনির্দেশ* গ্রন্থ। পূজ্য বনভন্তের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল, একদিন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনূদিত হবে। তিনি বিভিন্ন দেশনায় এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ত্রিপিটকের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতেন। সাথে সাথে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা কতটুকু যে অপরিহার্য সেটাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতেন। এমনকি পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার তাঁর মহান ইচ্ছা, পরিকল্পনার কথাও বলতেন সবিস্তারে। এক সময় স্বীয় শিষ্যদেরকেও পালি শিক্ষা করে ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ করার কাজে সম্পৃক্ত হতে উপদেশ প্রদান করতেন, উৎসাহিত করতেন, বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতেন।

সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের ষোলতম গ্রন্থ হল "চূলনির্দেশ"। *সুত্তনিপাতের* পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্র এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। *সুত্তনিপাতে* উল্লেখিত ওই গাথাসমূহ *চূলনির্দেশে* বিশদভাবে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন অগ্রশ্রাবক, অনুবুদ্ধ শারীপুত্র স্থবির। তাই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি *সুত্তনিপাতের* পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্রের টীকা গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

বলে রাখা প্রয়োজন, ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থ হতে এ *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণত পিটকীয় গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উপস্থিতি থাকে না, কিন্তু *চূলনির্দেশ* সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। এখানে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উপস্থিতি সর্বত্র। আলোচ্য বিষয়সমূহ পরিস্কারভাবে বোধগম্য করতে প্রতিটি বিষয়ে যেমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ রয়েছে, তেমনি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে অন্যান্য পিটকীয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চূলনির্দেশ গ্রন্থে মৌলিক তত্ত্ব নেই বলা যায়। এটি মূলত ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। প্রথমে সুত্তনিপাতের পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্রে গাথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর প্রতিটি গাথার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। এই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি শব্দের বহু প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের এটি একটি আকর্ষণীয় দিকও বলা চলে।

শীল ও প্রজ্ঞা-বিমণ্ডিত সত্যিকারের ভিক্ষু-জীবন গঠন করতে *চূলনির্দেশে* আলোচিত উপদেশসমূহের তুলনাই হয় না। কোনো ভিক্ষু যদি নিজেকে পরিশুদ্ধ রেখে বুদ্ধের প্রশংসিত বিবেক-বৈরাগ্য সুখে সমন্বিত হয়ে অবস্থান করতে চাই, তাহলে তাকে কেবল এই *চূলনির্দেশের* উপদেশ মেনে চললে হবে। এতেই সে সফলকাম হতে পারবে। অন্য কোনো উপদেশের দিকে তাকাতে হবে না তাকে। বিশেষত খড়্গবিষাণ সূত্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণসমূহ হতে পারে যেকোনো বিবেককামী আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত ভিক্ষুর অফুরন্ত প্রাণের ফোয়ারা। একজন ভিক্ষুকে নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে হলে বুদ্ধের প্রশংসিত নির্জন বনভূমির শীতল ছায়াতলে বসে ধ্যানানুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। খড়্গবিষাণ সূত্রে একক জীবন যাপন করাকে শ্রেয় বলা হয়েছে। পুরো সূত্রে নির্জন স্থানে একক জীবন যাপনের মহিমা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এসূত্রে এরূপ বলা হয়েছে, প্রব্রজিতগণকে জগতের প্রতি উদাসীন হয়ে একাকী নির্জনস্থানে অবস্থান কর। পরমার্থ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য, অলীন চিত্তসম্পন্ন (কলুষমুক্ত চিত্তসম্পন্ন), কঠোর উদ্যোগী, দৃঢ়, পরাক্রমী হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। সংযতচক্ষু, পদ বা ভ্রমণ অলোলুপ ও ইন্দ্রিয়সমূহে সুরক্ষিত, অনাসক্ত এবং মনস্তাপহীন হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। লোলুপতাহীন, প্রবঞ্চনাহীন, পিপাসাহীন, ম্রক্ষহীন, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত এবং সকল লোকে আসক্তিহীন হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। আরও বলা হয়েছে, সঙ্গপ্রিয়তা অস্থান, যাঁর সংস্পর্শে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র লাভ হয়। তাই আদিত্যবন্ধুর উপদেশ ধারণ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

আমরা পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তের আশীর্বাদ এবং উৎসাহ, উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ হয়ে আমরা পালি শিক্ষা শুরু করি। আর পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, পণ্ডিতপ্রবর প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের শাসনদরদী ও উদার হৃদয়ের আশীর্বাদধন্য হয়ে পালি সম্বন্ধে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন লাভে সমর্থ হই। এসবকে পুঁজি করে এবারে এই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ কাজে ব্রতী হলাম। এ অনুবাদ কাজে আমরা মূলত ষষ্ঠ সঙ্গায়নের মাধ্যমে বিশোধিত সমগ্র ত্রিপিটকের সফ্টওয়ার-এর সিডি রোমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রূপান্তরিত খুদ্দকনিকয়ে *চূলনির্দেশ* পালি গ্রন্থটি অনুসরণ করেছি। প্রচেষ্টা কমতি ছিল না, মূল পালির সাথে সঙ্গতি রেখে অনুবাদ করার। আর পাঠকসমাজ যাতে সহজে বুঝতে পারেন, তজ্জন্য যথাসম্ভব সরল, সহজবোধ্য তথা সাবলীল অনুবাদের দিকেও চোখ রাখা হয়েছে। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সাবলীলতার ছন্দপতন ঘটেনি তা দাবী করা যাবে না।

অনুবাদকাজে আমরা প্রয়োজনীয় স্থানে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে কর্তৃক অনূদিত সুত্তনিপাত, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত দীর্ঘনিকায় (অখণ্ড) ও ড. বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত মধ্যমনিকায়-এর (১ম খণ্ড) সাহায্য নিয়েছি। পালি শব্দগুলোর যথার্থ অর্থ উদ্ধার করতে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধানের দ্বারস্থ হয়েছি বারবার। উপরোক্ত লেখকগণের কাছে আমরা বহুলাংশে ঋণী। তাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ ছাড়াও আমাদের কর্তৃক অনূদিত *মহানির্দেশ* গ্রন্থ থেকেও যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলে নয়, পূজ্য বনভন্তে পরিনির্বাণ লাভ করার আগে *মহানির্দেশ* গ্রন্থটির ন্যায় *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটিও বঙ্গানুবাদ করার কথা খুব বলেছিলেন। কিন্তু তখন গ্রন্থ দুটির কোনটিই অনুবাদের কাজে হাত দেওয়ার সময় করে নিতে পারিনি। তাঁর পরিনির্বাণ লাভের পরে, তবেই গ্রন্থগুলো অনুবাদ করা সম্ভব হল। বাংলায় অনূদিত এই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি পূজ্য ভন্তের পবিত্র হাতে তুলে দিতে পারলে আরও ভালো লাগতো আমাদের।

অনুবাদের কাজ বরাবরই কঠিন। এক ভাষার ভাব-সম্পদ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করা—সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। আর সেটা ধর্মীয় বিষয় হলে তো কথায় নেই। কাজেই পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদকাজ যে মোটেই সহজ নয়, এটা বলার অবকাশ রাখে না। এখানে অনুবাদককে অনেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়, যাতে কোনো অংশে বুদ্ধবচন বিকৃত না হয়। সাথে সাথে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতাও রক্ষা করার দিকে মনোযোগী হতে হয়। এসব কারণে অনুবাদের প্রাঞ্জলতা অটুট রাখা কঠিন হয়ে পড়ে মাঝেমধ্যে। আমরা সাধ্যমতন চেষ্টা চালিয়েছি পালির মূল অর্থ ও শব্দ সমন্বিত রেখে অনুবাদ কাজ সমাধা করতে। এ ব্যাপারে আমরা কতটুকু সফলকাম হয়েছি তা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করবেন। তবে পুরোপুরি সফল এমন দাবী করছি না। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি যে নেই তাও বলা যাবে না। এসব অনিচ্ছাকৃত ভুল উদার্যচিত্তে গ্রহণ করার প্রত্যাশা রইল।

‘ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে’—বুদ্ধের এ বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এ গ্রন্থের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে ‘ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ’। মহান আর্যপুরুষ বনভন্তের অন্যতম স্বপ্ন ছিল ‘বুদ্ধবাণীর আধার পবিত্র ত্রিপিটক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একদিন বাংলায় অনূদিত হবে'—এ অনুপম স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংস্থাটি। পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশনা ও বহুল প্রচারে এ সংস্থার ভূমিকা, সদিচ্ছা সত্যিই প্রসংশনীয় ও অনুকরণীয়। 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' ভবিষ্যতেও সদ্ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধির তরে এরূপ মহৎ কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে আশা রাখি। সংস্থার এই মহতী উদ্যোগে মুক্তিকামী মানবসমাজ যে উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। উক্ত সোসাইটির এই সাধুসংকল্পে তথা ধর্মসেবায় যারা যারা নানাভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক সাধুবাদ ও শুভাশীর্বাদ প্রদান করছি সর্বান্তকরণে।

গ্রন্থটির কম্পিউটার কম্পোজের মতোন কষ্টসাধ্য কার্য সুসমাধা করে দিয়ে পুণ্যের ভাগী হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু, বিপুলানন্দ ভিক্ষু, মিস দীপ্তি চাকমা কন্তি। এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ সহযোগিতা করে তারা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাছে আবদ্ধ করেছেন। তাদের প্রত্যেকের জীবনে সমৃদ্ধি কামনাসহ মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ রইল। এ ছাড়াও গ্রন্থটি অনুবাদ, প্রকাশের কাজে যারা আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও শুভাশীর্বাদ।

নিবেদক
অনুবাদকবৃন্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূ চি প ত্র

পরায়ণ-বর্গ

বিষয়-গাথা ২৯
১. অজিত মানব প্রশ্ন..৩৭
২. তিষ্যমেত্তেয় মানব প্রশ্ন ৩৮
৩. পুন্নক মানব প্রশ্ন ৩৯
৪. মেত্তগূ মানব প্রশ্ন ৪১
৫. ধোতক মানব প্রশ্ন ৪৩
৬. উপসীব মানব প্রশ্ন..৪৫
৭. নন্দ মানব প্রশ্ন..৪৭
৮. হেমক মানব প্রশ্ন ৪৯
৯. তোদেয়্য মানব প্রশ্ন ৫০
১০. কপ্প মানব প্রশ্ন ৫১
১১. জতুকন্নী মানব প্রশ্ন ৫১
১২. ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন ৫২
১৩. উদয় মানব প্রশ্ন ৫৩
১৪. পোসাল মানব প্রশ্ন..৫৫
১৫. মোঘরাজ মানব প্রশ্ন..৫৫
১৬. পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন ৫৬
১৭. পারায়ণ উৎপত্তি গাথা..৫৭
১৮. পারায়ণানুগীতি গাথা ৫৯

পরায়ণ-বর্গ বর্ণনা (নির্দেশ)

১. অজিত মানব প্রশ্ন বর্ণণা..৬২
২. তিষ্যমেত্তেয় মানব প্রশ্ন বর্ণনা ৭৮
৩. পুন্নক মানব প্রশ্ন বর্ণনা..৮৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. মেত্তগূ মানব প্রশ্ন বর্ণনা ৯৮
৫. ধোতক মানব প্রশ্ন বর্ণনা... ১২৪
৬. উপসীব মানব প্রশ্ন বর্ণনা ১৩৭
৭. নন্দমানব প্রশ্ন বর্ণনা...১৪৭
৮. হেমক মানব প্রশ্ন বর্ণনা... ১৬১
৯. তোদেয়্য মানব প্রশ্ন বর্ণনা ১৬৬
১০. কপ্প মানব প্রশ্ন বর্ণনা... ১৭১
১১. জতুকন্নী মানব প্রশ্ন বর্ণনা ১৭৭
১২. ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন বর্ণনা ১৮৪
১৩. উদয় মানব প্রশ্ন বর্ণনা.. ১৯০
১৪. পোসাল মানব প্রশ্ন বর্ণনা ১৯৯
১৫. মোঘরাজ মানব প্রশ্ন বর্ণনা...২০৭
১৬. পিঙ্গিয়মানব প্রশ্ন বর্ণনা..২২৩
১৭. পারায়ণ উৎপত্তি গাথা বর্ণনা...২২৯
১৮. পারায়ণানুগীতি গাথা বর্ণনা..২৩৬

খড়্গবিষাণ সূত্র

খড়্গবিষাণ সূত্র বর্ণনা

প্রথম বর্গ ২৬২
দ্বিতীয় বর্গ ২৮৭
তৃতীয় বর্গ ৩০১
চতুর্থ বর্গ ৩২০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

খুদ্দকনিকায়ে
চূলনির্দেশ

পরায়ণ-বর্গ

বিষয়-গাথা

১. কোসলানং পুরা রম্মা, অগমা দকিখণাপথং।
আকিঞ্চঞঞং পত্থযানো, ব্রাহ্মণো মন্তপারগূ॥

অনুবাদ : অকিঞ্চন আকাঙ্ক্ষী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোশলের রম্যপুরী হতে দক্ষিণ পথে গমন করলেন।

২. সো অস্সকস্স ৰিসযে, মল়কস্স[১] সমাসনে[২]।
ৰসি গোধাৰরীকূলে, উঞ্ছেন চ ফলেন চ॥

অনুবাদ : তিনি অলকের পার্শ্ববর্তী অস্সকের রাজ্যে গোধাবরীকুলে ভিক্ষাবৃত্তি ও ফলমূল আহরণের দ্বারা জীবন ধারণ করতেন।

৩. তস্সেৰ[৩] উপনিস্সায, গামো চ ৰিপুলো অহু।
ততো জাতেন আযেন, মহাযঞঞমকপ্পযি॥

অনুবাদ : সেই অস্সক রাজ্যের অনতিদূরে অবস্থিত বিশাল গ্রাম হতে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন তিনি।

৪. মহাযঞঞং যজিত্বান, পুন পাৰিসি অস্সমং।
তস্মিং পটিপৰিট্ঠম্হি, অঞ্ঞো আগঞ্ছি ব্রাহ্মণো॥

অনুবাদ : মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সমাপন করে যখন তিনি পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করলেন, সেই সময়ে অন্য একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন।

---

[১] [অল়কস্স (সু. নি. ৯৮৩) মুল়কস্স (স্যা.), মূল়্হকস্স (ক.)]

[২] [সমাসন্নে (ক.)]

[৩] [তংযেৰ (ক.) অট্ঠকথা ওলোকেতব্বা]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. উগ্ঘট্টপাদো তসিতো[১], পঙ্কদন্তো রজস্সিরো।
সো চ নং উপসঙ্কম্ম, সতানি পঞ্চ যাচতি॥

অনুবাদ : ক্ষত, দগ্ধ পা এবং অপরিষ্কার দাঁত, ধূলিবালি ম্রক্ষিত মস্তক—সেই ব্রাহ্মণ তাঁর (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) কাছে গমন করে পাঁচশত মুদ্রা যাচঞা করলেন।

৬. তমেনং বাৰরী দিস্বা, আসনেন নিমন্তযি।
সুখঞ্চ কুসলং পুচ্ছি, ইদং ৰচনমব্রৰি॥

অনুবাদ : তাকে দেখে বাবরী আসন গ্রহণ করতে আহবান করলেন। সুখ ও কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর এরূপ বললেন :

৭. ‘‘যং খো মম দেয্যধম্মং, সব্বং ৰিসজ্জিতং মযা।
অনুজানাহি মে ব্রহ্মে, নত্থি পঞ্চসতানি মে’’॥

অনুবাদ : “আমার যা কিছু দান করার ছিল, সবই দান দেওয়া হয়েছে। হে ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে পাঁচশত মুদ্রা নেই।”

৮. ‘‘সচে মে যাচমানস্স, ভৰং নানুপদস্সতি[২]।
সত্তমে দিৰসে তুযহং, মুদ্ধা ফলতু সত্তধা’’॥

অনুবাদ : “আমি যাচক, যদি আমার ন্যায় যাচঞাকারীর ইচ্ছা পূরণ না কর, তাহলে সাত দিনে তোমার মস্তক সাতভাগে বিভক্ত (বিদীর্ণ) হবে।”

৯. অভিসঙ্খরিত্বা কুহকো, ভেরৰং সো অকিত্তযি।
তস্স তং ৰচনং সুত্বা, বাৰরী দুকিখতো অহু॥

অনুবাদ : কুহক (এই ব্রাহ্মণ) ভীতিপ্রদ অভিশাপ প্রদান করে সেরূপ ঘোষণা করলেন। তার সেই বাক্য শুনে বাবরী দুঃখিত হলেন।

১০. উস্সুস্সতি অনাহারো, সোকসল্লসমপ্পিতো।
অথোপি এৰং চিত্তস্স, ঝানে ন রমতী মনো॥

অনুবাদ : মনঃকষ্ট, দুঃখ শৈল্যে পীড়িত হয়ে ও অনাহারে তাঁর দেহ শুষ্ক হলো। (অন্যদিকে) এরূপ চিত্তসম্পন্নের মন ধ্যানে রমিত হয় না।

১১. উত্রস্তং দুকিখতং দিস্বা, দেৰতা অত্থকামিনী।
বাৰরিং উপসঙ্কম্ম, ইদং ৰচনমব্রৰি॥

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ বাবরীকে ভীত ও দুঃখিত অবস্থায় দেখে মঙ্গলকামী এক দেবতা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন :

১২. ‘‘ন সো মুদ্ধং পজানাতি, কুহকো সো ধনত্থিকো।
মুদ্ধনি মুদ্ধপাতে[১] ৰা, ঞাণং তস্স ন ৰিজ্জতি’’॥

---

[১] [তস্সিতো (ক.)]

[২] [পদেস্সতি (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : “সেই ধনপ্রার্থী কুহক ব্রাহ্মণ মস্তক সম্বন্ধে জানে না। মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ জ্ঞান (বিদ্যা) তার কাছে বিদ্যমান নেই।”

১৩. ‘‘ভোতী[২] চরহি জানাতি, তং মে অকখাহি পুচ্ছিতা।
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ[৩], তং সুণোম ৰচো তৰ’’॥

অনুবাদ : “মহাশয়, আপনি যদি মস্তক ও মস্তক-বিদীর্ণকরণ সম্বন্ধে জেনে থাকেন, তাহলে তা আমার কাছে প্রকাশ করুন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমরা সেই সম্বন্ধে আপনার বাক্য শুনব।”

১৪. ‘‘অহম্পেতং ন জানামি, ঞাণং মেত্থ ন ৰিজ্জতি।
মুদ্ধনি মুদ্ধাধিপাতে চ, জিনানঞ্হেত্থ[৪] দস্সনং’’॥

অনুবাদ : “আমিও এটা জানি না, মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ এরূপ জ্ঞান আমার উৎপন্ন হয়নি। ইহা বুদ্ধগণেরই জ্ঞাত।”

১৫. ‘‘অথ কো চরহি[৫] জানাতি, অস্মিং পথৰিমণ্ডলে[৬]।
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, তং মে অকখাহি দেৰতে’’॥

অনুবাদ : “হে দেবতা, তাহলে এই পৃথিবী ভূমণ্ডলে মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ বিষয়ে কে জানেন, তা আমাকে প্রকাশ করুন।”

১৬. ‘‘পুরা কপিলৰত্থুম্হা, নিকখন্তো লোকনাযকো।
অপচ্চো ওক্কাকরাজস্স, সক্যপুত্তো পভঙ্করো॥

অনুবাদ : “পূর্বে ইক্ষাকু রাজবংশজাত সন্তান লোকনায়ক, প্রভাকর, শাক্যপুত্র কপিলাবস্তু নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।”

১৭. ‘‘সো হি ব্রাহ্মণ সম্বুদ্ধো, সব্বধম্মান পারগূ।
সব্বাভিঞ্ঞাবলপ্পত্তো[৭], সব্বধম্মেসু চকখুমা।
সব্বকম্মকখযং পত্তো, ৰিমুত্তো উপধিকখযে॥

অনুবাদ : “হে ব্রাহ্মণ, তিনি সম্বুদ্ধ, সকল ধর্মে পারদর্শী, সকল অভিজ্ঞা বলসম্পন্ন, সকল ধর্মে চক্ষুষ্মান; সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত এবং উপধি ক্ষয়ে বিমুক্ত।”

---

[১] [মুদ্ধনিম্মুদ্ধপাতে (ক.)]
[২] [ভোতি (ক.)]
[৩] [মুদ্ধাতিপাতঞ্চ (ক.)]
[৪] [জনানঞ্হেত্থ (ক.)]
[৫] [যো চরতি (ক.)]
[৬] [পুথৰিমণ্ডলে (সী.)]
[৭] [ফলপ্পত্তো (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. “বুদ্ধো সো ভগৰা লোকে, ধম্মং দেসেতি চকখুমা।
তং তুং গন্ত্বান পুচ্ছস্সু, সো তে তং ব্যাকরিস্সতি”॥

অনুবাদ : “তিনি জগতের বুদ্ধ ভগবান, সেই চক্ষুষ্মান ধর্মকে দেশনা করেন। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তা ব্যাখ্যা করবেন।”

১৯. সম্বুদ্ধোতি ৰচো সুত্বা, উদগ্গো বাৰরী অহু।
সোকস্স তনুকো আসি, পীতিঞ্চ ৰিপুলং লভি॥

অনুবাদ : ‘সম্বুদ্ধ’ এই বচন শুনে বাবরী আনন্দিত হলেন। তাঁর শোক হ্রাস হলো। তিনি বিপুল প্রীতি লাভ করলেন।

২০. সো বাৰরী অত্তমনো উদগ্গো, তং দেৰতং পুচ্ছতি ৰেদজাতো।
“কতমস্মি গামে নিগমস্মি ৰা পন,
কতমস্মি ৰা জনপদে লোকনাথো।
যত্থ গন্ত্বান পস্সেমু, সম্বুদ্ধং দ্বিপদুত্তমং”॥

অনুবাদ : হৃষ্ট, উল্লসিত বাবরী ভাবাবেগে এই দেবতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন গ্রামে, নগরে বা জনপদে লোকনাথ অবস্থান করছেন, যেখানে গিয়ে আমরা নরোত্তম সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ করতে পারব কি?

২১. “সাৰত্থিযং কোসলমন্দিরে জিনো,
পহূতপঞ্ঞো ৰরভূরিমেধসো।
সো সক্যপুত্তো ৰিধুরো অনাসৰো,
মুদ্ধাধিপাতস্স ৰিদূ নরাসভো”॥

অনুবাদ : শ্রাবস্তী নগরের কোশল-মন্দিরে জিন অবস্থান করছেন। তিনি প্রভূত প্রজ্ঞাশালী, শ্রেষ্ঠ, অতিশয় অভিজ্ঞ, শাক্যপুত্র, পণ্ডিত, অনাস্রব, নরশ্রেষ্ঠ, মস্তক বিদীর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন।

২২. ততো আমন্তযী সিস্সে, ব্রাহ্মণে মন্তপারগূ।
“এথ মাণৰা অকিখস্সং, সুণাথ ৰচনং মম॥

অনুবাদ : অতঃপর বাবরী ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ শিষ্যগণকে আহ্বান করে বললেন, “বৎসগণ, এসো, আমার কিছু বলার আছে; তা শ্রবণ কর।

২৩. “যস্সেসো দুল্লভো লোকে, পাতুভাৰো অভিণ্হসো।
স্বাজ্জ লোকম্হি উপ্পন্নো, সম্বুদ্ধো ইতি ৰিস্সুতো।
খিপ্পং গন্ত্বান সাৰত্থিং, পস্সৰেহো দ্বিপদুত্তমং”॥

অনুবাদ : জগতে যাঁর আবির্ভাব দুর্লভ, যিনি পুনঃ পুনঃ জন্ম নেন না, তিনি বর্তমানে উৎপন্ন হয়েছেন এবং সম্বুদ্ধরূপে বিশ্রুত। অবিলম্বে শ্রাবস্তী গমনপূর্বক নরোত্তমকে দর্শন কর।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪. “কথং চরহি জানেমু, দিস্বা বুদ্ধোতি ব্রাহ্মণ।
অজানতং নো পব্রূহি, যথা জানেমু তং মযং”॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, তাহলে তাঁকে দেখে তিনি যে বুদ্ধ তা কীরূপে জানব? আমরা তাঁকে জানি না, যেরূপে জানতে পারি তা প্রকাশ করুন।

২৫. “আগতানি হি মন্তেসু, মহাপুরিসলকখণা।
দ্বত্তিংসানি চ ব্যাকখাতা, সমত্তা অনুপুব্বসো॥

অনুবাদ : শাস্ত্রের মধ্যে মহাপুরুষ লক্ষণসমূহ বত্রিশ প্রকারে আনুপূর্বিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

২৬. “যস্সেতে হোন্তি গত্তেসু, মহাপুরিসলকখণা।
দ্বেযেৰ তস্স গতিযো, ততিযা হি ন ৰিজ্জতি॥

অনুবাদ : যাঁর শরীরে এসব মহাপুরুষ লক্ষণ বিদ্যমান, তাঁর দুই গতিই হয়, তৃতীয় হয় না।

২৭. “সচে অগারং আৰসতি, ৰিজেয্য পথৰিং ইমং।
অদণ্ডেন অসত্থেন, ধম্মেন অনুসাসতি॥

অনুবাদ : যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহলে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত পৃথিবী জয় করে ধর্মানুসারে শাসন করবেন।

২৮. “সচে চ সো পব্বজতি, অগারা অনগারিযং।
ৰিৰট্টচ্ছদো[১] সম্বুদ্ধো, অরহা ভৰতি অনুত্তরো॥

অনুবাদ : যদি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাহলে আবরণমুক্ত অনুত্তর সম্বুদ্ধ অর্হৎ হবেন।

২৯. “জাতিং গোত্তঞ্চ লকখণং, মন্তে সিস্সে পুনাপরে।
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, মনসাযেৰ পুচ্ছথ॥

অনুবাদ : আমার জাতি, গোত্র, লক্ষণ, মন্ত্র এবং অপরাপর শিষ্যগণ সম্বন্ধে আর মস্তক ও মস্তক-বিদীর্ণকরণ বিষয়ে (তোমরা) মনে মনে জিজ্ঞাসা করবে।

৩০. “অনাৰরণদস্সাৰী, যদি বুদ্ধো ভৰিস্সতি।
মনসা পুচ্ছিতে পঞ্হে, ৰাচায ৰিসজ্জিস্সতি”[২]॥

অনুবাদ : যদি তিনি বুদ্ধ, আবরণমুক্ত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাহলে মন দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন।

৩১. বাৰরিস্স ৰচো সুত্বা, সিস্সা সোলস ব্রাহ্মণা।
অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ॥

---

[১] [ৰিৰত্তচ্ছদ্দো (সী.)]

[২] [ৰিস্সজিস্সতি (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : বাবরীর বাক্য শুনলেন ষোলজন ব্রাহ্মণ শিষ্য, যেমন : অজিত, তিস্সমেত্তেয়, পুন্নক, তৎপরে মেত্তগূ।

৩২. ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো।
তোদেয্য-কপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো॥

অনুবাদ : ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয়্য, কপ্প এবং পণ্ডিত জতুকন্নী।

৩৩. ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥

অনুবাদ : ভদ্রাবুধ উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা ও মহর্ষি পিঙ্গিয়।

৩৪. পচ্চেকগণিনো সব্বে, সব্বলোকস্স ৰিস্সুতা।
ঝাযী ঝানরতা ধীরা, পুব্বৰাসনৰাসিতা॥

অনুবাদ : তারা সবাই স্বতন্ত্র গণাচার্য, সর্বলোকের বিশ্রুত; ধ্যানী, ধ্যানরত, জ্ঞানী এবং অতীত সংস্কারজনিত স্মৃতি রক্ষাকারী।

৩৫. বাৰরিং অভিৰাদেত্বা, কত্বা চ নং পদক্খিণং।
জটাজিনধরা সব্বে, পক্কামুং উত্তরামুখা॥

অনুবাদ : জটাধারী ব্রাহ্মণ সবাই বাবরীকে অভিবাদন করে তাকে প্রদক্ষিণ করে উত্তরমুখী হয়ে প্রস্থান করলেন।

৩৬. মলকস্স পতিট্ঠানং, পুরমাহিস্সতিং[১] তদা[২]।
উজ্জেনিঞ্চাপি গোনদ্ধং, ৰেদিসং ৰনসৰহযং॥

অনুবাদ : তথায় প্রথমে অলকের প্রতিষ্ঠান, পরে মাহিস্সতি এবং উজ্জেনি, গোনদ্ধ, বেদিস ও বনসব্হয়।

৩৭. কোসম্বিঞ্চাপি সাকেতং, সাৰত্থিঞ্চ পুরুত্তমং।
সেতব্যং কপিলৰত্থুং, কুসিনারঞ্চ মন্দিরং॥

অনুবাদ : কোশাম্বি, সাকেত, নগরশ্রেষ্ঠ শ্রাবস্তী, সেতব্য কপিলাবস্তু এবং কুশীনারা মন্দির।”

৩৮. পাৰঞ্চ ভোগনগরং, ৰেসালিং মাগধং পুরং।
পাসাণকং চেতিযঞ্চ, রমণীযং মনোরমং॥

অনুবাদ : সমৃদ্ধশালী পাবা নগর, মাগধপুর ও বৈশালী অতিক্রম করে রমণীয় মনোরম পাষাণ-চৈত্যে উপনীত হলেন।

---

[১] [পুরমাহিযতি (ক.)]
[২] [সদা (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. তসিতোৰুদকং সীতং, মহালাভংৰ ৰাণিজো।
ছাযং ঘম্মাভিতত্তোৰ তুরিতা পব্বতমারুহুং॥

অনুবাদ : শীতল জলপ্রার্থী তৃষিতের ন্যায়, মহালাভার্থী বণিকের ন্যায় এবং ছায়ার্থী ঘর্মাভিতপ্তের ন্যায় (তারা) ত্বরিতে পর্বতারোহণ করলেন।

৪০. ভগৰা তম্হি সমযে, ভিকখুসঙ্ঘপুরকখতো।
ভিকখূনং ধম্মং দেসেতি, সীহোৰ নদতী ৰনে॥

অনুবাদ : তখন ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে উপবেশন করে ভিক্ষুগণকে সিংহনাদে ধর্মদেশনা করছেন।

৪১. অজিতো অদ্দস বুদ্ধং, পীতরংসিংৰ[১] ভাণুমং।
চন্দং যথা পন্নরসে, পরিপূরং[২] উপাগতং॥

অনুবাদ : অজিত সোনালীবর্ণ সূর্যের ন্যায়, পঞ্চদশীতে পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধকে দেখতে পেলেন।

৪২. অথস্স গত্তে দিস্বান, পরিপূরঞ্চ ব্যঞ্জনং।
একমন্তং ঠিতো হট্‌ঠো, মনোপঞ্হে অপুচ্ছথ॥

অনুবাদ : অতঃপর তাঁর শরীরে পরিপূর্ণ (বত্রিশ মহাপুরুষ) লক্ষণ দেখে আনন্দচিত্তে একান্তে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

৪৩. "আদিস্স জম্মনং ব্রূহি, গোত্তং ব্রূহি সলকখণং।
মন্তেসু পারমিং ব্রূহি, কতি ৰাচেতি ব্রাহ্মণো"॥

অনুবাদ : "বাবরীর জন্ম, গোত্র ও লক্ষণ প্রকাশ করুন, কোন কোন মন্ত্রে তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর কতো মন্ত্র বলতে পারেন? তা প্রকাশ করুন।"

৪৪. "ৰীসং ৰস্সসতং আয়ু, সো চ গোত্তেন বাৰরী।
তীণিস্স লকখণা গত্তে, তিণ্ণং ৰেদান পারগূ॥

অনুবাদ : "তাঁর আয়ু একশ বিশ বছর, গোত্রের নাম বাবরী, দেহে তিন প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ।"

৪৫. "লকখণে ইতিহাসে চ, সনিঘণ্ডুসকেটুভে।
পঞ্চসতানি ৰাচেতি, সধম্মে পারমিং গতো"॥

অনুবাদ : "নির্ঘন্ট ও কেটুভসহ লক্ষণ এবং ইতিহাসে (পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায়) তিনি পাঁচশ মন্ত্র বলতে পারেন, স্বধর্মে তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত।"

৪৬. "লকখণানং পৰিচযং, বাৰরিস্স নরুত্তম।
তণ্হচ্ছিদ[১] পকাসেহি, মা নো কঙ্খাযিতং অহু"॥

---

[১] [জিতরংসিং সীতরংসিং (ক.), ৰীতরংসিং (সী. স্যা.)]

[২] [পারিপূরিং (সী. স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : "হে নরোত্তম, তৃষ্ণাবিজয়ী, বাবরীর লক্ষণসমূহ প্রকাশ করুন, যাতে আমাদের সংশয় দূর হয়।"

৪৭. "মুখং জিৰহায ছাদেতি, উণ্ণস্স ভমুকন্তরে।
কোসোহিতং ৰত্থগুযহং, এৰং জানাহি মাণৰ"॥

অনুবাদ : তিনি জিহ্বা দ্বারা মুখাচ্ছাদন করতে পারেন। তাঁর ভ্রূযুগলের মাঝখানেও কেশ বিদ্যমান, গুহ্যেন্দ্রিয় কোষাবৃত। হে মানব, এরূপই জান।

৪৮. পুচ্ছঞ্হি কিঞ্চি অসুণন্তো, সুত্বা পঞ্হে ৰিযাকতে।
ৰিচিন্তেতি জনো সব্বো, ৰেদজাতো কতঞ্জলী॥

অনুবাদ : ভগবান কোনো প্রকার প্রশ্ন না শুনে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেন। এতে জনসাধারণ প্রীতিপূর্ণ ও কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ চিন্তা করলেন :

৪৯. "কো নু দেৰো ৰা ব্রহ্মা ৰা, ইন্দো ৰাপি সুজম্পতি।
মনসা পুচ্ছিতে পঞ্হে, কমেতং পটিভাসতি॥

অনুবাদ : "মনে মনে যিনি এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কি দেবতা, ব্রহ্মা নাকি সুজাম্পতি ইন্দ্র? কার প্রশ্নের উত্তরে এই ভাষণ?"

৫০. "মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, বাৰরী পরিপুচ্ছতি।
তং ব্যাকরোহি ভগৰা, কঙ্খং ৰিনয নো ইসে"॥

অনুবাদ : "বাবরী মস্তক এবং মস্তক বিদীর্ণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। হে ভগবান, তা প্রকাশ করুন। হে ঋষি, আমাদের সন্দেহ অপনোদন করুন।"

৫১. "অৰিজ্জা মুদ্ধাতি জানাহি, ৰিজ্জা মুদ্ধাধিপাতিনী।
সদ্ধাসতিসমাধীহি, ছন্দৰীরিযেন সংযুতা"॥

অনুবাদ : "অবিদ্যাই মস্তক, আর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, সমাধি, ছন্দ, বীর্যসংযুক্ত বিদ্যাই মস্তক বিদীর্ণকারী।"

৫২. ততো ৰেদেন মহতা, সন্থম্ভেত্বান মাণৰো।
একংসং অজিনং কত্বা, পাদেসু সিরসা পতি॥

অনুবাদ : তখন বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মানব গভীর আনন্দে, শান্তচিত্তে অজিন (পরিধেয় বস্ত্র) একাংশ করে ভগবানের চরণে নতশির হলেন।

৫৩. "বাৰরী ব্রাহ্মণো ভোতো, সহ সিস্সেহি মারিস।
উদগ্গচিত্তো সুমনো, পাদে ৰন্দতি চক্খুম"॥

অনুবাদ : "হে প্রভু, হে চক্ষুষ্মান, হে পূজনীয়, বাবরী ব্রাহ্মণ স্বীয় শিষ্যবর্গের সাথে উদগ্রচিত্ত ও প্রসন্নমনে আপনার চরণে বন্দনা করছেন।"

---

[১] [কঙ্খচ্ছিদ (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৪. “সুখিতো বাৰরী হোতু, সহ সিস্সেহি ব্রাহ্মণো।
তুঞ্চাপি সুখিতো হোহি, চিরং জীৰাহি মাণৰ॥

অনুবাদ : “ব্রাহ্মণ বাবরী সশিষ্যে সুখী হোক, হে মানব, তুমিও সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও।”

৫৫. “বাৰরিস্স চ তুযহং ৰা, সব্বেসং সব্বসংসযং।
কতাৰকাসা পুচ্ছৰেহা, যং কিঞ্চি মনসিচ্ছথ”॥

অনুবাদ : “বাবরীর আর তোমার বা সবার সর্ব সংশয় সম্বন্ধে এই অবসরে ইচ্ছামতো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পার।”

৫৬. সম্বুদ্ধেন কতোকাসো, নিসীদিত্বান পঞ্জলী।
অজিতো পঠমং পঞ্হং, তত্থ পুচ্ছি তথাগতং॥

অনুবাদ : সম্বুদ্ধের অনুমতি পেয়ে করজোড়ে উপবেশন করে অজিত তখন তথাগতকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

[বিষয়-গাথা সমাপ্ত]

১. অজিত মানব প্রশ্ন

৫৭. “কেনস্সু নিৰুতো লোকো, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
কেনস্সু নপ্পকাসতি।
কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি, কিংসু তস্স মহব্ভযং”॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, কী কারণে লোক (জগৎ) আবরিত? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা কী রকম? মহাভয়ই বা কী রকম? তা প্রকাশ করুন।

৫৮. “অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো, [অজিতাতি ভগৰা]
ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।
জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি, দুকখমস্স মহব্ভযং”॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, জগৎ অবিদ্যার কারণে আবরিত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। তৃষ্ণা জগতের আবিলতা, দুঃখই ইহার মহাভয়। আমি এরূপই বলি।

৫৯. “সৰন্তি সব্বধি সোতা, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
সোতানং কিং নিৰাৰণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূহি, কেন সোতা পিধিয্যরে”॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, সর্বত্র (আয়তনাদিতে) স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়। এই স্রোতসমূহের নিবারণ কী? স্রোতসমূহের সংবর কী? কীভাবে স্রোতসমূহ রুদ্ধ হয়? তা বলুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬০. ‘‘যানি সোতানি লোকস্মিং, [অজিতাতি ভগৰা]
সতি তেসং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূমি, পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরে’’॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান, স্মৃতিই সেসবের নীবরণ, সংবরণ। প্রজ্ঞা দ্বারা এসব স্রোত রুদ্ধ হয়। আমি এরূপই বলি।

৬১. ‘‘পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপি[১], [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
নামরূপঞ্চ মারিস।
এতং মে পুট্ঠো পব্রূহি, কত্থেতং উপরুজ্ঝতি’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, হে প্রভু, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ এগুলো কীভাবে ধ্বংস হয়? আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তা ব্যক্ত করুন।

৬২. ‘‘যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি, অজিত তং ৰদামি তে।
যত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
ৰিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতি’’॥

অনুবাদ : হে অজিত, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, আমি তার উত্তরে বলছি। যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তা হলো : বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ ধ্বংস হয়।

৬৩. ‘‘যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা[২] পুথূ ইধ।
তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিস’’॥

অনুবাদ : এ জগতে যারা সঙ্খাতধর্মী, শৈক্ষ্য; হে জ্ঞানী, তাঁদের জীবনাচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। হে প্রভু, দয়া করে তা ব্যাখ্যা করুন।

৬৪. ‘‘কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য, মনসানাৰিলো সিযা।
কুসলো সব্বধম্মানং, সতো ভিক্খু পরিব্বজে’’তি॥

অনুবাদ : কামে নির্লিপ্ত, অনাবিল মনস্ক, সর্বধর্মে দক্ষ (কুশল) এবং স্মৃতিমান হয়ে ভিক্ষু বিচরণ করেন।

[অজিত মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

২. তিষ্যমেত্তেয় মানব প্রশ্ন

৬৫. ‘‘কোধ সন্তুসিতো লোকে, [ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো]
কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।

---

[১] [সতী চেৰ (সী.)]
[২] [সেকখা (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি[১]।
কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি, কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা''তি[২]॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তিষ্যমেত্তেয় বললেন, কে এই জগতে সন্তুষ্ট? কে চঞ্চলতাহীন? কে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয়-অন্ত-মধ্যে লিপ্ত হন না? আপনি কাকে মহাপুরুষ বলেন? এই জগতে কে লোভাতীত?

৬৬. ''কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা]
ৰীততণ্হো সদা সতো।
সঙ্খায নিব্বুতো ভিক্খু, তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তেয়কে বললেন, হে মেত্তেয়, যিনি কামত্যাগে ব্রহ্মচর্যবান, বীততৃষ্ণ, সদা স্মৃতিমান, সেই জ্ঞানী শান্ত ভিক্ষু চঞ্চলতাহীন।

৬৭. ''সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি, সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা''তি॥

অনুবাদ : প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে যিনি উভয়–অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না, এ জগতে তিনিই লোভাতীত; তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলি।

[তিষ্যমেত্তেয় মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

৩. পুন্নক মানব প্রশ্ন

৬৮. ''অনেজং মূলদস্সাৰিং, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা, খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং''॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, বীততৃষ্ণ, মূলদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। কীসের আকাঙ্ক্ষায় এ জগতে ঋষি, মানুষ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। আমি ভগবানকে এটা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমাকে ব্যক্ত করুন।

৬৯. ''যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে, আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তং।
জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসু''॥

---

[১] [ন পিম্পতি (বহূসু)]

[২] [সিব্বনিমচ্চগা (সী. স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : হে পুন্নক, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তারা জরায় আশ্রিত হয়ে এখানে (কামভব ও রূপভবে) জন্ম লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন।

৭০. "যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা।
অতারুং জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং"॥

অনুবাদ : হে প্রভু, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এই জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তারা কি যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত হয়ে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে প্রকাশ করুন।

৭১. "আসীসন্তি থোমযন্তি, অভিজপ্পন্তি জুহন্তি। [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং,
তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি"॥

অনুবাদ : হে পুন্নক, যারা আশা করে, প্রশংসা করে, বাসনা করে ত্যাগ করে এবং লাভের নিমিত্তে কামে অনুরক্ত হয়ে যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়; তারা জন্ম ও জরা অতিক্রম করতে অক্ষম, আমি এরূপই বলি।

৭২. "তে চে নাতরিংসু যাজযোগা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
যঞ্ঞেহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে,
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, হে প্রভু, যদি এসব যজ্ঞানুরক্ত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা জাতি, জরা উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবান, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, তা প্রকাশ করুন।

৭৩. "সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানি, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥

অনুবাদ : জগতে সর্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যিনি যেকোনো স্থানে বিচলিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হন না; সেই শান্ত, প্রশান্ত, ক্লেশমুক্ত, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি জাতি ও জরা অতিক্রম করেছেন। আমি এরূপ বলি।

[পুণ্ণক মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

৪. মেত্তগূ মানব প্রশ্ন

৭৪. "পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা মেত্তগূ]
মঞ্ঞামি তং ৰেদগুং ভাৰিতত্তং।
কুতো নু দুকখা সমুদাগতা ইমে,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মেত্তগূ বললেন, "হে ভগবান, আমি আপনাকে ভাবিত, বেদগূ বা পারদর্শী মনে করি। এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান তা কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আমি জিজ্ঞাসা করছি, ভগবান আপনি তা ব্যক্ত করুন।

৭৫. "দুকখস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
তং তে পৰকখামি যথা পজানং।
উপধিনিদানা পভৰন্তি দুকখা,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তগূকে বললেন, হে মেত্তগূ, তুমি দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। সেই বিষয়ে আমি যেরূপ জ্ঞাত তা তোমাকে বলব। উপধি হতে জগতে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়।

৭৬. "যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতি, পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দো।
তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা, দুকখস্স জাতিপ্পভৰানুপস্সী"॥

অনুবাদ : যে মূঢ়, অজ্ঞানী উপধি সৃষ্টি করে, সে পুনঃপুন দুঃখের অধীন হয়। তদ্ধেতু দুঃখের উৎপন্ন জ্ঞাত হয়ে উপধি সৃষ্টি করবে না।

৭৭. "যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো,
অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
'কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং,
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ'।
তং মে মুনি সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো"॥

অনুবাদ : আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য একটি প্রশ্ন করছি, তা প্রকাশ করুন। জ্ঞানীগণ কীভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, বিলাপ অতিক্রম করেন? হে মুনি, তা উত্তমরূপে প্রকাশ করুন। অধিকন্তু, এই ধর্ম আপনার সম্যকভাবে বিদিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৮. “কিত্তযিস্সামি তে ধম্মং, [মেত্তগূতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং”॥

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, যেধর্ম দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়, সেই ধর্ম প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করে তৃষ্ণাকে জয় করা সম্ভব।

৭৯. “তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি ধম্মমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং”॥

অনুবাদ : হে মহর্ষি, আমি (আপনার) সেই উত্তম ধর্মের অভিনন্দন করি, যা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান আসক্তি অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করেন।

৮০. “যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ, পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠে॥

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, তুমি উপরে, নিচে এবং মধ্যে যা কিছু জান; তাতে আসক্তি, নিবেশন, বিজ্ঞান বিদ্যমান। তাই এসব পরিত্যাগ করে ভবে অবস্থান করো না।

৮১. “এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো,
ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানি।
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ,
ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখং”॥

অনুবাদ : এরূপ অবস্থানকারী, স্মৃতিমান, অপ্রমত্ত ভিক্ষু বিদ্বান হয়ে আসক্তি, জন্ম, জরা, শোক-পরিদেবন, দুঃখ পরিহার করে বিচরণ করেন।

৮২. “এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুকখং,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : আমি মহর্ষির এ বাক্য অভিনন্দন করি। হে গৌতম, উপধি হতে মুক্তি (আপনার কর্তৃক) সুব্যাখ্যাত হয়েছে। অবশ্যই ভগবান দুঃখমুক্ত হয়েছেন। তাই এ ধর্ম আপনার সুবিদিত।

৮৩. “তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুকখং,
যে ত্বং মুনি অট্ঠিতং ওৰদেয্য।
তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ,
অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্য”॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : হে মুনি, আপনি যাদেরকে অনুক্ষণ উপদেশ দিবেন, তারাও নিঃসন্দেহে দুঃখ অতিক্রম করবেন। হে নাগ, আমি উপস্থিত হয়ে আপনাকে নমস্কার করছি, ভগবান নিশ্চয় আমাকে অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করবেন।

৮৪. "যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞা,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।
অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি,
তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো॥

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞানে অভিজ্ঞাত, অকিঞ্চন ও কামভবে অনাসক্ত; তিনি নিঃসন্দেহে এই ওঘ অতিক্রম করেছেন এবং অখিল ও সংশয়হীন হয়ে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৮৫. "ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ,
ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।
সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥

অনুবাদ : এ জগতে যিনি পণ্ডিত, জ্ঞানী নর তিনি ভবাভবে আসক্তি বর্জন করেন। তিনি বীততৃষ্ণ, দুঃখমুক্ত ও তৃষ্ণামুক্ত হয়েছেন; তাঁকে আমি জন্ম-জরা উত্তীর্ণ বলি ।

[মেত্তগূ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

৫. ধোতক মানব প্রশ্ন

৮৬. "পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা ধোতকো]
ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।
তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান ধোতক বললেন, হে ভগবান, আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি আমাকে বলুন। হে মহর্ষি, আমি আপনার বচনপ্রার্থী। আপনার নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে (আমি যেন) স্বীয় রাগ-দ্বেষাদি নির্বাপণের জন্য শিক্ষা করতে পারি।

৮৭. "তেনহাতপ্পং করোহি, [ধোতকাতি ভগৰা]
ইধেৰ নিপকো সতো।
ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং,
সিক্খে নিব্বানমত্তনো"॥

অনুবাদ : ভগবান ধোতককে বললেন, হে ধোতক, তাহলে উৎসাহিত হও। ইহলোকে পণ্ডিত, স্মৃতিমান হয়ে এই নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে স্বীয় নির্বাণধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষা কর।

৮৮. “পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে,
অকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানং।
তং তং নমস্সামি সমন্তচক্খু,
পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহি”॥

অনুবাদ : আমি দেব-মনুষ্যলোকে শূন্য হয়ে বিচরণকারী ব্রাহ্মণকে দেখছি। তজ্জন্য হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার করছি। হে শাক্যমুনি, আমাকে সংশয় হতে মুক্ত করুন।

৮৯. “নাহং সহিস্সামি পমোচনায,
কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্ঠং অভিজানমানো[১],
এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসি”॥

অনুবাদ : হে ধোতক, এই জগতে যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত করতে পারব না। তুমি শ্রেষ্ঠধর্মকে জ্ঞাত হও, এভাবে এই ওঘ উত্তীর্ণ হবে।

৯০. “অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো,
ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো,
ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্যং”॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, করুণাপরবশ হয়ে আমাকে বিবেকধর্ম নির্বাণ শিক্ষা দিন। তা জ্ঞাত হয়ে আমি যেন আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন হয়ে এ জগতে শান্ত, অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে পারি।

৯১. “কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং, [ধোতকাতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং,
তরে লোকে ৰিসত্তিকং”॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, জগতে যে শান্তি দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়। সেই শান্তি তোমাকে প্রকাশ করব যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারবে।

৯২. “তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি সন্তিমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং”॥

অনুবাদ : ধোতক ভগবানকে বললেন, হে শান্ত, উত্তম মহর্ষি, আমি আপনার

---

[১] [আজানমানো (সী. স্যা. পী.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই বচনকে অভিনন্দন করছি। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণাকে জয় করে এ জগতে অবস্থান করা সম্ভব।

৯৩. “যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [ধোতকাতি ভগৱা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে,
ভৱাভৱায মাকাসি তণ্হ”ন্তি॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, তুমি ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য সম্বন্ধে যা কিছু জান, তা জগতের বন্ধনরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না।

[ধোতক মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

৬. উপসীব মানব প্রশ্ন

৯৪. “একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং, [ইচ্চাযস্মা উপসীৱো]
অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।
আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচক্খু,
যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যং”॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, হে শাক্যমুনি, আমি একাকী সহায়হীন হয়ে মহোঘ অতিক্রম করতে অসমর্থ। হে সর্বদর্শী, যে আরম্মণের সাহায্যে আমি এই ওঘ অতিক্রম করতে পারি তা প্রকাশ করুন।

৯৫. “আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা, [উপসীৱাতি ভগৱা]
নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।
কামে পহায ৰিরতো কথাহি,
তণ্হক্খযং নত্তমহাভিপস্স”॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, অকিঞ্চন দর্শন করে স্মৃতিমান হয়ে “কিছুই নেই”-তে নিশ্রিত হয়ে ওঘ অতিক্রম কর। কাম ত্যাগ করে, সন্দেহ দূর করে দিন-রাত তৃষ্ণাক্ষয়ে মনোযোগ দাও।

৯৬. “সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [ইচ্চাযস্মা উপসীৱো]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমে ৰিমুত্তো[১],
তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী”[২]॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, (অপর সব

[১] [ধিমুত্তো (ক.)]
[২] [অনানুৱাযী (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্যাগ করে) অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞা-বিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি কি গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন?

৯৭. "সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [উপসীৰাতি ভগৰা]
আকিঞ্চঞঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞঞং।
সঞঞাৰিমোকেখ পরমে ৰিমুত্তো,
তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী"॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞা-বিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি গতিহীন হয়ে তথায় অবস্থান করেন।

৯৮. "তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযী,
পূগম্পি ৰস্সানং সমন্তচকখু।
তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো,
চৰেথ ৰিঞঞাণং তথাৰিধস্স"॥

অনুবাদ : হে সর্বদর্শী, তিনি যদি বহু বছর তথায় গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে কি তিনি সেখানেই শান্ত, বিমুক্ত হন? তাদৃশ জনের কি বিজ্ঞান ধ্বংস হয়?

৯৯. "অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।
এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো,
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং"॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা যেভাবে নিভে যায়, অস্তিত্বহীন হয়; ঠিক সেভাবেই নাম ও কায়বিমুক্ত মুনি নির্বাপিত হন, অস্তিত্বহীন হন।

১০০. "অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি,
উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো"॥

অনুবাদ : তিনি অন্তর্ধান হন বা তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ। হে মুনি, আমার নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, কারণ এই ধর্ম আপনার সুবিদিত।

১০১. "অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি, [উপসীৰাতি ভগৰা]
যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু, সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে"তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে উপসীব, যিনি অন্তর্ধান হন; তিনি অসংজ্ঞেয়। তাঁকে বলার মতো কিছুই থাকে না, তার সর্বধর্ম প্রহীন এবং তিনি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

[উপসীব মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

৭. নন্দ মানব প্রশ্ন

১০২. "সন্তি লোকে মুনযো, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।
ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি,
উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নং"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, জগতে নানা ধরনের মুনি বিদ্যমান, মানুষেরা এরূপ বলে থাকেন এবং তারা জ্ঞানসম্পন্ন, নানাভাবে জীবন-যাপন করেন। তারা কি সত্যিকারে মুনি?

১০৩. "ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন,
মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি।
ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা,
চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমি"॥

অনুবাদ : হে নন্দ, ইহলোকে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং জ্ঞান দ্বারা মুনিকে কুশল বা দক্ষ বলা যায় না। যিনি মারসেনা পরাজয় করেন, দুঃখহীন ও অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করেন, তাঁকে আমি মুনি বলি।

১০৪. "যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা,
অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানাপ্রকারে শুদ্ধি বলে থাকেন। তাঁরা কি তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করতে পারেন? হে ভগবান, দয়া করে তা প্রকাশ করুন।

১০৫. "যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি,
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি''॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা এবং নানা উপায়ে শুদ্ধি বলে থাকেন। তাঁরা তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করেননি বলে আমি বলি।

১০৬. ''যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
তে চে মুনি ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে,
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে।
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং''॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দৃষ্টি-শ্রুতি, শীলব্রত পরামর্শ এবং অন্য অনেক প্রকারে শুদ্ধি লাভ হয় বলেন; হে মুনি, যদি আপনি বলে থাকেন যে, তারা ওঘ উত্তীর্ণ হয়নি। তাহলে প্রভু, দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি, জরা অতিক্রম করেন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি এটা প্রকাশ করুন।

১০৭. ''নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং।
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তন্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি''॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, হে নন্দ, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত আমি এরূপ বলি না। যাঁরা এই জগতে দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত[১], শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানাপ্রকার (শুদ্ধি লাভের উদ্দেশে নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন) পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হয়েছেন; আমি তাদেরকে ওঘ-

---

[১] মুত বা অনুমিত অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত অপর চতুষ্টয় ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ধারণা, ভাব উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ করা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তীর্ণ নর বলি।

১০৮. "এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং।
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমী"তি॥

অনুবাদ : হে মহর্ষি, আমি আপনার বাক্য অভিনন্দন করছি। গৌতম, আপনার কর্তৃক উপধিসমূহ উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এ জগতে যাঁরা দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানাপ্রকার পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হয়েছেন, আমিও তাঁদেরকে ওঘ-উত্তীর্ণ নর বলি।

[নন্দ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

৮. হেমক মানব প্রশ্ন

১০৯. "যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, [ইচ্চাযস্মা হেমকো]
হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি,
সব্বং তং ইতিহীতিহং।
সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং,
নাহং তত্থ অভিরমিং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান হেমক বললেন, গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হয়েছিল : "পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে"। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে। আমি সেসব অভিনন্দন করি না।

১১০. "ত্বঞ্চ মে ধম্মমক্খাহি, তণ্হানিগ্ঘাতনং মুনি।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং"॥

অনুবাদ : হে তৃষ্ণাধ্বংসকারী মুনি, আমাকে সেই ধর্ম ভাষণ করুন; যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণাকে জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারি।

১১১. "ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসু, পিযরূপেসু হেমক।
ছন্দরাগৰিনোদনং, নিব্বানপদমচ্চুতং॥

অনুবাদ : হে হেমক, জগতে দৃষ্ট, শ্রুত, মুত (আঘ্রাত, আস্বাদিত, স্পর্শিত), বিজ্ঞাত বা চিন্তিত প্রিয়রূপসমূহে যে ছন্দরাগ, তা ধ্বংস করলে অচ্যুত নির্বাণপদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভ করা যায়।

১১২. "এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্‌ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
উপসন্তা চ তে সদা, তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥

অনুবাদ : এটা জেনে যেসব স্মৃতিমান দৃষ্টধর্মে অভিনিবৃত্ত হন তাঁরা সর্বদা উপশান্ত এবং জগতে (সমস্ত) তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন।

[হেমক মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

৯. তোদেয়্য মানব প্রশ্ন

১১৩. "যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো]
তণ্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোক্খো তস্স কীদিসো"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তোদেয়্য বললেন, যিনি কামের বশবর্তী হন না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কীদৃশ?

১১৪. "যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [তোদেয্যাতি ভগৰা]
তণ্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোক্খো তস্স নাপরো"॥

অনুবাদ : যাঁর মধ্যে কামসমূহ অবস্থান করে না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর অপর কোনো বিমোক্ষ নেই।

১১৫. "নিরাসসো সো উদ আসসানো[১],
পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।
মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং,
তং মে ৰিযাচিকখ সমন্তচকখু"॥

অনুবাদ : তিনি আসক্তিযুক্ত নাকি আসক্তিমুক্ত? তিনি প্রজ্ঞাবান নাকি প্রজ্ঞাকম্পী? হে শাক্যমুনি, হে সর্বদর্শী, আপনি তা ব্যাখ্যা করুন, যাতে আমি মুনি সম্পর্কে জানতে পারি।

১১৬. "নিরাসসো সো ন চ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।
এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্ত"ন্তি॥

---

[১] [আসযানো (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : তিনি আসক্তিমুক্ত, আসক্তিযুক্ত নন। তিনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাকম্পী নন। হে তোদেয়্য, মুনিকে এরূপই জান। তিনি অকিঞ্চন, কামভবে অনাসক্ত।

[তোদেয়্য মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

১০. কপ্প মানব প্রশ্ন

১১৭. "মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [ইচ্চাযস্মা কপ্পো]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূহি মারিস।
ত্বঞ্চ মে দীপমক্খাহি, যথাযিদং নাপরং সিযা"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান কপ্প বললেন, সংসারে (জন্ম নিলে) ওঘ, মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে প্রভু, এমন কোনো দ্বীপ আছে কি যে দ্বীপের আশ্রয়ে থাকলে আর কোথাও পুনরাগমন হয় না? তা প্রকাশ করুন।

১১৮. "মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [কপ্পাতি ভগৰা]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং,
দীপং পব্রূমি কপ্প তে॥

অনুবাদ : ভগবান কপ্পকে বললেন, হে কপ্প, সংসারের মধ্যে ওঘে মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে কপ্প, এমন দ্বীপ আছে বলি।

১১৯. "অকিঞ্চনং অনাদানং, এতং দীপং অনাপরং।
নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি, জরামচ্চুপরিক্খযং॥

অনুবাদ : অকিঞ্চন (বা শূন্য) ও আসক্তিমুক্ত উত্তম দ্বীপ, ওই স্থানে জন্ম-মৃত্যুর নাশ হয়। আমি তাকে নির্বাণ বলি।

১২০. "এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
ন তে মারৰসানুগা, ন তে মারস্স পট্ঠগূ"তি[১]॥

অনুবাদ : ইহা জ্ঞাত হয়ে যাঁরা স্মৃতিমান এবং দৃষ্টধর্মে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, তাঁরা মারের অনুগত ও আদেশবাহী হন না।

[কপ্প মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

১১. জতুকন্নী মানব প্রশ্ন

১২১. "সুত্বানহং ৰীরমকামকামিং, [ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি]
ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।

---

[১] [পদ্ধগূ (সী.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত,
যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান জতুকন্নী বললেন, কামমুক্ত, ওঘোত্তীর্ণ বীরের সম্বন্ধে শ্রবণ করে আমি কামহীন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। হে ভগবান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে আমাকে শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে বলুন।

১২২. "ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি,
আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।
পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞ,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং"॥

অনুবাদ : তেজবান সূর্য যেরূপ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত বা আলোকিত করে, সেরূপ ভগবানও কামসমূহ পরাজয় করে অবস্থান করেন। হে মহাজ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ইহলোকে জন্ম-জরা উপশম করতে পারি।

১২৩. "কামেসু ৰিনয গেধং, [জতুকণ্ণীতি ভগৰা]
নেকখম্মং দট্ঠু খেমতো।
উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা, মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে জতুকন্নী, কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর, নৈষ্ক্রম্যকে শরণরূপে দর্শন কর, যাতে তোমার গ্রহণ কিংবা বর্জন (লোভ-দ্বেষ-মোহ) কিছুই না থাকে।

১২৪. "যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসি॥

অনুবাদ : যা অতীত তা পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। বর্তমান সংস্কারকে গ্রহণ বা আসক্তি না করে উপশান্ত হয়ে অবস্থান কর।

১২৫. "সব্বসো নামরূপস্মিং, ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।
আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি, যেহি মচ্চুৰসং ৰজে"তি॥

অনুবাদ : সমস্ত নাম-রূপের প্রতি বীততৃষ্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। অর্হতের আস্রব নেই, যা দ্বারা মৃত্যুর অধীন হয়।

[জতুকন্নী মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

১২. ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন

১২৬. "ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং, [ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং।
কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং,
সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো॥

অনুবাদ : আসক্তিজয়ী, তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণামুক্ত, নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ, বিমুক্ত, কল্পজয়ী সুমেধকে প্রার্থনা করছি। নাগের এই বচন শ্রবণ করে এখান হতে প্রস্থান করব।

১২৭. ‘‘নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা,
তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা।
তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো’’॥

অনুবাদ : হে বীর, জনপদসমূহ হতে বহুলোক আপনার দেশনা শ্রবণ করার অভিলাষে একত্রিত হয়েছেন। তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন। যাতে করে তারা এ ধর্ম সুবিদিত হয়।

১২৮. ‘‘আদানতন্হং ৰিনযেথ সব্বং, [ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তি,
তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুং॥

অনুবাদ : ভগবান ভদ্রাবুধকে বললেন, সকল তৃষ্ণোপাদান দমন করবে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যেও। এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে, তদ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে।

১২৯. ‘‘তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ,
ভিক্খু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে।
আদানসত্তে ইতি পেকখমানো,
পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্ত’’ন্তি॥

অনুবাদ : অতএব, ইহা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান ভিক্ষু মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ এবং উপাদানে নিবিষ্ট মানুষকে দেখে সর্বলোকে, কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করবে না।

[ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৩. উদয় মানব প্রশ্ন

১৩০. ‘‘ঝাযিং ৰিরজমাসীনং, [ইচ্চাযস্মা উদযো]
কতকিচ্চং অনাসৰং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্ঞেহন আগমং।
অঞ্ঞাৱিমোকখং পব্রূহি, অৱিজ্জায পভেদনং”॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উদয় বললেন, ধ্যানী ও বিরজ হয়ে আসীন, কৃতকৃত্য, অনাস্রব, সকল ধর্মে পারদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। যাতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তজ্জন্য জ্ঞান বিমোক্ষ প্রকাশ করুন।

১৩১. “পহানং কামচ্ছন্দানং, [উদযাতি ভগৱা]
দোমনস্সান চূভযং।
থিনস্স চ পনূদনং, কুক্কুচ্চানং নিৱারণং॥

অনুবাদ : ভগবান উদয়কে বললেন, কামচ্ছন্দ ও দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহান, জড়তার দূরীকরণ, কৌকৃত্যের নিবারণ (এটাই জ্ঞান-বিমোক্ষ)।

১৩২. “উপেকখাসতিসংসুদ্ধং, ধম্মতক্কপুরেজৱং।
অঞ্ঞাৱিমোকখং পব্রূমি, অৱিজ্জায পভেদনং”॥

অনুবাদ : উপেক্ষা, স্মৃতি সংশুদ্ধতা, সৎ চিন্তায় পরিচালনা, অবিদ্যা ধ্বংসকে জ্ঞান-বিমোক্ষ বলি।

১৩৩. “কিংসু সংযোজনো লোকো, কিংসু তস্স ৱিচারণং।
কিস্সস্স ৱিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি”॥

অনুবাদ : লোকের সংযোজন কী? তার বিচরণ কী? কিসের প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়?

১৩৪. “নন্দিসংযোজনো লোকো, ৱিতক্কস্স ৱিচারণং।
তন্হায ৱিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি”॥

অনুবাদ : নন্দি লোকের সংযোজন। বিতর্ক তার বিচরণ। তৃষ্ণার প্রহীনকে নির্বাণ বলা হয়।

১৩৫. “কথং সতস্স চরতো, ৱিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।
ভগৱন্তং পুট্‌ঠুমাগম্ম, তং সুণোম ৰচো তৱ”॥

অনুবাদ : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর কীভাবে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়? এ সম্পর্কে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করতে এসেছি। আপনার বচন শুনার জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছি।

১৩৬. “অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, ৱেদনং নাভিনন্দতো।
এৱং সতস্স চরতো, ৱিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতী”তি॥

অনুবাদ : তিনি অধ্যাত্মে ও বাহ্যে বেদনাকে অভিনন্দন করেন না। এভাবে সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর বিজ্ঞান নিরোধ হয়।

[উদয় মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. পোসাল মানব প্রশ্ন

১৩৭. “যো অতীতং আদিসতি, [ইচ্চাযস্মা পোসালো]
অনেজো ছিন্নসংসযো।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং॥

অনুবাদ : যিনি অতীতকে দর্শন করেন, তৃষ্ণাহীন, যাঁর সংশয় প্রহীন, যিনি সর্বধর্মে পারদর্শী, তাঁর নিকট অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

১৩৮. “ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্স, সব্বকাযপ্পহাযিনো।
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।
ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথং নেয্যো তথাৰিধো”॥

অনুবাদ : রূপসংজ্ঞা ধ্বংসকারী, সর্বকায় প্রহীন এবং ‘অধ্যাত্ম ও বাহ্যে কিছুই নেই’ এরূপ দর্শনকারীর জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি; তিনি কিভাবে পরিচালিত হন?

১৩৯. “ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, [পোসালাতি ভগৰা]
অভিজানং তথাগতো।
তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, ৰিমুত্তং তপ্পরাযণং॥

অনুবাদ : ভগবান পোসালকে বললেন, হে পোসাল, তথাগত বিজ্ঞান-স্থিতিসমূহ জানেন, সত্ত্বগণের গতি, বিমুক্ত এবং তৎপরায়ণ সত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি জানেন।

১৪০. “আকিঞ্চঞ্ঞসম্ভৰং ঞত্বা, নন্দী সংযোজনং ইতি।
এৰমেতং অভিঞ্ঞায, ততো তত্থ ৰিপস্সতি।
এতং[১] ঞাণং তথং তস্স, ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো”তি॥

অনুবাদ : এইরূপে অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, নন্দী-সংযোজন জ্ঞাত হয়। এভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে তা বিশেষভাবে দর্শন করে—এটাই তার যথার্থ জ্ঞান, যা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বশীভূত।

[পোসাল মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৫. মোঘরাজ মানব প্রশ্ন

১৪১. “দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং, [ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা]
ন মে ব্যাকাসি চক্খুমা।
যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মোঘরাজ বললেন, আমি শাক্যমুনি ভগবানকে দু-বার

---

[১] [এৰং (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি (কিন্তু) চক্ষুষ্মান আমাকে উত্তর দেননি। আমি শুনেছি তিনবার পর্যন্ত প্রশ্ন করলে দেবর্ষি প্রকাশ বা উত্তর প্রদান করেন।

১৪২. ‘‘অযং লোকো পরো লোকো, ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।
দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি, গোতমস্স যসস্সিনো॥

অনুবাদ : ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক ও দেবলোক, সেই লোক (তারা) যশস্বী গৌতমের দৃষ্টি সম্বন্ধে জানে না।

১৪৩. ‘‘এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কথং লোকং অৰেক্খন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি’’॥

অনুবাদ : এরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনকারীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জগৎকে কীরূপে দর্শন করলে মৃত্যুরাজকে দেখতে পায় না?

১৪৪. ‘‘সুঞ্ঞতো লোকং অৰেক্খস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
অত্তানুদিট্ঠিং ঊহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
এৰং লোকং অৰেক্খন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী’’তি॥

অনুবাদ : হে মেঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে শূন্যরূপে অবলোকন কর। আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করলে মৃত্যু উত্তীর্ণ হবে। যিনি এরূপে জগৎকে দর্শন করেন, তাঁকে মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না।

[মোঘরাজ মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৬. পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন

১৪৫. ‘‘জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।
মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ,
আচিক্খ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি। আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। যাতে আমাকে মূঢ়তা অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়, সেরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। যা জ্ঞাত হয়ে আমি এ জগতে জাতি জরার প্রহীণ সম্বন্ধে জানতে পারি।

১৪৬. ‘‘দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰায’’॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, রূপে উপদ্রব, উৎপীড়ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখেও জনগণ রূপে প্রমত্ত। তাই তুমি অপ্রমত্ত হয়ে পুনর্জন্মের নিবারণার্থে রূপ ত্যাগ কর।

১৪৭. ''দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো,
উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযো।
ন তুযহং অদিট্ঠং অসুতং অমুতং[১],
অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চনমত্থি[২] লোকে।
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং,
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং''॥

অনুবাদ : চারদিক, চারবিদিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ এই দশ দিক; তাতে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি এ জগতে জন্ম-জরার প্রহীন সম্পর্কে জানতে পারি।

১৪৮. ''তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেকখমানো, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
সন্তাপজাতে জরসা পরেতে।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৰাযা''তি॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, তৃষ্ণানিপন্ন, জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে তুমি অপ্রমত্ত হও এবং পুনর্জন্মের নিবারণার্থে তৃষ্ণা পরিহার কর।

[পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৭. পারায়ণ উৎপত্তি গাথা

ইদমৰোচ ভগৰা মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে, পরিচারকসোল়সানং[৩] ব্রাহ্মণানং অজ্ঝিট্ঠো পুট্ঠো পুট্ঠো পঞ্হং[৪] ব্যাকাসি। একমেকস্স চেপি পঞ্হস্স অত্থমঞ্ঞায ধম্মমঞ্ঞায ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য, গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। ''পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মা''তি—তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স পারাযনন্তেৰ[৫] অধিৰচনং।

অনুবাদ : মগধের পাষাণ-চৈত্যে অবস্থানকালে ভগবান এসব বললেন।

---

[১] [অসুতং অমুতং ৰা (সী.), অসুতামুতং ৰা (স্যা.), অসুতং'মুতং ৰা (পী.)]

[২] [কিঞ্চি মত্থি (স্যা.), কিঞ্চি নত্থি (পী.), কিঞ্চিনমত্থি (ক.)]

[৩] [পরিচারকসোল়সন্নং (স্যা. ক.)]

[৪] [পঞ্হে (সী. পী.)]

[৫] [পারাযণংত্বেৰ (সী. অট্ঠ.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ষোলজন পরিচারক বা অনুচর ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেন। যদি কেউ প্রতিটি প্রশ্নের আর্যপর্যায় ও ধর্মপর্যায় অনুধাবন করে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি জরা-মরণ উত্তীর্ণ হতে পারবেন। এই ধর্ম পরপারে উত্তরণকারী। তাই এ ধর্মপর্যায় "পারায়ণ" নামে অভিহিত।

১৪৯. অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ।
ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো॥

১৫০. তোদেয্যকপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো।
ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥

১৫১. এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং, সম্পন্নচরণং ইসিং।
পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে, বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুং॥

অনুবাদ : অজিত, তিষ্যমেত্তেয়, পুন্নক, মেত্তগূ, ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয়্য, কপ্প, পণ্ডিত জতুকন্নী, ভদ্রাবুধ, উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা, মহাঋষি পিঙ্গিয়; এসব আদর্শ আচরণসম্পন্ন ঋষি বুদ্ধের নিকট উপনীত হলেন। উপনীত হয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

১৫২. তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি, পঞ্হে পুট্ঠো যথাতথং।
পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন, তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনি॥

অনুবাদ : বুদ্ধ তাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করলেন। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মুনি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করলেন।

১৫৩. তে তোসিতা চক্খুমতা, বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।
ব্রহ্মচরিযমচরিংসু, ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে॥

অনুবাদ : আদিত্যবন্ধু, চক্ষুষ্মান বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তারা উত্তম প্রাজ্ঞের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন।

১৫৪. একমেকস্স পঞ্হস্স, যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
তথা যো পটিপজ্জেয্য, গচ্ছে পারং অপারতো॥

অনুবাদ : প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ যেভাবে দেশনা করলেন, সেভাবে যিনি প্রতিপালন করবেন তিনি অপার হতে পারে গমন করবেন।

১৫৫. অপারা পারং গচ্ছেয্য, ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।
মগ্গো সো পারং গমনায, তস্মা পারাযনং ইতি॥

অনুবাদ : উত্তম মার্গ ভাবনা করলে অপার হতে পারে গমন করা যায়। এই মার্গ পারে গমন করায়; তাই একে "পারায়ণ" বলে।

[পারায়ণ উৎপত্তি গাথা সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. পারায়ণানুগীতি গাথা

১৫৬. ‘‘পারাযনমনুগাযিস্সং, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
যথাদ্দকিখ তথাকখাসি, ৰিমলো ভূরিমেধসো।
নিক্কামো নিব্বনো[১] নাগো, কিস্স হেতু মুসা ভণে॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি পারায়ণ কীর্তন করব, বিমল, মহাজ্ঞানী, নিষ্কাম, অনাসক্ত নাগ যেরূপ দেখেছেন সেরূপই প্রকাশ করেছেন, কী হেতু মিথ্যা বলবেন?

১৫৭. ‘‘পহীনমলমোহস্স, মানমকখপ্পহাযিনো।
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং ৰণ্ণুপসঞ্হিতং॥

অনুবাদ : যাঁর মল, মোহ, মান, ম্রক্ষ বা শঠতা প্রহীন। তাঁর বর্ণ সজ্জিত (মধুর) বাক্য আমি কীর্তন করব।

১৫৮. ‘‘তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচকখু,
লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো।
অনাসৰো সব্বদুকখপ্পহীনো,
সচ্চৰহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে॥

অনুবাদ : অন্ধকার বিদূরণকারী, সর্বদর্শী বুদ্ধ, লোকজ্ঞ, সমস্ত জন্ম নিরোধকারী, অনাস্রব ও সর্বদুঃখ-প্রহীনকারী বুদ্ধ স্বীয় নামের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সদৃশ, তিনি আমার কর্তৃক পূজিত।

১৫৯. ‘‘দিজো যথা কুব্বনকং পহায, বহুপ্ফলং কাননমাৰসেয্য।
এৰম্পহং অপ্পদস্সে পহায, মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো॥

অনুবাদ : পক্ষী যেমন অল্পফলযুক্ত বন ত্যাগ করে বহু ফলযুক্ত কাননে আশ্রয় নেয়। আমিও তেমনি অল্পদর্শীদের পরিত্যাগ করে হংসের ন্যায় মহাসরোবরে আশ্রয় নিয়েছি।

১৬০. ‘‘যেমে পুব্বে ৰিযাকংসু, হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি।
সব্বং তং ইতিহীতিহং, সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং॥

অনুবাদ : গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হয়েছিল যে, “পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে”। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে।

১৬১. ‘‘একো তমনুদাসিনো, জুতিমা সো পভঙ্করো।
গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো, গোতমো ভূরিমেধসো॥

---

[১] [নিব্বুতো (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : একাকী অন্ধকার বিদূরণকারী, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রভাকর এবং ভূরিপ্রাজ্ঞ গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী হয়ে অবস্থান করেন।

১৬২. ‘‘যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি’’॥

অনুবাদ : যিনি আমাকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

১৬৩. ‘‘কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসসি, মুহুত্তমপি পিঙ্গিয।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে পিঙ্গিয়, তুমি কি মুহূর্তের জন্যও ভূরিপ্রাজ্ঞ, ভূরিমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারীর কাছ হতে দূরে অবস্থান করতে পারবে?

১৬৪. ‘‘যো তে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি’’॥

অনুবাদ : যিনি তাদেরকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

১৬৫. ‘‘নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি, মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণ।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, সেই ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী গৌতম হতে আমি মুহূতমাত্রও বিচ্ছিন্ন হই না।

১৬৬. ‘‘যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥

অনুবাদ : আমাকে যেই ধর্ম দেশনা দিয়েছেন, তা সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণামুক্ত, পাপপ্রহীন (নির্দোষ)। যে ধর্মের কোনো তুলনা নেই।

১৬৭. ‘‘পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰ, রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো।
নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং, তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসং॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, আমি তাঁকে দিন-রাত অপ্রমত্তভাবে মন ও চক্ষু দ্বারা দর্শন করি। আর তাঁর পূজায় দিন-রাত অতিবাহিত করি। তজ্জন্য আমি তাঁর কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন মনে করি।

১৬৮. ‘‘সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ,
নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা।
যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো,
স তেন তেনেৰ নতোহমস্মি॥

অনুবাদ : শ্রদ্ধা, প্রীতি, মন ও স্মৃতি আমাকে গৌতম শাসনে নমিত করে। ভূরিপ্রাজ্ঞ যেই দিকে গমন করেন, আমিও সেই দিকেই গমন করি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬৯. ‘‘জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স, তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ।
সঙ্কপ্পযন্তায[১] ৰজামি নিচ্চং, মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো॥

অনুবাদ : আমার দেহ জীর্ণ ও শক্তিহীন, তাই তথায় যেতে অক্ষম। কিন্তু সংকল্প বা মননে আমি নিত্য তথায়। হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য আমার মন তাতে যুক্ত।

১৭০. ‘‘পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো, দীপা দীপং উপল্লৰিং।
অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসৰং॥

অনুবাদ : পঙ্কে শায়িত ও কম্পমান হয়ে আমি দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ধাবিত হয়েছি। পরে ওঘ-উত্তীর্ণ, অনাস্রব সম্বুদ্ধের দর্শন পেলাম।

১৭১. ‘‘যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো, ভদ্রাৰুধো আল্ৰিগোতমো চ।
এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং,
গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারং’’[২]॥

অনুবাদ : যেরূপে বক্কুলি, ভদ্রাবুধ এবং আলবিগৌতম শ্রদ্ধায় বা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মুক্ত হয়েছিলেন, সেরূপে তুমিও শ্রদ্ধায় মুক্ত হও। হে পিঙ্গিয়, তাহলে মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করতে পারবে।

১৭২. ‘‘এস ভিয্যো পসীদামি, সুত্বান মুনিনো ৰচো।
ৰিৰটচ্ছদো সম্বুদ্ধো, অখিলো পটিভানৰা॥

অনুবাদ : মুনির বচন শুনে আমি অতিশয় প্রসন্ন হলাম। সম্বুদ্ধ আবরণমুক্ত, অখিল এবং প্রতিভাণ (প্রত্যুৎপন্নমতি)।

১৭৩. ‘‘অধিদেৰে অভিঞ্ঞায, সব্বং ৰেদি পরোপরং।
পঞ্হানন্তকরো সত্থা, কঙ্খীনং পটিজানতং॥

অনুবাদ : অধিদেবগণকে জ্ঞাত হয়ে তিনি নিজের এবং অপরের সব বিষয় জানেন। তিনি শাস্তা, সংশয়াপন্ন অনুসরণকারীদের প্রশ্নের সমাধান করেন।

১৭৪. ‘‘অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।
অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা,
এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্ত’’ন্তি[৩]॥

অনুবাদ : যা স্থির, অটল, যাঁর তুলনা কোথাও নেই, আমি তার নিকট (বা তথায়) অবশ্যই গমন করব, এতে সংশয় নেই। আমি অধিমুক্তচিত্তসম্পন্ন, তা জ্ঞাত হও।

[পারায়ণানুগীতি গাথা সমাপ্ত]

---

[১] [সংকপ্পযত্তায (সী.)]

[২] [মচ্চুধেয্যপারং (সী.)]

[৩] [অজিতমাণৰপুচ্ছায পঠ্ঠায যাৰপারাযনানুগীতিগাতাপরিযোসানা ... পোত্থকে নত্থি]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরায়ণ-বর্গ বর্ণনা (নির্দেশ)

১. অজিত মানব প্রশ্ন বর্ণণা

১. কেনস্সু নিৰুতো লোকো, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
কেনস্সু নপ্পকাসতি।
কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি[১], কিংসু তস্স মহব্ভযং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, কী কারণে লোক (জগৎ) আবরিত? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা কী রকম? মহাভয়ই বা কী রকম? তা প্রকাশ করুন।

কেনস্সু নিৰুতো লোকোতি। "লোক" (**লোকো**তি) বলতে নিরয়লোক, তির্যকলোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক—ইহাকে বলা হয় লোক। এই লোক বা জগৎ কী কারণে আবৃত, আবরিত, আবদ্ধ, আচ্ছাদিত, প্রতিচ্ছন্ন, আচ্ছন্ন? এ অর্থে—জগৎ কী কারণে আবরিত (কেনস্সু নিৰুতো লোকো)?

ইচ্চাযস্মা অজিতোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয়বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচনকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে—আয়ুষ্মান (আযস্মা)। "অজিত" (অজিতো) বলতে ব্রাহ্মণের নাম, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি; ব্যবহারিক নাম, আখ্যা, অভিধা, নিরুক্তি (বা সংজ্ঞা প্রকাশক শব্দ), ব্যঞ্জন (কোনো ব্যক্তির নাম জ্ঞাপক করা) ও সম্বোধন সূচকবাক্যকে বলা হয়েছে : ইচ্চাযস্মা অজিতো।

কেনস্সু নপ্পকাসতীতি। কী কারণে লোক বা জগৎ দীপ্তিমান, প্রকাশিত, উজ্জ্বল, আলোকিত, প্রকটিত, জ্যোতির্ময় হয় না? এ অর্থে—কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? (কেনস্সু নপ্পকাসতি)।

কিস্সাভিলেপনং ব্রূসীতি। জগতের আবিলতা, সংলগ্নতা, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ কী রকম? কেন জগৎ লিপ্ত, প্রলিপ্ত, উপলিপ্ত, ক্লিষ্ট, সংক্লিষ্ট, ম্রক্ষিত,

---

[১] [ব্রূহি (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংযুক্ত, লগ্ন, সংলগ্ন ও আবদ্ধ; তা ভাষণ, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, জ্ঞাপন, প্রজ্ঞাপন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—জগতের আবিলতা কী রকম? তা প্রকাশ করুন (কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি)।

কিংসু তস্স মহব্ভযন্তি। জগতের ভয়, মহাভয়, উৎপীড়ন, আঘাত, উপদ্রব, বিপদ কী রকম? এ অর্থে—জগতের মহাভয় কী রকম? (কিংসু তস্স মহব্ভযং)। তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কেনস্সু নিৰুতো লোকো, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
কেনস্সু নপ্পকাসতি।
কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি, কিংসু তস্স মহব্ভয"ন্তি॥

২. অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো, [অজিতাতি ভগৰা]
ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।
জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি, দুক্খমস্স মহব্ভযং॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, জগৎ অবিদ্যার কারণে আবরিত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। তৃষ্ণা জগতের আবিলতা, দুঃখই ইহার মহাভয়। আমি এরূপই বলি।

অৰিজ্জায নিৰুতো লোকোতি। "অবিদ্যা" (**অৰিজ্জা**তি) বলতে দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখ নিরোধে অজ্ঞান, অপরান্তে অজ্ঞান, পূর্বান্তে-অপরান্তে অজ্ঞান, কারণযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহে অজ্ঞান, যা এরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অজ্ঞাত, অননুবোধ, অনুপলব্ধ, অপ্রতিবেধ, অবিচক্ষণতা, অভূতগম্য, অসমপেক্ষণ (বিচারাভাব), অপ্রত্যবেক্ষণ, অপ্রত্যবেক্ষণকর্ম, অজ্ঞতা, মূর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যোঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্বসংস্কার বা অবিদ্যার ঝোঁক, অবিদ্যাখিল, মোহ ও অকুশলমূল; ইহাকে অবিদ্যা বলে—অৰিজ্জা।

"লোক" (**লোকো**তি) বলতে নিরয়লোক, তির্যকলোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তন লোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক এবং দেবলোক—ইহাকে লোক বলে। এ লোক এই অবিদ্যার দ্বারা আবৃত, নিবৃত, আবদ্ধ, বেষ্টিত, প্রতিচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত—লোক অবিদ্যায় আচ্ছন্ন (অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো)।

"অজিত" (**অজিতা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন। অধিকন্তু, রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দ্বেষ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলে ভগবান; প্রতিবন্ধক (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; গভীর অরণ্য, নির্জন শয়নাসন ও নীরব-নিস্তব্ধ, জনমানব শূন্য এবং মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত বিজনস্থান ভজনা বা উপভোগ করেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপসমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহারসমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য, চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়াভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার জ্ঞানধর্মের (যা জানার জেনেছেন, যা দর্শন করার দর্শন করেছেন, চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত ও ব্রহ্মভূত—এই ছয় প্রকার ধর্ম) অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নামটি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। 'ভগবান' নামটি ভগবান বুদ্ধগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষসহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ ও যথার্থ উপাধি; এভাবেই ভগবান—অজিতাতি ভগৰা।

ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতীতি। "মাৎসর্য" (ৰেৰিচ্ছং) বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্যকে বলা হয়। যথা : আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ সৎকার মাৎসর্য, বর্ণ মাৎসর্য এবং ধর্ম মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্যতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, কদর্যতা, ব্যয়কুণ্ঠতা এবং চিত্তের অগৃহীতভাব—ইহাকে মাৎসর্য বলা হয়।

অধিকন্তু, স্কন্ধ-মাৎসর্যই মাৎসর্য, ধাতু-মাৎসর্যই মাৎসর্য এবং আয়তন-মাৎসর্যই মাৎসর্য। মাৎসর্যকে ঈর্ষা বলা হয়। প্রমাদ বলতে—কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, পঞ্চকামগুণে চিত্তকে সমর্পণ এবং সমর্পণের উপাদান, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় অসাক্ষাৎকরণ, অপ্রীতিকরণ, একাগ্রহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, আলস্যপরায়ণতা, ছন্দহীনতা, অনাদরতা, অননুশীলন, অবহুলীকরণ, অনধিষ্ঠান এবং অননুযোগ—এটাই প্রমাদ। যা এরূপ প্রমাদ, অসাবধানতা ও অমনোযোগীতা—এটাকে বলা হয় প্রমাদ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতীতি। এই মাৎসর্য এবং প্রমাদের দ্বারা জগৎ প্রদীপ্তমান হয় না, প্রকাশিত হয় না, উজ্জ্বল হয় না, আলোকিত হয় না, প্রকটিত হয় না এবং জ্যোতির্ময় হয় না। এ অর্থে—ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।

জপ্পাভিলেপনং ব্রূমীতি। তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দিরাগ, চিত্তের সরাগ, ইচ্ছা, মূর্ছা, আসক্তি, অনুরাগ, লোভ (পলিগেধো), বিষয়ানুরাগ (সঙ্গো), মালিন্য (পঙ্কো), তীব্র আকাঙ্ক্ষা (এজা), মায়া, জননী, সঞ্জননী, লিপ্সা (সিব্বিনী), বাসনা, তৃষ্ণা (সরিতা), স্পৃহা; যোগ, যোগসূত্র, প্রবৃত্তি (আযূহনী), সহচর (দুতিযা), প্রণিধি, পুনর্জন্ম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা (ভৰনেত্তি), ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, প্রেম বা সম্বন্ধ (সন্থৰো), স্নেহ, আসক্তি, প্রতিবন্ধু, আশা, প্রত্যাশা, প্রবল তৃষ্ণা; রূপ-আশা, শব্দ-আশা, গন্ধ-আশা, রস-আশা, স্পর্শ-আশা, লাভ-বাসনা, ধন-বাসনা, পুত্র-বাসনা, জীবন-বাসনা, কামনা, বলবতী স্পৃহা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, লোলুপ, লোলুপতা, প্রলুব্ধতা, প্রলোভনতা, আকুলতা; পাপকর্মে অনুরাগ, বিষম লোভ, তীব্র আসক্তি, প্রবলেচ্ছা, প্রার্থনা, অনুনয়, সানুনয়, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা (রূপ ব্রহ্মলোকের প্রতি আসক্তি), অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা (নিরুদ্ধ হবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা); রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, ওঘ, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, আচ্ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পূর্ব সংস্কার বা পূর্ব সংস্কারজনিত ঝোঁক, লতা, প্রবল বাসনা; দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখপ্রভাব; মারফাঁদ, মারবড়শি, মারজগৎ, মারনিবাস, মারগোচর, মারবন্ধন এবং তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজল, তৃষ্ণারজ্জু, তৃষ্ণাসমুদ্র, অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল—এটাকে বলা হয় তৃষ্ণা। জগতের আবিলতা, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ। এই লোভ বা তৃষ্ণার দ্বারা জগৎ লিপ্ত, প্রলিপ্ত, উপলিপ্ত, ক্লিষ্ট, সংক্লিষ্ট, ম্রক্ষিত, সংযুক্ত, লগ্ন, জড়িত এবং আবদ্ধ বলে আমি বলি, ভাষণ করি, বর্ণনা করি, বিবৃত করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, ব্যাখ্যা করি, ঘোষণা এবং প্রকাশ করি—জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি।

দুকখমস্স মহব্ভযন্তি। 'দুঃখ' (**দুকখ**ন্তি) বলতে জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, নৈরয়িক দুঃখ, তির্যককুল দুঃখ, প্রেতকুল দুঃখ, মানসিক দুঃখ, গর্ভে প্রবেশমূলক দুঃখ, গর্ভে স্থিতি বা অবস্থানমূলক দুঃখ, গর্ভ হতে নির্গমনমূলক দুঃখ, জন্ম সম্বন্ধীয় (জাতস্সূপনিবন্ধকং) দুঃখ, জন্মের পরাধীনতা দুঃখ, আত্ম-পীড়নমূলক দুঃখ, পর-পীড়নমূলক দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, বিপরিণাম দুঃখ; চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, শ্বাস বা গলার রোগ, দাহরোগ, শূলরোগ, কুক্ষি রোগ, কাঁশি, জ্বর, মূর্ছা, রক্তামাশয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গন্ড (ফোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ, দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, নখস (নখকুনি), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমুত্র রোগ), গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তজনিত রোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, সন্নিপাতিক রোগ, ঋতু পরিবর্তনজনিত রোগ, দুর্দশাজনিত (বিষম পরিহারজ) রোগ, খিঁচুনি রোগ, কর্মবিপাকজনিত রোগ, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মূত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংশন বা কামড়জনিত দুঃখ, মাতা-মৃত্যু দুঃখ, পিতা-মৃত্যু দুঃখ, ভ্রাতা-মৃত্যু দুঃখ, ভগ্নি-মৃত্যু দুঃখ, পুত্র-মৃত্যু দুঃখ, কন্যা-মৃত্যু দুঃখ, জ্ঞাতিবিষয়ে দুঃখ, রোগবিষয়ে দুঃখ, ভোগবিষয়ে দুঃখ, শীলবিষয়ে দুঃখ, মিথ্যাদৃষ্টিবিষয়ে দুঃখ; যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তিকালে কারণ প্রকাশিত হয়, অন্তর্ধানকালে নিরোধ প্রকাশিত হয়, এরূপ কর্ম-সন্নিশ্রিত বিপাক। বিপাক-সন্নিশ্রিত কর্ম, নাম-সন্নিশ্রিত রূপ, রূপ-সন্নিশ্রিত নাম; জন্মের দ্বারা অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধির দ্বারা অভিভূত, মরণে উৎপীড়িত এবং দুঃখে প্রতিষ্ঠিত, ত্রাণহীন, আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, সহায়হীন—একেই বলা হয় দুঃখ। এই দুঃখই লোকের ভয়, মহাভয়, পীড়ন, আঘাত, উপদ্রব, উপসর্গ—দুকখমস্স মহব্ভযং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো, [অজিতাতি ভগৰা]
ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।
জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি, দুকখমস্স মহব্ভয”ন্তি॥

৩. সৰন্তি সব্বধি সোতা, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
সোতানং কিং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূহি, কেন সোতা পিধিয্যরে[১] ॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, সর্বত্র (আয়তনাদিতে) স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়। এই স্রোতসমূহের নিবারণ কী? স্রোতসমূহের সংবর কী? কীভাবে স্রোতসমূহ রুদ্ধ হয়? তা বলুন।

সৰন্তি সব্বধি সোতাতি। “স্রোত” (**সোতা**তি) বলতে তৃষ্ণাস্রোত, মিথ্যাদৃষ্টিস্রোত, ক্লেশস্রোত, দুশ্চরিতস্রোত, অবিদ্যাস্রোত। “সব” (**সব্বধী**তি) বলতে সব আয়তনে। “ **সৰন্তী**তি” বলতে প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। চক্ষু হতে রূপে প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। শ্রোত্র হতে শব্দে ... ঘ্রাণ হতে গন্ধে ... জিহ্বা হতে রসে ... কায় হতে স্পর্শে ...

---

[১] [পিথিয্যরে (স্যা.), পিথীযরে (সী. অট্ঠ.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মন হতে ধর্মে প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। চক্ষু হতে রূপতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। শ্রোত্র হতে শব্দতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। ঘ্রাণ হতে গন্ধতৃষ্ণা ... জিহ্বা হতে রসতৃষ্ণা ... কায় হতে স্পর্শতৃষ্ণা ... মন হতে ধর্মতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়—সৰন্তি সব্বধি সোতা।

ইচ্চাযস্মা অজিতোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি*)* বলতে পদসন্ধি ... শব্দের পর্যানুক্রম ... । এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা অজিতো।

সোতানং কিং নিৰারণন্তি। স্রোতসমূহের আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, প্রতিরোধ ও বাধা কী? এ অর্থে—স্রোতসমূহের নীবরণ কী? (সোতানং কিং নিৰারণং)।

সোতানং সংৰরং ব্রূহীতি। স্রোতের আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, রক্ষণ, আচ্ছাদনকে ভাষণ, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, জ্ঞাপন, প্রজ্ঞাপন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—স্রোতের সংবরণ বলুন (সোতানং সংৰরং ব্রূহি)।

কেন সোতা পিধিয্যরেতি। কীভাবে স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়, প্রবাহিত হয় না, স্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না? এ অর্থে—কীভাবে স্রোত রুদ্ধ হয় (কেন সোতা পিধিয্যরে)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"সৰন্তি সব্বধি সোতা, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
সোতানং কিং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূহি, কেন সোতা পিধিয্যরে"॥

৪. যানি সোতানি লোকস্মিং, [অজিতাতি ভগৰা]
সতি তেসং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূমি, পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরে॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান, স্মৃতিই সেসবের নীবরণ, সংবরণ। প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোতসমূহ রুদ্ধ হয়। আমি এরূপই বলি।

যানি সোতানি লোকস্মিন্তি। এই বা এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান, সেসব স্রোত আমার দ্বারা বর্ণিত, কথিত, ব্যাখ্যাত, ভাষিত, প্রজ্ঞাপিত, জ্ঞাপিত, ব্যক্ত, বিভাজিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন : তৃষ্ণাস্রোত, মিথ্যাদৃষ্টিস্রোত, ক্লেশস্রোত, দুশ্চরিতস্রোত, অবিদ্যাস্রোত। "লোকে" (**লোকস্মি**ন্তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। এ অর্থে—এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান (যানি সোতানি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোকস্মিং)। "অজিত" (**অজিতা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন।

সতি তেসং নিৰারণন্তি। "স্মৃতি" (**সতি**) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, মনোযোগ। স্মৃতি বলতে রক্ষা, ধারণ, অপরিবর্তনশীলতা, অবিকারতা। স্মৃতি বলতে স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ও নির্বাণ লাভের একমাত্র মার্গ। "নিবারণ" (**নিৰারণ**ন্তি) বলতে আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, রক্ষণ, আচ্ছাদন। এ অর্থে—স্মৃতি সেসবের নীবরণ (সতি তেসং নিৰারণং)।

সোতানং সংৰরং ব্রূমীতি। স্রোতকে আমি আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, রক্ষণ, আচ্ছাদন বলি, বর্ণনা করি, বিবৃত করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, প্রজ্ঞাপন করি, বিশ্লেষণ করি, ব্যাখ্যা করি, ঘোষণা করি, প্রকাশ করি। এ অর্থে—স্রোতকে সংবরণ বলি (সোতানং সংৰরং ব্রূমি)।

পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরেতি। "প্রজ্ঞা" (**পঞ্ঞা**তি) বলতে যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, প্রবিচার (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা), ধর্ম-বিচার, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, বুৎপত্তি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানময় চিন্তা, ধীশক্তি, প্রাজ্ঞতা, মেধা, পরিজ্ঞান, যথাভূত জ্ঞান, সম্প্রজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, পূর্ণজ্ঞান, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞালো, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, রশ্মি, প্রজ্ঞারতন, অমোহ, ধর্ম-বিবেচনা, সম্যক দৃষ্টি। প্রজ্ঞা দ্বারা রুদ্ধ হয় বলতে প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়; প্রবাহিত হয় না, প্রস্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জেনে, দর্শন করে প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়; প্রবাহিত হয় না, স্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জেনে ... হয় না। "সকল সংস্কার অনাত্ম" এটা জেনে ... হয় না। "অবিদ্যার কারণে সংস্কার" এটা জেনে ... হয় না। "সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান" এটা জেনে ... হয় না। "বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ" এটা জেনে ... হয় না। "নামরূপের কারণে ষড়ায়তন" এটা জেনে ... হয় না। "ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ" এটা জেনে ... হয় না। "স্পর্শের কারণে বেদনা" এটা জেনে ... হয় না। "বেদনার কারণে তৃষ্ণা" এটা জেনে ... হয় না। "তৃষ্ণার কারণে উপাদান" এটা জেনে ... হয় না। "উপাদানের কারণে ভব" এটা জেনে ... হয় না। "ভবের কারণে জাতি" এটা জেনে ... হয় না। "জাতির কারণে জরা-মরণ" এটা জেনে ... হয় না। "অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ" এটা জেনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

... হয় না। "বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "ভবের নিরোধে জাতি নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "জাতির নিরোধে জরা-মরণ নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "ইহা দুঃখ" এটা জেনে ... হয় না। "ইহা দুঃখ সমুদয়" এটা জেনে ... হয় না। "ইহা দুঃখ নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা" ইহা জেনে ... হয় না। "এই ধর্মসমূহ আস্রব" এটা জেনে ... হয় না। "ইহা আস্রব সমুদয়" এটা জেনে ... হয় না। "ইহা আস্রব নিরোধ" এটা জেনে ... হয় না। "ইহা আস্রব নিরোধগামিনী প্রতিপদা" এটা জেনে ... হয় না। "এই ধর্মসমূহ পরিজ্ঞেয়" এটা জেনে ... হয় না। "এই ধর্মসমূহ পরিত্যাজ্য" এটা জেনে ... হয় না। "এই ধর্মসমূহ অনুশীলনীয়" এটা জেনে ... হয় না। "এই ধর্মসমূহ সাক্ষাৎ করনীয়" এটা জেনে ... হয় না। ছয় প্রকার স্পর্শ আয়তন বা ষড়ায়তনের সমুদয়, নিরোধ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জেনে, দর্শন করে প্রজ্ঞা দ্বারা ... হয় না। পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের সমুদয় ... হয় না। চারি মহাভূতের সমুদয় ... হয় না। যা কিছু সমুদয়ধর্ম তা সব নিরোধধর্ম এটা জেনে, দর্শন করে প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়; প্রবাহিত হয় না, স্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না।। এ অর্থে—প্রজ্ঞা দ্বারা রুদ্ধ হয়।

তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বললেন :

"যানি সোতানি লোকস্মিং, [অজিতাতি ভগৰা]
সতি তেসং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূমি, পঞ্ঞায়েতে পিধিয্যরে"তি॥

৫. **পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপি, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]**
নামরূপঞ্চ মারিস।
এতং মে পুট্ঠো পব্রূহি, কত্থেতং উপরুজ্ঝতি॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, হে প্রভু, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ এগুলো কিভাবে ধ্বংস হয়? আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তা ব্যক্ত করুন।

পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপীতি। "প্রজ্ঞা" (**পঞ্ঞা**তি) বলতে যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, প্রবিচার (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা), ধর্ম-বিচার, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, বুৎপত্তি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানময় চিন্তা, ধীশক্তি, প্রাজ্ঞতা, মেধা, পরিজ্ঞান, যথাভূত জ্ঞান, সম্প্রজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, পূর্ণজ্ঞান, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞালো, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, রশ্মি, প্রজ্ঞারতন, অমোহ, ধর্ম-বিবেচনা, সম্যক দৃষ্টি। "স্মৃতি" (**সতী**তি) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, মনোযোগ। "স্মৃতি" বলতে রক্ষা, ধারণ, অপরিবর্তনশীলতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবিকারতা। স্মৃতি বলতে স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি। এ অর্থে—আয়ুষ্মান অজিত প্রজ্ঞা ও স্মৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

নামরূপঞ্চ মারিসাতি। "নাম" (**নামন্তি**) বলতে চার প্রকার অরূপস্কন্ধ। "রূপ"(**রূপন্তি**) বলতে চারি মহাভূত রূপ বা চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। "প্রভু" (**মারিসাতি**) বলতে এখানে প্রিয়বচন, সম্মানিত বচন, সগৌরব, বিনয়ের বচন। ইহা অর্থে প্রভু—নামরূপঞ্চ মারিস।

এতং মে পুট্ঠো পব্রূহীতি। "এটা আমার" (**এতং মেতি**) বলতে যা আমি প্রশ্ন করি, প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করি ও আবেদন (বিনীত অনুরোধ) করি। "ব্যক্ত করুন" (**পব্রূহীতি**) বলতে বলুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তা ব্যক্ত করুন (এতং মে পুট্ঠো পব্রূহি)।

কত্থেতং উপরুজ্ঝতীতি। কীভাবে এগুলো নিরুদ্ধ, উপশম, বিনষ্ট, তিরোহিত, ধ্বংস হয়?

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপি, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
নামরূপঞ্চ মারিস।
এৰং মে পুট্ঠো পব্রূহি, কত্থেতং উপরুজ্ঝতী"তি॥

**৬. যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি, অজিত তং ৰদামি তে।
যত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
ৰিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতি॥**

অনুবাদ : হে অজিত, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, আমি তার উত্তরে বলছি। যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তা হলো : বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ ধ্বংস হয়।

যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছীতি। "যা এই" (**যমেতন্তি**) বলতে প্রজ্ঞা, স্মৃতি, নামরূপকে বুঝানো হয়েছে। "জিজ্ঞাসা করা" (**অপুচ্ছীতি**) বলতে জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা, অনুরোধ ও আবেদন করা বুঝায়। এ অর্থে—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা (যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি)।

অজিত তং ৰদামি তেতি। "অজিত" (**অজিতাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "সেই" (**তন্তি**) বলতে সেই প্রজ্ঞা, স্মৃতি, নামরূপ। "বলি" (**ৰদামীতি**) বলতে ভাষণ, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, প্রজ্ঞাপন, ব্যক্ত, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করি। অজিতকে সেসব বলি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতীতি। “নাম” (**নামন্তি**) বলতে চারি প্রকার অরূপ স্কন্ধ। “রূপ” (**রূপন্তি**) বলতে চারি মহাভূত রূপ বা চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। “নিঃশেষে” (**অসেসন্তি**) বলতে সমস্ত, সব, সকল, সম্পূর্ণরূপে, সর্বতোভাবে, নির্বিশেষে, পরিপূর্ণভাবে, নিঃশেষের বচন। “ধ্বংস” (**উপরুজ্ঝতী**তি) বলতে নিরুদ্ধ, উপশম, বিনষ্ট, তিরোহিত, নাশ। যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়।

ৰিঞঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতীতি। স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপন্ন হয়, তা অনাদি সংসারে সাতবার মাত্র উৎপন্ন হয়ে তথায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। সকৃদাগামীমার্গ জ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপন্ন হয়, সেই নামরূপ পঞ্চভবের মধ্যে দুইবার মাত্র জন্ম হয়ে তথায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। অনাগামীমার্গ জ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপন্ন হয়, তা রূপ ব্রহ্মভূমিতে বা অরূপ ব্রহ্মভূমিতে একবার মাত্র জন্ম হয়ে তথায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। অর্হৎমার্গ জ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপত্তি হয় তা সে অবস্থায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। পরিনির্বাণপ্রাপ্তির ও বিজ্ঞান পরিসমাপ্তিকালে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে নিরোধের দ্বারা অর্হতের নামরূপ, স্মৃতি, প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। এ অর্থে—বিজ্ঞানের নিরোধে, এ নামরূপ ধ্বংস হয় (ৰিঞঞাণস্স নিরোধেন এত্থেতং উপরুজ্ঝতি)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“যমেতং পঞহং অপুচ্ছি, অজিত তং ৰদামি তে।
যথ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
ৰিঞঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতী”তি॥

৭. যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা[1] পুথূ ইধ।
তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিস॥

অনুবাদ : এ জগতে যারা সঙ্খাতধর্মী[2], শৈক্ষ্য; হে জ্ঞানী, তাঁদের জীবনাচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। হে প্রভু, দয়া করে তা ব্যাখ্যা করুন।

---

[1] [সেকখা (স্যা. ক.)]

[2] সঙ্খাত ধর্ম অর্থাৎ যেই ব্যক্তি ধর্মকে পরীক্ষা করে দেখেছেন বা জানতে পেরেছেন। বস্তু ধর্মসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে যাঁর দক্ষতা অর্জন হয়েছে। অর্হৎ সম্বন্ধে এই বর্ণনাটি দেওয়া হয়। সঙ্খাখধম্মা বুচ্চতি অরহন্তো খীণাসবা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে চ সঙ্খাতধম্মাসেতি। অর্হৎ ক্ষীণাস্রবকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়। কী কারণে অর্হৎ ক্ষীণাস্রবকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়? তারা সঙ্খাতধর্মী, জ্ঞাতধর্মী, তুলিতধর্মী (বিবেচিতধর্মী), তীরিতধর্মী (নিষ্পত্তিধর্মী), বিভূতধর্মী (ধ্বংসধর্মী), বিভাবিতধর্মী (বিচিন্তিতধর্মী)। "সব সংস্কার অনিত্য" এটা জ্ঞাত হয়ে তাঁরা সঙ্খাতধর্মী, জ্ঞাতধর্মী, তুলিতধর্মী (বিবেচিতধর্মী), তীরিতধর্মী (নিষ্পত্তিধর্মী) বিভূতিধর্মী (ধ্বংসধর্মী), বিভাবিতধর্মী (বিচিন্তিতধর্মী)। "সব সংস্কার দুঃখ" ... "সব ধর্ম অনাত্ম" ... "অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার" ... যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এটা জ্ঞাত হয়ে তাঁরা সঙ্খাতধর্মী, জ্ঞাতধর্মী, তুলিতধর্মী, তীরিতধর্মী, বিভূতধর্মী, বিভাবিতধর্মী। অথবা তাঁদের স্কন্ধ সঙ্খাত, ধাতু সঙ্খাত, আয়তন সঙ্খাত, গতি সঙ্খাত, উৎপত্তি সঙ্খাত, প্রতিসন্ধি সঙ্খাত, ভব সঙ্খাত, সংসার সঙ্খাত, সংসার পরিভ্রমণ সঙ্খাত। অথবা তাঁরা স্কন্ধ সীমায় স্থিত, ধাতু সীমায় স্থিত, আয়তন সীমায় স্থিত, গতি সীমায় স্থিত, উৎপত্তি সীমায় স্থিত, প্রতিসন্ধি সীমায় স্থিত, ভব সীমায় স্থিত, সংসার সীমায় স্থিত, সংসার পরিভ্রমণ সীমায় স্থিত, অন্তিম ভবে স্থিত, অন্তিম শরীরে স্থিত, অন্তিম দেহধারী অর্হৎ।

তেসং চাযং[১] পচ্ছিমকো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো, নত্থি নেসং পুনব্ভৰোতি॥

অনুবাদ : এটিই তাঁদের শেষ জন্ম, অন্তিম দেহ। তাদের জাতি, মরণ, সংসার ও পুনর্জন্ম নেই।

সেই কারণে অর্হৎ ক্ষীণাস্রবকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়।

যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা পুথূ ইধাতি। "শৈক্ষ্য" (**সেখা**তি) বলতে কী কারণে শৈক্ষ্য বলা হয়? শিক্ষা করে বলে শৈক্ষ্য। কী শিক্ষা? অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অধিশীল শিক্ষা কীরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচর বা সচ্চরিত্রসম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে (পাপে) ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্রশীলস্কন্ধ, মহাশীলস্কন্ধ, শীল প্রতিষ্ঠা (রক্ষণ), আদিচরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য, প্রমুখ্য ও কুশলধর্মসমূহে নৈপুণ্য অর্জন করা—ইহা অধিশীল শিক্ষা।

অধিচিত্ত শিক্ষা কীরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখ বিমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বিতর্ক ও বিচার উপশমে আধ্যাত্মিক-সম্প্রসাদী বা প্রশান্তকরণ, চিত্তের একাগ্রতাভাব, বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-

[১] [যাযং (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখবিমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক-সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যাকে "উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী" বলেন সেই তৃতীয়ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য এবং দৌর্মনস্য অস্তমিত করে "নাদুঃখ-নাসুখ" উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—ইহাই অধিচিত্ত শিক্ষা।

অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কীরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, উদয়-অস্তগামী (জন্ম-মৃত্যুগামী) প্রজ্ঞায় সমন্বিত হন, আর্য-নির্বেধিক (মর্মভেদী) সম্যক দুঃখক্ষয়গামী প্রতিপদায় বিমণ্ডিত হন। তিনি (দুঃখকে) "ইহা দুঃখ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (দুঃখ সমুদয়কে) "ইহা দুঃখ সমুদয়" বলে যথার্থরূপে জানেন, (দুঃখ নিরোধকে) "ইহা দুঃখ নিরোধ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন। (আস্রবকে) "ইহা আস্রব" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আস্রব সমুদয়কে) "ইহা আস্রব সমুদয়" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আস্রব নিরোধকে) "ইহা আস্রব নিরোধ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আস্রব নিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা আস্রব নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন—ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন; জ্ঞাত হয়ে, দেখে, প্রত্যবেক্ষণ করে ও চিত্তকে তথায় অভিনিবিষ্ট করে শিক্ষা করেন। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে শিক্ষা করেন; বীর্য প্রগ্রহ (বা ধারণ) করে, স্মৃতি উপস্থাপন করে, চিত্তকে সমাধিস্থ বা কেন্দ্রীভূত করে, প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন। অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অভিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন; পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে, প্রহানতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবিত করে এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, (এবং সেগুলো) আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, গ্রহণ করেন ও পালন বা শিক্ষা করেন। সেই কারণে "শৈক্ষ্য" বলা হয়। "অধিক" (**পুথূ**তি) বলতে অনেক। এঁরা শৈক্ষ্য, স্রোতাপন্নে প্রতিপন্ন, সকৃদাগামীতে প্রতিপন্ন, অনাগামীতে প্রতিপন্ন, অরহত্ত্বে প্রতিপন্ন। "এই" (**ইধা**তি) বলতে এই দৃষ্টিতে, এই ইচ্ছায়, এই রুচিতে, এই গ্রহণে, এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্ম-বিনয়ে, এই প্রবচনে, এই ব্রহ্মচর্যে, এই শাস্তাশাসনে, এই আত্মভবে, এই মনুষ্যলোকে। এ অর্থে—যে চ সেখা পুথূ ইধ।

তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিসাতি। আপনিও জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, মেধাবী। সেসব সঙ্খাতধর্মীর, শৈক্ষ্যের পরিচালন, চর্যা, নিয়ম, নীতি, আচার, গোচর (বিচরণ), অবস্থান, প্রতিপদা। "প্রশ্ন করছি" (**পুট্ঠো**তি) বলতে জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, নিবেদন করছি, প্রার্থনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করছি। এ অর্থে—প্রশ্ন করছি। "বলুন" (**পব্রূহীতি**) বলতে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ব্যাখ্য করুন ও প্রকাশ করুন। "প্রভু" (**মারিসাতি**) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবের অধিবচন। এ অর্থে—তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিস।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা পুথূ ইধ।
তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিসা"তি॥

৮. কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য, মনসানাৰিলো সিযা।
কুসলো সব্বধম্মানং, সতো ভিক্খু পরিব্বজে॥

অনুবাদ : কামে নির্লিপ্ত, অনাবিল মনস্ক, সবধর্মে দক্ষ (কুশল) এবং স্মৃতিমান হয়ে ভিক্ষু বিচরণ করেন।

কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্যাতি। "কাম" (**কামাতি**) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। বস্তুকাম কীরূপ? মনোজ্ঞ রূপ, মনোজ্ঞ শব্দ, মনোজ্ঞ গন্ধ, মনোজ্ঞ রস, মনোজ্ঞ স্পর্শ; আস্তরণ (কার্পেটাদি), আবরণ (পরিচ্ছদ), দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোঁটকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভাণ্ডারাগার এবং যেসব মনোরম বা কামোদ্দীপক বস্তু—এসবই বস্তুকাম।

অধিকন্তু, অতীত কাম, অনাগত কাম, বর্তমান কাম, অধ্যাত্ম কাম, বাহ্যিক কাম, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কাম; হীন (স্বল্প) কাম, মাঝারি কাম, প্রণীত (উত্তম) কাম; নারকীয় কাম, মানবীয় কাম, দিব্য কাম, অনায়াস-সাধ্য কাম; নির্মিত কাম, অনির্মিত কাম, পরনির্মিত কাম, পরিগৃহীত কাম, অপরিগৃহীত কাম, মমায়িত কাম, অমমায়িত কাম; সকল কামাবচর ধর্ম, সকল রূপাবচর ধর্ম, সকল অরূপাবচর ধর্ম, কামনীয়, রজনীয় (আনন্দ বর্ধনকারী), মত্ততাজনক, তৃষ্ণামূলক ও তৃষ্ণারম্মণ কাম—এগুলোকে বলা হয় বস্তুকাম।

ক্লেশকাম কীরূপ? ছন্দ (ইচ্ছা) কাম, রাগ (আসক্তি) কাম, ছন্দরাগ কাম; সংকল্প কাম (কামেচ্ছা), রাগ কাম, সংকল্পরাগ কাম; যা কামসমূহে কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কাম-পরিলাহ, কাম-বিহ্বলতা, কামাসক্তি, কামোঘো, কামযোগ, কামোপাদান এবং কামচ্ছন্দ-নীবরণ।

অদ্দসং কাম তে মূলং, সঙ্কপ্পা কাম জাযসি।
ন তং সঙ্কপ্পযিস্সামি, এৰং কাম ন হেহিসীতি॥

অনুবাদ : (সে) কামের মূল দেখেছিল বিধায় (তার) কামসংকল্প উৎপন্ন হয়েছিল। আমি তা সংকল্প বা ইচ্ছা করব না, এরূপে কাম উৎপন্ন হবে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এগুলোকেই বলে ক্লেশকাম। "গেধো " বলা হয় তৃষ্ণাকে; যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "কামে নির্লিপ্ত" (**কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্যা**তি) বলতে ক্লেশকামে, বস্তুকামে নির্লিপ্ত, অসংলগ্ন, অনিমজ্জিত, অনাবদ্ধ। এতে অমূর্ছিত, অনধীন, বীততৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, ত্যক্ততৃষ্ণ, নিঃসৃততৃষ্ণ, মুক্ততৃষ্ণ, প্রহীনতৃষ্ণ, পরিত্যক্ততৃষ্ণ, বীতরাগী, বিগতরাগী, ত্যক্তরাগী, নিঃসৃতরাগী, মুক্তরাগী, প্রহীনরাগী, পরিত্যক্তরাগী, অনাসক্ত, নিবৃত, শান্ত, সুখ অনুভবকারী হয়ে ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য।

মনসানাৰিলো সিযাতি। "মন" (**মনো**তি) বলতে চিত্ত, মন, মানস (কল্পনা), হৃদয়, পাণ্ডুর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয় (মনের মনোবৃত্তি), বিজ্ঞান (প্রত্যক্ষ জ্ঞান), বিজ্ঞানস্কন্ধ (জীবনী শক্তিপুঞ্জ), তদুদ্ভূত বা তা হতে উৎপন্ন মনোবিজ্ঞানধাতু। কায়দুশ্চরিত দ্বারা চিত্ত আবিল, বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, বিচলিত, চঞ্চল, বিপথগামী ও অশান্ত হয়। বাকদুশ্চরিত ... অশান্ত হয়। মনোদুশ্চরিত ... অশান্ত হয়। রাগ ... অশান্ত হয়। দ্বেষ ... অশান্ত হয়। মোহ ... অশান্ত হয়। ক্রোধ ... অশান্ত হয়। উপনাহ ... অশান্ত হয়। ম্রক্ষ ... অশান্ত হয়। বিদ্বেষ ... অশান্ত হয়। ঈর্ষা ... অশান্ত হয়। মাৎসর্য ... অশান্ত হয়। মায়া ... অশান্ত হয়। শঠতা ... অশান্ত হয়। ভন্ডামি ... অশান্ত হয়। ঔদ্ধত্য ... অশান্ত হয়। মান ... অশান্ত হয়। অতিমান ... অশান্ত হয়। মত্ততা ... অশান্ত হয়। প্রমত্ততা ... অশান্ত হয়। সবক্লেশ ... অশান্ত হয়। সবদুশ্চরিত ... অশান্ত হয়। সবউদ্বেগ ... অশান্ত হয়। সবপরিদাহ ... অশান্ত হয়। সবসন্তাপ ... অশান্ত হয়। সব অকুশলাভিসংস্কার দ্বারা চিত্ত আবিল, বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, বিচলিত, চঞ্চল বিপথগামী ও অশান্ত হয়। "অনাবিলমনস্ক" (**মনসানাৰিলো সিযা**তি) বলতে চিত্ত অনাবিল হয়। বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, বিচলিত, চঞ্চল, বিপথগামী ও অশান্ত হয় না; বরং আবিলকারী ক্লেশসমূহ ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, দূরীভূত, ধ্বংস, নিবৃত্ত হয়; আবিলকারী ক্লেশ হতে বিরহিত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—মনসানাৰিলো সিযা।

কুসলো সব্বধম্মানন্তি। "সংস্কার অনিত্য" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। "সব সংস্কার দুঃখ" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। "সব ধর্ম অনাত্ম" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। "অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। ... "যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। এরূপেই সবধর্মে দক্ষ।

অথবা অনিত্যরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। দুঃখরূপে ... রোগরূপে ... গণ্ডরূপে ... শল্যরূপে ... অনিষ্টরূপে ... পীড়ারূপে ... পররূপে ... ভগ্নরূপে ... অশুভরূপে ... উপদ্রবরূপে ... ভয়রূপে ... রূপে ... ক্ষণিকরূপে ... ভঙ্গুররূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

... অধ্রুবরূপে ... অত্রাণরূপে ... নিরাশ্রয়রূপে ... অশরণরূপে ... রিক্তরূপে ... তুচ্ছরূপে ... শূন্যরূপে ... অনাত্মরূপে ... আদীনবরূপে ... বিপরিণামধর্মরূপে ... অসাররূপে ... অনিষ্টমূলরূপে ... হত্যাকারীরূপে ... বিভবরূপে ... আস্রবসংযুক্তরূপে ... সঙ্খাতরূপে ... মারামিষরূপে ... জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণরূপে ... শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মরূপে ... সংক্লেশধর্মরূপে ... সমুদয়ধর্মরূপে ... ধ্বংসরূপে ... অস্বাদরূপে ... আদীনবরূপে ... নিঃসরণরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। এরূপেই সবধর্মে দক্ষ।

অথবা স্কন্ধ বিষয়ে দক্ষ, ধাতু বিষয়ে দক্ষ, আয়তন বিষয়ে দক্ষ, প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়ে দক্ষ, স্মৃতিপ্রস্থান বিষয়ে দক্ষ, সম্যকপ্রধান বিষয়ে দক্ষ, ঋদ্ধিপাদ বিষয়ে দক্ষ, ইন্দ্রিয় বিষয়ে দক্ষ, বল বিষয়ে দক্ষ, বোধ্যঙ্গ বিষয়ে দক্ষ, মার্গ বিষয়ে দক্ষ, ফল বিষয়ে দক্ষ, নির্বাণ বিষয়ে দক্ষ। এরূপে সর্বধর্মে দক্ষ।

অথবা, সর্বধর্ম বলা হয় দ্বাদশ আয়তনকে—চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম। যখন অধ্যাত্ম এবং বাহ্য আয়তনসমূহে ছন্দরাগ প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায়, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী হয়; তখন সবধর্মে দক্ষ হয়—কুসলো সব্বধম্মানং।

সতো ভিক্খু পরিব্বজেতি। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চারটি কারণে (বা প্রকারে) স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায় ... চিত্তে ... এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান।

অপর চার প্রকারে স্মৃতিমান—১) অস্মৃতি পরিবর্জিত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতি করার ধর্মসমূহ কৃত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতি প্রতিপক্ষ ধর্মসমূহ বশীভূত বা হত হওয়ায় স্মৃতিমান, এবং ৪) স্মৃতি নিমিত্ত ধর্মসমূহের ভুল না হওয়ায় স্মৃতিমান।

অন্য চার প্রকারে স্মৃতিমান—১) স্মৃতিতে সমন্বিত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতিতে বশীভূত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতিতে প্রাগুণ্য বা নিপুণ হওয়ায় স্মৃতিমান এবং ৪) স্মৃতিতে অপ্রত্যারোহণ হওয়ায় স্মৃতিমান।

অপর চার প্রকারে স্মৃতিমান—১) (স্মৃতিতে) নিরবচ্ছিন্ন বা অটল বলে স্মৃতিমান, ২) শান্ততাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান, ৩) স্থিরতাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান এবং ৪) শান্তধর্মে সমন্বিত বলে স্মৃতিমান। বুদ্ধানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, ধর্মানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, সংঘানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, শীলানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, ত্যাগানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, দেবতানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, আনাপানস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, মরণানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, কায়গতানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপশমানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান। যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, মনোযোগ। স্মৃতি বলতে রক্ষা, ধারণ, অপরিবর্তনশীলতা, অবিকারতা। স্মৃতি বলতে স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ও নির্বাণ লাভের একমাত্র মার্গ—ইহাকে বলা হয় স্মৃতি। এই স্মৃতিতে উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন (প্রতিপন্ন), সমুপপন্ন ও সমান্নগত হন; তাই স্মৃতিমান বলা হয়।

"ভিক্ষু" (**ভিকখূ**তি) বলতে সাত প্রকার ধর্ম ধ্বংস বা ভগ্ন হয় বলে ভিক্ষু। যেমন : সৎকায়দৃষ্টি ধ্বংস হয়, বিচিকিৎসা ধ্বংস হয়, শীলব্রত-পরামর্শ ধ্বংস হয়, রাগ ধ্বংস হয়, দ্বেষ ধ্বংস হয়, মোহ ধ্বংস হয়, মান ধ্বংস হয়। পাপ, অকুশল, ক্লেশযুক্ত ধর্ম এবং পুনর্জন্ম প্রদানকারী ভয়ানক দুঃখবিপাক, ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণ ধ্বংস হয়।

পজ্জেন কতেন[১] অত্তনা, [সভিযাতি ভগৰা]
পরিনিব্বানগতো ৰিতিণ্ণকঙ্খো।
ৰিভৰঞ্চ ভৰঞ্চ ৰিপ্পহায,
ৰুসিতৰা খীণপুনব্ভৰো স ভিকখূতি॥

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বললেন, আত্মকৃত পথাবলম্বন করে যিনি পরিনির্বাণ লাভ করেছেন এবং সন্দেহোত্তীর্ণ হয়েছেন, বিভব ও ভব উভয়ই ত্যাগ করে, পুনর্জন্ম ক্ষয় করে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনিই ভিক্ষু।

"ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়ে বিচরণ করেন" (**সতো ভিকখু পরিব্বজে**তি) বলতে স্মৃতিমান হয়ে ভিক্ষু বিচরণ করেন, গমন করেন, দাঁড়ান, উপবেশন করেন, শয্যা রচনা করেন, সম্মুখে গমন করেন, পশ্চাতে গমন করেন, অবলোকন করেন, বিলোকন করেন, সঙ্কোচন করেন, প্রসারণ করেন, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ করেন, পরিভ্রমণ করেন, অবস্থান করেন, আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, পালন করেন, যাপন করেন, চলাফেরা করেন। এ অর্থে—সতো ভিক্‌খু পরিব্বজে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

''কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য, মনসানাৰিলো সিযা।
কুসলো সব্বধম্মানং, সতো ভিকখু পরিব্বজে''তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, এক উপায় বা পথ, এক অভিপ্রায় এবং এক বাসনায় স্থিত হন। সেই সময় বহু সহস্রজনের বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী"। আর সেই ব্রাহ্মণের চিত্ত অনাসক্ত হয়ে সব আস্রব হতে মুক্ত হলো। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তাঁর অজিন, জটা, বল্কবস্ত্র,

---

[১] [পজ্জোতকতেন (ক.) সু. নি. ৫১৯]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাঠি, কমণ্ডলু (জলের পাত্র), চুল এবং দাঁড়ি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি মুণ্ডিত মস্তক, কাষায়বস্ত্র পরিহিত, সজ্ঘাটি পাত্র-চীবরধারী এবং জ্ঞানত প্রতিপন্ন হয়ে যথার্থভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[অজিত মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

২. তিষ্যমেত্তেয় মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৯. কোধ সন্তুসিতো লোকে, [ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো]
কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।
কো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি, কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তিস্‌সমেত্তেয় বললেন, কে এই জগতে সন্তুষ্ট? কে চঞ্চলতাহীন? কে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয়-অন্ত-মধ্যে লিপ্ত হন না? আপনি কাকে মহাপুরুষ বলেন? এই জগতে কে লোভাতীত?

কোধ সন্তুসিতো লোকেতি। কে এই জগতে তুষ্ট, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, পরিপূর্ণ সঙ্কল্পী হন—কোধ সন্তুসিতো লোকে।

ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যায়ানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয়বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচনকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে—আয়ুষ্মান (আযস্মাতি)। "তিস্‌স" (**তিস্সো**তি) বলতে ব্রাহ্মণের নাম, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি; ব্যবহারিক নাম, আখ্যা, অভিধা, নিরুক্তি (বা সংজ্ঞা প্রকাশক শব্দ), ব্যঞ্জন (কোনো ব্যক্তির নাম জ্ঞাপন করা) ও সম্বোধন সূচকবাক্যকে বলা হয়েছে। "মেত্তেয়" (মেত্তেয্যো) বলতে সেই ব্রাহ্মণের গোত্র, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো।

কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতাতি। তৃষ্ণা চঞ্চলতা, দৃষ্টি চঞ্চলতা, মান চঞ্চলতা, ক্লেশ চঞ্চলতা, কাম বা ইন্দ্রিয় চঞ্চলতা। কার এই চঞ্চলতা নেই, থাকে না, বিদ্যমান নেই, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উপশম, উপশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে—কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।

কো উভন্তমভিঞ্ঞাযাতি। কে উভয়-অন্ত অভিজ্ঞা দ্বারা জেনে তুলনা করেন, বিবেচনা বা পরীক্ষা করেন, নিরুপণ করেন ও ব্যাখ্যা করেন? এ অর্থে—কো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উভন্তমভিঞ্ঞায়।

মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতীতি। জ্ঞান দ্বারা মধ্যে লিপ্ত হন না; অলিপ্ত, অসংলিপ্ত, অনুপলিপ্ত, অনবরুদ্ধ, মুক্ত, বিসংযুক্ত ও বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।

কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি। মহাপুরুষ, অগ্রপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশিষ্ট পুরুষ, উৎকৃষ্ট বা বিখ্যাত পুরুষ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, সর্বোত্তম পুরুষ, প্রবর বা মহান পুরুষ। কাকে বলেন, কার কথা বলেন, কাকে ধারণা বা বিশ্বাস করেন, কাকে প্রকাশ করেন, কাকে দর্শন করেন, কাকে ব্যাখ্যা করেন। এ অর্থে—কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি।

কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগাতি। কে এই লোভ তৃষ্ণাকে জয়, পরিত্যাগ, অতিক্রম, সমতিক্রম ও সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন? এ অর্থে—কে এই জগতে লোভাতীত? (কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা)।

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বললেন :

"কোধ সন্তুসিতো লোকে, [ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো]
কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।
কো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি, কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা"তি॥

১০. কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা]
ৰীততণ্হো সদা সতো।
সঙ্খায নিব্বুতো ভিকখু, তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তেয়কে বললেন, হে মেত্তেয়, যিনি কামত্যাগে ব্রহ্মচর্যবান, বীততৃষ্ণ, সদা স্মৃতিমান, সেই জ্ঞানী শান্ত ভিক্ষু চঞ্চলহীন।

কামেসু ব্রহ্মচরিযৰাতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম ... এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয় ... এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। ব্রহ্মচর্য বলতে অসদ্ধর্মসিদ্ধি পরিত্যাগ, পরিহার, নিবৃত্তি, বিরতি, অকার্যকর; যা সংযত, নিষ্কলঙ্কতা ও সীমা অতিক্রম করে না। অধিকন্তু, বিতর্কহীন ব্রহ্মচর্যকে বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। যে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অধিগত, সমাগত, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, অধিকৃত, সমুৎপন্ন, উপনীত তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। যেমন ধনের দ্বারা ধনীকে, ভোগের দ্বারা ভোগীকে, যশের দ্বারা যশবানকে, শিল্পের দ্বারা শিল্পপতিকে, শীলের দ্বারা শীলবানকে, বীর্যের দ্বারা বীর্যবানকে, প্রজ্ঞার দ্বারা প্রজ্ঞাবানকে, বিদ্যার দ্বারা বিদ্বানকে বুঝায়; ঠিক এভাবে যিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধিগত, সমাগত, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, অধিকৃত, সমুৎপন্ন, উপনীত তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। এ অর্থে—কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা।

"মেত্তেয়" (**মেত্তেয্যা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণের গোত্র ধরে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি। যেরূপে ভগবান—মেত্তেয্যাতি ভগৰা।

ৰীততহ্নো সদা সতোতি। "তৃষ্ণা" (**তহ্না**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। যার তৃষ্ণা প্রহীন, সম্পূর্ণ ধ্বংস, উপশম, প্রশান্তি, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ; তাকে বলা হয় বীততৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, ত্যক্ততৃষ্ণ, মুক্ততৃষ্ণ, প্রহীনতৃষ্ণ, পরিত্যাগতৃষ্ণ; বীতরাগ, বর্জিতরাগ, বমিতরাগ, মুক্তরাগ, রাগপ্রহীন, রাগপরিত্যাগী, অনাসক্ত, নিবৃত, শান্ত, সুখ অনুভবকারী ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থান করেন। "সদা" (**সদা**তি) বলতে সদা, সর্বদা, সর্বকাল, নিত্যকাল, ধ্রুবকাল, নিরন্তর, চিরকাল, নিরবচ্ছিন্নভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে, ভূপৃষ্ঠে জলতরঙ্গ আছড়ে পড়ার ন্যায় বিরামহীনভাবে, অপরাহ্নে, রাত্রির প্রথম যামে, মধ্যম যামে, অন্তিম যামে, কৃষ্ণপক্ষে, শুক্লপক্ষে, বর্ষায়, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, প্রথম বয়সে, মধ্যম বয়সে, অন্তিম বয়সে। "স্মৃতি" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতি। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি, বেদনায় বেদনানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি, চিত্তে চিত্তানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি, ধর্মে ধর্মানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি ... ইহাকে বলা হয় স্মৃতি। এ অর্থে—ৰীততহ্নো সদা সতো।

সঙ্খায নিব্বুতো ভিক্খূতি। প্রজ্ঞাকে বলে জ্ঞান। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচয়, প্রবিচয় ... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ' **সঙ্খায়া**তি ' বলতে প্রজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে। "সকল সংস্কার অনিত্য" ইহা প্রজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" ... "সকল ধর্ম অনাত্ম" ... "অবিদ্যার কারণে সংস্কার" ... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী সেসবই নিরোধধর্মী" ইহা প্রজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে।

অথবা, প্রজ্ঞা দ্বারা অনিত্যরূপে জানে ... দুঃখরূপে ... রোগরূপে ... গণ্ডরূপে ... শল্যরূপে ... নিঃশরণরূপে জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে।

"নিবৃত" (**নিব্বুতো**তি) বলতে রাগ নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত, দ্বেষ নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত, মোহ নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত ... ক্রোধ ... উপনাহ ... ম্রক্ষ ... বিদ্বেষ ... ঈর্ষা ... মাৎসর্য ... মায়া ... শঠতা ... কপটতা ... প্রতারণা ... মান ... অতিমান ... উন্মাদ ... প্রমাদ ... সর্বক্লেশ ... সকল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুশ্চরিত বিষয় ... সব দুশ্চিন্তা ... সমস্ত পরিদাহ ... সকল সন্তাপ ... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত।

"ভিক্ষু" (**ভিকখূ**তি) বলতে সাতটি ধর্মের বিনাশ হয় বলে ভিক্ষু ... পারমীপ্রাপ্ত, পুনর্জন্ম ক্ষীণ সেই ভিক্ষু। এ অর্থে—সঙ্খায় নিব্বুতো ভিকখু।

তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতাতি। 'তাঁর' (**তস্সা**তি) বলতে ক্ষীণাস্রব অর্হতের। "কম্পন বা চঞ্চলতা" (**ইঞ্জিতা**তি) বলতে তৃষ্ণা কম্পন বা তৃষ্ণা চঞ্চলতা, দৃষ্টি চঞ্চলতা, মান চঞ্চলতা, ক্লেশ চঞ্চলতা এবং কাম চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতা তাঁর নেই, অবিদ্যমান, জাগ্রত হয় না ও উপলব্ধ হয় না, বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, বিনষ্ট, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। এ অর্থে—তাঁর চঞ্চলতা নেই (তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা]
ৰীততণ্হো সদা সতো।
সঙ্খায নিব্বুতো ভিকখু, তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা"তি॥

১১. সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি, সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা॥

অনুবাদ : প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে যিনি উভয়-অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না, এ জগতে তিনিই লোভাতীত; তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলি।

সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতীতি। "অন্ত" (**অন্তা**তি) বলতে স্পর্শ প্রথম অন্ত, স্পর্শসমুদয় দ্বিতীয় অন্ত, স্পর্শনিরোধ মধ্যে; অতীত প্রথম অন্ত, অনাগত দ্বিতীয় অন্ত, বর্তমান মধ্যে; সুখবেদনা প্রথম অন্ত, দুঃখবেদনা দ্বিতীয় অন্ত, অদুঃখমসুখ বেদনা মধ্যে, নাম প্রথম অন্ত, রূপ দ্বিতীয় অন্ত, বিজ্ঞান মধ্যে; ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন প্রথম অন্ত, ছয় বাহ্যিক আয়তন দ্বিতীয় অন্ত, বিজ্ঞান মধ্যে; সৎকায় প্রথম অন্ত, সৎকায় সমুদয় দ্বিতীয় অন্ত, সৎকায় নিরোধ মধ্যে। প্রজ্ঞাকে বলা হয় জ্ঞান, যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি।

"লোভ" (**লেপা**তি) বলতে লোভ দুই প্রকার। যথা : তৃষ্ণা লোভ ও দৃষ্টি লোভ। তৃষ্ণালোভ কীরূপ? যতদূর পর্যন্ত তৃষ্ণা দ্বারা সীমাকৃত, সীমাবদ্ধ, নির্ধারিত, সীমায়িত, পরিগৃহীত ও মমায়িত—"ইহা আমার, এটি আমার, এই পরিমাণ আমার, এসব রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ আমার। আস্তরণ (বিছানার চাঁদর), আবরণ (বস্ত্র), দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, গরু, অশ্ব, ঘোটকী, ক্ষেত্র, বস্তু বা জায়গা, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম (ছোট শহর), রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ কোষাগার (ধনাগার), ভাণ্ডাগার (শয্যাগার) এমনকি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমগ্র মহাপৃথিবীকেও তৃষ্ণাবশে আমার বলে বা মমায়িত করে। যেসব ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত বিষয়—ইহা তৃষ্ণালোভ।

দৃষ্টিলোভ কীরূপ? সৎকায়দৃষ্টি বিশ প্রকার বিষয়, মিথ্যাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়, অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়—যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক (মিথ্যাদৃষ্টির পথ গ্রহণ), দৃষ্টিবিভ্রম (দৃষ্টিবিস্ফন্দন), দৃষ্টিসংযোজন, দৃষ্টি প্রতিগ্রহণ, অভিনিবেশ, সংস্পর্শ, কুমার্গ (ভ্রান্তপথ), মিথ্যাপথ, মিথ্যাবিষয়, তীর্থিয়ায়তন, ভুল ধারণা (ৰিপরিয়েসগ্গাহো), বিপরীত ধারণা, দৃষ্টি বৈপরীত্য, মিথ্যা ধারণা এবং অযথার্থ বিষয়কে "যথাযথ" বলে গ্রহণ করাসহ বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়—ইহা দৃষ্টিলোভ।

সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতীতি। তিনি উভয়, অন্ত ও মধ্যে প্রজ্ঞা দ্বারা অভিজ্ঞাত হয়ে জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে লিপ্ত, প্রলিপ্ত ও উপলিপ্ত হন না; (তিনি) অলিপ্ত, অসংলিপ্ত, অনুপলিপ্ত, অনবরুদ্ধ, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন, "তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয় অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না" (সো উভন্তমভিঞ্ঞায মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি)।

তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি। মহাপুরুষ, অগ্রপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশিষ্ট পুরুষ, উৎকৃষ্ট বা বিখ্যাত পুরুষ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, সর্বোত্তম পুরুষ, প্রবর বা মহান পুরুষ বলে আমি তাঁকে বলি, ব্যক্ত করি, ভাষণ করি, প্রকাশ করি এবং ব্যাখ্যা করি। আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, এই যে 'মহাপুরুষ মহাপুরুষ' বলা হয়, কাকে মহাপুরুষ বলা যায়? হে শারিপুত্র, চিত্ত বিমুক্ত ব্যক্তিকেই আমি 'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি না।

হে শারিপুত্র, কীরূপে চিত্ত বিমুক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তাঁর চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আস্রবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। বেদনায় ... চিত্তে ... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তাঁর চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আস্রবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। শারিপুত্র, এরূপেই ভিক্ষু চিত্ত বিমুক্ত হয়। শারিপুত্র, চিত্ত বিমুক্ত ব্যক্তিকেই আমি 'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি না। এ অর্থে—তাকে আমি মহাপুরুষ বলি (তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি)।

সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগাতি। তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর লোভ, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁর লোভ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃষ্ণা ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়—এ জগতে তিনিই লোভাতীত (সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি, সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, এক উপায় বা পথ, এক অভিপ্রায়, এক বাসনায় স্থিত হন। সেই সময় বহু সহস্র সত্ত্বের বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী"। আর সেই ব্রাহ্মণের চিত্ত অনাসক্ত হয়ে সব আস্রব হতে মুক্ত হলো। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তাঁর অজিন, জটা, বল্কবস্ত্র, লাঠি, কমণ্ডলু (জলের পাত্র), চুল এবং দাঁড়ি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি মুণ্ডিত মস্তকে কাষায়বস্ত্র পরিহিত, সঙ্ঘাটি পাত্র-চীবরধারী, জ্ঞানত প্রতিপন্ন হয়ে যথার্থভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[তিষ্যমেত্তেয় মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৩. পুন্নক মানব প্রশ্ন বর্ণনা

১২. অনেজং মূলদস্সাৰিং, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কিংনিস্সিতা ইসযো মনুজা,
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, বীততৃষ্ণ, মূলদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। কীসের আকাঙ্ক্ষায় এ জগতে ঋষি, মানুষ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। আমি ভগবানকে এটা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমাকে ব্যক্ত করুন।

অনেজং মূলদস্সাৰিন্তি। তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ ... .পে ... অভিধ্যা (অনুরাগ), লোভ, অকুশলমূল। সেই আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণাসমূহ ভগবান বুদ্ধের প্রহীন হয়েছে, মূলচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান বীততৃষ্ণ। তৃষ্ণাসমূহ প্রহীন হেতু বীততৃষ্ণ। ভগবান লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখের দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কম্পিত হন না, চালিত হন না, বিচলিত হন না ও ভীত হন না। এ অর্থে বীততৃষ্ণ। "মূলদর্শী" **(মূলদস্সাৰিন্তি)** বলতে ভগবান মূলদর্শী, হেতুদর্শী, নিদানদর্শী, কারণদর্শী, অভিপ্রায়দর্শী, উদ্দেশ্যদর্শী, আহারদর্শী, আরম্মণদর্শী, প্রত্যয়দর্শী ও সমুদয়দর্শী।

অকুশলমূল তিন প্রকার। যথা : লোভ অকুশলমূল, দ্বেষ অকুশলমূল, মোহ অকুশলমূল।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার কারণে বা নিদানে কর্মের উৎপত্তি। সেই তিন প্রকার কী কী? লোভ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, দ্বেষ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, মোহ নিদানে কর্মের উৎপত্তি। ভিক্ষুগণ, লোভজ, দ্বেষজ, মোহজ কর্মের দ্বারা দেব-মনুষ্যের প্রজ্ঞা লাভ হয় না। সুতরাং কেউই সুগতি প্রাপ্ত হতে পারে না। আবার, হে ভিক্ষুগণ, লোভজ, দ্বেষজ, মোহজ কর্মের দ্বারা নিরয়কুল, তির্যকযোনি, প্রেতকুল লাভ হয়। দুর্গতিপ্রাপ্ত তথা নিরয়, তির্যকযোনি, প্রেতকুলে জন্মগ্রহণ করা বন্ধ হয় না। এই তিন প্রকার অকুশলমূল ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এরূপে ভগবান মূলদর্শী, হেতুদর্শী, নিদানদর্শী, কারণদর্শী, অভিপ্রায়দর্শী, উদ্দেশ্যদর্শী, আহারদর্শী, আরম্মণদর্শী, প্রত্যয়দর্শী ও সমুদয়দর্শী।

কুশলমূল তিন প্রকার। যথা : অলোভ কুশলমূল, অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার নিদানে কর্মের উৎপত্তি। সেই তিন প্রকার কী কী? অলোভ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, অদ্বেষ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, অমোহ নিদানে কর্মের উৎপত্তি। ভিক্ষুগণ, অলোভজ, অদ্বেষজ, অমোহজ কর্ম দ্বারা নিরয়কুল, তির্যকযোনি, প্রেতকুল লাভ হয় না। এতে কিছুতেই দুর্গতি লাভ হয় না। আবার, হে ভিক্ষুগণ, অলোভজ, অদ্বেষজ, অমোহজ কর্মের দ্বারা দেব-মনুষ্যের প্রজ্ঞা লাভ হয়। যার দরুন সেই দেব-মনুষ্যের সুগতি স্বর্গ লাভ হয়ে থাকে। এই তিন প্রকার কুশলমূল ভগবান জানেন, দর্শন করেন, এরূপে ভগবান মূলদর্শী ... সমুদয়দর্শী।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, যেসব ধর্ম অকুশলভাগীয়, অকুশলপক্ষীয়, সে সবই অবিদ্যামূলক, অবিদ্যাসম্ভূত, অবিদ্যা সমন্বিত"। এসবের সমুৎপাটন, নির্মূল ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এভাবে ভগবান মূলদর্শী ... সমুদয়দর্শী।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, যেসব ধর্ম কুশলভাগীয়, কুশলপক্ষীয়, সেসবই অপ্রমাদমূলক, অপ্রমাদসম্ভূত। অপ্রমাদ সেই ধর্মসমূহের অগ্রস্থানীয়" ভগবান এটা জানেন, দর্শন করেন। এভাবে ভগবান মূলদর্শী ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমুদয়দর্শী।

পুনঃ, ভগবান এরূপ জানেন, দর্শন করেন—"অবিদ্যা সংস্কারের মূল, সংস্কার বিজ্ঞানের মূল, বিজ্ঞান নামরূপের মূল, নামরূপ ষড়ায়তনের মূল, ষড়ায়তন স্পর্শের মূল, স্পর্শ বেদনার মূল, বেদনা তৃষ্ণার মূল, তৃষ্ণা উপাদানের মূল, উপাদান ভবের মূল, ভব জাতির মূল, জাতি জরা-মরণের মূল" এটা ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এরূপে ভগবান মূলদর্শী ... সমুদয়দর্শী।

পুনঃ, ভগবান এরূপ জানেন, দর্শন করেন—"চক্ষু চক্ষুরোগের মূল, শ্রোত্র শ্রোত্ররোগের মূল, ঘ্রাণ ঘ্রাণরোগের মূল, জিহ্বা জিহ্বারোগের মূল, কায় কায়রোগের মূল, মন চেতনা দুঃখের মূল" এটা ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এরূপে ভগবান মূলদর্শী ... সমুদয়দর্শী। এ অর্থে তৃষ্ণার মূলদর্শী।

ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকোতি **ইচ্চা**তি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদের পূর্ণতা (বা উপসর্গ), অক্ষরসম্বন্ধ-বিশেষ, শব্দের পর্যানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান পুন্নক" (আযস্মা পুণ্ণকো) বলতে ভগবান কর্তৃক সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন।

অত্থি পঞ্‌েহন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এরূপে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আবার, প্রশ্নকামী, জিজ্ঞাসাকামী, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে অর্থীরূপে আগমন, সমীপবর্তী, উপস্থিত এবং হাজির হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আবার, আপনি হিতকারী ও দক্ষ আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজাতি। কীসের আকাঙ্ক্ষায়, অভিপ্রায়ে, অনুরাগাবদ্ধে, ইচ্ছায়, অনুরক্তে, আশায়? "ঋষি" (**ইসযো**তি) বলতে ঋষি নামধারী। যারা ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত। যেমন : আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল, তাপস। মনুষ্যজাতিকে মানুষ বলা হয়। এ অর্থে—কীসের আকাঙ্ক্ষায় ঋষি, মানুষ (কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা)।

খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানন্তি। "ক্ষত্রিয়" (**খত্তিযা**তি) বলতে যেকোনো ক্ষত্রিয় জাতি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যেকোনো ব্রাহ্মণ। "দেবতা" (**দেৰতান**ন্তি) বলতে আজীবক শ্রাবকদের আজীবক দেবতা, নির্গ্রন্থ শ্রাবকদের নির্গ্রন্থ দেবতা, জটিল শ্রাবকদের জটিল দেবতা, পরিব্রাজক শ্রাবকদের পরিব্রাজক দেবতা, অবিরুদ্ধক (বন্ধুভাবাপন্ন) শ্রাবকদের অবিরুদ্ধক দেবতা, হস্তিব্রতিকদের (বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হস্তিব্রত পালনকারীদের) হস্তি দেবতা, অশ্বব্রতিকদের অশ্ব দেবতা, গোব্রতিকদের গো দেবতা, কুকুটব্রতিকদের কুকুট দেবতা, কাকব্রতিকদের কাক দেবতা, বাসুদেব (বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ) ব্রতিকদের বাসুদেব দেবতা, বলদেব (কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ও বৈমাত্র ভ্রাতা) ব্রতিকদের বলদেব দেবতা, পূর্ণভদ্র (পূর্ণভদ্র নামে যক্ষ বিশেষ) ব্রতিকদের পূর্ণভদ্র দেবতা, মণিভদ্র (যক্ষরাজ কুবের ভ্রাতা) ব্রতিকদের মণিভদ্র দেবতা, অগ্নিব্রতিকদের অগ্নি দেবতা, নাগব্রতিকদের নাগ দেবতা, সুপর্ণব্রতিকদের সুপর্ণ দেবতা, যক্ষব্রতিকদের যক্ষ দেবতা, অসুরব্রতিকদের অসুর দেবতা, গন্ধর্ব্বব্রতিকদের গন্ধর্ব্ব দেবতা, চারি দিকপাল মহারাজাব্রতিকদের চারি দিকপাল মহারাজা দেবতা, চন্দ্রব্রতিকদের চন্দ্র দেবতা, সূর্যব্রতিকদের সূর্য দেবতা, ইন্দ্রব্রতিকদের ইন্দ্র দেবতা, ব্রহ্মব্রতিকদের ব্রহ্ম দেবতা, দেবব্রতিকদের দেব দেবতা, দিসাব্রতিকদের (দিক পূজাকারী) দিসা দেবতা, যে যাদের পূজা-আরাধনা করে, সেই তাদের দেবতা। এ অর্থে—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করে (খত্তিযব্রাহ্মণা দেৰতানং)।

যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকেতি। দান দেওয়াকে যজ্ঞ বলা হয়। যেমন : চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন, পানীয়, বাসস্থান, যান, মালা-সুগন্ধি দ্রব্যাদি, শয্যা, আবাসগৃহ এবং প্রদীপ। "যজ্ঞ সম্পাদন করে" (**যঞ্ঞমকপ্পযিংসূ**তি) বলতে যেভাবে যজ্ঞে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন ... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান দিয়ে প্রার্থনা করে, মানস করে, আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক সেভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করে। আবার, যেভাবে যজ্ঞে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন ... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ সজ্জিত করা হয়, ঠিক সেভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করে। পুনঃ, যেভাবে যজ্ঞে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন ... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান দেয়, নিবেদন করে, পরিত্যাগ করে, ঠিক সেভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করে। "বহুল" (**পুথূ**তি) বলতে এখানে যজ্ঞ বহুল এবং দানগ্রহীতা বহুলকে বুঝানো হয়েছে। কীরূপে যজ্ঞ বহুল হয়? এই যজ্ঞে বহুল পরিমাণে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন ... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান করা হয়। এরূপে যজ্ঞ বহুল হয়।

কীরূপে পুরোহিত বহুল হয়? এই যজ্ঞে বহুসংখ্যক পুরোহিত, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্ত, প্রব্রজিত, দেবতা, মানুষ উপস্থিত থাকেন। এরূপে পুরোহিত বহুল হয়।

কীরূপে দান গ্রহীতা বহুল হয়? এখানে বহুসংখ্যক দানগ্রহীতা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, হতদরিদ্র, ভিক্ষাজীবী লোক উপস্থিত থাকেন। এরূপে দানগ্রহীতা বহুল হয়। "ইহলোকে" (**ইধ লোকেতি**) বলতে মনুষ্যলোকে যজ্ঞ সম্পাদন করে। এ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্থে—পুথূধ লোকে।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "প্রশ্ন" (**পুচ্ছা**তি) বলতে তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন, দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন, বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন কী রকম? স্বভাবত কোনো বিষয় (লকখণং) অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অনিরূপিত, অস্পষ্ট, অবোধ্য, অননুভূত হয়ে থাকে, তা জ্ঞাত, দৃষ্ট, নিরূপিত, স্পষ্ট, সুবোধ্য ও অনুভূত করার্থে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন।

দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন কী রকম? স্বভাবত কোনো বিষয় জ্ঞাত, দৃষ্ট, নিরূপিত, সুবোধ্য ও অনুভূত হয়। তারপরও সেটা অন্য পণ্ডিতের সাথে মিলে দেখার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন।

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন কী রকম? স্বভাবত সংশয়াপন্ন অবস্থায় সন্দেহজাত বিভ্রম সৃষ্টি হয়—"এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী? সেই বিভ্রম দূর করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। এগুলো তিন প্রকার প্রশ্ন।

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : মনুষ্য প্রশ্ন, অমনুষ্য প্রশ্ন, নির্মিত প্রশ্ন। মনুষ্য প্রশ্ন কীরূপ? মানুষেরা ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন। যেমন : ভিক্ষুগণ প্রশ্ন করেন, ভিক্ষুণীগণ প্রশ্ন করেন, উপাসকগণ প্রশ্ন করেন, উপাসিকাগণ প্রশ্ন করেন, রাজাগণ প্রশ্ন করেন, ক্ষত্রিয়গণ প্রশ্ন করেন, ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করেন, গৃহস্থগণ প্রশ্ন করেন এবং প্রব্রজিতগণ প্রশ্ন করেন—ইহাই মনুষ্য প্রশ্ন।

অমনুষ্য প্রশ্ন কীরূপ? অমনুষ্যগণ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন : নাগগণ প্রশ্ন করে, সুপর্ণগণ প্রশ্ন করে, যক্ষগণ প্রশ্ন করে, অসুরগণ প্রশ্ন করে, গন্ধর্বগণ প্রশ্ন করে, (চারি দিকপাল) মহারাজগণ প্রশ্ন করেন, ইন্দ্র প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মা প্রশ্ন করেন, এবং দেবতাগণ প্রশ্ন করেন—ইহাই অমনুষ্য প্রশ্ন।

নির্মিত প্রশ্ন কীরূপ? ভগবান মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন ও সতেজ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন রূপ অভিনির্মিত করেন, সেই নির্মিত বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন; ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন—ইহাই নির্মিত প্রশ্ন। এগুলোই তিন প্রকার প্রশ্ন।

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : আত্মার্থে প্রশ্ন, পরার্থে প্রশ্ন, উভয়ার্থে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইহলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, দৃষ্টধর্মীমূলক প্রশ্ন, পরলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, পরমার্থ বিষয়ে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—নিষ্কলঙ্ক প্রশ্ন, কলুষমুক্ত প্রশ্ন, পরিশুদ্ধ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অতীত প্রশ্ন, অনাগত প্রশ্ন, বর্তমান প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অধ্যাত্ম প্রশ্ন, বাহ্যিক প্রশ্ন, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—কুশল, অকুশল প্রশ্ন, অব্যাকৃত প্রশ্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—স্মৃতিপ্রস্থান প্রশ্ন, সম্যক প্রধান প্রশ্ন, ঋদ্ধিপাদ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইন্দ্রিয় প্রশ্ন, বল প্রশ্ন, বোধ্যঙ্গ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—মার্গ প্রশ্ন, ফল প্রশ্ন, নির্বাণ প্রশ্ন।

"প্রশ্ন করছি" বলতে ইহা জিজ্ঞাসা করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি, নিবেদন করছি বুঝায়। "ভগবান" বলতে সগৌরবাদি বচন ... যথার্থ উপাধি—যেরূপেই ভগবান। "আমাকে বলুন" বলতে আমাকে ভাষণ, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, প্রজ্ঞাপন, ব্যক্ত, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—আমি ভগবানকে এটা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমাকে ব্যক্ত করুন (পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"অনেজং মূলদস্সাৰিং, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা,
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত"ন্তি॥

১৩. যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তং[১]।
জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসু॥

অনুবাদ : হে পুন্নক, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তারা জরায় আশ্রিত হয়ে এখানে (কামভব ও রূপভবে) জন্ম লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন।

যে কেচিমে ইসযো মনুজাতি। "যেসব" (যে কেচি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন । এ অর্থে—**ইসযো**তি। "ঋষি" (ইসযো) বলতে ঋষি নামধারী; যারা ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত। যেমন : আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল, তাপস। "মানুষ" (**মনুজা**তি) বলতে মনুষ্যগণকে বলা হয়েছে। এ অর্থে—যে কেচিমে ইসযো মনুজা পুণ্ণকাতি ভগৰা।

খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানন্তি। "ক্ষত্রিয়" (**খত্তিযা**তি) বলতে যারা ক্ষত্রিয়

---

[১] [ইত্থতং (স্যা.), ইত্থভাৰং (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জাতিতে জন্ম নিয়েছেন। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণাতি**) বলতে যারা ভোবাদিক। "দেবতা" (**দেৰতানন্তি**) বলতে আজীবক শ্রাবকদের আজীবক দেবতা.. পে ... দিকব্রতিকদের দিকপাল দেবতা। যে যাদের পূজা-আরাধনা করে, সেই তাদের দেবতা—খত্তিয়া ব্রাহ্মণা দেৰতানং।

যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকেতি। দান দেওয়াকে যজ্ঞ বলে। যেমন—চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্যাদি বা ভৈষজ্য উপকরণাদি, অন্ন, পানীয় ... শয্যা, আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান। **যঞ্ঞমকপ্পযিংসূতি**। যারা যজ্ঞ অনুসন্ধান, সন্ধান ও অন্বেষণ করেন চীবর, পিণ্ডপাত ... প্রদীপ দান করে, তারা যজ্ঞ সম্পাদন করে। "বহুল" (**পুথূতি**) বলতে যজ্ঞ বহুল, পুরোহিত বহুল, দান বহুল ... এভাবে দান বহুল হয়। "ইহলোকে" (**ইধ লোকেতি**) বলতে মনুষ্যলোকে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন—পুথূধ লোকে।

আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তন্তি। "আশা" (**আসীসমানাতি**) বলতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ ও ঐশ্বর্য প্রতিলাভের আশা; ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে, ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে, ধনাঢ্য গৃহপতিকুলে জন্ম লাভের আশা; চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত দেবলোকে এবং ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার আশা, ইচ্ছা, কামনা, প্রার্থনা, আরাধনা ও অভিপ্রায়। এ অর্থে—আসীসমানা।

পুণ্ণক ইত্থত্তন্তি। এখানে জন্ম লাভের আশায়, ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম লাভের আশায় ... ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার আশায়, ইচ্ছায়, কামনায়, প্রার্থনায়, আরাধনায় ও অভিপ্রায়ে। এ অর্থে—পুণ্ণক ইত্থত্তং।

জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসূতি। জরা নিশ্রিত, ব্যাধি নিশ্রিত, মরণ নিশ্রিত, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিশ্রিত। যেহেতু তারা জাতি বা জন্মে নিশ্রিত, সেহেতু তারা জরায় নিশ্রিত। যেহেতু তারা জরায় নিশ্রিত, সেহেতু তারা ব্যাধিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা ব্যাধিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা মরণে নিশ্রিত। যেহেতু তারা মরণে নিশ্রিত, সেহেতু তারা শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে নিশ্রিত। যেহেতু তারা শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে নিশ্রিত, সেহেতু তারা গতিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা গতিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা উৎপত্তিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা উৎপত্তিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা প্রতিসন্ধিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা প্রতিসন্ধিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা ভবে নিশ্রিত। যেহেতু তারা ভবে নিশ্রিত, সেহেতু তারা সংসারে নিশ্রিত। যেহেতু তারা সংসারে নিশ্রিত, সেহেতু তারা বর্তে নিশ্রিত, জড়িত, উপগত, সংযুক্ত ও অভিনিবিষ্ট। এ অর্থে—জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসু।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তং।
জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসূ"তি॥

১৪. **যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]**
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
কচ্চিস্সু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা।
অতারুং[১] জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : হে প্রভু, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তারা কী যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত হয়ে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে প্রকাশ করুন।

যে কেচিমে ইসযো মনুজাতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন। এ অর্থে—যে কেচি। "ঋষি" (ইসযো) বলতে ঋষি নামধারী; যারা ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত। যেমন : আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল, তাপস। "মানুষ" (মনুজা) বলতে মনুষ্যগণকে বলা হয়েছে। এ অর্থে—যে কেচিমে ইসযো মনুজা, পুন্নকাতি ভগবা।

কচ্চিস্সু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তাতি। "কী?" (**কচ্চিস্সূ**তি) বলতে সংশয় প্রশ্ন, সন্দেহ প্রশ্ন, অনিশ্চয় প্রশ্ন, সন্দিগ্ধ প্রশ্ন—"এরূপ কি? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী? এ অর্থে—কচ্চিস্সু। "তারা" (**তেতি**) বলতে যজ্ঞযাজককে বলা হয়েছে। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি, যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—কচ্চিস্সু তে ভগবা। **যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা**তি। যজ্ঞকেই বলা হয় যজ্ঞপথ। যেমন আর্যমার্গ আর্যপথ, দেবমার্গ দেবপথ, ব্রহ্মমার্গ ব্রহ্মপথ, এভাবে যজ্ঞকেই বলা হয় যজ্ঞপথ। "অপ্রমত্ত" (অপ্পমত্তা) বলতে যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত, উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দা, অনিক্ষিপ্তধুর, তদনুরূপ, তৎবহুল, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—এভাবে যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। যারা যজ্ঞ অনুসন্ধান সন্ধান ও অন্বেষণ করে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণ, অন্ন, পানীয় ...

---

[১] [অতারুং (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবাসগৃহ, প্রদীপ দানে উৎসাহী ... তদধিপ্রত্যয়ী; তারা যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। যারা যজ্ঞ প্রস্তুত করে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণ, অন্ন, পানীয় ... আবাসগৃহ, প্রদীপ দানে উৎসাহী ... তদধিপ্রত্যয়ী; তারা যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। যারা যজ্ঞ দেয়, যজন করে, দান দেয়; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণ, অন্ন, পানীয় ... আবাসগৃহ, প্রদীপ দানে উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দা, অনিক্ষিপ্তধুর, তদনুরূপ, তৎবহুল, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—এভাবে যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। এ অর্থে—কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা।

অতারুং জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। জরা-মরণকে জয় করেন, উত্তরণ করেন, পার করেন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবের অধিবচন। এ অর্থে—অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি)বলতে তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ করছি, অনুনয় করছি, তা আমাকে বলুন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি—যেরূপে ভগবান। "তা বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন বা প্রবর্তন করুন, ব্যক্ত করুন, বিভাজন করুন, সুস্পষ্ট করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> "যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
> খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
> যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
> কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা।
> অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
> পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত"ন্তি॥

১৫. আসীসন্তি[১] থোমযন্তি, অভিজপ্পন্তি জুহন্তি। [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং,
তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : হে পুন্নক, যারা আশা করে, প্রশংসা করে, বাসনা করে, ত্যাগ করে এবং লাভের নিমিত্তে কামে অনুরক্ত হয়ে যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়;

---

[১] [আসিংসন্তি (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তারা জন্ম ও জরা অতিক্রম করতে অক্ষম, আমি এরূপই বলি।

আসীসন্তি থোমযন্তি অভিজপ্পন্তি জুহন্তীতি। "আশা করে" (**আসীসন্তী**তি) বলতে (মনোজ্ঞ) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, ঐশ্বর্য প্রতিলাভের আশা করে; ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে, ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে, ধনাঢ্য গৃহপতিকুলে জন্ম লাভের আশা করে; চতুর্মহারাজিক দেবকুলে, তাবতিংস দেবকুলে, যাম দেবকুলে, তুষিত দেবকুলে, নির্মাণরতি দেবকুলে, পরনির্মিত দেবলোকে এবং ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার আশা করে, ইচ্ছা করে, কামনা করে, প্রার্থনা করে, আরাধনা করে, অভিপ্রায় করে—আসীসন্তি।

"প্রশংসা করে" (**থোমযন্তী**তি) বলতে যজ্ঞের প্রশংসা করে, ফলের প্রশংসা করে, দাক্ষিণেয়্যের প্রশংসা করে। কীভাবে যজ্ঞের প্রশংসা করে? পরিশুদ্ধ দান, মনোজ্ঞ দান, উত্তম দান, কালে দান, কপ্পিয় দান, বিচার করে দান, অনবদ্য দান, পুনঃপুন (বা সর্বদা) দান দিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়—এরূপ প্রশংসা করে, গুণকীর্তন করে, স্তুতি করে, গুণগান করে। এভাবে যজ্ঞের প্রশংসা করে।

কীভাবে ফলের প্রশংসা করে? এর কারণে এ রকম রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, ঐশ্বর্য প্রতিলাভ হবে ... ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবে—এরূপে প্রশংসা করে, গুণকীর্তন করে, স্তুতি করে, গুণগান করে। এভাবে ফলের প্রশংসা করে।

কীভাবে দাক্ষিণেয়্যের বা দান গ্রহীতার প্রশংসা করে? দান গ্রহীতাগণ জাতিসম্পন্ন, গোত্রসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মন্ত্রধর, ত্রিবেদজ্ঞ, ধর্মীয় নীতি বিধানে বিচক্ষণ (সনিঘণ্ডুকেটুভানং), অক্ষর প্রভেদে বা ধ্বনি বিজ্ঞানে দক্ষ, (সাক্খরপ্পভেদানং) ইতিহাস বা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা কবিতাকারে ব্যাখ্যাকারী, লোকায়তিক, মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন, বীতরাগ, রাগধ্বংসে প্রতিপন্ন, বীতদ্বেষ, দ্বেষধ্বংসে প্রতিপন্ন, বীতমোহ, মোহধ্বংসে প্রতিপন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন—এরূপে প্রশংসা করে, গুণকীর্তন করে, স্তুতি করে, গুণগান করে। এভাবে দাক্ষিণেয়্যের প্রশংসা করে—আসীসন্তি থোমযন্তি।

অভিজপ্পন্তীতি। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, ঐশ্বর্য প্রতিলাভের আশা করে; ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে, ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে, ধনাঢ্য গৃহপতিকুলে জন্ম লাভের আশা করে; চতুর্মহারাজিক দেবকুলে ... ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার জন্য কামনা করে—আসীসন্তি থোমযন্তি অভিজপ্পন্তি। "ত্যাগ করে" (**জুহন্তী**তি) বলতে ত্যাগ করে, দেয়, যজন করে, দান করে। চীবর ... আবাসগৃহ, প্রদীপ দান করে। এ অর্থে—আসীসন্তি থোমযন্তি অভিজপ্পন্তি জুহন্তি পুণ্ণকাতি ভগবা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভন্তি। রূপ প্রতিলাভের কারণে কামে অনুরক্ত হয়, শব্দ প্রতিলাভের কারণে কামে অনুরক্ত হয়, গন্ধ ... ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার কারণে কামে অনুরক্ত, আসক্ত হয়—কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং।

তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। "তারা" (**তেতি**) যজ্ঞযাজককে বলা হয়েছে। "যজ্ঞানুরক্ত (**যাজযোগা**তি) বলতে যাগযজ্ঞে যুক্ত, প্রযুক্ত, নিযুক্ত, সংযুক্ত, তদনুরূপ, তৎবহুল, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—তারা যজ্ঞানুরক্ত। "ভবরাগানুরক্ত" (**ভৰরাগরত্তা**তি) বলতে ভবরাগ। ভবে যে ভবছন্দ, ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভবপরিদাহ, ভবমূর্ছা, ভবানুরাগ। ভবরাগ দ্বারা তারা ভবে অনুরক্ত, আসক্ত, আবদ্ধ, মূর্ছিত, সংলগ্ন, যুক্ত, সংযুক্ত, লগ্ন। এ অর্থে—তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।

নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। তারা যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়ে জন্ম-জরা-মরণকে অতিক্রম করতে পারে না, উত্তরণ করতে পারে না, পার করতে পারে না; সমতিক্রম করতে পারে না, লঙ্ঘন করতে পারে না। জন্ম-জরা-মরণ হতে অনিষ্ক্রান্ত, অলঙ্ঘিত, অনতিক্রান্ত, অসমতিক্রান্ত, অনুত্তরণকারী হয়ে জন্ম-জরা-মরণে আবর্তিত হয় আর অনন্ত সংসারে পরিভ্রমণ করতে থাকে। তারা জন্মে অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে গত, ত্রাণহীন, আশ্রয়হীন, শরণহীন, সহায়হীন হয়; এরূপ বলি, ব্যাখ্যা করি, দেশনা করি, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন বা প্রবর্তন করি, ব্যক্ত করি, বিভাজন করি, সুস্পষ্ট করি, প্রকাশ করি—তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''আসীসন্তি থোমযন্তি, অভিজপ্পন্তি জুহন্তি। [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
> কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং,
> তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।
> নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমী''তি॥

১৬. তে চে নাতরিংসু যাজযোগা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
যঞ্ঞেহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে,
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, হে প্রভু, যদি এই সকল যজ্ঞানুরক্ত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা জাতি, জরা উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জন্ম ও জরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবান, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, তা প্রকাশ করুন।

তে চে নাতরিংসু যাজযোগাতি। তারা যাজক যজ্ঞানুরক্ত ও ভবরাগানুরক্ত হয়ে জাতি-জরা-মরণকে অতিক্রম করতে অক্ষম, ছাড়িয়ে যেতে অক্ষম, উত্তীর্ণ হতে অক্ষম, সমতিক্রম করতে অক্ষম, অতিবাহিত করতে অক্ষম; জাতি-জরা-মরণ নিষ্ক্রমণ না করে, পরিত্যাগ না করে, অতিক্রান্ত না করে, সমতিক্রান্ত না করে, অতিবাহিত না করে বরং জাতি-জরা-মরণ ও সংসার পরিভ্রমণে আবর্তিত হয়। জাতি দ্বারা অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধির দ্বারা পরাভূত এবং মরণে আক্রান্ত, আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, সহায়হীন হয়—তে চে নাতরিংসু যাজযোগা।

ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকোতি। "এই" (ইচ্চাতি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদের পূর্ণতা (বা উপসর্গ), অক্ষরসম্বন্ধ বিশেষ, শব্দের পর্যানুক্রম এ অর্থে—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান পুন্নক" (আযস্মা পুণ্ণকো) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন।

যঞ্ঞেঞহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। "যজ্ঞ" (**যঞ্ঞেঞহী**তি) বলতে বহু প্রকারে যজ্ঞ, নানাপ্রকারে যজ্ঞ, ব্যাপকভাবে যজ্ঞ। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরববচন, সগৌরব-বিনয়ের অধিবচন—যঞ্ঞেঞহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। কে এ জগতে দেবতা, ব্রহ্মা, মার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ প্রজা, দেব-মানব জাতি-জরা-মরণকে উত্তীর্ণ, অতিক্রম, অতিবাহিত ও ধ্বংস করে। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরববচন, সগৌরব-বিনয়ের অধিবচন। এ অর্থে—অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "তা জিজ্ঞাসা করি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি) বলতে সেটা জিজ্ঞাসা করি, প্রার্থনা করি, অনুরোধ করি, অনুনয় করি, আমাকে বলুন। এ অর্থে—পুচ্ছামি তং। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরব বচন ... যেরূপে ভগবান। "আমাকে তা বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে বলুন, ব্যক্ত করুন, দেশনা করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, বিবৃত করুন, বিশ্লেষণ করুন, ঘোষণা করুন, প্রকাশ করুন—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"তে চে নাতরিংসু যাজযোগা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
যঞ্ঞেঞহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে,
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত"ন্তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭. সঙ্খায লোকস্মি[১] পরোপরানি, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : জগতে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যিনি যেকোনো স্থানে বিচলিত হন না; সেই শান্ত, প্রশান্ত, ক্লেশমুক্ত, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি জাতি ও জরা অতিক্রম করেছেন। আমার এরূপ বলি।

সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানীতি। প্রজ্ঞা বলতে জ্ঞান। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। **পরোপরানী**তি। স্বীয় বলতে স্ব-আত্মভব, পর বলতে পরাত্মভব; স্বীয় বলতে নিজের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আর পর বলতে পরের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। স্বীয় বলতে ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন, পর বলতে ছয় বাহ্যিক আয়তন। স্বীয় বলতে মনুষ্যলোক, পর বলতে দেবলোক; স্বীয় বলতে কামধাতু, পর বলতে রূপধাতু, অরূপধাতু; স্বীয় বলতে কামধাতু, রূপধাতু, পর বলতে অরূপধাতুকে। **সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানী**তি। জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয় অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড ... জ্ঞানের দ্বারা নিঃসরণরূপে জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, ব্যাখ্যা করে—সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানি। **পুণ্ণকাতি ভগৰা**তি। "পুন্নক" (**পুণ্ণকা**তি) বলতে ভগবান সে ব্রাহ্মণকে এ নাম দ্বারা সম্বোধন করছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যেরূপে ভগবান—পুণ্ণকাতি ভগৰা।

যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকেতি। "যাঁর" (**যস্সা**তি) বলতে ক্ষীণাস্রব অর্হতের। "বিচলিত" (**ইঞ্জিত**ন্তি) বলতে তৃষ্ণায় বিচলিত, মিথ্যাদৃষ্টিতে বিচলিত, মানে বিচলিত, ক্লেশে বিচলিত, কামে বিচলিত। যাঁর এই বিচলিত (ভাব) নেই, থাকে না, বিদ্যমান নেই, উপলব্ধ হয় না, বরং প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উপশম, উপশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। "কোথাও" (**কুহিঞ্চী**তি) বলতে যেকোনো স্থানে, যে কোনো রূপে, কোনো স্থানে, অধ্যাত্মে, বাহ্যিকে বা অধ্যাত্ম-বাহ্যিকে। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে ... আয়তনলোকে—যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।

সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। "শান্ত" (**সন্তো**তি) বলতে রাগ শান্ত হয় বলে শান্ত, দ্বেষ ... মোহ ... ক্রোধ ... শত্রুতা ... ভণ্ডামি ... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার শান্ত, উপশান্ত, উপশমিত, প্রশমিত, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, প্রশান্ত হয় বলে শান্ত, উপশান্ত, উপশম, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ও প্রশান্ত।

---

[১] [লোকস্মিং (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিধূমিত" (**ৰিধূমোতি**) বলতে কায়দুশ্চরিত বিধূমিত, ধ্বংসিত, শোষিত, বিশোষিত, অপসৃত; বাক্যদুশ্চরিত ... মনোদুশ্চরিত ... রাগ ... দ্বেষ ... ক্রোধ ... শক্রতা ... ভণ্ডামি ... আবর্জনা ... ঈর্ষা ... প্রবঞ্চনা ... অসাধুতা ... স্বার্থপরতা ... বিবাদ ... মান ... অতিমান ... মত্ততা ... প্রমাদ ... সকল ক্লেশ, সকল দুশ্চরিত, সকল দুর্দশা, সকল পরিদাহ, সকল সন্তাপ, সকল প্রকার অকুশলাভিসংস্কার বিধূমিত, ধ্বংসিত, শোষিত, বিশোষিত ও অপসৃত। অথবা, ক্রোধ বলতে ধূম।

মানো হি তে ব্রাহ্মণ খারিভারো,
কোধো ধূমো ভস্মনি[১] মোসৰজ্জং।
জিব্হা সুজা হদযং[২] জোতিট্ঠানং,
অত্তা সুদন্তো পুরিসস্স জোতি॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, তারা অহংকারের দরুন ক্রোধ, ধূম, ছাই কাঁধে বহন করে চলে। জিহ্বা রস বা স্বাদজ্ঞান হৃদয়ে জ্যোতি। আত্মদমন করা পুরুষের জ্যোতি।

অধিকন্তু, দশ প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যথা : "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হয়েছিল" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হচ্ছে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়; "প্রিয় ও মনোজ্ঞের জন্য আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হয়েছিল, অনর্থ আচরিত হচ্ছে, অনর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়; "অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের জন্য আমার দ্বারা অর্থ (মঙ্গলজনক বিষয়) আচরিত হয়েছিল, অর্থ আচরিত হচ্ছে, অর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং অকারণে (অট্ঠানে) ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যা এরূপ চিত্তের বিদ্বেষ, বিরোধ, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, রুষ্টতা, অসন্তোষ, সম্প্রকোপ বা ক্রুদ্ধভাব, দোষ, প্রদোষ, বিরক্তিভাব এবং চিত্তের উগ্রতা (ব্যাপত্তি), মনের প্রদুষ্টতা, ক্রোধ, রাগ, ক্রুদ্ধতা, দোষ, বিরক্ত, অনিষ্টতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বিদ্বেষ, অহিতকরণ (বা শত্রুতা), বিরোধ, প্রতিবিরোধ, হিংস্রতা (চণ্ডিক্কং), ক্ষোভ ও চিত্তের নিরানন্দতা—ইহাকেই বলা হয় ক্রোধ।

অধিকন্তু, ক্রোধ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞাতব্য। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র চিত্তের আবিলতা সৃষ্টি করে, কিন্তু মুখভঙ্গি বিকৃত-কুৎসিত হয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মুখভঙ্গি বিকৃত-কুৎসিত করে, কিন্তু হনু (চোয়াল) আলোড়িত বা উত্তেজিত হয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র হনু উত্তেজিত

---

[১] [গম্মনি (স্যা.)]

[২] [তপ্পরস্স (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, কিন্তু কর্কশবাক্য ভাষণ করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ কর্কশবাক্য ভাষণ করে, কিন্তু এদিক-ওদিক অবলোকন করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র এদিক-ওদিক অবলোকন করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র স্পর্শ করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র দণ্ড-শস্ত্র স্পর্শ করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র উত্তোলন করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র দণ্ড-শস্ত্র উত্তোলন করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ দণ্ড-শস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে, কিন্তু দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু খণ্ডবিখণ্ড করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র খণ্ডবিখণ্ড করে, কিন্তু খণ্ড-বিখণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে ফেলে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে ফেলে, কিন্তু জীবন কেড়ে নেয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র জীবন কেড়ে নেয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার মনস্থির করে না বা সংকল্পবদ্ধ হয় না। ক্রোধ অপরজনকে হত্যা করার পর যখন নিজেকেও হত্যা করে, তখন প্রচণ্ডরূপে বৃদ্ধি পায়, অধিকতরভাবে বৈপুল্যতাপ্রাপ্ত বা বর্ধিত হয়। যার সেই ক্রোধ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাকে বিধুম বা প্রশান্ত বলা হয়।

ক্রোধের প্রহীন হয় বলে প্রশান্ত, ক্রোধ বিষয়ে পরিজ্ঞাত হয় বলে প্রশান্ত, ক্রোধ হেতুর পরিজ্ঞাত হয় বলে প্রশান্ত, ক্রোধ হেতু বিচ্ছিন্নকৃত হয় বলে প্রশান্ত। "দুঃখহীন" (অনীঘোতি) বলতে রাগদুঃখ, দোষদুঃখ, মোহদুঃখ, ক্রোধদুঃখ, শত্রুতাদুঃখ ... সকল অকুশলাভিসংস্কার দুঃখ। যাঁর সেই দুঃখ প্রহীন, সম্পূর্ণ ধ্বংস, উপশম, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাকে বলা হয় দুঃখহীন।

নিরাসোতি। আশাকে বলা হয় তৃষ্ণা। যে রাগ সরাগ ... লোলুপতা লোভ, অকুশলমূল। যার এই আশা তৃষ্ণা প্রহীন, সম্পূর্ণ ধ্বংস, উপশম, প্রশান্তি, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় নিরাশ। "জন্ম" (জাতীতি) বলতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহের আয়তন লাভ। "জরা" (জরাতি) বলতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন দেহে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, কেশের শুভ্রতা, ত্বকের শিথিলতা, আয়ুক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের বিকৃতি। সন্তে বিধূমো অনীঘো নিরাযো, অতারি যো জাতি জরন্তি ব্রূমীতি। যে শান্ত, প্রশান্ত, দুঃখহীন সে নিরাশ, জন্ম-জরা-মরণ উত্তীর্ণ; সেসবকে অতিক্রম, সমতিক্রম, অতিক্রান্ত, অতিবাহিত ও জয় করে আমি বলি, বর্ণনা করি, ব্যাখ্যা করি, প্রজ্ঞাপন করি, উপস্থাপন করি, ব্যক্ত করি, বিশ্লেষণ করি, ঘোষণা ও প্রকাশ করি। আমি বলি সেই শান্ত, বিধূম, দুঃখহীন, নিরাশ (বীততৃষ্ণ পুরুষ) জন্ম ও জরা অতিক্রম করছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানি, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী”তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, ... অঞ্জলিবদ্ধ প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, “হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।”

[পুন্নক মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৪. মেত্তগূ মানব প্রশ্ন বর্ণনা

১৮. পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা মেত্তগূ]
মঞ্ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তং।
কুতো নু দুকখা সমুদাগতা ইমে,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মেত্তগূ বললেন, “হে ভগবান, আমি আপনাকে ভাবিত, বেদগূ বা পারদর্শী মনে করি। এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান তা কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আমি জিজ্ঞাসা করছি, ভগবান আপনি তা ব্যক্ত করুন।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। “প্রশ্ন করছি” (**পুচ্ছামী**তি) বলতে এখানে প্রশ্ন তিন প্রকার। যথা : অদৃষ্ট প্রকাশন (বা ব্যাখ্যামূলক) প্রশ্ন, দৃষ্ট সংতুলন (বা বিচারমূলক) প্রশ্ন এবং বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন কীরূপ? স্বভাবত কোনো বিষয় (লক্ষণ) অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অনিরূপিত, অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও অননুভূত হয়। তা জ্ঞাত, দর্শন, নিরূপণ, স্পষ্ট, সুবোধ্য ও অনুভূত করণার্থে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাই অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন।

দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন কীরূপ? স্বভাবত কোনো বিষয় জ্ঞাত, দৃষ্ট, নিরূপিত, বোধগম্য ও স্পষ্ট হয়। তারপরও সেটা অন্য পণ্ডিতের সাথে মিলে দেখার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাই দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন।

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন কীরূপ? স্বভাবত সংশয়াপন্ন অবস্থায় সন্দেহজাত বিভ্রম সৃষ্টি হয়—“এরূপ কি? নাকি হয়? তাই কী? তাহলে কী?” সেই বিভ্রম দূর করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাই বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। এই তিন প্রকার প্রশ্ন।

আরও তিন প্রকার প্রশ্ন—মনুষ্য প্রশ্ন, অমনুষ্য প্রশ্ন, নির্মিত প্রশ্ন। মনুষ্য প্রশ্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ? মানুষেরা ভগবান বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন, ভিক্ষুগণ প্রশ্ন করে, ভিক্ষুণীগণ প্রশ্ন করে, উপাসকগণ প্রশ্ন করে, উপাসিকাগণ প্রশ্ন করে, রাজাগণ প্রশ্ন করে, ক্ষত্রিয়গণ প্রশ্ন করে, ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করে, গৃহস্থগণ প্রশ্ন করে এবং প্রব্রজিতগণ প্রশ্ন করে—ইহাই মনুষ্য প্রশ্ন।

অমনুষ্য প্রশ্ন কীরূপ? অমনুষ্যগণ ভগবান বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন- নাগগণ প্রশ্ন করে, সুপর্ণগণ প্রশ্ন করে, যক্ষগণ প্রশ্ন করে, অসুরগণ প্রশ্ন করে, গন্ধর্বগণ প্রশ্ন করে, (চারিদিকপাল) মহারাজগণ প্রশ্ন করে, ইন্দ্র প্রশ্ন করে,ব্রহ্মা প্রশ্ন করে, এবং দেবতাগণ প্রশ্ন করে—ইহাই অমনুষ্য প্রশ্ন।

নির্মিত প্রশ্ন কীরূপ? ভগবান মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন ও সতেজ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন রূপ অভিনির্মিত করেন, সেই নির্মিত বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন; ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন—ইহাই নির্মিত প্রশ্ন। এগুলোই তিন প্রকার প্রশ্ন।

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : আত্মার্থে প্রশ্ন, পরার্থে প্রশ্ন, উভয়ার্থে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইহলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, দৃষ্টধর্মীমূলক প্রশ্ন, পরলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, পরমার্থ বিষয়ে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—নিষ্কলঙ্ক প্রশ্ন, কলুষমুক্ত প্রশ্ন, পরিশুদ্ধ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অতীত প্রশ্ন, অনাগত প্রশ্ন, বর্তমান প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অধ্যাত্ম প্রশ্ন, বাহ্যিক প্রশ্ন, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—কুশল, অকুশল প্রশ্ন, অব্যাকৃত প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—স্মৃতিপ্রস্থান প্রশ্ন, সম্যকপ্রধান প্রশ্ন, ঋদ্ধিপাদ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইন্দ্রিয় প্রশ্ন, বল প্রশ্ন, বোধ্যঙ্গ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—মার্গ প্রশ্ন, ফল প্রশ্ন, নির্বাণ প্রশ্ন।

"জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি তন্তি**) বলতে তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ বা অনুনয় করছি এবং প্রার্থনা করছি "আমাকে বলুন"—পুচ্ছামি তং।

"ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান।

"বলুন" (**ব্রূহি মেতন্তি**) বলতে (আপনি) তা আমাকে বলুন, ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন। এ অর্থে—আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, ভগবান আপনি তা ব্যক্ত করুন (পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং)।

ইচ্চাযস্মা মেত্তগূতি। "এই" (ইচ্চাতি) বলতে পদসন্ধি ... আয়ুষ্মান মেত্তগূ।

মঞ্ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তন্তি। "পারদর্শী" (**ৰেদগূ**তি) বলতে আমি তাকে পারদর্শী মনে করি, (সর্ব ইন্দ্রিয়) ভাবিত বলে মনে করি, জানি, জ্ঞাত হই, উপলব্ধি করি এবং স্বীকার বা অনুভব করি। **ৰেদগূ ভাৰিতত্তো**তি। ভগবান কীরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারদর্শী? "পরিজ্ঞান" (**ৰেদা**) বলতে চারিমার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল ... ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমাংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টি। ভগবান সেই পরিজ্ঞান দ্বারা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; পারগত, পারপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; লেণগত, লেণপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত এবং নির্বাণগত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। (তিনি) বেদের অন্তর্গত বলে বেদগূ; সপ্ত ধর্মে বিদিত বলে বেদগূ; (তিনি) সৎকায়দৃষ্টি বিদিত হন, বিচিকিৎসা বিদিত হন, শীলব্রত-পরামর্শ বিদিত হয়, রাগ, দ্বেষ, মোহ ও মান বিদিত হন, পাপমূলক অকুশলধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মৃত্যু সম্বন্ধে বিদিত হন।

ৰেদানি ৰিচেয্য কেৰলানি, [সভিযাতি ভগৰা]
সমণানং যানীধত্থি[১] ব্রাহ্মণানং।
সব্বৰেদনাসু ৰীতরাগো।
সব্বং ৰেদমতিচ্চ ৰেদগূ সোতি॥

এৰং ভগৰা ৰেদগূ।

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বললেন, হে সভিয়, এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন করে সর্বপ্রকার বেদনায় বীতরাগ (অনাসক্ত), সেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে বেদগূ বা পারদর্শী (বেদগূ) বলা হয়ে থাকে। ভগবান এরূপ বেদগূ বা পারদর্শী।

ভগবান কীভাবে ভাবিত (হন)? ভগবান কায়ভাবিত বা ভগবানের কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত, প্রজ্ঞা ভাবিত, স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত, সম্যকপ্রধান ভাবিত, ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, ইন্দ্রিয় ভাবিত, বল ভাবিত, বোধ্যঙ্গ ভাবিত, মার্গ ভাবিত। তাঁর ক্লেশ প্রহীন, ক্রোধ বিনষ্ট এবং নিরোধ সাক্ষাৎকৃত।

তাঁর দুঃখ পরিজ্ঞাত, সমুদয় প্রহীন, মার্গ ভাবিত, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত; (তিনি) অভিজ্ঞায় অভিজ্ঞাত, পরিজ্ঞায় পরিজ্ঞাত, প্রহানতব্য বিষয় প্রহীন, ভাবিতব্য বিষয় ভাবিত, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয় সাক্ষাৎকৃত; (তিনি) বৃহৎ, মহৎ, গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুর্জ্ঞেয়, মহারত্ন, সাগরের ন্যায় ছয় প্রকার উপেক্ষাগুণে সমন্নাগত হন।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে সুমনা, দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ শোঁকে বা আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে এবং মন দ্বারা ধর্ম বা স্বভাব জ্ঞাত হয়ে সুমনা, দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক স্মৃতিমান ও

---

[১] [যানি পত্থি (স্যা.), যানি অত্থি (ক.) সু. নি. ৫৩৪]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

চক্ষু দ্বারা মনোজ্ঞ রূপ দেখে আনন্দিত হন না, উল্লসিত হন না, আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়। চক্ষু দ্বারা অমনোজ্ঞ রূপ দেখে বিরক্ত হন না, (তাতে) তাঁর চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত, অলীন ও দ্বেষমুক্ত হয়। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সবিমুক্ত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে ... নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ ... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন ... কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য বিষয় স্পর্শ করে ... মন দ্বারা মনোজ্ঞ ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে আনন্দিত হন না, উল্লসিত হন না, আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়। মন দ্বারা অমনোজ্ঞ ধর্ম জ্ঞাত হয়ে বিরক্ত হন না। (তাতে) তাঁর চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত, অলীন ও দ্বেষমুক্ত হয়। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সবিমুক্ত হয়।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রূপসমূহে তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে ... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহে তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে রজনীয় রূপে আসক্ত হন না, দূষণীয় রূপে দূষিত হন না, মোহনীয় রূপে মোহিত হন না, কোপনীয় ধর্মে কুপিত হন না, মদনীয়ে মত্ত হন না, ক্লেশনীয় ধর্মে ক্লিষ্ট হন না। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে ... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে রজনীয় ধর্মে আসক্ত ... ক্লেশনীয় ধর্মে ক্লিষ্ট হন না।

দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র, শ্রুতিতে শ্রুতমাত্র, অনুমানে অনুমিতমাত্র, বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতমমাত্র। দৃষ্টতে লিপ্ত হন না, শ্রুতিতে লিপ্ত হন না, অনুমানে লিপ্ত হন না, বিজ্ঞাতে লিপ্ত হন না। দৃষ্টতে অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। শ্রুতিতে ... অনুমানে ... বিজ্ঞাতে অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন।

ভগবানের চক্ষু বিদ্যমান, ভগবান চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করেন, তবে ভগবানের (রূপে) ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের শ্রোত্র বিদ্যমান, ভগবান শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন, তবে ভগবানের শব্দে ছন্দরাগ নেই, ভগবান বিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের ঘ্রাণ বিদ্যমান, ভগবান ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ বা অনুভব করেন, তবে ভগবানের গন্ধে ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের জিহ্বা বিদ্যমান, ভগবান জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করেন, তবে ভগবানের রসে ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের কায় বিদ্যমান, ভগবান কায় দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে ভগবানের স্পৃষ্টব্যে ছন্দরাগ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের মন বিদ্যমান, ভগবান মন দ্বারা মনন করেন, তবে ভগবানের মননে ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন।

চক্ষু রূপে আশ্রিত, রূপেরত, রূপ-সমুদিত; ভগবানের তা' দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংযত থাকে এবং তা সংবরণের জন্য ভগবান ধর্মদেশনা করেন। শ্রোত্র শব্দে আশ্রিত ... ঘ্রাণ গন্ধে আশ্রিত ... জিহ্বা রসে আশ্রিত ... কায় স্পর্শে আশ্রিত ... মন ধর্মে আশ্রিত, ধর্মেরত, ধর্ম-সমুদিত; ভগবানের তা' দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংযত থাকে এবং তা সংবরণের জন্য ভগবান ধর্মদেশনা করেন।

"দন্তং নযন্তি সমিতিং, দন্তং রাজাভিরূহতি।
দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসু, যোতিৰাক্যং তিতিক্খতি॥
"ৰরমস্সতরা দন্তা, আজানীযা চ[১] সিন্ধৰা।
কুঞ্জরা চ[২] মহানাগা, অত্তদন্তো ততো ৰরং॥
"ন হি এতেহি যানেহি, গচ্ছেয্য অগতং দিসং।
যথাত্তনা সুদন্তেন, দন্তো দন্তেন গচ্ছতি॥
"ৰিধাসু ন ৰিকম্পন্তি, ৰিপ্পমুত্তা পুনব্ভৰা।
দন্তভূমিং অনুপ্পত্তা, তে লোকে ৰিজিতাৰিনো॥
"যস্সিন্দ্রিযানি ভাৰিতানি, অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ সব্বলোকে।
নিব্বিজ্ঝ ইমং পরঞ্চ লোকং,
কালং কঙ্খতি ভাৰিতো স দন্তো"তি[৩]॥

এৰং ভগৰা ভাৰিতত্তোতি।

অনুবাদ : সুশিক্ষিত নাগ (হস্তি) জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাতে রাজা আরোহণ করেন। মানুষের মধ্যে যিনি অপরের পৌরুষবাক্য সহ্য করেন, সেই দান্তই সর্বোত্তম। শিক্ষিত অশ্বতর সিন্ধুদেশজাত আজানেয় অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ এরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনি আত্মসংযম করেছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম। সংযত পুরুষ আত্মশাসনের দ্বারা এমন আগত দিকে (নির্বাণে) গমন করেন, যেখানে এসব (অশ্বাদি) যানের দ্বারা যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা নীতিতে অবিচলিত, পুনর্জন্ম হতে বিপ্রমুক্ত, দান্তভূমিতে প্রাপ্ত এবং সর্বলোকে জয়ী। সর্বলোকে যার অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ ভাবিত হয়েছে; ইহলোক পরলোক সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে যিনি শান্তচিত্তে মরণ অপেক্ষা করেন, তিনিই দান্ত। ভগবান এরূপে ভাবিতচিত্ত।

---

[১] [আজানিযাৰ (স্যা.) ধ. প. ৩২২]

[২] [কুঞ্জরাৰ (স্যা.)]

[৩] [সুদন্তোতি (স্যা.) সু. নি. ৫২১; মহানি. ৯০]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মঞ্‌ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তং, কুতো নু দুক্খা সমুদাগতা ইমেতি। **কুতো নু**তি সংশয় প্রশ্ন, বিমতি প্রশ্ন, সংশয়াপন্ন প্রশ্ন এবং বিবিধ প্রশ্ন—"এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী? কীভাবে হয়? এ অর্থে—কুতো নু।

"দুঃখ" (**দুক্খা**তি) বলতে জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, নৈরয়িক দুঃখ, তির্যককুল দুঃখ, প্রেতকুল দুঃখ, মানবীয় দুঃখ, গর্ভে প্রবেশমূলক দুঃখ, গর্ভে স্থিতি বা অবস্থানমূলক দুঃখ, গর্ভ হতে নির্গমনমূলক দুঃখ, জন্মের সম্বন্ধমূলক (জাতস্‌সুপনিবন্ধকং) দুঃখ, জন্মের পরাধীনতামূলক দুঃখ, আত্মপীড়নমূলক দুঃখ, পরপীড়নমূলক দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, বিপরিণাম দুঃখ, চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাঁশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গন্ড (ফাড়া) খোঁসপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ, (অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, নখকুনি (নখের এক প্রকার রোগ), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমুত্র রোগ) গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তজনিত রোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, সন্নিপাতিক রোগ, ঋতু পরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (দুর্দশাজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ, কর্মবিপাকজনিত রোগ, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মূত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংশন বা কামড়জনিত দুঃখ, মাতামৃত্যু দুঃখ, পিতামৃত্যু দুঃখ, ভ্রাতামৃত্যু দুঃখ, ভগ্নিমৃত্যু দুঃখ, পুত্রমৃত্যু দুঃখ, কন্যামৃত্যু দুঃখ, জ্ঞাতি বিষয়ে দুঃখ, রোগ বিষয়ে দুঃখ, ভোগ বিষয়ে দুঃখ, শীল বিষয়ে দুঃখ, মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে দুঃখ, যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তিকালে কারণ প্রকাশিত হয়, অন্তর্ধানকালে নিরোধ প্রকাশিত হয় এরূপ কর্ম-সন্নিশ্রিত বিপাক। বিপাক-সন্নিশ্রিত কর্ম, নাম-সন্নিশ্রিত রূপ, রূপ-সন্নিশ্রিত নাম; জন্মের দ্বারা অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে উৎপীড়িত এবং দুঃখে প্রতিষ্ঠিত, ত্রাণহীন, আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, সহায়হীন—একেই বলা হয় দুঃখ।

এই দুঃখ কোথা হতে উৎপন্ন, জাত, সঞ্জাত, উদ্ভব, উদ্ভূত এবং প্রাদুর্ভাব হয়? এর নিদান কী? সমুদয় কী? উৎপন্ন কী? প্রাদুর্ভূত কী; এই দুঃখের মূল, হেতু, নিদান, উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, সমুত্থান, আহার, আরম্মণ, প্রত্যয় ও সমুদয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রশ্ন করা হয়, যাচঞা করা হয়, প্রার্থনা করা হয় এবং অনুরোধ বা অনুনয় করা হয়। এ অর্থে—এই দুঃখ কোথা হতে উৎপন্ন হয়? (কুতো নু দুকখা সমুদাগতা ইমে)।

যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপাতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যে কেচীতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"লোকে" (**লোকস্মি**ন্তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে এবং আয়তন লোকে। "অনেক প্রকার" (**অনেকরূপা**তি) বলতে বিবিধ প্রকার, নানাপ্রকার দুঃখ। এ অর্থে—এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান (যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা মেত্তগূ]
মঞ্ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তং।
কুতো নু দুক্খা সমুদাগতা ইমে,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা"তি॥

১৯. দুক্খস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
তং তে পৰক্খামি যথা পজানং।
উপধিনিদানা পভৰন্তি দুক্খা,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তগূকে বললেন, হে মেত্তগূ, তুমি দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। সেই বিষয়ে আমি যেরূপ জ্ঞাত তা তোমাকে বলব। উপধি হতে জগতে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়।

দুক্খস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসীতি। "দুঃখ" (**দুক্খস্সা**তি) বলতে জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিতাপ-দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ। "উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করেছ" (**পভৰং অপুচ্ছসী**তি) বলতে দুঃখের মূল, হেতু, নিদান, কারণ, উৎপত্তি, উদয়, আহার, আরম্মণ, প্রত্যয় এবং সমুদয় জিজ্ঞাসা করেছ, প্রার্থনা করেছ, আকাঙ্ক্ষা করেছ, প্রত্যাশা করেছ—দুক্খস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি। "মেত্তগূ" (**মেত্তগূ**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—মেত্তগূতি ভগৰা।

তং তে পৰক্খামি যথা পজানন্তি। "সেই" (**ত**ন্তি) বলতে দুঃখের মূল, হেতু, নিদান, কারণ, উৎপত্তি, উদয়, আহার, আরম্মণ, প্রত্যয় ও সমুদয় বলব, জ্ঞাপন করব, ভাষণ করব, প্রজ্ঞাপ্ত করব, ব্যক্ত করব, বর্ণনা করব, ব্যাখ্যা করব, বিবৃত করব, ঘোষণা করব এবং প্রকাশ করব—তং তে পৰক্খামি। "যেরূপে জ্ঞাত" (**যথা পজান**ন্তি) বলতে যেভাবে জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত, উপলব্ধ, অনুভূত, প্রত্যক্ষভূত। জনশ্রুতিতে নয়, অনুমানে নয়, পরম্পরায় নয়, গ্রন্থের প্রথানুসারে নয়, তর্কহেতু নয়, নিয়ম বা ফলহেতু নয়, আকার প্রতিফলন দ্বারা নয় এবং মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা নয়, বরং স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্ম তোমাকে ভাষণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করব—তং তে পৰকখামি যথা পজানং।

উপধিনিদানা পভৰন্তি দুক্খাতি। "উপধি" (**উপধীতি**) বলতে দশ প্রকার উপধি। যথা : তৃষ্ণা উপধি, মিথ্যাদৃষ্টি উপধি, ক্লেশ উপধি, কর্ম উপধি, দুশ্চরিত্র উপধি, আহার উপধি, প্রতিঘ উপধি, চার প্রকার লোভধাতু উপধি, ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন উপধি, ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় উপধি, সকল মনঃপীড়া দুঃখ উপধি, এগুলোকে বলা হয় দশ প্রকার উপধি। "দুঃখ" (**দুক্খাতি**) বলতে জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, নৈরয়িক দুঃখ ... মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে দুঃখ। যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তিকালে কারণ প্রকাশিত হয়, অন্তর্ধানকালে নিরোধ প্রকাশিত হয় এরূপ কর্ম-সন্নিশ্রিত বিপাক, বিপাক-সন্নিশ্রিত কর্ম, নাম-সন্নিশ্রিত রূপ, রূপ-সন্নিশ্রিত নাম; জাতিতে অনুগত, জরায় নিপীড়িত, ব্যাধিতে অভিভূত বা বিহ্বল, মরণে উৎপীড়িত, দুঃখে পতিত, ত্রাণহীন, আশয়হীন, শরণহীন ও সহায়হীন হয়ে থাকে–এগুলোকে বলা হয় দুঃখ। এই উপধিমূল, উপধিহেতু, উপধিপ্রত্যয় ও উপধিকারণে দুঃখের উৎপত্তি, উদ্ভব, জন্ম, উদয়, আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হয়। এ অর্থে—উপধি কারণ হতে দুঃখের উৎপত্তি হয়।

যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপাতি। "যে সমস্ত" (**যে কেচীতি**) বলতে সম্পূর্ণ, সমস্ত, সমগ্র, পুরো, সব, অশেষ, নিঃশেষ—এরূপ বচন। এ অর্থে—যে সমস্ত। "লোকে" (**লোকস্মিন্তি**) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "অনেক প্রকার" (**অনেকরূপাতি**) বলতে বহুবিধ, নানাপ্রকার দুঃখ। এ অর্থে—এ জগতে যে সমস্ত বা অনেক প্রকার দুঃখ।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> "দুকখস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
> তং তে পৰকখামি যথা পজানং।
> উপধিনিদানা পভৰন্তি দুকখা,
> যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা"তি॥

> **২০. যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতি,**
> **পুনপ্পুনং দুক্খমুপেতি মন্দো।**
> **তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা,**
> **দুক্খস্স জাতিপ্পভৰানুপস্সী॥**

অনুবাদ : যে মূঢ়, অজ্ঞানী উপধি সৃষ্টি করে, সে পুনঃপুন দুঃখের অধীন হয়। তদ্ধেতু দুঃখের উৎপন্ন জ্ঞাত হয়ে উপধি সৃষ্টি করবে না।

যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতীতি। "যেই" (**যোতি**) বলতে যা, যাদৃশ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাযুক্ত, যথাবিহিত, যথাযোগ্য, যথোপযুক্ত, যেই ধর্মসমন্বিত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা, মানব। "অজ্ঞানী" (**অৰিদ্বা**তি) বলতে অবিদ্যাগত, অজ্ঞানী, মূর্খ, দুষ্প্রাজ্ঞ। "উপধি সৃষ্টি করে" (**উপধিং করোতী**তি) বলতে তৃষ্ণা উপধি, মিথ্যাদৃষ্টি উপধি, ক্লেশ উপধি, কর্ম উপধি, দুশ্চরিত্র উপধি, আহার উপধি, প্রতিঘ উপধি, চার প্রকার ভৌতিকধাতু উপধি, ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন উপধি ও ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় উপধি সৃষ্টি করে, জন্ম দেয়, উৎপন্ন করে, উৎপাদন করে, পুনরুৎপাদন করে—অৰিদ্বা উপধিং করোতি।

পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দোতি। জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, পুনঃপুন উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উপস্থিত, আগত, সমুপগত এবং নিবিষ্ট হয়। এ অর্থে—পুনঃপুন দুঃখ সৃষ্টি হয়। "মূঢ়" (**মন্দো**তি) বলতে মূর্খ, নির্বোধ, অবিদ্বান, অবিদ্যাগত, অজ্ঞান, বোকা, দুষ্প্রাজ্ঞ। এ অর্থে—মূঢ় পুনঃপুন দুঃখ সৃষ্টি করে (পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দো)।

তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরাতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে এই দৃশ্যমান উপধিসমূহ—তদ্ধেতু। "জ্ঞাত হয়ে" (**পজানন্তি**) বলতে জেনে, বুঝে, উপলব্ধ হয়ে, হৃদয়ঙ্গম করে, অনুভূত হয়ে। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জেনে ... অনুভূত হয়ে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জেনে ... অনুভূত হয়ে। "সকল সংস্কার অনাত্ম" এটা জেনে ... অনুভূত হয়ে ... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা সবই ধ্বংসশীল" এটা জেনে.. .অনুভূত হয়ে। "উপধি সৃষ্টি না করে" (**উপধিং ন কযিরা**তি) বলতে তৃষ্ণা উপধি, মিথ্যাদৃষ্টি উপধি, ক্লেশ উপধি, কর্ম উপধি, দুশ্চরিত্র উপধি, আহার উপধি, প্রতিঘ উপধি, চার প্রকার ভৌতিকধাতু উপধি, ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন উপধি ও ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় উপধি সৃষ্টি না করে, জন্ম দেয় না, উৎপন্ন না করে, উৎপাদন না করে এবং পুনরুৎপাদন না করে—তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা।

"দুঃখের" (**দুকখস্সা**তি) বলতে জাতি দুঃখের, জরা দুঃখের, মরণ দুঃখের, শোক-পরিতাপ-দুঃখের, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখের। "উৎপন্নদর্শী" (**পভৰানুপস্সী**তি) বলতে দুঃখের মূলদর্শী, হেতুদর্শী, কারণদর্শী, জাতদর্শী, উৎপন্নদর্শী, সমুত্থান বা উদয়দর্শী, আহারদর্শী, আরম্মণদর্শী, প্রত্যয়দর্শী ও সমুদয়দর্শী। জ্ঞানকে অনুদর্শন বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... অমোহ, ধর্মবিচার ও সম্যক দৃষ্টি। এই অনুদর্শন প্রজ্ঞায় উপগত, সমাগত, উপস্থিত ও উপনীত হয়। এটাকে বলা হয় অনুদর্শী। এ অর্থে—দুঃখের উৎপত্তিদর্শী।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতি,
পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা,
দুকখস্স জাতিপ্পভৰানুপস্সী’’তি॥

২১. যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো,
অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং,
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য একটি প্রশ্ন করছি, তা প্রকাশ করুন। জ্ঞানীগণ কীভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, বিলাপ অতিক্রম করেন? হে মুনি, তা উত্তমরূপে প্রকাশ করুন। অধিকন্তু, এধর্ম আপনার সম্যকভাবে বিদিত।

যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নোতি। যা জিজ্ঞাসা করেছি, প্রার্থনা করেছি, অনুরোধ করেছি, নিবেদন করেছি। “বর্ণনা করা হয়েছে” (**অকিত্তযী নো**তি) বলতে উক্ত, বর্ণিত, কথিত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, ভাষিত, বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত, বিবৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ অর্থে—আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি, তা বর্ণনা করা হয়েছে (যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো।)।

অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহীতি। অন্য একটি প্রশ্ন করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি, জিজ্ঞাসা করছি, নিবেদন করছি। “আসুন, তা বলুন” (**তদিঙ্ঘ ব্রূহী**তি) বলতে আসুন, তা বলুন, বর্ণনা করুন, দেশনা করুন, ভাষণ করুন, বিশ্লেষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন, বিবৃত করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—অন্য এক প্রশ্ন করছি, তা বলুন (অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি)।

কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং, জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চাতি। “কীভাবে” (**কথং নূ**তি) বলতে সংশয় প্রশ্ন, বিভ্রম প্রশ্ন, সন্দেহ প্রশ্ন, অনিশ্চয়তা প্রশ্ন। যেমন- “এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী? এ অর্থে—কীভাবে (কথং নু)। “ধীর” (**ধীরা**তি) বলতে ধীর, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মেধাবী। “ওঘ” (**ওঘন্তি**) বলতে কাম-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ। “জাতি” (**জাতী**তি) বলতে যা সেই সেই সত্ত্বগণের বা জীবসমূহের যে জন্ম, সঞ্জাত, মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি, মাতৃগর্ভ হতে নিষ্ক্রান্ত, পুনঃপুন উৎপত্তি, স্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব, চক্ষাদি দ্বাদশ আয়তনের প্রতিলাভ। “জরা” (**জরা**তি) বলতে সেই সেই সত্ত্বগণের সেই সেই সত্ত্বনিকায় বা প্রাণীকুলে যে জরা, জীর্ণতা, খাণ্ডিত্য, পলিতকেশতা, বিশ্লথ চর্মতা, আয়ুহানী, চক্ষাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্বতা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"শোক" (**সোকো**তি) বলতে যেকোনো জ্ঞাতি বিষয়ে অভিভূত, ভোগ বিষয়ে অভিভূত, রোগ বিষয়ে অভিভূত, শীল বিষয়ে অভিভূত, মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে অভিভূত ও শারীরিক দুঃখস্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক, শোচনা, সন্তাপ, অন্তর্শোক, অন্তর্পরিশোক, অন্তর্দাহ, অন্তর্পরিদাহ, মানসিক যন্ত্রণা, দৌর্মনস্য, শোকশল্য। "পরিদেবন" (**পরিদেৰো**তি) বলতে যেকোনো জ্ঞাতি বিষয়ে অভিভূত, ভোগ বিষয়ে অভিভূত, রোগ বিষয়ে অভিভূত, শীল বিষয়ে অভিভূত, মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে অভিভূত ও শারীরিক দুঃখ পৃষ্ট ব্যক্তির খেদ, পরিদেবন, অনুশোচনা, ক্রন্দন, পরিরোদন, হা-হুতাশ, বিলাপ, বিপ্রলাপ, আর্তনাদ, খেদোক্তি, কাতরোক্তি। **কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং, জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চা**তি। জ্ঞানীগণ কীভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, পরিতাপকে অতিক্রম, সমতিক্রম, বিগত, অতিক্রান্ত ও অতিক্রমণ করেন কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং, জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ।

তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহীতি। "সেই" (**তন্তি**) বলতে যা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, নিবেদন করি। মৌনকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান সেই জ্ঞানের দ্বারা সমন্বিত মৌনপ্রাপ্ত মুনি। তিন প্রকার মুনিত্ব (বিদ্যমান)। যথা : কায়মুনিত্ব, বাকমুনিত্ব, মনোমুনিত্ব। কায়মুনিত্ব কী রকম? ত্রিবিধ কায় দুশ্চরিত পরিত্যাগই কায়মুনিত্ব। ত্রিবিধ কায়সুচরিত কায়মুনিত্ব। কায়ারম্মণে জ্ঞানই কায়মুনিত্ব। কায়-পরিজ্ঞান কায়মুনিত্ব। পরিজ্ঞান সহগত মার্গই কায়মুনিত্ব। কায়ে ছন্দরাগ পরিত্যাগই কায়মুনিত্ব। কায়সংস্কার নিরোধ চতুর্থ ধ্যান সমাপত্তি কায়মুনিত্ব। ইহা কায়মুনিত্ব।

বাকমুনিত্ব কী রকম? চতুর্বিধ বাক দুশ্চরিত পরিত্যাগই বাকমুনিত্ব, চতুর্বিধ বাকসুচরিত বাকমুনিত্ব। বাক আরম্মণে জ্ঞানই বাকমুনিত্ব। বাক পরিজ্ঞান বাকমুনিত্ব। পরিজ্ঞান সহগত মার্গই বাকমুনিত্ব। বাক্যে ছন্দরাগ পরিত্যাগই বাক্মুনিত্ব। বাকসংস্কার নিরোধ দ্বিতীয় ধ্যান সমাপত্তি বাকমুনিত্ব। ইহা বাকমুনিত্ব।

মনোমুনিত্ব কী রকম? ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত পরিত্যাগই মনোমুনিত্ব। ত্রিবিধ মনসুচরিত মনোমুনিত্ব। চিত্ত আরম্মণে জ্ঞানই মনোমুনিত্ব। চিত্ত পরিজ্ঞানই মনোমুনিত্ব। পরিজ্ঞান সহগত মার্গই মনোমুনিত্ব। চিত্তে ছন্দরাগ পরিত্যাগই মনোমুনিত্ব। চিত্তসংস্কার নিরোধ সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি মনোমুনিত্ব। ইহা মনোমুনিত্ব।

কাযমুনিং ৰচীমুনিং[১], মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু সব্বপ্পহাযিনং॥

---

[১] [ৰাচামুনিং (বহূসু) ইতিৰু. ৬৭]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : যিনি কায়-বাক্য-মনে মুনি এবং সর্বাস্রবমুক্ত, সেই মুনি মৌনসম্পন্ন। তাঁর কোনো পরিহানী নেই।

কাযমুনিং ৰচীমুনিং, মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু নিন্হাতপাপকন্তি॥

অনুবাদ : যিনি কায়-বাক্য-মনে মুনি এবং সর্বাস্রব মুক্ত, সেই মুনি মৌনসম্পন্ন। তাঁর সমস্ত পাপ বিধৌত হয়েছে।

এই তিন প্রকার মুনিত্বধর্মে সম্বন্বিত মুনি ছয় প্রকার। যথা : আগার মুনি, অনাগার মুনি, শৈক্ষ্য মুনি, অশৈক্ষ্য মুনি, পচ্চেক মুনি ও মুনিমুনি।

কারা আগার মুনি? যেই গৃহীগণ দৃষ্টপথ (মুক্তির পথ দর্শন করেছেন এমন), বিজ্ঞাত শাসনে অবস্থান করেন—এরা আগার মুনি। কারা অনাগার মুনি? যেই প্রব্রজিতগণ দৃষ্টপথ, বিজ্ঞাত শাসনে অবস্থান করেন—এরা অনাগার মুনি। সপ্ত শৈক্ষ্যগণ শৈক্ষ্যমুনি, অর্হৎগণ অশৈক্ষ্যমুনি, পচ্চেক বুদ্ধগণ পচ্চেকমুনি, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ মুনিমুনি।

ন মোনেন মুনী[১] হোতি, মূল্হরূপো অৰিদ্দসু।
যো চ তুলংৰ পগ্গযহ, ৰরমাদায পণ্ডিতো॥
পাপানি পরিৰজ্জেতি, স মুনী তেন সো মুনি।
যো মুনাতি উভো লোকে, মুনি তেন পৰুচ্চতি॥
অসতঞ্চ সতঞ্চ ঞত্বা ধম্মং, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে।
দেৰমনুস্সেহি পূজনীযো[২], সঙ্গজালমতিচ্চ[৩] সো মুনীতি॥

অনুবাদ : মূঢ়, অবিদ্বান লোক শুধু মৌনাবলম্বন করে মুনি হয় না। যেই পণ্ডিত ব্যক্তি মানদণ্ড নিয়ে বিচারপূর্বক যা মঙ্গলজনক বা শ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করেন আর পাপসমূহ বর্জন করেন, তিনি মুনি। এই কারণে তাঁকে মুনি বলা হয়। যিনি উভয়লোকে মনন করেন, তিনি সেই কারণে মুনি বলে অ্যখ্যা পান।

যিনি অধ্যাত্ম-বাহ্যিক সর্বলোকে অপ্রিয় (বা অমনোজ্ঞ) ও প্রিয় ধর্ম জ্ঞাত হয়ে আসক্তিজাল ছিন্ন করেন; সেই মুনি দেবমনুষ্য দ্বারা পূজিত হন।

"উত্তমরূপে প্রকাশ করুন" (**সাধু ৰিযাকরোহী**তি) বলতে তা উত্তমরূপে জ্ঞাপন করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা করুন ও প্রকাশ করুন—হে মুনি, তা উত্তমরূপে প্রকাশ করুন। **তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো**তি। এ ধর্ম আপনার সম্যকভাবে বিদিত, জ্ঞাত,

[১] [মুনি (স্যা. ক.) ধ. প. ২৬৮]
[২] [পূজিতো (স্যা. ক.) মহানি. ১৪]
[৩] [সঙ্গ জালমতিচ্চ, সু. নি. ৫৩২]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরূপিত, অনুভূত, উপলব্ধ। এ অর্থে—তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো,
অঞঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং,
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো"তি॥

**২২. কিত্তযিস্সামি তে ধম্মং, [মেত্তগূতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥**

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, যেই ধর্ম দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়, সেই ধর্ম প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করে তৃষ্ণাকে জয় করা সম্ভব।

কিত্তযিস্সামি তে ধম্মন্তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের উপযোগী। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদাকে প্রকাশ করব, ব্যক্ত করব, ভাষণ করব, বর্ণনা করব, বিবৃত করব, ব্যাখ্যা করব, প্রজ্ঞাপ্ত করব ও ঘোষণা করব। এ অর্থে—সেই ধর্ম প্রকাশ করব। "মেত্তগূ" (**মেত্তগূ**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন।

"দৃষ্টধর্মে" (**দিট্ঠে ধম্মে**তি) বলতে দৃষ্টধর্মে, জ্ঞাতধর্মে, বর্ণিতধর্মে, ব্যাখ্যাতধর্মে, বিবৃতধর্মে, বিভাজিতধর্মে ও বিশ্লেষিতধর্মে। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা ... "যা কিছু উৎপন্নশীল, তা ধ্বংসশীল" এটা দৃষ্টধর্মে, জ্ঞাতধর্মে, বর্ণিতধর্মে, ব্যাখ্যাতধর্মে, বিবৃতধর্মে, বিভাজিতধর্মে ও বিশ্লেষিতধর্মে–এভাবে দৃষ্টধর্মে বলব। অথবা, দুঃখকে দুঃখদৃষ্টধর্মে, সমুদয়কে সমুদয়দৃষ্টধর্মে, মার্গকে মার্গদৃষ্টধর্মে এবং নিরোধকে নিরোধদৃষ্টধর্মে বলব—এভাবে দৃষ্টধর্মে বলব। অথবা, দৃষ্টধর্মে সান্দৃষ্টিক-অকালিক-আহ্বানিক-ঔপনায়িক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এভাবে দৃষ্টধর্মে বলব। এ অর্থে—দৃষ্টধর্ম। "জনশ্রুতিমূলক নয়"(**অনীতিহ**ন্তি) বলতে জনশ্রুতিতে নয়, অনুমানে নয়, পরম্পরায় নয়, গ্রন্থের প্রথানুসারে নয়, তর্কহেতু নয়, নিয়ম বা ফলহেতু নয়, আকার প্রতিফলন দ্বারা নয়, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা নয়, বরং স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বারা তা বলব। এ অর্থে—দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিতে নয় (দিট্‌ঠে ধম্মে অনীতিহং)।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে ... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা ধ্বংসশীল" এটা বিদিত ... বিশ্লেষণ করে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান ... একে স্মৃতিমান বলা হয়। "অবস্থান করে" (**চর**ন্তি) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, বিচরণ করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে ও জীবন-যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসক কুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুর্বোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাত ধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "জগতে তৃষ্ণা জয় করেন" (**তরে লোকে ৰিসত্তিক**ন্তি) বলতে জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন, জয় করেন, দমন করেন, সমতিক্রম করেন, পরাজিত করেন। এ অর্থে—জগতে তৃষ্ণাকে জয় করেন (তরে লোকে ৰিসত্তিকং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"কিত্তযিস্সামি তে ধম্মং, [মেত্তগূতি ভগৰা]
দিট্‌ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩. তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি ধম্মমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : হে মহার্ঘ, আমি (আপনার) সেই উত্তম ধর্মের অভিনন্দন করি, যা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান আসক্তি অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করেন।

তঞ্চাহং অভিনন্দামীতি। "তা" (**তন্তি**) বলতে আপনার বচন, কথন, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ; অভিনন্দন করি, আনন্দ লাভ করি, অনুমোদন, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, যাচঞা, প্রার্থনা, অনুরোধ, অনুনয় করি—তঞ্চাহং অভিনন্দামি।

মহেসি ধম্মমুত্তমন্তি। "মহর্ষি" (**মহেসী**তি) বলতে কী কারণে ভগবান মহর্ষি? মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারক বলে মহর্ষি। মহা সমাধিস্কন্ধ ... মহা প্রজ্ঞাস্কন্ধ ... মহা বিমুক্তিস্কন্ধ ... মহা বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহর্ষি। মহা অজ্ঞানতার মুক্তি, মহা উন্মত্ততার বিনাশ, মহা তৃষ্ণাশৈল্যের উৎপাটন, মহা মিথ্যাদৃষ্টির জটিলতা মুক্ত, মহা মানধ্বজার ধ্বংস, মহা অভিসংস্কারের উপশম, মহা ওঘের উত্তীর্ণ, মহা সংসার দুঃখভারের নিক্ষেপ, মহা সংসারবর্তের নিবারণ, মহা সন্তাপের নির্বাপণ, মহা মনোকষ্টের প্রশমন, মহা ধর্মধ্বজের উত্তোলন সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহর্ষি মহেসী। মহা স্মৃতিপ্রস্থান, মহা সম্যকপ্রধান, মহা ঋদ্ধিপাদ, মহা ইন্দ্রিয়, মহাবল, মহা বোধ্যঙ্গ, মহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, মহা পরমার্থ এবং অমৃতময় নির্বাণ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহর্ষি। মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। **ধম্মমুত্তম**ন্তি। উত্তম ধর্ম বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপাধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। "উত্তম" (**উত্তম**ন্তি) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রামোক্ষ, উত্তম, প্রবর ধর্ম—মহেসি ধম্মমুত্তমং।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। বিদিত হয়ে, নিরূপিত হয়ে, বিচারিত বা পরীক্ষিত হয়ে, বিবেচিত হয়ে ও বিভাজিত হয়ে। "সব সংস্কার অনিত্য" এরূপে বিদিত হয়ে, নিরূপিত হয়ে, বিচারিত বা পরীক্ষিত হয়ে, বিবেচিত হয়ে ও বিভাজিত হয়ে। "সব সংস্কার দুঃখ" ... যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে বিদিত হয়ে নিরূপিত হয়ে, বিচারিত বা পরীক্ষিত হয়ে, বিবেচিত হয়ে ও বিভাজিত হয়ে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চারটি কারণে স্মৃতিমান। কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবনাকালে স্মৃতিমান হয়। বেদনায় বেদনানুদর্শন ... স্মৃতিমান হয়। ইহাকে বলা হয় স্মৃতিমান। "অবস্থান করে" (**চরন্তি**) বলতে বিচরণ করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করে, বাস করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, জীবন-যাপন করে—যং ৰিদিত্বা সতো চরং।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল।"আসক্তি" (**ৰিসত্তিকা**তি) কী কারণে আসক্তি.. পে ... আসক্ত, সংলগ্ন, সংযোগ। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে ... আয়তনলোকে। তরে লোকে বিসত্তিকং। লোকে বা জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে, জয় করে, দমন করে, সমতিক্রম করে, পরাজিত করে—তরে লোকে ৰিসত্তিকং।

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বললেন :

"তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি ধম্মমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥

২৪. যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ,
পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠে॥

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, তুমি উপরে, নীচে এবং মধ্যে যা কিছু জান; তাতে আসক্তি, নিবেশন, বিজ্ঞান বিদ্যমান। তাই এসব পরিত্যাগ করে ভবে অবস্থান করো না।

যং কিঞ্চি সম্পজানাসীতি। যা কিছু জান, জ্ঞাত হও, বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার, অনুধাবণ করতে পার—যং কিঞ্চি সম্পজানাসি। "মেত্তগূ" (**মেত্তগূ**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের মাধ্যমে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই—মেত্তগূতি ভগৰা।

উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝেতি। "উর্ধ্ব" (**উদ্ধ**ন্তি) বলতে অনাগত। "অধঃ" (**অধো**তি) বলতে অতীত, "মধ্যে" (**তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে**তি) বলতে বর্তমান। "উর্ধ্ব" বলতে দেবলোক, "অধঃ" বলতে নিরয়লোক, "মধ্যে" বলতে মনুষ্যলোক। অথবা "উর্ধ্ব" বলতে কুশলধর্ম, "অধ" বলতে অকুশল ধর্ম, "মধ্যে" বলতে অব্যাকৃত ধর্ম। "উর্ধ্ব" বলতে অরূপধাতু, "অধঃ" বলতে কামধাতু, "মধ্যে" বলতে রূপধাতু। "উর্ধ্ব" বলতে সুখবেদনা, "অধঃ" বলতে দুঃখবেদনা, "মধ্যে" বলতে উপেক্ষা বেদনা। "উর্ধ্ব" বলতে পাদতলের উর্ধ্বে, "অধঃ" বলতে কেশ-মস্তক, "মধ্যে" বলতে মধ্যভাগ—উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ, পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠেতি এতেসূতি। ব্যাখ্যাত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, প্রস্থাপিত বিবরিত, বিভাজিত, সুস্পষ্টকৃত, প্রকাশিত। আসক্তি বলতে তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "নিবেশন" (**নিৰেসন**ন্তি) বলতে দুই প্রকার নিবেশন। যথা : তৃষ্ণা-নিবেশন এবং দৃষ্টি-নিবেশন। তৃষ্ণা-নিবেশন কী? যা তৃষ্ণা সঙ্খাত ... এটাই তৃষ্ণা-নিবেশন। দৃষ্টি-নিবেশন কী? বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি ... এটাই দৃষ্টি-নিবেশন।

পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণন্তি। পুণ্যাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, অপুণ্যাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, আনেঞ্জাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান; তাতে আসক্তি, নিবেশন, বিজ্ঞান বিদ্যমান। তা বিতাড়িত, বিদূরিত, পরিহার, ত্যাগ, পরিত্যাগ, অপনোদন, ধ্বংস, ক্ষয় কর—এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং।

ভৰে ন তিট্ঠেতি। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে কর্মভব এবং প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব। কর্মভব কী রকম? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার—এটাই কর্মভব। প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব কী রকম? প্রতিসন্ধিযুক্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এটাই প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব। **ভৰে ন তিট্ঠে**তি। আসক্তি, তৃষ্ণা (নিবেশন), অভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, কর্মভব, প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব ত্যাগ, অপনোদন, ক্ষয় ও ধ্বংস কর; কর্মভবে অবস্থান করো না, প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভবে অবস্থান করো না, সংস্থিত থেকো না—পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ,
পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠে"তি॥

২৫. এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো,
ভিক্খু চরং হিত্বা মমাযিতানি।
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ,
ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুক্খং॥

অনুবাদ : এরূপ অবস্থানকারী, স্মৃতিমান, অপ্রমত্ত ভিক্ষু বিদ্বান হয়ে আসক্তি, জন্ম, জরা, শোক-পরিদেবন, দুঃখ পরিহার করে বিচরণ করেন।

এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তোতি। "এরূপ অবস্থানকারী" (**এৰংৰিহারী**তি) বলতে আসক্তি, তৃষ্ণা (নিবেশন), অভিসংস্কারসহগত বিজ্ঞান, কর্মভব,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব ত্যাগ করে, অপনোদন করে, পরিহার করে, ধ্বংস করে—এবংবিহারী। "স্মৃতিমান"(**সতোতি**) বলতে চারটি প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করে বলে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন ... তাকেই স্মৃতিমান বলা হয়। "অপ্রমত্ত" (**অপ্পমত্তোতি**) বলতে কুশলধর্মসমূহে উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দানুসারী (অনিকিখত্তচ্ছন্দো) ও অনিক্ষিপ্তধুর (কার্যভার অপরিত্যাগী)। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব, পরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে সেই সেই স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করব?" তথায় বা সেরূপ কুশলধর্মসমূহে যেই ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায়—ইহাই অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ সমাধিস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব ... অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ প্রজ্ঞাস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব ... অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ বিমুক্তিস্কন্ধকে ... অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব, পরিপূর্ণ বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধকে সেই সেই স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করব?" তথায় বা সেরূপ কুশলধর্মসমূহে যেই ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায়—ইহাই অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিজ্ঞাত দুঃখকে পরিজ্ঞাত করতে পারি, অপ্রহীণ ক্লেশসমূহকে পরিত্যাগ করতে পারি, অভাবিত মার্গকে ভাবিত করতে পারি এবং অসাক্ষাৎকৃত নিরোধকে সাক্ষাৎ করতে পারি?" তথায় বা সেরূপ কুশলধর্মসমূহে যেই ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায়—ইহাই অপ্রমাদ। এ অর্থে—এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো।

ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানীতি। "ভিক্ষু" (**ভিকখূ**তি) বলতে কল্যাণপৃথগজন ভিক্ষু বা শৈক্ষ্য ভিক্ষু। "বিচরণ করেন" (**চরন্তি**) বলতে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, পদচারণ করেন, বাস করেন, দিনাদিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন-যাপন করেন। "আসক্তি" (**মমত্তা**তি) বলতে দুই প্রকার আসক্তি। যথা : তৃষ্ণাসক্তি, দৃষ্টি আসক্তি ... এটাই তৃষ্ণাসক্তি ... এটাই দৃষ্টি আসক্তি। তৃষ্ণাসক্তিকে পরিহার, দৃষ্টি আসক্তিকে পরিত্যাগ করে আসক্তিসমূহ ত্যাগ, পরিত্যাগ, পরিহার, অপনোদন, ক্ষয়, ধ্বংস করেন—ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানি।

জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ, ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখন্তি। "জন্ম" (**জাতী**তি) বলতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বের ... । "জরা" (**জরন্তি**) বলতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বের ... । "শোক" (**সোকো**তি) বলতে জ্ঞাতিব্যসন দ্বারা স্পর্শের ... ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"পরিতাপ" (**পরিদেৰোতি**) বলতে জ্ঞাতিব্যসন দ্বারা স্পর্শের ... । "এই" (**ইধাতি**) বলতে এই দৃষ্টিতে ... এই মনুষ্যলোকে। "বিদ্বান" (**ৰিদ্বাতি**) বলতে বিদ্বান, জ্ঞানী, পণ্ডিত, মেধাবী। "দুঃখ" (**দুকখন্তি**) বলতে জন্ম দুঃখ ... দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ। **জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ, ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখন্তি** । এ জগতে বিদ্বান, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও মেধাবী জন্ম, জরা, শোক-পরিদেবন দুঃখ পরিত্যাগ, অপনোদন, ক্ষয়, ধ্বংস করেন—জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ, ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো,
ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানি।
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ,
ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখ"ন্তি॥

২৬. এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুকখং,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : আমি মহর্ষির এ বাক্য অভিনন্দন করি। হে গৌতম, উপধি হতে মুক্তি (আপনার কর্তৃক) সুব্যাখ্যাত হয়েছে। অবশ্যই ভগবান দুঃখমুক্ত হয়েছেন। তাই এ ধর্ম আপনার সুবিদিত।

এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনোতি। "এই" (**এতন্তি**) বলতে আপনার (এই) বচন, কথন, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ অভিনন্দন করি, প্রশংসা করি, গ্রহণ করি, অনুমোদন করি, স্বীকার করি, আকাঙ্ক্ষা করি, প্রার্থনা করি, অনুরোধ করি, অনুনয় করি। **মহেসিনোতি**। কী কারণে ভগবান মহর্ষি? মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, আবিষ্কারক বলে মহর্ষি ... মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। এ অর্থে—এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো।

সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকন্তি। "সুব্যাখ্যাত" (**সুকিত্তিতন্তি**) বলতে সুভাষিত, সুব্যাখ্যাত, সুদেশিত, সু-প্রজ্ঞাপিত, সুবিবরিত, সু-স্থাপিত, সুবিভাজিত, সুস্পষ্টকৃত, সুপ্রকাশিত—সুকিত্তিতং। **গোতমনূপধীকন্তি**। উপধি বলতে ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কার। উপধি প্রহীন, উপধি উপশম, উপধি পরিত্যাগ, উপধি বিনষ্টই অমৃত নির্বাণ। এ অর্থে—সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুকখন্তি। “অবশ্যই” (**অদ্ধাতি**) বলতে নিশ্চিতবচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্খোবচন, নিঃসন্দেহ বচন, অবিপরীত বচন, নিরোধবচন, সংশয়হীন বচন, সন্দেহহীন বচন—অদ্ধাতি। “ভগবান” (**ভগৰাতি**) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। **পহাসি দুকখন্তি**। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখকে পরিত্যাগ, পরিহার, অপনোদন, ক্ষয়, ধ্বংস করে দুঃখমুক্ত হয়েছেন—অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুকখং।

তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মোতি। তাই এ ধর্ম আপনার বিদিত, নিরূপিত, বিবেচিত, বিচিন্তিত, বিভাষিত—তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুকখং,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো”তি॥

**২৭. তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুকখং,
যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্য।
তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ,
অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্য॥**

অনুবাদ : হে মুনি, আপনি যাদেরকে অনুক্ষণ উপদেশ দিবেন, তারাও নিঃসন্দেহে দুঃখ অতিক্রম করবেন। হে নাগ, আমি উপস্থিত হয়ে আপনাকে নমস্কার করছি, ভগবান নিশ্চয় আমাকে অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করবেন।

তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুকখন্তি। “তারাও” (**তে চাপীতি**) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, প্রব্রজিত, দেব, মনুষ্য। “দুঃখ অতিক্রম” (**পজহেয্যু দুকখন্তি**) বলতে জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-বিলাপ দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, মুক্ত, পরিত্যাগ, অপনোদন, অপসারিত ও ধ্বংস করবেন। এ অর্থে—তারাও নিঃসন্দেহে দুঃখ অতিক্রম করবেন (তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুকখং)।

যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্যাতি। “যাদেরকে” (**যেতি**) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, প্রব্রজিত, দেব-মনুষ্যকে। “আপনি” (**ত্বন্তি**) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। “মুনি” (**মুনীতি**) বলতে বিচক্ষণতাকে জ্ঞান বলা হয় ... আসক্তিজাল ছিন্নকারী যে মুনি। “অনুক্ষণ উপদেশ” (**অট্ঠিতং ওৰদেয্যাতি**) বলতে মনোনিবেশিত উপদেশ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ, অভিন্ন উপদেশ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনঃপুন উপদেশ, অনুশাসন করা—যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্য।

তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগাতি। "আপনি" (**তন্তি**) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। "নমস্কার" (**নমস্সামী**তি) বলতে কায়, বাক্য, মনের দ্বারা নমস্কার বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি, জ্ঞান প্রতিপত্তি ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তি দ্বারা নমস্কার বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি, সম্মান করছি, গৌরব করছি, মান্য করছি, পূজা করছি। "সমাগত" (**সমেচ্চা**তি) বলতে মিলিত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে, সমাগত হয়ে, সাক্ষাৎ করে, সম্মুখস্থ হয়ে আপনাকে নমস্কার করছি। "নাগ" (**নাগা**তি) বলতে ভগবান কারও অনিষ্ট করেন না বলে নির্দোষ, এ অর্থে—নাগ; গমন করেন না বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ। কীরূপে ভগবান কারও অনিষ্ট না করে নাগ হন? অনিষ্ট বলতে পাপ, অকুশল ধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মের অধীন, ভয়ানক দুঃখবিপাক, ভবিষ্যতে জন্ম, জরা, মরণ।

আগুং ন করোতি কিঞ্চি লোকে, [সভিযাতি ভগৰা]
সব্বসংযোগে[1] ৰিসজ্জ বন্ধনানি।
সব্বত্থ ন সজ্জতী ৰিমুত্তো,
নাগো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তাতি॥

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বললেন, জগতে কোনো রকম পাপ (আগুং) যাঁর দ্বারা কৃত হয় না, যিনি সর্বপ্রকার সংযোগ ও বন্ধন পরিত্যাগ করে সকল বস্তুতে অনাসক্ত ও বিমুক্ত তিনিই নাগ বলে কথিত। এরূপে ভগবান কারোর অনিষ্ট না করে নাগ হন।

কীরূপে ভগবান গমন না করে নাগ হয়? ভগবান ছন্দে (বা উত্তেজনাবশত ভুল পথে) গমন করেন না, দ্বেষে বা দ্বেষবশত গমন করেন না, মোহে গমন করেন না, ভয়ে গমন করেন না, রাগবশে গমন করেন না, বিদ্বেষবশে গমন করেন না, অজ্ঞানতাবশে গমন করেন না, মানবশে গমন করেন না, মিথ্যাদৃষ্টিবশে গমন করেন না, উদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করেন না, অনুশয়বশে গমন করেন না; বর্গে, ধর্মে, গমনে, চলনে, বহনে (এসব) সংগ্রহ করেন না। এরূপে ভগবান গমন করে না নাগ হন।

কীরূপে ভগবান আগমন না করে নাগ হন? স্রোতাপত্তি মার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, ওই ক্লেশে পুনরায় আগমন করেন না, ফিরে আসেন না, প্রত্যাবর্তন করেন না। অনাগামী মার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, ওই ক্লেশে পুনরায় আগমন করেন না, ফিরে আসেন না, প্রত্যাবর্তন করেন না। অর্হৎ মার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, ওই ক্লেশে পুনরায় আগমন করেন না, ফিরে আসেন না,

[1] [সব্বযোগে (ক.), সু. নি. ৫২৭]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যাবর্তন করেন না। এরূপে ভগবান আগমন না করে নাগ হন—তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ।

অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্যাতি। মনোনিবেশিত উপদেশ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ, অভিন্ন উপদেশ, পুনঃপুন উপদেশ, অনুশাসন করা। এ অর্থে—হে ভগবান, নিশ্চয় আমাকেও অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করবেন (অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্য)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুকখং,
যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্য।
তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ,
অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্যা"তি॥

২৮. যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞা,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।
অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি,
তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো॥

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞানে অভিজ্ঞাত, অকিঞ্চন ও কামভবে অনাসক্ত; তিনি নিঃসন্দেহে এই ওঘ অতিক্রম করেছেন এবং অখিল ও সংশয়হীন হয়ে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞাতি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণো**তি) বলতে সপ্ত ধর্মের বিনাশ করে বলে ব্রাহ্মণ। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান বিনাশ করে। বিনাশকারী হয় অকুশল পাপধর্ম, সংক্লেশ এবং পুনর্জন্ম প্রদানকারী ভয়ানক দুঃখ বিপাক ও ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণের।

বাহিত্বা সব্বপাপকানি, [সভিযাতি ভগৰা]
ৰিমলো সাধুসমাহিতো ঠিতত্তো।
সংসারমতিচ্চ কেৰলী সো,
অসিতো[১] তাদি পৰুচ্চতে স ব্রহ্মা॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে সভিয়, সমস্ত পাপকর্ম বর্জন করে যিনি সাধু সমাহিত, বিমল, স্থিরচিত্ত; সংসার উত্তীর্ণ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সেই মুক্তপুরুষই ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।

সর্বোচ্চ জ্ঞানপ্রাপ্ত জ্ঞানী বলতে চারি মার্গে জ্ঞান ... সকল জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, সর্বোচ্চ জ্ঞানপ্রাপ্তকে বলা হয়। **অভিজঞ্ঞা**তি। অভিজ্ঞাত হয়েছেন, জ্ঞাত

[১] [অনিস্সিতো (স্যা.) সু. নি. ৫২৪]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছেন, অনুধাবন করেছেন, সারবত্তা উপলব্ধি করেছেন, অন্তর্নিহিত অর্থোপলব্ধি করেছেন—যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞা।

অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি। "শূন্য" (**অকিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগ শূন্য, দ্বেষ শূন্য, মোহ শূন্য, মান শূন্য, মিথ্যাদৃষ্টি শূন্য, ক্লেশ শূন্য, দুশ্চরিত শূন্য। ভগবান বুদ্ধের সংসার-সম্বন্ধীয় আসক্তি প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উপশম, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তদ্ধেতু ভগবান শূন্য। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী দু'প্রকার কাম। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... এগুলোকে বস্তুকাম বলে ... এগুলোকে ক্লেশকাম বলে। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে দুই প্রকার ভব। যথা : কর্মভব ও প্রতিসন্ধিমূলক পুনর্ভব ... ইহা প্রতিসন্ধিমূলক পুনর্ভব। **অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্ত**ন্তি। অকিঞ্চন বা শূন্য পুদ্গল কামভবে আসক্তিমুক্ত, অসংলগ্ন, অনাবদ্ধ, বাধাহীন, নিষ্ক্রান্ত, পরিত্যক্ত, বন্ধনমুক্ত, প্রশান্ত ও বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।

অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারীতি। "অবশ্যই" (**অদ্ধা**তি) বলতে বলতে নিশ্চিতবচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্খাবচন, নিঃসন্দেহ বচন, অবিপরীত বচন, নিরোধবচন, সংশয়হীন বচন, সন্দেহহীন বচন—অদ্ধাতি। "ওঘ" (**ওঘ**ন্তি) বলতে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ। "অতিক্রম" (**অতারী**তি) বলতে উত্তরণ, প্রমুক্ত, সমতিক্রম ও অতিবাহিত—অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি।

তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খোতি। "উত্তীর্ণ" (**তিণ্ণো**তি) বলতে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ, সংসার পরিভ্রমণ-ওঘ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, নিক্ষিপ্ত, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, বিনষ্ট। (এসব যাঁর অতিক্রান্ত) তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণ পরিপূর্ণ, (সংসার) ভ্রমণ সমাপ্ত, গতি নির্দিষ্ট, অভিপ্রায় সমাপ্ত, ব্রহ্মচর্যা পালিত, উত্তম দৃষ্টিপ্রাপ্ত, মার্গ ভাবিত, ক্লেশ প্রহীন, ক্রোধ প্রতিবিদ্ধ, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত।

তাঁর দুঃখ পরিজ্ঞাত, সমুদয় প্রহীন, মার্গ ভাবিত, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত, অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত, পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত, প্রহানতব্য প্রহীন, ভাবিতব্য ভাবিত, সাক্ষাৎতব্য সাক্ষাৎকৃত। তিনি বাঁধা উৎক্ষিপ্ত, অনুসন্ধান-সংকীর্ণ (সংকিণ্ণপরিকেখা), তৃষ্ণাবিমুক্ত, বাঁধামুক্ত, আর্য, অবনত মান, ভারমুক্ত, বিসংযুক্ত, পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীন, ষড়ঙ্গ-সমন্বিত, একমাত্র আশ্রয়দাতা, চারি বিষয়ে ভূষিত, চারি মিথ্যাধারণা দূরীভূতকারী, সর্বপ্রকার স্পৃহা ধ্বংস সাধনকারী, অনাবিল সংকল্পী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন, সুবিমুক্ত প্রাজ্ঞ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম লাভী। তিনি সঞ্চয়ও করেন না, ব্যয়ও করেন না; সঞ্চয় না করেই স্থিত থাকেন। আবার, ত্যাগও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন না, গ্রহণও করেন না; ত্যাগেই স্থিত থাকেন। অন্যদিকে আসক্তও হন না, অনাসক্তও হন না; অনাসক্ত হয়েই স্থিত থাকেন। নিজকেও শোধন করেন না, অপরকেও শোধন করেন না; শোধিত হয়েই স্থিত থাকেন। অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন। অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধে ... অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধে ... অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধে ... অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন। তিনি সত্যকে সত্যরূপে জ্ঞাত হয়ে স্থিত হন। আসক্তিকে অতিক্রম করে স্থিত হন; ক্লেশ অগ্নি ধ্বংস করে স্থিত হন; অপরিগমণে স্থিত হন, করণীয় সমাপ্ত করে স্থিত হন, বিমুক্তি প্রতিসেবন বা অনুশীলন করে স্থিত হন। মৈত্রী পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, করুণা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, মুদিতা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, উপেক্ষা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, অনন্ত পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, স্থির বা অনড় পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, বিমুক্তিতে স্থিত হন, সন্তুষ্টিতে স্থিত হন, স্কন্ধসীমায় স্থিত হন, ধাতুসীমায় স্থিত হন, আয়তনসীমায় স্থিত হন, গতিসীমায় স্থিত হন, উৎপত্তিসীমায় স্থিত হন, প্রতিসন্ধিসীমায় স্থিত হন, ভবসীমায় স্থিত হন, সংসারসীমায় স্থিত হন, সংসার পরিভ্রমণসীমায় স্থিত হন, অন্তিম ভবে স্থিত হন, অন্তিম আশ্রয়ে স্থিত হন এবং অন্তিম দেহধারী অর্হৎ হন।

তস্সাযং পচ্ছিমকো ভৰো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো, নত্থি তস্স পুনব্ভৰোতি॥

অনুবাদ : এটিই তাঁর শেষ জন্ম, অন্তিম দেহ; তাঁর জন্ম-মরণ-সংসার ও পুনর্জন্ম এসব কিছুই নেই।

"পরপার উত্তীর্ণ" (**তিণ্ণো চ পার**ন্তি) বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সেই সমস্ত সংস্কার উপশম, সকল উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। তিনি পারগত, পারপ্রাপ্ত; অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; প্রান্ত ত, প্রান্তপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; লীনগত, লীনপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত; নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ (চিণ্ণচরণো) ... সংসারে জন্ম, মৃত্যু, পুনর্ভব বা পুনর্জন্ম নেই—"পরপার উত্তীর্ণ" (তিণ্ণো চ পারং)।

"অখিল" (**অখিলো**তি) বলতে রাগখিল, দ্বেষখিল, মোহখিল, ক্রোধখিল, বিদ্বেষখিল ... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার খিল। যাঁর সেই খিল প্রহীন, সমুৎচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় অখিল।

"অশঙ্কা" (**অকঙ্খো**তি) বলতে দুঃখকে নিয়ে সন্দেহ, দুঃখসমুদয়কে নিয়ে সন্দেহ, দুঃখনিরোধকে নিয়ে সন্দেহ, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদাকে নিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সন্দেহ, অতীতকে নিয়ে সন্দেহ, ভবিষ্যৎকে নিয়ে সন্দেহ, অতীত-ভবিষ্যৎকে নিয়ে সন্দেহ, কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মের প্রতি সন্দেহ; যা এরূপ সন্দিগ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহ, বিচিকিৎসা, বিমতি, দ্বিধাকরণ, সংশয়, ইতঃস্ততভাব, বিতর্ক, অমীমাংসিত, সংশয়াপন্ন, অস্থিরতা, চিত্তের বিমূঢ়তা তাই শঙ্কা। যাঁর সেই সন্দেহ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ তাঁকে বলা হয় সন্দেহমুক্ত—তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞা,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।
অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি,
তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো”তি॥

২৯. **ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ,**
ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।
সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : এ জগতে যিনি বিদ্বান, বেদজ্ঞ নর তিনি ভবাভবে আসক্তি বর্জন করেন। তিনি বীততৃষ্ণ, দুঃখমুক্ত ও তৃষ্ণামুক্ত হয়েছেন; তাঁকে আমি জন্ম-জরা উত্তীর্ণ বলি।

ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধাতি। “বিদ্বান” (**ৰিদ্বা**তি) বলতে বিদ্যাগত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, মেধাবী। “যেই” (**যো**তি) বলতে যা যেরূপ ... মানুষ। **ৰেদগূ**তি। বেদ বা পরিজ্ঞান বলতে চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টি। (তিনি) সেই পরিজ্ঞান দ্বারা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; পারগত, পারপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; লেণগত, লেণপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত এবং নির্বাণগত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। পরিজ্ঞানে অন্তর্গত বলে বেদজ্ঞ বা পারদর্শী, পরিজ্ঞানের দ্বারা অন্তর্গত বলে পারদর্শী, সপ্ত ধর্মে বিদিত হওয়ায় বেদজ্ঞ বা পারদর্শী। তিনি সৎকায়দৃষ্টি বিদিত হন, বিচিকিৎসা বিদিত হন, শীলব্রত-পরামর্শ বিদিত হন, রাগ (আসক্তি) বিদিত হন, দ্বেষ বিদিত হন, মোহ বিদিত হন ও মান বিদিত হন। (তিনি) অকুশল পাপধর্মসমূহ, সংক্লেশ, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মৃত্যু সম্বন্ধে বিদিত হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ৰেদানি ৰিচেয্য কেৰলানি, [সভিযাতি ভগৰা]
সমণানং যানীধত্থি ব্রাহ্মণানং।
সব্বৰেদনাসু ৰীতরাগো,
সব্বং ৰেদমতিচ্চ ৰেদগূ সো॥

অনুবাদ : (ভগবান সভিয়কে বললেন, হে সভিয়) এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন করে সকল প্রকার বেদনায় বীতরাগ (অনাসক্ত), সেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে বেদগূ (বেদজ্ঞ) বলা হয়ে থাকে।

"মানুষ" (**নরো**তি) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব, পুরুষ, পুদ্গাল, জীব, ব্যক্তি, প্রাণী, লোক ও মনুষ্য।

"এই" (**ইধা**তি) বলতে এই দৃষ্টি দ্বারা ... এই মনুষ্যলোকে—ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ।

ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জাতি। "ভবাভবে" (**ভৰাভৰে**তি) বলতে ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনঃপুন ভবে; পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন আত্মভবে জন্মগ্রহণ।

"আসক্তি" (**সঙ্গা**তি) বলতে সাত প্রকার আসক্তি। যথা : রাগাসক্তি, দ্বেষাসক্তি, মোহাসক্তি, মানাসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি, ক্লেশ আসক্তি এবং দুশ্চরিতাসক্তি।

"বর্জন" (**ৰিসজ্জা**তি) বলতে আসক্তি বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন। অথবা আসক্তি, বন্ধন, শৃঙ্খল, আবদ্ধ, লগ্ন, সংলগ্ন, বাধা ও সংযোগ বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন। যেভাবে সজ্জিত সুসজ্জিত যান, পালকি, রথ, শকট, যুদ্ধরথ নষ্ট ও ধ্বংস করা হয়; ঠিক সেভাবেই সেই আসক্তিসমূহ বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন। অথবা আসক্তি, বন্ধন, শৃঙ্খল, আবদ্ধ, লগ্ন, সংলগ্ন, বাধা ও সংযোগ বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন—ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।

সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। যাঁর সেই তৃষ্ণা প্রহীন সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় বিতৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, তৃষ্ণাহীন, তৃষ্ণাত্যক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, তৃষ্ণাপ্রহীন, তৃষ্ণাপরিত্যাগী, রাগ বা আসক্তিহীন, আসক্তিমুক্ত, আসক্তিপ্রহীন, আসক্তিপরিত্যাগী, মুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত (শান্তভাবপ্রাপ্ত)। তিনি সুখ অনুভবকারী হয়ে নিজেই ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন। এ অর্থে—সো ৰীততণ্হো। "দুঃখ" (**অনীঘো**তি) বলতে রাগ দুঃখ, দ্বেষ দুঃখ, মোহ দুঃখ, ক্রোধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ, হিংসা দুঃখ ... সমস্ত কুশলাভিসংস্কার দুঃখ। যাঁর সেই দুঃখ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ; তাঁকে বলা হয় দুঃখমুক্ত। "নিরাশা" (**নিরাসো**তি) আশা বা আসক্তিকে বলে তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর সেই আশা, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় নিরাশা বা আসক্তিমুক্ত। "জন্ম" (**জাতী**তি) বলতে যা সেই সেই সত্ত্বগণের ... আয়তনসমূহের প্রতিলাভ। "জরা" (**জরা**তি) বলতে যা সেই সেই সত্ত্বগণের ... ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্বতা; ইহাই জরা।

সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। যিনি সেরূপে বীততৃষ্ণ, দুঃখমুক্ত এবং তৃষ্ণামুক্ত; তিনি জন্ম-জরা-মরণ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং বিনাশ করেছেন বলে আমি বলি, ভাষণ করি, দেশনা করি, বর্ণনা করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, ব্যাখ্যা করি, ঘোষণা করি এবং প্রকাশ করি—সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমি। তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ,
ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।
সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[মেত্তগূ মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৫. ধোতক মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৩০. পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা ধোতকো]
ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।
তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান ধোতক বললেন, হে ভগবান, আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি আমাকে বলুন। হে মহর্ষি, আমি আপনার বচনপ্রার্থী। আপনার নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে (আমি যেন) স্বীয় রাগ দ্বেষাদি নির্বাপণের জন্য শিক্ষা করতে পারি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "প্রশ্ন" (**পুচ্ছামী**তি) বলতে প্রশ্ন তিন প্রকার। যথা : অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন, দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন এবং বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন ... ইহা তিন প্রকার প্রশ্ন ... নির্বাণ প্রশ্ন।

পুচ্ছামি তন্তি। তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ বা অনুনয় করছি এবং প্রার্থনা করছি, আমাকে বলুন—পুচ্ছামি তং।

"ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। **ব্রূহি মেতন্তি**। আমাকে বলুন, ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

ইচ্চাযস্মা ধোতকোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... । "আয়ুষ্মান" (আযস্মাতি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরববচন, আদরনীয়বচন এবং সম্মানসূচক বচন। "ধোতক" (**ধোতকো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম, সংজ্ঞা উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি; ব্যবহারিক নাম, আখ্যা, অভিধা, নিরুক্তি (বা সংজ্ঞা প্রকাশক শব্দ), ব্যঞ্জন (কোনো ব্যক্তির নাম জ্ঞাপক করা) ও সম্বোধনসূচক বাক্যকে বলা হয়েছে : ইচ্চাযস্মা ধোতকো।

ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহন্তি। আপনার বচন, কথা, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনতে আমি আকাঙ্ক্ষা করছি, কামনা করছি, ইচ্ছা করছি, অনুরোধ করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ বা অনুনয় করছি এবং অভিলাষ করছি। "মহর্ষি" (**মহেসী**তি) বলতে ভগবান কীরূপে মহর্ষি? (তিনি) মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী এবং পর্যবেক্ষণকারী বলেই মহর্ষি ... মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি—ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।

তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসন্তি। আপনার বচন, কথা, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনে, শ্রবণ করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে বা উপলব্ধি করে—তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং।

সিক্খে নিব্বানমত্তনোতি। 'শিক্ষা' (**সিক্খা**তি) বলতে তিন প্রকার শিক্ষা। যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা ... ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। **নিব্বানমত্তনোতি**। নিজের রাগ নির্বাপণের জন্য, দ্বেষ নির্বাপণের জন্য, মোহ নির্বাপণের জন্য, ক্রোধ নির্বাপণের জন্য, হিংসা নির্বাপণের জন্য, এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের সংযোগ (সমায) প্রহীনের জন্য, উপশমের জন্য, নির্বাপণের জন্য, পরিত্যাগের জন্য এবং উপশান্তের জন্য অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, দর্শন করে (বা কালে) শিক্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, প্রত্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করেন, চিত্ত অধিষ্ঠান বা সংকল্প করে শিক্ষা করেন, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বীর্যকে প্রগ্রহ বা অনুগ্রহ করে শিক্ষা করেন, স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে সমাহিত করে শিক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অবগত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, প্রহানতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করেন, ভাবিতব্য বিষয় ভাবিত করে শিক্ষা করেন, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, গ্রহণ করেন, প্রতিপালন করেন। এ অর্থে—সিক্খে নিব্বানমত্তনো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা ধোতকো]
ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।
তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো"তি॥

৩১. তেনহাতপ্পং করোহি, [ধোতকাতি ভগৰা]
ইধেৰ নিপকো সতো।
ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো॥

অনুবাদ : ভগবান ধোতককে বললেন, হে ধোতক, তাহলে উৎসাহিত হও। ইহলোকে পণ্ডিত, স্মৃতিমান হয়ে এই নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে স্বীয় নির্বাণ ধর্ম শিক্ষা কর।

তেনহাতপ্পং করোহীতি। আগ্রহী হও, উৎসাহিত হও, ঔৎসুকী হও, দৃঢ় বা তেজোদ্দীপ্ত হও, ধৈর্যশীল হও, বীর্যশালী হও; ইচ্ছা উৎপন্ন কর, সঞ্জানন, উপস্থাপন, সমুত্থান, উদ্ভব এবং উদ্ভূত কর। এ অর্থে—তাহলে উৎসাহিত হও (তেনহাতপ্পং করোহি)।

"ধোতক" (**ধোতকা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—ধোতকাতি ভগৰা।

ইধেৰ নিপকো সতোতি। "এই" (**ইধা**তি) বলতে এই দৃষ্টিতে, এই ইচ্ছায়, এই রুচিতে, এই গ্রহণে, এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্ম-বিনয়ে, এই প্রবচনে, এই ব্রহ্মচর্যায়, এই শাস্তা-শাসনে, এই আত্মভবে এবং এই মনুষ্যলোকে। "পণ্ডিত" (**নিপকো**তি) বলতে অভিজ্ঞ, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ এবং মেধাবী। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন ... তাঁকে বলে স্মৃতিমান—ইধেৰ নিপকো সতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসন্তি। আমার এই প্রযুক্ত বচন, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনে, শ্রবণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে—ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং।

সিক্খে নিব্বানমত্তনোতি। "শিক্ষা" (**সিক্খাতি**) বলতে তিন প্রকার শিক্ষা। যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা ... ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। **নিব্বানমত্তনোতি**। নিজের রাগ নির্বাপণের জন্য, দ্বেষ নির্বাপণের জন্য, মোহ নির্বাপণের জন্য, ক্রোধ নির্বাপণের জন্য, হিংসা নির্বাপণের জন্য, এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের সংযোগ (সমায) প্রহীনের জন্য, উপশমের জন্য, নির্বাপণের জন্য, পরিত্যাগের জন্য এবং উপশান্তের জন্য অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, দর্শন করে (বা কালে) শিক্ষা করেন, প্রত্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করেন, চিত্ত অধিষ্ঠান (বা সংকল্প) করে শিক্ষা করেন, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বীর্যকে প্রগ্রহ বা অনুগ্রহ করে শিক্ষা করেন, স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে সমাহিত করে শিক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অবগত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, প্রহানতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করেন, ভাবিতব্য বিষয় ভাবিত করে শিক্ষা করেন, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, গ্রহণ করেন, প্রতিপালন করেন। এ অর্থে—সিক্খে নিব্বানমত্তনো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> "তেনহাতপ্পং করোহি, [ধোতকাতি ভগৰা]
> ইধেৰ নিপকো সতো।
> ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো"তি॥

৩২. পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে, অকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানং।
তং তং নমস্সামি সমন্তচকখু, পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহি॥

অনুবাদ : আমি দেব-মনুষ্যলোকে শূন্য হয়ে বিচরণকারী ব্রাহ্মণকে দেখছি। তজ্জন্য হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার করছি। হে শাক্যমুনি, আমাকে সংশয় হতে মুক্ত করুন।

পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকেতি। "দেবতা" (**দেৰাতি**) বলতে তিন প্রকার দেবতা। যথা : সম্মতি দেবতা, উপপাতিক দেবতা, বিশুদ্ধ দেবতা। সম্মতি দেবতা কারা? রাজা, রাজকুমার ও রাণী। এদেরকে সম্মতি দেবতা বলা হয়। উপপাতিক দেবতা কারা? চতুর্মহারাজিক স্বর্গের দেবতাগণ, তাবতিংস স্বর্গের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবতাগণ, যাম স্বর্গের দেবতাগণ, তুষিত স্বর্গের দেবতাগণ, নির্মাণরতি স্বর্গের দেবতাগণ, পরনির্মিত-বশবর্তী স্বর্গের দেবতাগণ, ব্রহ্মকায়িক দেবতাগণ এবং তৎশ্রেষ্ঠ সকল দেবতা। এদেরকে বলা হয় উপপাতিক দেবতা। বিশুদ্ধ দেবতা কাঁরা? তথাগতের ক্ষীণাস্রব অর্হৎ শ্রাবক ও পচ্চেক বুদ্ধগণকে বিশুদ্ধ দেবতা বলা হয়। এঁদেরকে বিশুদ্ধ দেবতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভগবান বুদ্ধ সম্মতি দেবতা, উপপাতিক দেবতা, বিশুদ্ধ দেবতাদের অতিদেবতা বা শ্রেষ্ঠ দেবতা। তিনি দেবশ্রেষ্ঠ দেব, সিংহশ্রেষ্ঠ সিংহ, নাগশ্রেষ্ঠ নাগ, গণি বা দলপতিশ্রেষ্ঠ দলপতি, মুনিশ্রেষ্ঠ মুনি, রাজাশ্রেষ্ঠ রাজা। **পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে**তি। আমি মনুষ্যলোকে দেবতাকে, দেবশ্রেষ্ঠ দেবতাকে দেখছি, দর্শন করছি, অবলোকন করছি, পর্যবেক্ষণ করছি ও নিরীক্ষণ করছি। এ অর্থে—আমি দেব-মনুষ্যলোকে দেখছি (পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে)।

আকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানন্তি। "শূন্য" (**অকিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগ শূন্য, দ্বেষ শূন্য, মোহ শূন্য, মান শূন্য, মিথ্যাদৃষ্টি শূন্য, ক্লেশ শূন্য, দুশ্চরিত শূন্য। ভগবান বুদ্ধের সংসার-সম্বন্ধীয় আসক্তি প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় আর পুনঃ উৎপত্তি হবে না, তজ্জন্য ভগবান শূন্য। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণো**তি) বলতে ভগবান ছয় প্রকার অকুশল ধর্ম বর্জিত হন বলে ব্রাহ্মণ। সৎকায়দৃষ্টি বর্জিত হন, বিচিকিৎসা বর্জিত হন, শীলব্রত-পরামর্শ বর্জিত হন, রাগ বর্জিত হন, দ্বেষ বর্জিত হন, মোহ বর্জিত হন, মান বর্জিত হন। যাবতীয় অকুশল পাপধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক এবং ভবিষ্যতের জাতি-জরা-মরণ বর্জিত হন।

বাহিত্বা সব্বপাপকানি, [সভিযাতি ভগৰা]
ৰিমলো সাধুসমাহিতো ঠিতত্তো।
সংসারমতিচ্চ কেৰলী সো,
অসিতো তাদি পৰুচ্চতে স ব্রহ্মাতি॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে সভিয়, সমস্ত পাপকর্ম বর্জন করে যিনি সাধু সমাহিত, বিমল, স্থিরচিত্ত; সংসার উত্তীর্ণ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সেই মুক্তপুরুষই ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।

"অবস্থান করে" (**ইরিযমান**ন্তি) বলতে বাস করে, বিহার করে, বিচরণ করে, অভ্যাস করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, জীবন-যাপন করে। এ অর্থে—শূন্য হয়ে বিচরণকারী ব্রাহ্মণকে দেখছি।

তং তং নমস্সামি সমন্তচক্খুতি। "সেই" (**তন্তি**) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। "নমস্কার করছি" (**নমস্সামী**তি) বলতে কায়ের দ্বারা নমস্কার করছি, বাক্যের দ্বারা নমস্কার করছি, চিত্তের দ্বারা নমস্কার করছি, জ্ঞান প্রতিপন্নে নমস্কার করছি, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্নে নমস্কার করছি, সম্মান করছি, গৌরব করছি, ভক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করছি, পূজা করছি। "সামন্তচক্ষু" (**সমন্তচক্খূ**তি) সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে সামন্তচক্ষু বলা হয়। ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা অলংকৃত, ভূষিত, গুণান্বিত, সমুৎপন্ন, প্রতিপন্ন, সুপ্রতিপন্ন ও সমন্বিত।

"ন তস্স অদ্দিট্ঠমিধত্থি[১] কিঞ্চি,
অথো অৰিঞঞাতমজানিতব্বং।
সব্বং অভিঞঞাসি যদত্থি নেয্যং,
তথাগতো তেন সমন্তচক্খূ"তি॥

তং তং নমস্সামি সমন্তচক্খু।

অনুবাদ : এ জগতে তাঁর অদৃষ্ট, অজ্ঞাত এবং অজানিত কিছুই নেই, যা কিছু জানার আছে, সবই তাঁর জ্ঞাত। তজ্জন্য তথাগতকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। এভাবে ভগবান সামন্তচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু। সেই সামন্তচক্ষু ভগবানকে নমস্কার করছি।

পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহীতি। "শাক্য" (**সক্কা**তি) বলতে শাক্য; ভগবান বুদ্ধ শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য। অথবা মহাধন-ঐশ্বর্যে ধনবান বলে শাক্য। সেই ধনসমূহ হলো : শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, লজ্জা-ধন, ভয়-ধন, শ্রুতি-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন, সম্যকপ্রধান-ধন, ঋদ্ধিপাদ-ধন, ইন্দ্রিয়-ধন, বল-ধন, বোধ্যঙ্গ-ধন, মার্গ-ধন, ফল-ধন, নির্বাণ-ধন। এই অনেক প্রকার ধনরত্নের দ্বারা মহাধন-ঐশ্বর্যে ধনবান বলে শাক্য। অথবা, দক্ষ, পারদর্শী, জ্ঞানী, সাহসী, অভীরু, অস্তব্ধীভূত, ত্রাসহীন, অপলায়নপর, ভয়বিহ্বলহীন এবং অলোমহর্ষী বলে শাক্য। সংশয় বা শঙ্কাকে বিচিকিৎসা বলা হয়। দুঃখে শঙ্কা, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা, অতীত সম্বন্ধে শঙ্কা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কা, অতীত-ভীবষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কা, কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে শঙ্কা। যা এরূপ সন্দিগ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহ, বিচিকিৎসা, বিমতি, দ্বিধাকরণ, সংশয়, ইতঃস্ততভাব, বিতর্ক, অমীমাংসিত, সংশয়াপন্ন, অস্থিরতা, চিত্তের বিমূঢ়তা তাই শঙ্কা। "হে শাক্য, আমাকে সংশয়মুক্ত করুন" (**পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহী**তি) বলতে আমাকে সংশয়শল্য হতে মুক্ত, প্রমুক্ত, অপনোদিত, ত্রাণ, উদ্ধার, সমুদ্ধার এবং উন্মোচিত করুন। এ অর্থে—হে শাক্য, আমাকে সংশয়মুক্ত করুন (পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহি)।

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বললেন :

"পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে,
অকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানং।

---

[১] [অদিট্ঠমিধত্থি (স্যা. ক.) মহানি. ১৫৬]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তং তং নমস্সামি সমন্তচকখু,
পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহী’’তি॥

৩৩. নাহং সহিস্সামি পমোচনায,
কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্‌ঠং আজানমানো,
এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসি॥

অনুবাদ : হে ধোতক, এ জগতে যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত করতে পারব না। তুমি শ্রেষ্ঠধর্মকে জ্ঞাত হও, এভাবে এই ওঘ উত্তীর্ণ হবে।

নাহং সহিস্সামি[১] **পমোচনায**াতি। যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত, প্রমুক্ত, উদ্‌ঘাটন বা উন্মুক্ত, অপনোদন, উদ্ধার, সমুদ্ধার এবং উন্মোচিত করতে পারব না। এরূপে আমি মুক্ত করতে পারব না। অথবা অশ্রদ্ধাবান, নিরুৎসাহী, অলস, হীনবীর্য, অকর্মণ্য পুদ্গলকে আমি ধর্মদেশনা প্রদানে ইচ্ছুক নই, আকাঙ্ক্ষী নই, উৎসাহী নই, উৎসুক নই। তাদেরকে দেশনা প্রদান করতে উৎসাহ, আগ্রহ, সংকল্প, ধৈর্য, বীর্য ও ছন্দ উৎপন্ন করি না, উদয় করি না, উৎপাদন করি না, সমুত্থিত করি না। এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না। অথবা, কেউকে মুক্তি দিতে পারি না। বরং তারা যদি মুক্তি লাভের জন্য স্বীয় ধৈর্য, বল, বীর্য, পরাক্রম ও পুরুষ বা পুরুষোচিত ধৈর্য, পুরুষবল, পুরুষবীর্য, পুরুষপরাক্রমের সাথে সম্যক-প্রতিপদা, অনুলোম-প্রতিপদা, সঙ্গত-প্রতিপদা, জ্ঞানত-প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম-প্রতিপদা অনুশীলন করে, তাহলে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে চুন্দ, যে নিজে পঙ্কে নিমজ্জিত, সে পঙ্কে নিমজ্জিত অপরজনকে উদ্ধার করবে—এটা অসম্ভব। যে নিজে অদান্ত, অবিনীত, অমুক্ত ও পরাধীন সে অপরকে দমন, বিনীত, মুক্ত করতে পারবে—এটা অসম্ভব। এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : পাপ করলে লোক নিজেই কষ্ট পায়, আর পাপ না করলে নিজেই শুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি আর অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি। একজন অপরজনকে বিশুদ্ধ করতে পারে না।

এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : ঠিক এরূপেই ব্রাহ্মণ, আমি নির্বাণে অবস্থিত, স্থিত এবং নির্বাণগামী মার্গে সমুপস্থিত, প্রবিষ্ট। অন্যদিকে আমার

[১] [সমীহামি (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রাবকগণ আমার কর্তৃক উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হয়ে কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে নির্বাণে অনুগামী হয়েছেন, কেউ কেউ নয় (বা হতে পারেনি)। ব্রাহ্মণ, এখানে আমি কী করতে পারি? তথাগত মার্গ প্রদর্শনকারী। বুদ্ধ মার্গকে প্রদর্শন করেন মাত্র। নিজকে নিজে মুক্ত করতে হয়। এরূপে আমি কেউকে মুক্ত করতে পারি না।

কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকেতি। সংশয়, দ্বিধা, শঙ্কা, সন্দেহ ও বিচিকিৎসাযুক্ত পুদ্গল। "যে-কেউ" (**কঞ্চী**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্ত, প্রব্রজিত, দেবতা, মানব। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে ... আয়তনলোকে। এ অর্থে—কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।

ধম্মঞ্চ সেট্ঠং আজানমানোতি। অমৃতপদ নির্বাণকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলা হয়। যা সেই সর্বসংস্কার উপশান্ত, সকল আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। "শ্রেষ্ঠ" (**সেট্ঠ**ন্তি) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উত্তম এবং প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধ ধর্মকে জ্ঞাত, অনুভূত, উপলব্ধ, হৃদয়ঙ্গম ও নিরূপণ করা। এ অর্থে—শ্রেষ্ঠধর্ম জ্ঞাত (ধম্মঞ্চ সেট্ঠং আজানমানো)।

এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসীতি। এভাবে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ জয় করবে, পরাজয় করবে, বিজয় করবে, সমতিক্রম করবে এবং অতিক্রম করবে। এ অর্থে—এভাবে তুমি ওঘ জয় করবে (এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসি)।

তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বললেন :

"নাহং সহিস্সামি পমোচনায,
কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্ঠং আজানমানো,
এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসী"তি॥

৩৪. অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো,
ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
যথাহং আকাসোৰ[১] অব্যাপজ্জমানো[২],
ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্যং॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, করুণাপরবশ হয়ে আমাকে বিবেকধর্ম নির্বাণ শিক্ষা দিন। তা জ্ঞাত হয়ে আমি যেন আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন হয়ে এ জগতে

---

১ [আকাসো চ (স্যা.)]
২ [অব্যাপজ্ঝমানো (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শান্ত, অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে পারি।

অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানোতি। হে ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহপূর্বক, অনুকম্পাপূর্বক শিক্ষা দিন। এ অর্থে—অনুসাস ব্রহ্মে। "করুণাপরবশ" (**করুণাযমানো**তি) বলতে করুণাপরবশ, অনুরোধপূর্বক, কৃপা করে, অনুগ্রহপূর্বক, অনুকম্পাপূর্বক। এ অর্থে—হে ব্রাহ্মণ, করুণাপরবশ হয়ে আমাকে শিক্ষা দিন (অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো)।

ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি। অমৃতময় নির্বাণকে বিবেকধর্ম বলা হয়। যা সেই সর্বসংস্কার উপশান্ত, সকল আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। "আমি যা জ্ঞাত হয়ে" (**যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি**) বলতে আমি যা জেনে, জ্ঞাত হয়ে, অনুভব করে, উপলব্ধি করে, হৃদয়ঙ্গম করে, অধিগত করে, নিরূপণ করে এবং সাক্ষাৎ করে। এ অর্থে—আমি যেই বিবেকধর্মকে জ্ঞাত হয়ে (ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং)।

যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানোতি। আকাশ যেমন ক্ষুব্ধ হয় না, কোনো কিছু গ্রহণ করে না, বর্জন করে না, কোথাও সংলগ্ন থাকে না; এবং অক্ষুব্ধ, অগৃহীত, অবর্জিত ও সংলগ্নহীন—এভাবে আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন। আকাশ যেমন লাক্ষা, হলুদ, নীল ও গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় না; এবং অরঞ্জিত, অলিপ্ত, অননুরক্ত, অননুভূত—এভাবে আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন। আকাশ যেমন কুপিত হয় না, অনিষ্ট করে না, আসক্ত হয় না, উৎপীড়ন করে না; ঠিক সেভাবে অকুপিত, অনিষ্টক, অনাসক্ত, অনুৎপীড়ন ও অপ্রতিহত—এভাবে আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন (এৰম্পি আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো)।

ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্যন্তি। "এ জগতে শান্ত" (**ইধেৰ সন্তো**তি) বলতে স্থিরচিত্ত; এই আসনে, উপবেশনে স্থিরচিত্ত; এই পরিষদে, উপবেশনে স্থিরচিত্ত—এ জগতে শান্ত। অথবা এ জগতে শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, উপশমিত ও প্রশমিত। এ অর্থে—এ জগতে শান্ত। "নিশ্রয়" বলতে দুই প্রকার নিশ্রয়। যথা : তৃষ্ণা নিশ্রয় ও মিথ্যাদৃষ্টি নিশ্রয় ... ইহা তৃষ্ণা নিশ্রয় ... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি নিশ্রয়। তৃষ্ণা নিশ্রয় ধ্বংস ও দৃষ্টি নিশ্রয় পরিত্যাগ করতে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন; রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম; কুল, পরিষদ, আবাস, লাভ, যশ, প্রশংসা, সুখ; চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধপথ্যাদি; কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু; কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব, একবোকারভব, চারবোকারভব, পঞ্চবোকারভব; অতীত, অনাগত, বর্তমান; দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত এবং বিজ্ঞাত ধর্মে শান্ত, অনিশ্রিত, অননুরক্ত, অনুপগত, অনিবিষ্ট, বিমুক্ত, মুক্ত, নিষ্ক্রান্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত ও পরিত্যক্ত চেতনা—এভাবে এ জগতে শান্ত। "অবস্থান করে" (**চরেয্যন্তি**) বলতে অবস্থান, বাস, যাপন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতিবাহিত, বিচরণ, দিনাতিপাত, জীবন-যাপন করে। এ অর্থে—এ জগতে শান্ত অনাসক্তভাবে অবস্থান করে।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো, ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো, ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্য"ন্তি॥

৩৫. কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং, [ধোতকাতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, জগতে যে শান্তি তা দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিমূলক নয়। সেই শান্তি তোমাকে প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারবে।

কিত্তযিস্সামি তে সন্তিন্তি। রাগের, দ্বেষের, মোহের, ক্রোধের, বিদ্বেষের ... কপটতার, নির্দয়তার, ঈর্ষার, মাৎসর্যের, মায়ার (ভণ্ডামির), শঠতার, স্বার্থপরতার, উগ্রতার, অহংকারের, অতিমানের, মত্ততার, প্রমাদের, সর্বক্লেশের, সকল দুশ্চরিত্রের, সকল উদ্বেগের, সকল মনঃকষ্টের, সমস্ত সন্তাপের, সকল অকুশল সংস্কারের শান্তি, প্রশান্তি, উপশান্তি, নিবৃত্তি, প্রশমিত বলব, ব্যক্ত করব, ভাষণ করব, দেশনা করব, প্রজ্ঞাপ্ত করব, বর্ণনা করব, ব্যাখ্যা করব, বিশ্লেষণ করব, ঘোষণা করব ও প্রকাশ করব। এ অর্থে—তোমাকে শান্তি প্রকাশ করব (কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং)।

ধোতকাতি ভগৰাতি। "ধোতক" (**ধোতকা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন ... যথার্থ উপধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—ধোতকাতি ভগৰা।

দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহন্তি। "দৃষ্টধর্মে" (**দিট্ঠে ধম্মে**তি) বলতে দৃষ্টধর্মে, জ্ঞাতধর্মে, কথিতধর্মে, ব্যক্তধর্মে, ব্যাখ্যাতধর্মে, বিভাষিতধর্মে; "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা দৃষ্টধর্মে ... বিভাষিতধর্মে ... "যা কিছু উৎপন্নশীল, তা ধ্বংসশীল" এটা দৃষ্টধর্মে ... বিভাষিতধর্মে প্রকাশ করব। এভাবে দৃষ্টধর্মে (প্রকাশ করব)। অথবা দুঃখকে দুঃখদৃষ্টিতে, সমুদয়কে সমুদয়দৃষ্টিতে, নিরোধকে নিরোধদৃষ্টিতে, মার্গকে মার্গদৃষ্টিতে প্রকাশ করব। এভাবে দৃষ্টধর্মে (প্রকাশ করব)। অথবা, সান্দৃষ্টিক-অকালিক-আহ্বানিক-ঔপনায়িক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এভাবে দৃষ্টধর্মে প্রকাশ করব। "জনশ্রুতিমূলক নয়" (**অনীতিহ**ন্তি) বলতে জনশ্রুতিতে নয়, অনুমানে নয় ... আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্ম, তা প্রকাশ করব। এ অর্থে—দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিমূলক নয় (দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে ... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা ধ্বংসশীল" এটা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ... তাকে স্মৃতিমান বলে। "অবস্থান করে" (**চর**ন্তি) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, বিচরণ করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, জীবন-ধারণ করে ও জীবন-যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন্ অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুর্বোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাত ধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "জগতে তৃষ্ণা জয় করে" (**তরে লোকে ৰিসত্তিক**ন্তি) বলতে জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন, জয় করেন, দমন করেন, সমতিক্রম করেন, পরাজিত করেন। এ অর্থে—জগতে তৃষ্ণাকে জয় করেন।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং, [ধোতকাতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥

**৩৬. তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি সন্তিমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥**

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : ধোতক ভগবানকে বললেন, হে শান্ত, উত্তম মহর্ষি, আমি আপনার এই বচনকে অভিনন্দন করছি। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণাকে জয় করে এ জগতে অবস্থান করা সম্ভব।

তঞ্চাহং অভিনন্দামীতি। "এই" (**তন্তি**) বলতে আপনার এই বচন, ব্যাখ্যা, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশকে নন্দন করছি, অভিনন্দন করছি, গ্রহণ করছি, অনুমোদন করছি, সমর্থন করছি, স্বীকার করছি, সম্মান বা মান্য করছি, বরণ করছি ও সমাদর করছি। এ অর্থে—তা অভিনন্দন করছি (তঞ্চাহং অভিনন্দামি)।

মহেসিসন্তিমুত্তমন্তি। "মহর্ষি" (**মহেসী**তি) বলতে কেন ভগবান মহর্ষি? মহা শীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, অন্বেষণকারী এবং গবেষণাকারী বলে মহর্ষি। মহা সমাধিস্কন্ধ ... মহর্ষি ... মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। **সন্তিমুত্তম**ন্তি। অমৃতময় নির্বাণকে বলা হয় শান্তি। যা সেই সকল সংস্কার উপশান্ত, সব আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ। "উত্তম" (**উত্তম**ন্তি) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উত্তম, প্রসিদ্ধ। এ অর্থে—হে শান্ত, উত্তম মহর্ষি (মহেসি সন্তিমুত্তমং)।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে ... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা ধ্বংসশীল" এটা বিদিত ... বিশ্লেষণ করে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ... তাকে স্মৃতিমান বলে। "অবস্থান করে" (**চর**ন্তি) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, বিচরণ করে, অভ্যাস করে ও জীবন-যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সঙ্ঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুর্বোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। “লোকে” (**লোকেতি**) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। “জগতে তৃষ্ণা জয় করে” (**তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি**) বলতে জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে, জয় করে, দমন করে, সমতিক্রম করে, পরাজিত করে। এ অর্থে—জগতে তৃষ্ণাকে জয় করেন।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি সন্তিমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক”’ন্তি॥

৩৭. যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [ধোতকাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে, ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, তুমি ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য সম্বন্ধে যা কিছু জান, তা জগতের বন্ধনরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না।

যং কিঞ্চি সম্পজানাসীতি। যা কিছু জান, উপলব্ধি কর, হৃদয়ঙ্গম কর, অনুভব কর। এ অর্থে—যা কিছু জান (যং কিঞ্চি সম্পজানাসি)। ধোতকাতি ভগৰা। “ধোতক” (**ধোতকাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। “ভগবান” (**ভগৰাতি**) বলতে সগৌরবাদি বচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—ধোতকাতি ভগৰা।

উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝেতি। “ঊর্ধ্ব” (**উদ্ধন্তি**) বলতে অনাগত, “অধ” বলতে অতীত, “মধ্য” বলতে বর্তমান। ঊর্ধ্ব বলতে দেবলোক, অধঃ বলতে অপায়লোক, মধ্য বলতে মনুষ্যলোক। অথবা, ঊর্ধ্ব বলতে কুশলধর্ম, অধঃ বলতে অকুশলধর্ম, মধ্য বলতে অব্যাকৃত ধর্ম। ঊর্ধ্ব বলতে অরূপধাতু, অধঃ বলতে কামধাতু, মধ্য বলতে রূপধাতু। ঊর্ধ্ব বলতে সুখ বেদনা, অধঃ বলতে দুঃখ বেদনা, মধ্য বলতে সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা বেদনা। ঊর্ধ্ব বলতে পদতলের উপরের দিকে। অধঃ বলতে মস্তকের চুলের নীচে, মধ্য বলতে দুইয়ের মধ্যে। এ অর্থে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য (উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে)।

এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকেতি। “বন্ধন” (সঙ্গো) বলতে এই আসক্তি, অনুরাগ বন্ধন, বাধা জ্ঞাত হয়ে, জেনে, অনুভব করে, উপলব্ধি করে, হৃদয়ঙ্গম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, নিরূপণ করে—এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে।

ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হন্তি। “তৃষ্ণা” (**তণ্হাতি**) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। “ভবাভব” (**ভৰাভৰাযাতি**) বলতে ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনঃপুন ভবে, পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন জন্মগ্রহণে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না, জাত কর না (বা জন্ম দিও না), সঞ্জাত কর না, পুনরুৎপাদন কর না, উদ্ভূত কর না। বরং ত্যাগ কর, বিনাশ কর, ধ্বংস কর এবং পুনরুৎপত্তির অযোগ্য কর। এ অর্থে—ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না (ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হন্তি)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [ধোতকাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে, ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হ”ন্তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, “হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।”

[ধোতক মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৬. উপসীব মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৩৮. একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।
আরম্মণং[১] ব্রূহি সমন্তচক্খু,
যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, হে শাক্যমুনি, আমি একাকী সহায়হীন হয়ে মহোঘ অতিক্রম করতে অসমর্থ। হে সর্বদর্শী, যে আরম্মণের সাহায্যে আমি এই ওঘ অতিক্রম করতে পারি তা প্রকাশ করুন।

একো অহং সক্ক মহন্তমোঘন্তি। “এক” (**একোতি**) বলতে আমার দ্বিতীয় পুদগল নেই, আমার দ্বিতীয় ধর্ম নেই; যে পুদগলকে আশ্রয় করে, যে ধর্মকে আশ্রয় করে মহা কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘকে অতিক্রম, উত্তরণ, পার, সমতিক্রম, জয় করতে পারব। **সক্কাতি**। “শাক্য” বলতে ভগবান শাক্যকুল

---

[১] [আরমণং (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে প্রব্রজিত হয়েছেন বলে শাক্য। অথবা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। তাঁর ধনসমূহ হচ্ছে–শ্রদ্ধাধন, শীলধন, (পাপের প্রতি) লজ্জাধন, (পাপের প্রতি) ভয়ধন, শ্রুতিধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন ... নির্বাণধন। এই অপ্রমেয় ধনরত্ন দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। অথবা দক্ষ, ধীমান, হিতকারী, সূর, বীর, বিক্রম, অভীরু, অকম্পিত, অনুত্রাসী, অপলানয়কারী, ভয়-ভৈরবপ্রহীন, লোমহর্ষ বিগত বলে শাক্য—একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং।

ইচ্ছাযস্মা উপসীৰোতি। “এই” (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... “আয়ুষ্মান” (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... “উপসীব” (**উপসীৰো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... সম্বোধনসূচক বাক্য। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা উপসীৰো।

অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুন্তি। “সহায়হীন” (**অনিস্সিতো**তি) বলতে পুদগল বা ধর্মের সহায়হীন হয়ে মহা কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ অতিক্রম করতে, উত্তরণ করতে, পার হতে, সমতিক্রম করতে, জয় করতে অসমর্থ, অনুৎসাহী, অসক্ষম ও অনুপযুক্ত—অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।

আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচক্খূতি। আরম্মণ, আলম্বন, নিশ্রয়, উপনিশ্রয় বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, সুস্পষ্ট, প্রকাশ করুন। “সামন্তচক্ষু” (**সমন্তচক্খূ**তি) সর্বদর্শী বলা হয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে। ভগবান সেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে উপনীত, প্রাপ্ত, উপগত, সমূপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্নাগত।

> ন তস্স অদিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি, অথো অৰিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
> সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং, তথাগতো তেন সমন্তচক্খূতি॥

আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচক্খু।

অনুবাদ : তাঁর অদৃষ্ট, অজ্ঞাত, অজানিত কিছুই নেই। যা কিছু জানার আছে, সবই তাঁর জ্ঞাত। তাই তথাগত সর্বদর্শী। হে সর্বদর্শী আরম্মণ সম্বন্ধে বলুন।

যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যন্তি। “যার সাহায্যে” (**যং নিস্সিতো**তি) বলতে যে পুদ্গল বা ধর্মের সাহায্যে মহা কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘকে তরণ, উত্তরণ, পার, সমতিক্রম, অতিক্রম করতে পারব—যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> “একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
> অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।
> আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচক্খু,
> যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্য”ন্তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।
কামে পহায ৰিরতো কথাহি,
তন্হক্খযং নত্তমহাভিপস্স[1] ॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, অকিঞ্চন দর্শন করে স্মৃতিমান হয়ে "কিছুই নেই"-তে নিশ্রিত হয়ে ওঘ অতিক্রম কর। কাম ত্যাগ করে, সন্দেহ দূর করে দিন-রাত তৃষ্ণাক্ষয়ে মনোযোগ দাও।

আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমাতি। সে ব্রাহ্মণ স্বাভাবিকভাবেই অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভী হয়েও নিশ্রয় জানেন না—"এটাই আমার নিশ্রয়"। ভগবান তার নিকট মুক্তির পথকে নিশ্রয়, উত্তরণরূপে ব্যাখ্যা করেন। (ব্রাহ্মণ) অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে স্মৃতি নিবিষ্ট করেন; আর স্মৃতি ভঙ্গের পর তথায় জাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মকে অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অনিষ্টরূপে, পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপায়াসরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অশরণরূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মরূপে, অসাররূপে, অনিষ্টমূলরূপে, হত্যাকারীরূপে, বিভবরূপে, আস্রবসংযুক্তরূপে, সঙ্খতরূপে, মারামিষরূপে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণরূপে, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মরূপে, সংক্লেশধর্মরূপে, সমুদয়ধর্মরূপে, ধ্বংসরূপে, আস্বাদরূপে, আদীনবরূপে, নিঃসরণরূপে দর্শন করেন, দেখেন, অবলোকন করেন, পর্যবেক্ষণ করেন, নিরূপণ করেন।

"স্মৃতিমান" (**সতিমা**তি) যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি ... সম্যক স্মৃতি—এসবকেই স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিতে যে উপনীত ... সমন্নাগত, তাকেই বলা হয় স্মৃতিমান। এ অর্থে—আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা।

উপসীৰাতি ভগৰাতি। "উপসীব" (**উপসীৰা**তি) ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের মাধ্যমে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (ভগবা) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই ভগবান—উপসীৰাতি ভগৰা।

নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘন্তি। "কিছুই নেই" ইহা অকিঞ্চন আয়তন সমাপত্তি। "কিছুই নেই" ইহা কী কারণে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি? বিজ্ঞানায়তন সমাপত্তিতে স্মৃতি নিবিষ্ট করে তথা হতে উত্থিত হয়ে সেই বিজ্ঞানকেই অভাবিত, ধ্বংস, অন্তর্হিত করে। ফলে কোনো কিছুই আর দর্শন করে না। সেই কারণেই "কিছুই নেই"—এটি অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি। এই সমাপত্তিকে নিশ্রয়,

---

[1] [রত্তমহাভিপস্স (স্যা.) পস্স অভিধানগন্থে অব্যযৰগ্গে]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপনিশ্রয় ও আলম্বন করে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘকে অতিক্রম কর, উত্তরণ কর, পার হও, সমতিক্রম কর, জয় কর। এ অর্থে—নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।

কামে পহায ৰিরতো কথাহীতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... এগুলোকে বলে বস্তুকাম ... এগুলোকে বলে ক্লেশকাম। **কামে পহাযা**তি। বস্তুকামকে জেনে, ক্লেশকামকে ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে, ক্ষয় করে—কামে পহায। **ৰিরতো কথাহী**তি। সন্দেহকে বলা হয় বিচিকিৎসা। দুঃখে শঙ্কা ... চিত্তের অস্থিরতা, মনের বিমূঢ়তা। সেই সন্দেহ হতে বর্জিত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—এরূপে সন্দেহ দূর করে ... অথবা বত্রিশ প্রকার নিরর্থক কথা হতে বর্জিত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন। এরূপে সন্দেহ দূর করে—কামে পহায ৰিরতো কথাহি।

তণ্হক্খযং নত্তমহাভিপস্সাতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। "**নত্তং**"—রাত্রি। "**অহোতি**"—দিন। দিনরাত তৃষ্ণাক্ষয়, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, গতিক্ষয়, উৎপত্তিক্ষয়, প্রতিসন্ধিক্ষয়, ভবক্ষয়, সংসারক্ষয়, বর্ত বা সংসার পরিভ্রমণক্ষয় দর্শন কর, সাক্ষাৎ কর, অবলোকন কর, গবেষণা কর, পর্যবেক্ষণ কর, অনুসন্ধান কর—তণ্হক্খযং নত্তমহাভিপস্স।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।
কামে পহায ৰিরতো কথাহি, তণ্হক্খযং নত্তমহাভিপস্সা"তি॥

৪০. সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোক্খে পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, (অপর সব ত্যাগ করে) অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি কী গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন?

সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগোতি। "সব" (**সব্বেসূ**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন। **কামেসূ**তি **কামা**তি। কাম বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার; যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... ইহাকে বল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় বস্তুকাম ... ইহাকে বলা হয় ক্লেশকাম। সব কামে যিনি বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, পরিত্যক্ত রাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ বর্জিতরাগ; তিনি নিবৃত—সব্বেসু কামেসু যো বীতরাগো।

ইচ্চাযস্মা উপসীৰোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... । "উপসীব" (**উপসীৰো**তি) সেই ব্রাহ্মণের নাম ... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা উপসীৰো।

আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞন্তি। নিম্নস্তরের ছয় সমাপত্তি ত্যাগ, পরিত্যাগ, পরিহার, অতিক্রম, সমতিক্রম, বর্জন করে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে নিশ্রিত, আশ্রিত, উপগত, সমুপগত, সমাগত, অধিমুক্ত—আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।

সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তোতি। সংজ্ঞাবিমোক্ষ বলতে সাত সংজ্ঞাসমাপত্তি। সেই সংজ্ঞা সমাপত্তির মধ্যে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিবিমোক্ষ অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উত্তম, প্রবর ও অধিমুক্তিবিমোক্ষে অধিমুক্ত, তত্রাধিমুক্ত, তদধিমুক্ত, তদনুরূপ, তৎবহুল, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিপ্রত্যয়। এ অর্থে—সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো।

তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযীতি। " **তিট্ঠে নূ**তি" বলতে সংশয়মূলক প্রশ্ন, বিমতিমূলক প্রশ্ন, সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন এবং বহুবিধ প্রশ্ন, "এরূপ কী? নাকি হয়? তাই কী? তাহলে কী?—তিট্ঠে নু। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে অকিঞ্চনায়তনে। **অনানুযাযী**তি। অননুগামী, অবিদ্যমান, গতিহীন, অন্তর্ধান, অপরিহানীয় ... । অথবা অননুরক্ত, অনিকটমান, অস্পষ্টমান ও অক্লিষ্টমান—তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী"তি॥

৪১. সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [উপসীৰাতি ভগৰা]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি গতিহীন হয়ে তথায় অবস্থান করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগোতি। “সব” (**সব্বেসূ**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন। **কামেসূ**তি **কামা**তি। কাম বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... ইহাকে বলে বস্তুকাম ... ইহাকে বলে ক্লেশকাম। সব কামে যিনি বীতরাগ, যিনি বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, পরিত্যক্ত রাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ, বর্জিতরাগ; তিনি নিবৃত—সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো।

উপসীৰাতি ভগৰাতি। “উপসীব” (**উপসীৰা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—উপসীৰাতি ভগৰা।

আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞন্তি। নিম্নস্তরের ছয় সমাপত্তি ত্যাগ, পরিত্যাগ, পরিহার, অতিক্রম, সমতিক্রম, বর্জন করে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে নিশ্রিত, আশ্রিত, উপগত, সমূপগত, সমাগত, অধিমুক্ত—আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।

সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তোতি। সংজ্ঞাবিমোক্ষ বলতে সাত সংজ্ঞা-সমাপত্তি। সেই সংজ্ঞা-সমাপত্তির মধ্যে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিবিমোক্ষ অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উকৃৎষ্ট, উত্তম, প্রবর ও অধিমুক্তি-বিমোক্ষে অধিমুক্ত, তত্রাধিমুক্ত, তদধিমুক্ত, তদনুরূপ, তৎবহুল, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিপ্রত্যয়। এ অর্থে—সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো।

তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযীতি। “অবস্থান করেন” (**তিট্ঠেয্যা**তি) বলতে ষাঁট হাজার কল্প অবস্থান করেন। “তথায়” (**তত্থা**তি) বলতে অকিঞ্চনায়তনে। “গতিহীন” (**অনানুযাযী**তি) বলতে অননুগামী, গতিহীন, অবিগতমান, অ-অন্তর্ধানমান, অক্ষয়মান বা অপরিহানীয়মান। অথবা অননুরক্ত, অদুষ্ট, অমূর্ছিত, অক্লিষ্ট—তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [উপসীৰাতি ভগৰা]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী”তি॥

৪২. তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযী, পূগম্পি ৰস্সানি[১] সমন্তচকখু।
তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্স॥

---

[১] [ৰস্সানং (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : হে সর্বদর্শী, তিনি যদি বহু বছর তথায় গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে কি তিনি সেখানেই শান্ত, বিমুক্ত হন? তাদৃশজনের কি বিজ্ঞান ধ্বংস হয়?

তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযীতি। "অবস্থান করেন" (তিট্ঠেয্য) বলতে ষাঁট হাজার কল্প অবস্থান করেন। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে অকিঞ্চনায়তনে। "গতিহীন" (**অনানুযাযী**তি) বলতে অননুগামী, গতিহীন, অবিগতমান, অ-অন্তর্ধানমান, অক্ষয়মান বা অপরিহানীয়মান। অথবা অননুরক্ত, অদুষ্ট, অমূর্ছিত, অক্লিষ্ট—তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযী।

পূগম্পি ৰস্সানি সমন্তচকখুতি। "বহু বছর" (**পূগম্পি ৰস্সানী**তি) বলতে অনেক বছর, বহু বছর, বহু শত বছর, বহু সহস্র বছর, বহু লক্ষ বছর, বহু কল্প, বহু শত কল্প, বহু সহস্র কল্প, বহু লক্ষ কল্প। " **সমন্তচকখু**তি "—সামন্তচক্ষু বা সর্বদর্শী বলা হয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে ... তাই তথাগত সর্বদর্শী—পূগম্পি ৰস্সানি সমন্তচকখু।

তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্সাতি। তথায় সে শান্তভাবপ্রাপ্ত, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী হয়ে চিরকাল অবস্থান করে। অথবা তার বিজ্ঞান ধ্বংস হয়, উচ্ছিন্ন হয়, নাশ হয়, বিনষ্ট হয়, উৎপন্ন হয় না। কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতুতে পুনর্জন্ম প্রতিসন্ধিক বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অকিঞ্চনায়তন সমাপন্নের শাশ্বত এবং উচ্ছেদ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি? নাকি তথায় অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়? অথবা তার বিজ্ঞান ধ্বংস হয়; কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতুতে পুনঃ প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অকিঞ্চনায়তনে উৎপন্নজনের প্রতিসন্ধি এবং পরিনির্বাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি? "তাদৃশজনের" (**তথাৰিধস্সা**তি) বলতে সেরূপ সত্ত্বের, তাদৃশজনের, সেই প্রকার সত্ত্বের, তৎপ্রকার সত্ত্বের, তদনুরূপ সত্ত্বের, অকিঞ্চনায়তনে উৎপন্নজনের। এ অর্থে—তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্স।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযী, পূগম্পি ৰস্সানি সমন্তচকখু।
তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্সা"তি॥

৪৩. অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।
এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো,
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অগ্নিশিখা যেভাবে নিভে যায়, অস্তিত্বহীন হয়; ঠিক সেভাবেই নাম ও কায়বিমুক্ত মুনি নির্বাপিত হন, অস্তিত্বহীন হন।

অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তাতি। অগ্নিশিখা বলতে জ্বলন্তশিখা। "বায়ু" (**ৰাতা**তি) বলতে পূর্বদিক হতে বাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে বাহিত বাতাস, উত্তর দিক হতে বাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে বাহিত বাতাস, ধুলিযুক্ত বাতাস, ধুলিমুক্ত বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, অল্প বাতাস, প্রবল বাতাস, প্রলয়ঙ্কর বাতাস, পক্ষ বাতাস, সুপর্ণ বাতাস, তালপাতার বাতাস, পাখার বাতাস। "বায়ুবেগে ক্ষিপ্ত" (**ৰাতৰেগেন খিত্তা**তি) বলতে বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, চালিত, রাখা, নীত, প্রাপ্ত। এ অর্থে—অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা।

উপসীৰাতি ভগৰাতি। "উপসীব" (**উপসীৰা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের মাধ্যমে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—উপসীৰাতি ভগৰা।

অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খন্তি। "নির্বাপিত হয়" (**অত্থং পলেতী**তি) বলতে অন্তর্হিত হয়, অন্তর্ধান হয়, অদৃশ্য হয়, নিরুদ্ধ হয়, নিভে যায়, তিরোহিত হয়। "সঙ্খ্যায় উপনীত হয় না" (**ন উপেতি সঙ্খ**ন্তি) বলতে সঙ্খ্যায় উপনীত হয় না, নির্দিষ্টকরণে উপনীত হয় না, গণনায় উপনীত হয় না, প্রজ্ঞপ্তিতে উপনীত হয় না। "পূর্বদিকে গত, পশ্চিম দিকে গত, উত্তর দিকে গত, দক্ষিণ দিকে গত, ঊর্ধ্বে গত, অধেঃ গত, নিম্নে গত, বিপরীত দিকে গত" বলার সেরূপ হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই; যেহেতু তার অস্তিত্ব নেই—অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।

এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তোতি। "এরূপ" (**এৰ**ন্তি) বলতে সাদৃশ, তুলনা নির্ণয়ক বচন। **মুনী**তি। মৌনতা বলতে জ্ঞান ... তিনিই মুনি। **নামকাযা ৰিমুত্তো**তি। সেই মুনি স্বাভাবিকভাবেই পূর্বে রূপকায় বিমুক্ত। তদঙ্গ (পার্থিব বিষয়) অতিক্রমকারী, (যাবতীয় বিষয়) পরিত্যাগ দ্বারা প্রহীন। সেই মুনির ভবান্তে (শেষ জন্মে) আগমন হয়ে চারি আর্যমার্গ প্রতিলব্ধ হয়। চারি আর্যমার্গ প্রতিলাভের দরুন নামকায় ও রূপকায় পরিজ্ঞাত হয়। নামকায় ও রূপকায় পরিজ্ঞাত হবার কারণে নামকায় ও রূপকায় হতে চিরস্থায়ী অনাসক্ত বিমোক্ষ দ্বারা মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হন—এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো।

অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খন্তি। "নির্বাপিত হন" (**অত্থং পলেতী**তি) বলতে অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে নির্বাপিত হন। "সঙ্খ্যায় উপনীত হন না" (**ন উপেতি সঙ্খ**ন্তি) বলতে সঙ্খ্যায় উপনীত হন না, নির্দিষ্টকরণে উপনীত হন না, গণনায় উপনীত হন না, প্রজ্ঞপ্তিতে উপনীত হন না—"ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব, মনুষ্য, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞী"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলার সেরূপ হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই; যেহেতু তার অস্তিত্ব নেই। এ অর্থে—অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।
এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো,
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খ"ন্তি॥

৪৪. অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি,
উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : তিনি অন্তর্ধান হন বা তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ। হে মুনি, আমার নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, কারণ এই ধর্ম আপনার সুবিদিত।

অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থীতি। তিনি অন্তর্ধান হন কিংবা থাকেন না, নিরুদ্ধ হন, উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন—অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি।

উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগোতি। কিংবা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাধর্মী এবং চিরস্থায়ীরূপে স্থিত থাকেন অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ হন—উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।

তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহীতি। "তা" (**তন্তি**) বলতে আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করছি। **মুনী**তি। মৌনতাকে জ্ঞান বলা হয় ... সর্বজাল ছিন্ন করেন, তিনি মুনি হন। **সাধু ৰিযাকরোহী**তি। উত্তমরূপে বর্ণনা করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, উপস্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—হে মুনি, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করুন (তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি)।

তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মোতি। তথা এই ধর্ম সম্যকরূপে আপনার জ্ঞাত, তুলিত বা উপমিত, পরীক্ষিত, বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত—তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি,
উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো’’তি॥

৪৫. অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি, [উপসীৰাতি ভগৰা]
যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু,
সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে উপসীব, যিনি অন্তর্ধান হন; তিনি অসংজ্ঞেয়। তাঁকে বলার মতো কিছুই থাকে না, তার সর্বধর্ম প্রহীন এবং তিনি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থীতি। নির্বাপিতের বা অনুপাদিসেস নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিতের রূপ পরিমাণ নেই বা রূপ অসংজ্ঞেয়, বেদনা অসংজ্ঞেয়, সংজ্ঞা অসংজ্ঞেয়, সংস্কার অসংজ্ঞেয়, বিজ্ঞান অসংজ্ঞেয়; থাকে না, বিদ্যমান থাকে না, জ্ঞাত হয় না, বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশম, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি।

উপসীৰাতি ভগৰাতি **উপসীৰা**তি। “উপসীব” (**উপসীৰা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নাম ধরে সম্বোধন করলেন। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন..পে ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—উপসীৰাতি ভগৰা।

সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসূতি। যেন রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা এবং অনুশয় দ্বারা (বশীভূত হয়ে) তাঁকে এরূপ বলতে পারে—“আপনি উত্তেজিত, দুষ্ট, মূর্খ, আবদ্ধ, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), চঞ্চল (বিক্ষেপগত), অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (অর্হৎ নয়) ও কঠোর স্বভাবের”। তাঁর সেসব অভিসংস্কার প্রহীন হয়। অভিসংস্কার প্রহীন হওয়ায় গতি দ্বারা তাঁকে এরূপ বলতে পারে—“আপনি নৈরয়িক, তির্যক, প্রেত, মনুষ্য, দেব, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী বা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী”। কিন্তু সেই হেতু, প্রত্যয় ও কারণ নেই; যার দরুন তাঁকে (এরূপ) বলতে পারে, বিবৃত করতে পারে, ব্যক্ত করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে, ঘোষণা করতে পারে—যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।

সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসূতি । সব ধর্ম, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, গতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার, ভবচক্র অপসারিত, বিলুপ্ত, উত্তোলিত, অপসৃত, উৎপাটিত, নির্মূলিত, প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে : সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু।

সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বেতি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারসমূহকে বলা হয় বিতর্ক। তার সেই মত বা বিতর্ক, অধিবচন, অধিবচন উপায় (বা রীতি),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরুক্তি, নিরুক্তির উপায়, প্রজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞপ্তি উপায় অপসারিত, বিলুপ্ত, উত্তোলিত, অপসৃত, উৎপাটিত, নির্মূলিত, প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি, [উপসীৰাতি ভগৰা]
যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু,
সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে”তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, “হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।”

[উপসীব মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৭. নন্দমানব প্রশ্ন বর্ণনা

৪৬. সন্তি লোকে মুনযো, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।
ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি,
উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নং[১] ॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, জগতে নানা ধরনের মুনি বিদ্যমান, মানুষেরা এরূপ বলে থাকেন এবং তারা জ্ঞানসম্পন্ন, নানাভাবে জীবন-যাপন করেন। তারা কি সত্যিকারে মুনি?

সন্তি লোকে মুনযোতি। “আছে” (**সন্তী**তি) বলতে আছে, বিদ্যমান থাকে এবং উপলব্ধি হয়। “লোকে” (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে ... আয়তনলোকে। “মুনি” (**মুনযো**তি) বলতে মুনি নামধারী আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল ও তাপস (সন্ন্যাসী)। (দেবগণ জগতে মুনি সম্পর্কে জ্ঞাত হন, কিন্তু তারা মুনি নয়)। জগতে মুনি বিদ্যমান।

ইচ্চাযস্মা নন্দোতি। “এই” (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... । “আয়ুষ্মান” (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... । “নন্দ” (**নন্দো**) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা নন্দো।

জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসূতি। “জন” (**জনা**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য,

---

[১] [জীৰিকেনূপপন্নং (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা এবং মনুষ্য। "বলে" (**ৰদন্তী**তি) বলতে বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে এবং ব্যাখ্যা করে। **তযিদং কথংসূ**তি। সংশয়মূলক প্রশ্ন, বিমতিমূলক প্রশ্ন, সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন এবং বহুবিধ প্রশ্ন, "এরূপ কী? নাকি হয়? তাই কী? তাহলে কী? জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।

ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তীতি। অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান এবং পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞানের দ্বারা উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন এবং সমন্নাগত বলে তাঁকে "মুনি" বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি।

উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নন্তি। অথবা (তারা) বহু প্রকারের অতীব দুষ্কর কার্য সম্পাদনকারী ও কঠোর জীবন ধারণে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন এবং সমন্নাগত বলে মুনি বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন:

"সন্তি লোকে মুনযো, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।
ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি,
উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্ন"ন্তি॥

৪৭. ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন,
মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি।
ৰিসেনিকত্বা[1] অনীঘা নিরাসা,
চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমি॥

অনুবাদ : হে নন্দ, ইহলোকে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং জ্ঞান দ্বারা মুনিকে কুশল বা দক্ষ বলা যায় না। যিনি মারসেনা পরাজয় করেন, দুঃখহীন ও অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করেন, তাঁকে আমি মুনি বলি।

ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেনাতি। "দৃষ্টি দ্বারা নয়" (**ন দিট্ঠিযা**তি) বলতে দৃষ্টিশুদ্ধি দ্বারা নয়। "শ্রুতি দ্বারা নয়" (**ন সুতিযা**তি) বলতে শ্রুতিশুদ্ধি দ্বারা নয়। "জ্ঞান দ্বারা নয়" (**ন ঞাণেনা**তি) বলতে অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা নয়—ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন।

মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তীতি। "দক্ষ" (**কুসলা**তি) বলতে যাঁরা স্কন্ধ সম্বন্ধে দক্ষ, ধাতু সম্বন্ধে দক্ষ, আয়তন সম্বন্ধে দক্ষ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে দক্ষ,

---

[1] [ৰিসেনিংকত্বা (ক.) মহানি. ৬৮]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিপ্রস্থান সম্বন্ধে দক্ষ, সম্যকপ্রধান সম্বন্ধে দক্ষ, ঋদ্ধিপাদ সম্বন্ধে দক্ষ, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দক্ষ, বল সম্বন্ধে দক্ষ, বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধে দক্ষ, মার্গ সম্বন্ধে দক্ষ, ফল সম্বন্ধে দক্ষ, নির্বাণ সম্বন্ধে দক্ষ। দৃষ্টিশুদ্ধি, শ্রুতিশুদ্ধি, অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞানে কিংবা দৃষ্টিতে ও শ্রুতিতে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপাগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন, সমন্নাগতকে মুনি বলা যায় না, ভাষণ করা যায় না, বর্ণনা করা যায় না, প্রকাশ করা যায় না এবং ব্যাখ্যা করা যায় না। এ অর্থে—হে নন্দ, মুনিকে দক্ষ বলা যায় না (মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি)।

ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা, চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমীতি। সেনা বলতে মারসেনা। যথা : কায়দুশ্চরিত মারসেনা, বাকদুশ্চরিত মারসেনা, মনোদুশ্চরিত মারসেনা, রাগ মারসেনা, দ্বেষ মারসেনা, মোহ মারসেনা, ক্রোধ মারসোন, বিদ্বেষ (উপনাহ) মারসেনা, কপটতা মারসেনা, আক্রোশ মারসেনা, ঈর্ষা মারসেনা, মাৎসর্য মারসেনা, মায়া মারসেনা, শঠতা মারসেনা, স্বার্থপরতা মারসেনা, উগ্রতা মারসেনা, মান মারসেনা, অতিমান মারসেনা, মত্ততা (মাতলামী) মারসেনা, প্রমাদ মারসেনা, সকল ক্লেশ মারসেনা, সর্ব দুশ্চরিত বিষয় মারসেনা, সর্ব দুশ্চিন্তা মারসেনা, সর্ব পরিলাহ (দহন) মারসেনা, সর্ব সন্তাপ মারসেনা এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার মারসেনা।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে :

"কামা তে পঠমা সেনা, দুতিযা অরতি ৰুচ্চতি।
ততিযা খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তন্হা পৰুচ্চতি॥
"পঞ্চমং থিনমিদ্ধং তে, ছট্ঠা ভীরূ পৰুচ্চতি।
সত্তমী ৰিচিকিচ্ছা তে, মক্খো থম্ভো তে অট্ঠমো।
লাভো সিলোকো সক্কারো, মিচ্ছালদ্ধো চ যো যসো॥
"যো চত্তানং সমুক্কংসে, পরে চ অৰজানাতি।
এসা নমুচি তে সেনা[১], কন্হস্সাভিপ্পহারিনী।
ন নং অসূরো জিনাতি, জেত্বা চ লভতে সুখ"ন্তি॥

অনুবাদ : "মারের প্রধান সেনা হলো কাম, দ্বিতীয় সেনা আরতি (কুশলকর্মে অনুৎসাহ), ক্ষুধা-পিপাসা তৃতীয় সেনা, চতুর্থ সেনা হলো তৃষ্ণা, পঞ্চম সেনা তন্দ্রালস্য, ভীরুতা ষষ্ঠ সেনা, সপ্তম সেনা হলো বিচিকিৎসা, ভণ্ডামি (প্রবঞ্চনা) ও কপটতা (ম্রক্ষ); অষ্টম সেনা হচ্ছে লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি, মিথ্যালব্ধ যশ এবং যে দানে প্রশংসা করার পর অবজ্ঞা করে। হে মার, এগুলো তোমার যুদ্ধরত সৈন্য। অসুর (মারপক্ষপাতী) এগুলো জয় করতে পারে না। এসব মারসেনা জয় করতে

[১] [এসা তে নমুচি সেনা (স্যা. ক.) সু. নি. ৪৪১]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারলে সুখ লাভ হয়।”

যেহেতু চারি আর্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সকল মারসেনা, অনিষ্টকারী ক্লেশসমূহ জয়, পরাজয়, ভঙ্গ, ধ্বংস, বিনষ্ট করা যায়, সে কারণে বলা হয় ক্লেশমুক্ত। “দুঃখ” (**অনীঘাতি**) বলতে রাগ দুঃখ, দ্বেষ দুঃখ, মোহ দুঃখ, ক্রোধ দুঃখ, উপনাহ দুঃখ ... সমস্ত অকুশলাভিসংস্কার দুঃখ। যাঁর এই দুঃখ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ; তাঁকে বলে দুঃখমুক্ত। **নিরাসাতি** । তৃষ্ণাকে বলে আশা। যা রাগ সরাগা ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁদের এই আশা, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুৎচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁদেরকে বলা হয় অনাসক্ত, অর্হৎ ও ক্ষীণাস্রব।

ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা, চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমীতি। যাঁরা মারসেনা পরাজয় করে দুঃখহীন এবং অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করেন, বাস করেন, বিচরণ করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন ও জীবন-যাপন করেন; তাঁদেরকে আমি মুনি বলি, ভাষণ বলি, ব্যক্ত করি, বর্ণনা বলি, বিশ্লেষণ করি, প্রজ্ঞাপন করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ঘোষণা বলি এবং প্রকাশ বলি—ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা, চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন:

“ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন,
মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি।
ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা,
চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমী”তি॥

৪৮. যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা,
অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানাপ্রকারে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা কি তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করতে পারেন? হে ভগবান, দয়া করে তা প্রকাশ করুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসেতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, শেষমূলক বচন। এ অর্থে—**যে কেচী**তি। "শ্রমণ" (**সমণা**তি) বলতে যারা বুদ্ধশাসনের বাহিরে প্রব্রজ্যায় উপগত ও পরিব্রাজক ধর্মে সমাপন্ন। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যেসব (ব্রাহ্মণ) ভোবাদী—যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে।

ইচ্চাযস্মা নন্দোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... । "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... । "নন্দ" (**নন্দো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা নন্দো।

দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। দৃষ্টির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন ও বর্ণনা করেন—দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। শীলের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন—সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। নানাবিধ যজ্ঞের[১] দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

কচ্চিসু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তাতি। "কী" (**কচ্চিস্সূ**তি) বলতে সংশয়মূলক প্রশ্ন, বিমতিপ্রশ্ন, সন্দেহমুক্ত প্রশ্ন এবং বহুবিধ প্রশ্ন—"এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী?"—কচ্চিস্সু। "সেই" (**তেতি**) দৃষ্টিগতিক। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) ইহা গৌরবধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—কচ্চিস্সু তে ভগৰা। **তত্থ যতা চরন্তা**তি। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে নিজের দৃষ্টিতে, ইচ্ছায়, রুচিতে এবং অভিপ্রায়ে। "সংযত" (**যতা**তি) বলতে সতর্ক, জাগ্রত (**পটিযত্তা**),

---

[১] *পালি-বাংলা অভিধান*-এ মহা উৎসব আয়োজন করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গুপ্ত, গোপিত, রক্ষিত ও সংযমিত। "বিচরণ করে" (**চরন্তাতি**) বলতে বিচরণ করে, অবস্থান করে, বাস করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে এবং জীবন-যাপন করে—কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা।

অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। জন্ম-জরা-মরণ অতিক্রমণ, সমতিক্রমণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করতে পারেন। "প্রভু" (**মারিসাতি**) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, সগৌরব, বিনয়ের অধিবচন—ইহাই প্রভু—অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "তা জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি তন্তি**) বলতে তা আমি জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, প্রার্থনা করছি, নিবেদন করছি আপনি আমাকে বলুন। "ভগবান" (**ভগৰাতি**) বলতে ... যথার্থ উপাধি, যেরূপে ভগবান। "আমাকে বলুন" (**ব্রূহি মেতন্তি**) বলতে বলুন, ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
"কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা,
অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত"ন্তি॥

৪৯. যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি,
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা এবং নানা উপায়ে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করেননি বলে আমি বলি।

যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসেতি। "যেসব" (**যে কেচীতি**) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যে কেচীতি। "শ্রমণ"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(**সমণা**তি) বলতে যারা বুদ্ধশাসনের বাইরে প্রব্রজ্যায় উপগত ও পরিব্রাজক ধর্মে সমন্নাগত। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যেসব (ব্রাহ্মণ) ভোবাদী—যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে। **নন্দাতি ভগৰা**তি। "নন্দ" (**নন্দাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—নন্দাতি ভগৰা।

দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি । দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন। শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি ... দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। শীলের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, প্রকাশ করেন। ব্রত দ্বারা শুদ্ধি ... প্রকাশ করে; শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তীতি। "কিছুই" (**কিঞ্চাপী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যানুক্রম—কিঞ্চাপীতি। "সেই" (**তেতি**) বলতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। "তথায়" (**তত্থাতি**) নিজের দৃষ্টিতে, নিজের ইচ্ছায়, নিজের রুচিতে ও নিজের অভিপ্রায়ে। "সংযত" (**যতা**তি) সতর্ক, জাগ্রত, (**পটিযত্তা**) গুপ্ত, গোপতি, রক্ষিত ও সংযমিত। "বিচরণ করে" (**চরন্তী**) বলতে বিচরণ করে, অবস্থান করে, বাস করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে এবং জীবন-যাপন করে—কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি।

নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। জন্ম-জরা-মরণ অতিক্রম করেননি, উত্তীর্ণ হননি, অতিক্রান্ত করেননি, সমতিক্রান্ত করেননি এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেননি। জন্ম-জরা-মরণ হতে অনিষ্ক্রান্ত, অমুক্ত, অনতিক্রান্ত, অসমতিক্রান্ত ও অবিমুক্ত; বরং জন্ম-জরা-মরণে আবর্তিত, সংসার পরিভ্রমণে আবর্তিত, জন্মের দ্বারা অনুগত, জরায় নিপীড়িত, ব্যাধিতে আক্রান্ত, মরণে আহত (আঘাতপ্রাপ্ত), অত্রাণ, নিরাশ্রয় (অলীন) অশরণ ও অশ্রয়হীন বলে আমি বলি, ভাষণ করি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ণনা করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, ব্যাখ্যা করি ও ঘোষণা করি ও প্রকাশ করি—নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রুমি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন:

"যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি,
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥

৫০. যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে,
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে।
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দৃষ্টি-শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং অন্য অনেক প্রকারে শুদ্ধি লাভ হয় বলেন; হে মুনি, যদি আপনি বলে থাকেন যে, তারা ওঘ উত্তীর্ণ হয়নি। তাহলে প্রভু, দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি, জরা অতিক্রম করেন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি এটা প্রকাশ করুন।

যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসেতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, শেষমূলক বচন। এ অর্থে—যে কেচীতি। "শ্রমণ" (**সমণা**তি) বলতে যারা বুদ্ধশাসনের বাইরে প্রব্রজ্যায় উপগত ও পরিব্রাজক ধর্মে সমাপন্ন। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যে সকল (ব্রাহ্মণ) ভোবাদী—যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে।

ইচ্চাযস্মা নন্দোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... । "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... "নন্দ" (**নন্দো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা নন্দো।

দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং প্রকাশ করেন। শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি ... দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। শীলের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, প্রকাশ করেন। ব্রত দ্বারা শুদ্ধি ... প্রকাশ করেন। শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণেতি। "তারা" (**তে চে**তি) বলতে দৃষ্টিক বা মতবাদী। মৌনতাকে মুনি বলা হয়। যা জ্ঞান ... যিনি আসক্তি-জাল ছিন্ন করেন, তিনিই মুনি। **ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে**তি । কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ ও অবিদ্যা-ওঘ ধ্বংস, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, অতিক্রমণ হয়নি; বরং জাতি-জরা-মরণের আবর্তে, সংসার পরিভ্রমণের আবর্তে এবং জন্মের অনুগতে, জরার নিপীড়নে, ব্যাধির আক্রমণে ও মরণে আহত (আঘাতপ্রাপ্ত), অত্রাণ, নিরাশ্রয় (অলীন) অশরণ ও অশ্রয়হীন। "বলুন" (**ব্রূসী**তি) বলতে বলুন, ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিবৃত করুন, প্রকাশ করুন—তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে।

অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজা, দেব-মনুষ্যের মধ্যে কে জাতি-জরা-মরণকে অতিক্রম, সমতিক্রম, অতিক্রান্ত, পরাভূত ও পরাজিত করেন? "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয়বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচন। এ অর্থে—হে প্রভু, এই দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি জরা-মরণকে অতিক্রম করেন (অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস)?

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "তা জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি) বলতে জিজ্ঞাসা করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি, আবেদন করছি। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। "আমাকে ইহা বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, দেশনা করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিবৃত করুন, বিশ্লেষণ করুন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশ করুন। এ অর্থে—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে,
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে।
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত"ন্তি॥

৫১. নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে[১]।
তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, হে নন্দ, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত আমি এরূপ বলি না। যারা এ জগতে দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানাপ্রকার (শুদ্ধি লাভের উদ্দেশে নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন) পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হয়েছেন; আমি তাঁদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি।

নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, নন্দাতি ভগৰা জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমীতি। হে নন্দ, সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত, আবদ্ধ, রুদ্ধ, আবরিত, আচ্ছাদিত, প্রতিচ্ছন্ন আমি এরূপ বলি না। এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণও রয়েছেন—যাঁদের জাতি জরা মরণ প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায়, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী হয়েছে। আমি এরূপ বলি, ভাষণ করি, দেশনা করি, বর্ণনা করি, ব্যাখ্যা করি, বিবৃত করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, প্রকাশ করি। এ অর্থে—নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে নন্দাতি ভগৰা জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।

---

[১] [অনাসৰা যে (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে সীধ দিট্‌ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বন্তি। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) দৃষ্টিশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করেন। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) শ্রুতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করেন। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) অনুমিত শুদ্ধি, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত শুদ্ধি, শীলশুদ্ধি, ব্রতশুদ্ধি ও শীলব্রত-শুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করেন। এ অর্থে—যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ করে (যে সীধ দিট্‌ঠংৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং)।

অনেকরূপম্পি পহায সব্বন্তি। নানাপ্রকার যজ্ঞ আয়োজনের মাধ্যমে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, পরিমুক্তি লাভের মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করে। এ অর্থে—যারা নানাপ্রকার পরিত্যাগ করে (অনেকরূপম্পি পহায সব্বং)।

তন্হং পরিঞঞায অনাসৰা সে, তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমীতি। "তৃষ্ণা" (**তন্হাতি**) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত" (**তন্হং পরিঞঞাযা**তি) বলতে তৃষ্ণাকে তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। যথা : জ্ঞাত পরিজ্ঞায় বা পরিজ্ঞানে, তীরণ পরিজ্ঞায়, প্রহাণ পরিজ্ঞায়। জ্ঞাত পরিজ্ঞান কী রকম? তৃষ্ণাকে জানে, দর্শন করে। ইহা রূপতৃষ্ণা, ইহা শব্দতৃষ্ণা, ইহা গন্ধতৃষ্ণা, ইহা রসতৃষ্ণা, ইহা স্পর্শতৃষ্ণা এবং ইহা ধর্মতৃষ্ণা—এরূপে জানে, দর্শন করে। ইহা জ্ঞাত পরিজ্ঞান।

তীরণ পরিজ্ঞান কী রকম? এভাবে জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে। অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অনিষ্টরূপে, পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপসর্গরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অশরণরূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মীরূপে, অসাররূপে, অনিষ্টমূলরূপে, হত্যাকারীরূপে, বিভবরূপে, আস্রবরূপে, সঙ্খতরূপে, মারামিষরূপে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণধর্মরূপে, শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌমনস্য-হাহুতাশরূপে, সংক্লেশধর্মরূপে, সমুদয়রূপে, ধ্বংসরূপে, আস্বাদরূপে, আদীনবরূপে এবং নিঃসরণরূপে অতিক্রম করে—ইহা তীরণ পরিজ্ঞান।

প্রহান পরিজ্ঞান কী রকম? এরূপে অতিক্রম করে তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, অপসারণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণায় যে ছন্দরাগ তোমরা তা পরিত্যাগ কর।" এরূপে সেই তৃষ্ণা প্রহীন, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী হয়। ইহা প্রহান পরিজ্ঞান। "তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(**তণ্হং পরিঞ্ঞায়াতি**) বলতে তৃষ্ণাকে এই তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। "অনাস্রব" (**অনাসৰাতি**) বলতে কামাস্রব, ভবাস্রব, মিথ্যাদৃষ্টি আস্রব ও অবিদ্যা আস্রব। এই চার প্রকার আস্রব যাঁদের প্রহীণ, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদনধর্মী–তাঁদেরকে বলা হয় অনাস্রব, ক্ষীণাস্রব অর্হৎ। এ অর্থে—তণ্হং পরিঞ্ঞায় অনাসৰা।

তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমীতি। যিনি তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হন; তিনি কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ এবং সংসার পরিভ্রমণ উত্তীর্ণ হন, মুক্ত হন, (সেসব) পরাজিত করেন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন, জয় করেন বলি, ভাষণ করি, বিবৃত করি, ব্যক্ত করি, বর্ণনা করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যাখ্যা করি, প্রকাশ করি ও ঘোষণা করি। এ অর্থে—তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হওয়া নরকে আমি ওঘ উত্তীর্ণ বলি (তণ্হং পরিঞ্ঞায় অনাসৰাসে তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমী"তি॥

৫২. এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি॥

অনুবাদ : হে মহর্ষি, আমি আপনার বাক্য অভিনন্দন করছি। গৌতম, আপনার কর্তৃক উপধিসমূহ উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এ জগতে যাঁরা দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানাপ্রকার পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হয়েছেন, আমিও তাঁদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি।

এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনোতি। "এই" (**এতন্তি**) বলতে আপনার এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাক্য, ব্যাখ্যা, অনুশাসন, উপদেশ নন্দন করছি, অভিনন্দন করছি, গ্রহণ করছি, অনুমোদন করছি, সমর্থন করছি, স্বীকার করছি, সম্মান করছি, মেনে নিচ্ছি, সমাদর করছি। "মহর্ষি" (**মহেসিনো**তি) বলতে কেন ভগবান মহর্ষি? মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী ও অন্বেষণকারী বলে মহর্ষি ... মহা প্রভাবশালী, মহাসত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। এ অর্থে—হে মহর্ষি, আপনার বাক্য অভিনন্দন করছি (এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো)।

সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকন্তি। "উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে" (**সুকিত্তিত**ন্তি) বলতে উত্তমরূপে প্রকাশ, ভাষণ, দেশনা, ব্যক্ত, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, বিশ্লেষণ ও ঘোষণা করা হয়েছে। **গোতমনূপধীক**ন্তি । ক্লেশ, স্কন্ধ ও অভিসংস্কারকে উপধি বলা হয়। উপধি প্রহীন, উপধি উপশম, উপধি পরিত্যক্ত এবং উপধি প্রশমনই অমৃতময় নির্বাণ। এ অর্থে—সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।

যে সীধ দিট্‌ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বন্তি। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) দৃষ্টিশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) শ্রুতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) অনুমিতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) শীলশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) ব্রতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রহ্মণ (স্বীয়) শীলব্রতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করে। এ অর্থে—যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ করে (যে সীধ দিট্‌ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং)।

অনেকরূপম্পি পহায সব্বন্তি। নানাপ্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি লাভের মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করে। এ অর্থে—যারা নানাপ্রকার পরিত্যাগ করে (অনেকরূপম্পি পহায সব্বং)।

তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে, অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমীতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত" (**তণ্হং পরিঞ্ঞায়া**তি) বলতে তৃষ্ণাকে তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। যথা : জ্ঞাত পরিজ্ঞায় বা পরিজ্ঞানে, তীরণ পরিজ্ঞায়, প্রহাণ পরিজ্ঞায়। জ্ঞাত পরিজ্ঞান কী রকম? তৃষ্ণাকে জানে, দর্শন করে। ইহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রূপতৃষ্ণা, ইহা শব্দতৃষ্ণা, ইহা গন্ধতৃষ্ণা, ইহা রসতৃষ্ণা, ইহা স্পর্শতৃষ্ণা এবং ইহা ধর্মতৃষ্ণা—এরূপে জানে, দর্শন করে। ইহা জ্ঞাত পরিজ্ঞান।

তীরণ পরিজ্ঞান কী রকম? এভাবে জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে। যেমন : অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অনিষ্টরূপে, পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপসর্গরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অশরণরূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মীরূপে, অসাররূপে, অনিষ্টমূলরূপে, হত্যাকারীরূপে, বিভবরূপে, আস্রবরূপে, সজ্খতরূপে, মারামিষরূপে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণধর্মরূপে, শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশরূপে, সংক্লেশধর্মরূপে, সমুদয়রূপে, ধ্বংসরূপে, আস্বাদরূপে, আদীনবরূপে এবং নিঃসরণরূপে অতিক্রম করে—ইহা তীরণ পরিজ্ঞান।

প্রহান পরিজ্ঞান কী রকম? এরূপে অতিক্রম করে তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, অপসারণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণায় যে ছন্দরাগ তোমরা তা পরিত্যাগ কর।" এরূপে সেই তৃষ্ণা প্রহীন, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে জন্য অনুৎপন্নধর্মী। ইহা প্রহান পরিজ্ঞান।

"তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত" (**তণ্হং পরিঞ্ঞাযা**তি) বলতে তৃষ্ণাকে এই তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। "অনাস্রব" (**অনাসৰা**তি) বলতে কামাস্রব, ভবাস্রব, মিথ্যাদৃষ্টি আস্রব ও অবিদ্যা আস্রব। এই চার প্রকার আস্রব যাঁদের প্রহীন, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদনধর্মী—তাঁদেরকে বলা হয় ক্ষীণাস্রব, আস্রবহীন অর্হৎ। তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞানের দ্বারা ধ্বংস সাধনকারী অনাস্রব। **তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে, অহম্পি তে ওঘতিণ্ণা**তি। "বলি" (**ব্রূমী**তি) বলতে যিনি তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাস্রব হন; তিনি কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ এবং সংসার পরিভ্রমণ উত্তীর্ণ হন, মুক্ত হন, (সেসব) পরাজিত করেন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন, জয় করেন বলে আমিও বলি। এ অর্থে—তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে যাঁরা অনাস্রব হয়েছেন, আমিও তাঁদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি (তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে, অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তম্হং পরিঞ্ঞঞ্ঞায অনাসৰাসে।
অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমী’’তি॥
[নন্দ মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৮. হেমক মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৫৩. যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, [ইচ্চাযস্মা হেমকো]
হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি, সব্বং তং ইতিহীতিহং।
সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং, নাহং তত্থ অভিরমিং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান হেমক বললেন, গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হয়েছিল : “পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে”। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে। আমি সেসব অভিনন্দন করি না।

যে মে পুব্বে ৰিযাকংসূতি। যেই বাবরী ব্রাহ্মণ ও তার আচার্য, তারা স্বীয় স্বীয় দৃষ্টি, ইচ্ছা, রুচি, ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাস বা মতবাদ, অভিপ্রায় এবং উপলব্ধি বলেছিল, ভাষণ করেছিল, দেশনা করেছিল, ব্যক্ত করেছিল, বর্ণনা করেছিল, বিবৃত করেছিল, প্রজ্ঞাপ্ত করেছিল, ব্যাখ্যা করেছিল, ঘোষণা করেছিল ও প্রকাশ করেছিল,। এ অর্থে—আমাকে পূর্বে বলেছিল (যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু)।

ইচ্চাযস্মা হেমকোতি। “এই” (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যানুক্রম। এ অর্থে—ইচ্চাতি। “আয়ুষ্মান” (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয়বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচন। “হেমক” (**হেমকো**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন—ইচ্চাযস্মা হেমকো।

হুরং গোতমসাসনাতি। জনশ্রুতিমূলক কথার পরে গৌতমের উপদেশ। তবে গৌতমের উপদেশ, বুদ্ধের উপদেশ, জিনের উপদেশ, তথাগতের উপদেশ, অর্হতের উপদেশই উৎকৃষ্টতর। এ অর্থে—হুরং গোতমসাসনা।

ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতীতি। পূর্বে এরূপই ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবো—ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি।

সব্বং তং ইতিহীতিহন্তি। তা সবই জনশ্রুতিতে, অনুমানে, পরম্পরায়, গ্রন্থের প্রথানুসারে, তর্কহেতুতে, নিয়ম বা ফলহেতুতে, আকার বা প্রতিফলন দ্বারা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা, স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্মে কথিত নয়। এ অর্থে—সবই জনশ্রুতিমূলক (সব্বং তং ইতিহীতিহং)।

সব্বং তং তক্কৰড্ঢনন্তি। সেই সব তর্ক, সংকল্প, কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, অমরা-বিতর্ক (বা উল্টোপাল্টা মতবাদ), পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন প্রতিসংযুক্ত-বির্তক, লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, আমিত্বহীনতা প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক বৃদ্ধি পায়। এ অর্থে—সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে (সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং)।

নাহং তত্থ অভিরমিন্তি। আমি তা অভিনন্দন করি না, অনুমোদন করি না, ধারণ করি না, স্বীকার করি না। এ অর্থে—আমি অভিনন্দন করি না (নাহং তত্থ অভিরমিং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, [ইচ্চাযস্মা হেমকো]
হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি, সব্বং তং ইতিহীতিহং।
সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং, নাহং তত্থ অভিরমি”ন্তি॥

৫৪. তুঞ্চ মে ধম্মমক্খাহি, তণ্হানিগ্ঘাতনং মুনি।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : হে তৃষ্ণাধ্বংসকারী মুনি, আমাকে সেই ধর্ম ভাষণ করুন; যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারি।

তুঞ্চ মে ধম্মমক্খাহীতি। “আপনি” (**তুন্তি**) ভগবানকে সম্বোধন করতে বলা। **ধম্মমক্খাহী**তি। “ধর্ম” (**ধম্মন্তি**) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ। যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যার উপযোগী। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ ও নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব ভাষণ, বিবৃত, দেশনা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপ্ত, বিশ্লেষণ, বিভাজন, ঘোষণা এবং প্রকাশ করুন। এ অর্থে—তুঞ্চ মে ধম্মমক্খাহি। **তণ্হানিগ্ঘাতনং মুনী**তি। “তৃষ্ণা” (**তণ্হাতি**) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। তৃষ্ণা ধ্বংস, প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করাকে অমৃতময় নির্বাণ বলা হয়। **মুনী**তি। মৌনতাকে জ্ঞান বলা হয় ... সর্বজাল ছিন্ন করেন, তিনি মুনি হন—তণ্হানিগ্ঘাতনং মুনি।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত, নিরূপিত, প্রত্যক্ষকৃত, বিভাজিত ও বিশ্লেষণ করে। “সকল সংস্কার দুঃখ” এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে। “সকল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম অনাত্ম” এটা বিদিত ... ও বিশ্লেষণ করে ... “যা কিছু উৎপন্নশীল তাই ধ্বংসশীল” এটা বিদিত, নিরূপিত, প্রত্যক্ষকৃত, বিভাজিত ও বিশ্লেষণ করে। “স্মৃতিমান” (**সতোতি**) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান ... তাকে স্মৃতিমান বলে। “অবস্থান করে” (**চরন্তি**) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, বিচরণ করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে ও জীবন-যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে (যং ৰিদিত্বা সতো চরং)।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। “তৃষ্ণা” (**ৰিসত্তিকাতি**) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুর্বোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতধর্মে আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। “লোকে” (**লোকেতি**) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। **তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি**। জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন, জয় করেন, দমন করেন, সমতিক্রম করেন, পরাজিত করেন। এ অর্থে—তরে লোকে ৰিসত্তিকং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“তুঞ্চ মে ধম্মমকখাহি, তন্হানিগ্ঘাতনং মুনি।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক”ন্তি॥

**৫৫. ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসু, পিযরূপেসু হেমক।
ছন্দরাগৰিনোদনং, নিব্বানপদমচ্চুতং॥**

অনুবাদ : হে হেমক, জগতে দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত বা চিন্তিত প্রিয়রূপসমূহে যে ছন্দরাগ, তা ধ্বংস করলে অচ্যুত নির্বাণপদ লাভ করা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইধ দিট্‌ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসূতি। "দৃষ্ট" (**দিট্‌ঠ**ন্তি) বলতে চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট; "শ্রুত" (**সুত**ন্তি) বলতে শ্রোত্র দ্বারা শ্রুত; "অনুমিত" (**মুত**ন্তি) বলতে ঘ্রাণ দ্বারা ঘ্রাণিত, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত ও কায় দ্বারা স্পর্শিত। "চিন্তিত" (**ৰিঞ্ঞাত**ন্তি) বলতে মন দ্বারা চিন্তিত—ইধ দিট্‌ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসু।

পিযরূপেসু হেমকাতি । জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ কী? জগতে চক্ষু প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, শ্রোত্র ... ঘ্রাণ ... জিহ্বা ... কায় ... মন জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। রূপ জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পর্শ ... ধর্ম জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ । চক্ষুবিজ্ঞান জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ ... শ্রোত্রবিজ্ঞান ... ঘ্রাণবিজ্ঞান ... জিহ্বাবিজ্ঞান ... কায়বিজ্ঞান ... মনোবিজ্ঞান জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। চক্ষুসংস্পশ জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, শ্রোত্রসংস্পর্শ ... ঘ্রাণসংস্পর্শ ... জিহ্বাসংস্পর্শ ... কায়সংস্পর্শ ... মনোসংস্পর্শ জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা ... ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা ... জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা ... কায়সংস্পর্শজ বেদনা ... মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। রূপসংজ্ঞা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, শব্দসংজ্ঞা ... গন্ধসংজ্ঞা ... রসসংজ্ঞা ... স্পর্শসংজ্ঞা ... ধর্মসংজ্ঞা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। রূপসঞ্চেতনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, শব্দসঞ্চেতনা ... গন্ধসঞ্চেতনা ... রসসঞ্চেতনা ... স্পর্শসঞ্চেতনা ... ধর্মসঞ্চেতনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। রূপতৃষ্ণা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, শব্দতৃষ্ণা ... গন্ধতৃষ্ণা ... রসতৃষ্ণা ... স্পর্শতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। রূপবিতর্ক জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, শব্দবিতর্ক ... গন্ধবিতর্ক ... রসবিতর্ক ... স্পর্শবিতর্ক ... ধর্মবিতর্ক জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ। রূপবিচার জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, শব্দবিচার ... গন্ধবিচার ... রসবিচার ... স্পর্শবিচার ... ধর্মবিচার জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ—পিযরূপেসু হেমক।

ছন্দরাগৰিনোদনন্তি। "ছন্দরাগ" (**ছন্দরাগো**তি) বলতে যা কামসমূহে কামছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিদাহ, কামমুর্ছা, কাম আসক্তি, কাম-ওঘ, কামানুরাগ, কাম উপাদান, কামছন্দ নীবরণ। "ছন্দরাগ ধ্বংস" (**ছন্দরাগৰিনোদন**ন্তি) বলতে ছন্দরাগ প্রহীন, ছন্দরাগ উপশম, ছন্দরাগ পরিত্যাগ, ছন্দরাগ বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—ছন্দরাগৰিনোদনং।

নিব্বানপদমচ্চুতন্তি। নির্বাণপদ, ত্রাণপদ, আশ্রয়পদ, শরণপদ, অভয়পদ। "অচ্যুত" (**অচ্চুত**ন্তি) বলতে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী, অচ্যুত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণ—নিব্বানপদমচ্চুতং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“ইধ দিট্‌ঠসুতমুতৰিঞঞাতেসু, পিযরূপেসু হেমক।
ছন্দরাগৰিনোদনং, নিব্বানপদমচ্চুত”ন্তি॥

৫৬. এতদঞঞায যে সতা, দিট্‌ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
উপসন্তা চ তে সদা, তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : এটা জেনে যেসব স্মৃতিমান দৃষ্টধর্মে অভিনিবৃত্ত হন তাঁরা সর্বদা উপশান্ত এবং জগতে (সমস্ত) তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন।

এতদঞঞায যে সতাতি। “এই” (**এতন্তি**) বলতে অমৃত নির্বাণকে বুঝানো হয়েছে। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। “জ্ঞাত হয়ে” (**অঞঞাযা**তি) বলতে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। “সব সংস্কার অনিত্য” এরূপে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। “সব সংস্কার দুঃখ” এরূপে জ্ঞাত হয়ে ... । “সব ধর্ম অনাত্ম” এরূপে জ্ঞাত হয়ে ... “যা কিছু সমুদয়ধর্মী” তা সবই নিরোধধর্মী” এরূপে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। “যে” (**যেতি**) বলতে এখানে অর্হৎ ক্ষীণাস্রব। “স্মৃতিমান” (**সতা**তি) চারি প্রকারে স্মৃতিমান। কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায় ... স্মৃতিমান, চিত্তে ... স্মৃতিমান, ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান ... তাঁদেরকে বলা হয় স্মৃতিমান—এতদঞঞায যে সতা।

দিট্‌ঠধম্মাভিনিব্বুতাতি। “দৃষ্টধর্ম” (**দিট্‌ঠধম্মা**তি) বলতে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিত (বা উপমিত) ধর্ম, বিবেচিত ধর্ম, বিচারিত ধর্ম, উপলব্ধধর্ম। “সব সংস্কার অনিত্য” এরূপে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিবেচিত ধর্ম, বিচারিত ধর্ম, উপলব্ধ ধর্ম ... “যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী” এরূপে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিবেচিত ধর্ম, বিচারিত ধর্ম, উপলব্ধ ধর্ম। “অভিনিবৃত্ত” (**অভিনিব্বুতা**তি) বলতে রাগের নির্বাপণে নিবৃত্ত, দ্বেষের নির্বাপণে নিবৃত্ত, মোহের নির্বাপণে নিবৃত্ত, ক্রোধের ... উপনাহের ... সব অকুশলাভিসংস্কারের উপশান্তে, প্রশমনে, উপশমে, বিনষ্টে, নিবৃত্তে, বিগতে, ধ্বংসে তিনি শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, নিবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত হন—দিট্‌ঠধম্মাভিনিব্বুতা।

উপসন্তা চ তে সদাতি। “উপশান্ত” (**উপসন্তা**তি) বলতে রাগের প্রশমন ও নির্বাপণে উপশান্ত। দ্বেষের ... মোহের ... উপনাহের ... উপশান্ত। আর সকল অকুশল অভিসংস্কারের উপশম, প্রশমন, শান্ত, বিনষ্ট, নিবৃত্ত, বিগত ও ধ্বংসে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপশান্ত। "তাঁরা" (**তেতি**) বলতে এখানে অর্হৎ ক্ষীণাস্রব। "সদা" (**সদাতি**) বলতে সদা, সর্বদা, সর্বকাল, নিত্যকাল, ধ্রুবকাল, নিরন্তর, চিরকাল, নিরবচ্ছিন্নভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে, ভূপৃষ্টে জলতরঙ্গ আছড়ে পড়ার ন্যায় বিরামহীনভাবে, অপরাহ্নে, রাত্রির প্রথম যামে, মধ্যম যামে, অন্তিম যামে, কৃষ্ণপক্ষে, শুক্লপক্ষে, বর্ষায়, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, প্রথম বয়সে, মধ্যম বয়সে, অন্তিম বয়সে—উপসন্তা চ তে সদা।

তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তি বলতে তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকাতি**) বলতে কোন্ অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুর্বোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। "লোকে" (লোকে) বলতে অপায়লোকে ... আয়তনলোকে। **তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিকন্তি**। লোকে বা এ জগতে আসক্তি উত্তীর্ণ হন, পার হন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন ও অতিক্রান্ত হন—তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিকং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"এতদঞঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
উপসন্তা চ তে সদা, তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥

গাথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সহিত এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[হেমক মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৯. তোদেয়্য মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৫৭. যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোকেখা তস্স কীদিসো॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তোদেয়্য বললেন, যিনি কামের বশবর্তী হন না। যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কীদৃশ?

যস্মিং কামা ন ৰসন্তীতি। যাঁর মধ্যে কামসমূহ বাস করে না, সংবাস করে না, আবাস করে না, অবস্থান করে না—যস্মিং কামা ন ৰসন্তি। **ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো**তি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ ... শব্দের পর্যানুক্রম। এ অর্থে—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয়বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচনকে বুঝানো হয়েছে। "তোদেয়্য" (**তোদেয্যো**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন—ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো।

তণ্হা যস্স ন ৰিজ্জতীতি। যাঁর তৃষ্ণা নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না, বরং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—তণ্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।

কথংকথা চ যো তিণ্ণোতি। যিনি সন্দেহ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং সন্দেহ পরিহার ও সমুচ্ছিন্ন করেন—কথংকথা চ যো তিণ্ণো।

ৰিমোক্খো তস্স কীদিসোতি। তাঁর বিমোক্ষ কীদৃশ, কীরূপ, কী প্রকার, কী ধরনের; এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে বিমোক্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি—ৰিমোক্খো তস্স কীদিসো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো]
তণ্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোক্খো তস্স কীদিসো"তি॥

৫৮. যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [তোদেয্যাতি ভগৰা]
তণ্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোক্খো তস্স নাপরো॥

অনুবাদ : যাঁর মধ্যে কামসমূহ অবস্থান করে না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর অপর কোনো বিমোক্ষ নেই।

যস্মিং কামা ন ৰসন্তীতি। "যেই" (**যস্মি**ন্তি) বলতে যেই অর্হৎ ক্ষীণাস্রব পুদ্গালের মধ্যে। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... ইহা বস্তুকাম ... ইহা ক্লেশকাম। **যস্মিং কামা ন ৰসন্তী**তি। যাঁর মধ্যে কামসমূহ বাস করে না, সংবাস করে না, আশ্রিত হয় না, অবস্থান করে না—যস্মিং কামা ন ৰসন্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোদেয্যাতি ভগৰাতি। "তোদেয়্য" (**তোদেয্যাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই ভগবান—তোদেয্যাতি ভগৰা।

তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতীতি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "যাঁর" (**যস্সা**তি) বলতে অর্হৎ ক্ষীণাস্রবের। **তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতী**তি। যাঁর তৃষ্ণা নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।

কথংকথা চ যো তিণ্ণোতি। বিচিকিৎসাকে বলা হয় সন্দেহ। দুঃখে শঙ্কা ... চিত্তের অস্থিরতা, মনের বিমূঢ়তা। "যিনি" (**যোতি**) বলতে যিনি ক্ষীণাস্রব অর্হৎ। **কথংকথা চ যো তিণ্ণো**তি। যিনি সন্দেহ হতে তীর্ণ, উত্তীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, গত—কথংকথা চ যো তিণ্ণো।

ৰিমোক্খো তস্স নাপরোতি। তার অপর বিমোক্ষ নেই। যেই বিমোক্ষ দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত বা মুক্ত হোক না কেন, তিনি বিমুক্ত। তাঁর বিমোক্ষ দ্বারা করণীয় কৃত হয়েছে—ৰিমোক্খো তস্স নাপরো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> "যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [তোদেয্যাতি ভগৰা]
> তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
> কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
> ৰিমোক্খো তস্স নাপরো"তি॥

> **৫৯. নিরাসসো সো উদ আসসানো,**
> **পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।**
> **মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং,**
> **তং মে ৰিযাচিক্খ সমন্তচক্খু॥**

অনুবাদ : তিনি আসক্তিযুক্ত নাকি আসক্তিমুক্ত? তিনি প্রজ্ঞাবান নাকি প্রজ্ঞাকল্পী? হে শাক্যমুনি, হে সর্বদর্শী, আপনি তা ব্যাখ্যা করুন, যাতে আমি মুনি সম্পর্কে জানতে পারি।

নিরাসসো সো উদ আসসানোতি। তিনি আসক্তিমুক্ত; নাকি আসক্তিযুক্ত হয়ে রূপ কামনা করে, শব্দ কামনা করে, গন্ধ ... রস ... স্পর্শ ... কুল ... গণ ... আবাস ... লাভ-সৎকার ... যশ ... প্রশংসা ... সুখ ... চীবর ... পিণ্ডপাত ... শয্যাসন ... ওষুধপ্রত্যয় বা ভৈষজ্য উপকরণাদি ... কামধাতু ... রূপধাতু ... অরূপধাতু ... কামভব ... রূপভব ... অরূপভব ... সংজ্ঞাভব ... অসংজ্ঞাভব ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা ভব ... একস্কন্ধভব ... চারস্কন্ধভব ... পঞ্চস্কন্ধভব ... অতীত ... অনাগত ... বর্তমান ... দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত ধর্ম কামনা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনা করে, আশা করে, জপ করে—নিরাসসো সো উদ আসসানো।

পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পীতি। "তিনি প্রজ্ঞাবান" (**পঞ্ঞাণৰা সোতি**) বলতে তিনি পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, মেধাবী। **উদ পঞ্ঞকপ্পীতি**। নাকি অষ্টসমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন সংগ্রহ করে, উৎপন্ন করে, সঞ্জাত করে, আবির্ভূত করে, পুনঃ উৎপন্ন করে—পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।

মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞন্তি। "শাক্য" (**সক্কাতি**) বলতে ভগবান শাক্য। শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য। অথবা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। তাঁর এ ধনসমূহ বিদ্যমান, যেমন—শ্রদ্ধাধন, শীলধন, (পাপের প্রতি) লজ্জাধন, (পাপের প্রতি) ভয়ধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন, সম্যকপ্রধান-ধন, ঋদ্ধিপাদ-ধন, ইন্দ্রিয়-ধন, বলধন, বোধ্যঙ্গধন, মার্গধন, ফলধন, নির্বাণধন। সেই নানাবিধ ধনরত্ন দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। অথবা দক্ষ, ধীমান, হিতকারী, সূর, বীর, বিক্রম, অভীরু, অকম্পিত, অনুত্রাসী, অপলায়নকারী, ভয়-ভৈরব প্রহীন, লোমহর্ষ বিগত বলে শাক্য। **মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞন্তি**। হে শাক্যমুনি, যাতে আমি মুনি সম্পর্কে জানতে, জ্ঞাত হতে, বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে, উপলব্ধি করতে পারি—মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং।

তং মে ৰিযাচিকখ সমন্তচক্খূতি। "তা" (**তন্তি**) বলতে যা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ করছি, অনুনয় করছি। **ৰিযাচিকখাতি**। ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, প্রকাশ করুন ও ঘোষণা করুন। **সমন্তচক্খূতি**। সর্বদর্শী বলা হয় সর্বজ্ঞ জ্ঞানকে ... তাই তথাগত সর্বদর্শী—তং মে ৰিযাচিকখ সমন্তচক্খু।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"নিরাসসো সো উদ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।
মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং,
তং মে ৰিযাচিকখ সমন্তচক্খূ"তি॥

৬০. নিরাসসো সো ন চ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং॥

অনুবাদ : তিনি আসক্তিমুক্ত, আসক্তিযুক্ত নন। তিনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাকম্পী নন। হে তোদেয়্য, মুনিকে এরূপই জান। তিনি অকিঞ্চন, কামভবে অনাসক্ত।

নিরাসসো সো ন চ আসসানোতি। তিনি অনাসক্ত। তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে রূপে আসক্ত হন না। শব্দ ... গন্ধ ... দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত ধর্মে আসক্ত হন না, (সেসব) ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, কামনা, অভিলাষ করেন না—নিরাসসো সো ন চ আসসানো।

পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পীতি। "প্রজ্ঞাবান" (**পঞ্ঞাণৰা**তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মেধাবী। **ন চ পঞ্ঞকপ্পী**তি। অষ্টসমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন সংগ্রহ করেন না, উৎপন্ন করেন না, সঞ্জাত করেন না, আবির্ভূত করেন না, পুনঃ উৎপন্ন করেন না—পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।

এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজানাতি। **মুনী**তি । মৌনতাকে জ্ঞান বলা হয় ... সর্বজাল ছিন্ন করেন, তিনি মুনি হন। **এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজানা**তি। হে তোদেয়্য, এরূপেই মুনিকে জান, জ্ঞাত হও, উপলব্ধি কর, স্বীকার কর—এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান।

অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি। "শূন্য" (**অকিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগ শূন্য, দ্বেষ শূন্য, মোহ শূন্য, মান শূন্য, মিথ্যাদৃষ্টি শূন্য, ক্লেশ শূন্য, দুশ্চরিত শূন্য। জগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, শান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তাই তাঁকে শূন্য বলা হয়। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দু-প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... ইহাকে বলা হয় বস্তুকাম ... ইহাকে বলা হয় ক্লেশকাম। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে দু-প্রকার ভব। যথা : কর্মভব এবং প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব ... ইহা প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব।

অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি। অকিঞ্চন বা শূন্য ব্যক্তি কাম এবং ভবে অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অসংযুক্ত, অনাবদ্ধ, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।

তাই ভগবান বললেন :

"নিরাসসো সো ন চ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।
এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[তোদেয়্য মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১০. কপ্প মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৬১. মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [ইচ্চাযস্মা কপ্পো]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূহি মারিস।
ত্বঞ্চ মে দীপমক্খাহি, যথাযিদং নাপরং সিযা॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান কপ্প বললেন, সংসারে (জন্ম নিলে) ওঘ, মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে প্রভু, এমন কোনো দ্বীপ আছে কী যে দ্বীপের আশ্রয়ে থাকলে আর কোথাও পুনরাগমন হয় না? তা প্রকাশ করুন।

মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতন্তি। "সরো" বলতে সংসারে আগমন, গমন, গমনাগমন, কাল, গতি; ভবাভবে চ্যুতি, উৎপত্তি, জন্ম, ভেদ, জাতি, জরা, মরণ সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না, শেষ সীমাও জানা যায় না; সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, সংলগ্ন, অভিনিবিষ্ট।

কীভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না? "সংসারাবর্তে এত বার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শতবার জন্মগ্রহণ ... এত হাজারবার জন্মগ্রহণ ... এত লক্ষবার জন্মগ্রহণ ... এত কোটিবার জন্মগ্রহণ ... এত শতকোটিবার জন্মগ্রহণ ... এত সহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ ... এত শতসহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

"সংসারাবর্তে এত বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শত বছর জন্মগ্রহণ ... এত সহস্র বছর জন্মগ্রহণ ... এত শতসহস্র বছর জন্মগ্রহণ ... এত কোটি বছর জন্মগ্রহণ ... এত শতকোটি বছর জন্মগ্রহণ ... এত সহস্রকোটি বছর জন্মগ্রহণ ... এত শতসহস্র কোটি বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

"সংসারাবর্তে এত কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শত কল্প জন্মগ্রহণ ... এত হাজার কল্প জন্মগ্রহণ ... এত লক্ষকল্প জন্মগ্রহণ ... এত কোটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কল্প জন্মগ্রহণ ... এত শতকোটি কল্প জন্মগ্রহণ ... এত সহস্রকোটি কল্প জন্মগ্রহণ ... এত শতসহস্র কোটি কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি” এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, সংসার অনাদি; অবিদ্যা নীবরণ ও তৃষ্ণা সংযোজনযুক্ত সত্ত্বগণের সংসারে অবস্থান্তর, সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। ভিক্ষুগণ, এভাবে তারা দীর্ঘসময় (সংসারে পরিভ্রমণকালে) দুঃখ, তীব্র যন্ত্রণা, কষ্ট ভোগ করে এবং শ্মশান বৃদ্ধি করে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বসংস্কারে নির্বেদপ্রাপ্ত, অননুরক্ত, বিমুক্ত হতে সক্ষম না হয়। এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

কীভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না? “সংবারাবর্তে (তার) এত জন্ম পরিভ্রমণ হবে, তার বেশি হবে না” এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। “সংসার আবর্তে তার এত শত জন্ম, এত হাজার জন্ম, এত লক্ষ জন্ম, এত কোটি জন্ম, এত শত কোটি, এত সহস্রকোটি, এত শত সহস্রকোটি; এত বছর, এত শত বছর, এত সহস্র বছর, এত লক্ষ বছর, এত কোটি বছর, এত শত কোটি বছর, এত সহস্র কোটি বছর, এত শতসহস্র কোটি বছর; এত কল্প, এত শত কল্প, এত সহস্র কল্প, এত লক্ষ কল্প, এত কোটি কল্প, এত শত কোটি কল্প, এত সহস্রকোটি কল্প, এত শতসহস্র কোটি কল্প পরিভ্রমণ করতে হবে, তার বেশি হবে না” এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। তাই সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না; সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, সংলগ্ন, অভিনিবিষ্ট—মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং।

ইচ্ছাযস্মা কপ্পোতি। “ইচ্চা” (**ইচ্চাতি**) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ ... শব্দের পর্যানুক্রম। এ অর্থে—ইচ্চাতি। “আয়ুষ্মান” (**আযস্মাতি**) বলতে প্রিয়বচন ... বচন। “কপ্প” (**কপ্পোতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করলেন—ইচ্চাযস্মা কপ্পো।

ওঘে জাতে মহব্ভযেতি। কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত, আবির্ভাব, পাদুর্ভাব হয়। **মহব্ভযেতি**। জাতি ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়—ওঘে জাতে মহব্ভযে।

জরামচ্চুপরেতানন্তি। জরায় স্পর্শিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। মৃত্যুতে স্পর্শিত, আক্রান্ত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। জন্মে অনুগত, জরায় নিপীড়িত (আক্রান্ত), ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে অভিভূত, ত্রাণহীন, শরণহীন, আশ্রয়হীন, সহায়হীন—জরামচ্চুপরেতানং।

দীপং পব্রূহি মারিসাতি। দ্বীপ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, গতি, গতিপরায়ণ সম্বন্ধে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ঘোষণা করুন, প্রকাশ করুন। "প্রভু" (মারিস) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবের অধিবচন—দীপং পব্রূহি মারিস।

ত্বঞ্চ মে দীপমকখাহীতি। "আপনি" (**ত্বন্তি**) বলতে এখানে ভগবানকে বলা হয়েছে। **দীপমকখাহী**তি। দ্বীপ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, গতি ও পরায়ণ সম্বন্ধে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন—ত্বঞ্চ মে দীপমকখাহি।

যথাযিদং নাপরং সিযাতি। যাবতীয় দুঃখ যাতে এখানে নিরুদ্ধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়। পুনঃ প্রতিসন্ধিযুক্ত দুঃখ যাতে উৎপন্ন না হয়; কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব, একস্কন্ধভব, চারস্কন্ধভব, পঞ্চস্কন্ধভব, পুনঃগতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার, আবর্ত বা সংসারপরিভ্রমণ যাতে উৎপন্ন না হয়, জাত না হয়, আবির্ভূত না হয়, পুনরুৎপত্তি না হয়। এখানেই নিরুদ্ধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয় ও ধ্বংস হয়—যথাযিদং নাপরং সিযা।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [ইচ্চাযস্মা কপ্পো]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূহি মারিস।
ত্বঞ্চ মে দীপমকখাহি, যথাযিদং নাপরং সিযা"তি॥

৬২. মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [কপ্পাতি ভগৰা]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূমি কপ্প তে॥

অনুবাদ : ভগবান কপ্পকে বললেন, হে কপ্প, সংসারের মধ্যে ওঘে মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে কপ্প, এমন দ্বীপ আছে বলি।

মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতন্তি। "সরো" বলতে সংসারে আগমন, গমন, গমনাগমন, কাল, গতি; ভবাভবে চ্যুতি, উৎপত্তি, জন্ম, ভেদ, জাতি, জরা, মরণ সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না, শেষ সীমাও জানা যায় না; সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, সংলগ্ন, অভিনিবিষ্ট।

কীভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না? "সংসারাবর্তে এতবার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শতবার জন্মগ্রহণ ... এত সহস্রবার জন্মগ্রহণ ... এত লক্ষবার জন্মগ্রহণ ... এত কোটিবার জন্মগ্রহণ ... এত শতকোটিবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্মগ্রহণ ... এত সহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ ... এত শতসহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি” এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

“সংসারাবর্তে এত বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি” এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। “সংসারাবর্তে এত শত বছর জন্মগ্রহণ ... এত সহস্র বছর জন্মগ্রহণ ... এত লক্ষ বছর জন্মগ্রহণ ... এত কোটি বছর জন্মগ্রহণ ... এত শতকোটি বছর জন্মগ্রহণ ... এত সহস্র কোটি বছর জন্মগ্রহণ ... এত শতসহস্র কোটি বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি” এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

“সংসারাবর্তে এত কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি” এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। “সংসারাবর্তে এত শত কল্প জন্মগ্রহণ ... এত সহস্র কল্প জন্মগ্রহণ ... এত লক্ষ কল্প জন্মগ্রহণ ... এত কোটি কল্প জন্মগ্রহণ ... এত শতকোটি কল্প জন্মগ্রহণ ... এত সহস্রকোটি কল্প জন্মগ্রহণ ... এত শতসহস্র কোটি কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি” এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, সংসার অনাদি; অবিদ্যা, নীবরণ ও তৃষ্ণা সংযোজনযুক্ত সত্ত্বগণের সংসারে অবস্থান্তর, সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। ভিক্ষুগণ, এভাবে তারা দীর্ঘসময় (সংসারে পরিভ্রমণকালে) দুঃখ, তীব্র যন্ত্রণা, কষ্ট ভোগ করে এবং শ্মশান বৃদ্ধি করে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বসংস্কারে নির্বেদপ্রাপ্ত, অননুরক্ত, বিমুক্ত হতে সক্ষম না হয়। এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

কীভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না? “সংবারাবর্তে (তার) এত জন্ম পরিভ্রমণ হবে, তার বেশি হবে না” এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। “সংসার আবর্তে তার এত শত জন্ম, এত সহস্র জন্ম, এত লক্ষ জন্ম, এত কোটি জন্ম, এত শতকোটি জন্ম, এত সহস্রকোটি জন্ম, এত শতসহস্রকোটি জন্ম; এত বছর, এত শত বছর, এত সহস্র বছর, এত লক্ষ বছর, এত কোটি বছর, এত শতকোটি বছর, এত সহস্রকোটি বছর, এত শতসহস্রকোটি বছর; এত কল্প, এত শত কল্প, এত সহস্র কল্প, এত লক্ষ কল্প, এত কোটি কল্প, এত শতকোটি কল্প, এত সহস্রকোটি কল্প, এত শতসহস্রকোটি কল্প পরিভ্রমণ করতে হবে, তার বেশি হবে না” এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। তাই সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না; সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, অধ্যসিত, অধিমুক্ত—মজ্ঝে সরস্মিং তিট্‌ঠতং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কপ্পাতি ভগৰাতি। "কপ্প" (**কপ্পাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—কপ্পাতি ভগৰা।

ওঘে জাতে মহব্ভযেতি। কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত, আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব হয়। **মহব্ভযে**তি। জাতি ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়—ওঘে জাতে মহব্ভযে।

জরামচ্চুপরেতানন্তি। জরায় স্পর্শিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। মৃত্যুতে স্পর্শিত, আক্রান্ত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। জন্মে অনুগত, জরায় অনুসৃত (আক্রান্ত), ব্যাধিতে নিপীড়িত, মরণে অভিভূত, ত্রাণহীন, শরণহীন, আশ্রয়হীন, সহায়হীন—জরামচ্চুপরেতানং।

দীপং পব্রূমি কপ্প তেতি। দ্বীপ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, গতি, গতিপরায়ণ সম্বন্ধে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন—দীপং পব্রূমি কপ্প তে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [কপ্পাতি ভগৰা]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূমি কপ্প তে"তি॥

৬৩. অকিঞ্চনং অনাদানং, এতং দীপং অনাপরং।
নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি, জরামচ্চুপরিক্খযং॥

অনুবাদ : অকিঞ্চন (বা শূন্য) ও আসক্তিমুক্ত উত্তম দ্বীপ, ওই স্থানে জন্ম-মৃত্যুর নাশ হয়। আমি তাকে নির্বাণ বলি।

অকিঞ্চনং অনাদানন্তি। "আসক্তি" (**কিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগ-আসক্তি, দোষ-আসক্তি, মোহ-আসক্তি, মান-আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি-আসক্তি, ক্লেশ-আসক্তি, দুশ্চরিত-আসক্তি। এসব আসক্তি প্রহীন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসই অমৃতময় নির্বাণ—অকিঞ্চনং। **অনাদান**ন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যে রাগ সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। এই আসক্তি প্রহীন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসই অমৃতময় নির্বাণ—অকিঞ্চনং অনাদানং।

এতং দীপং অনাপরন্তি। এরূপ দ্বীপে আশ্রয়, নিরাপত্তা, সহায়, গতি, অবলম্বন। "উত্তম" (**অনাপর**ন্তি) বলতে তার থেকে অন্য (উত্তম) দ্বীপ নেই। সে দ্বীপই অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রখ্যাত, বিখ্যাত, উত্তম, পরমোৎকৃষ্ট—এতং দীপং অনাপরং।

নিব্বানং ইতি নং ব্রূমীতি। লোভকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই লোভ প্রহীন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসই অমৃতময় নির্বাণ। "ইহা" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যানুক্রম—ইতীতি। "বলি" (**ব্রূমী**তি) বলতে বর্ণনা করি, ব্যাখ্যা করি, প্রজ্ঞাপন করি, উপস্থাপন করি, বিশ্লেষণ করি, বিভাজন করি, ঘোষণা করি ও প্রকাশ করি—নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি।

জরামচ্চুপরিক্খযন্তি। জরা-মরণের প্রহীন, উপশম, প্রত্যাখ্যান, প্রশান্ত, অমৃতময় নির্বাণ—জরামচ্চুপরিক্খযং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"অকিঞ্চনং অনাদানং, এতং দীপং অনাপরং।
নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি, জরামচ্চুপরিক্খয"ন্তি॥

৬৪. এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
ন তে মারবসানুগা, ন তে মারস্স পদ্ধগূ[১]॥

অনুবাদ : ইহা জ্ঞাত হয়ে যাঁরা স্মৃতিমান এবং দৃষ্টধর্মে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, তাঁরা মারের অনুগত ও আদেশবাহী হন না।

এতদঞ্ঞায যে সতাতি। "ইহা" (**এতন্তি**) বলতে অমৃতময় নির্বাণকে বলা হয়েছে। যা সেই সকল সংস্কার প্রশান্ত, সকল উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। **অঞ্ঞাযা**তি। জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, নিরূপণ করে, বিভাজিত করে, ব্যাখ্যা করে ও বিশ্লেষণ করে; "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, নিরূপণ করে, বিভাজিত করে, ব্যাখ্যা করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জ্ঞাত হয়ে, তুলনা ... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" এটা জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, নিরূপণ করে, বিভাজিত করে, ব্যাখ্যা করে ও বিশ্লেষণ করে। যাঁরা (যেতি) বলতে ক্ষীণাস্রব অর্হৎকে বলা হয়েছে। "স্মৃতিমান" (সতাতি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় ... তাকে স্মৃতিমান বলা হয়—এতদঞ্ঞায যে সতা।

দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতাতি। "দৃষ্টধর্ম" (**দিট্ঠধম্মা**তি) বলতে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিশ্লেষিতধর্ম ও ব্যাখ্যাতধর্ম। "নিবৃত্তিপ্রাপ্ত" (**অভিনিব্বুতা**তি) বলতে রাগের নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত্ত, দোষের ... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার শান্ত, প্রশমিত, উপশমিত, নির্বাপিত, নিবৃত্ত ও

[১] [পট্ঠগূ (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় বলে শান্ত, প্রশান্ত, দমিত, নিবৃত্ত এবং ধ্বংস বলা হয়—দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।

ন তে মারৰসানুগাতি। “মার” (**মারোতি**) বলতে সেই মার, পাপ অধিপতি, মৃত্যুরাজ, পাপরাজা, প্রমত্তবন্ধু। **ন তে মারৰসানুগা**তি। তাঁরা মারের বশবর্তী হন না, মারও তাদেরকে বশ করতে পারে না। তাঁরা মার, মারপক্ষ, মারপাশ বা জাল, মার-বড়শি, মারের প্রলোভন, মার-বিষয়, মার-নিবাস, মার-গণ্ডী, মারবন্ধন অতিক্রম করেন, পরাজিত করেন, পদদলিত করেন, পরাভূত করেন এবং মর্দন করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, দিন অতিবাহিত করেন, জীবন-যাপন করেন—ন তে মারৰসানুগা।

ন তে মারস্স পদ্ধগূতি। তাঁরা মারের পরাধীন, দাস ও পরিচারিকা হন না, বরং তাঁরা ভগবান বুদ্ধেরই আদেশে আদেশবাহী, পরিচারিকা হন—ন তে মারস্স পদ্ধগূ।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
ন তে মারৰসানুগা, ন তে মারস্স পদ্ধগূ”তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, “হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।”

[কপ্প মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১১. জতুকন্নী মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৬৫. সুত্বানহং ৰীর অকামকামিং, [ইচ্ছাযস্মা জতুকণ্ণি]
ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।
সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত,
যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান জতুকন্নী বললেন, কামমুক্ত, ওঘোত্তীর্ণ বীরের সম্বন্ধে শ্রবণ করে আমি কামহীন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। হে ভগবান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে আমাকে শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে বলুন।

সুত্বানহং ৰীর অকামকামিন্তি। শুনে, শ্রবণ করে, শিক্ষা করে, গ্রহণ করে ও উপলব্ধি করে। ইনি সেই ভগবান অর্হৎ ... বুদ্ধ ভগবান—সুত্বানহং। “বীর” (**ৰীরা**তি) বলতে ভগবানকে বলে বীর। বীর্যবান বলে বীর, ধীমান বলে বীর, দক্ষ (**ৰিসৰীতি**) বলে বীর, সাহসী (**অকামকামি**ন্তি) বলে বীর, সূর বলে বীর, (তিনি)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বীরত্ব, অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন, সাহসী, ভয়-ভৈরব প্রহীন ও লোমহর্ষহীন বলেই বীর।

ৰিরতো ইধ সব্বপাপকেহি, নিরযদুকখং অতিচ্চ ৰীরিযৰা[১] সো।
সো ৰীরিযৰা পধানৰা, ৰীরো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তাতি॥

অনুবাদ : ইহলোকে যিনি সমস্ত পাপ হতে বিরত, নিরয়দুঃখ অতিক্রান্ত, তিনিই বীর্যবান। সেই বীর্যবান, শ্রেষ্ঠ, গুণীকে (বা গুণবানকে) যথার্থ বীর বলা হয়—সুত্বানহং ৰীর।

অকামকামিন্তি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকম ... এগুলোকে বলে বস্তুকাম ... এগুলোকে বলে ক্লেশকাম। ভগবান বুদ্ধের বস্তুকাম পরিজ্ঞাত এবং ক্লেশকাম প্রহীন। বস্তুকাম পরিজ্ঞাত এবং ক্লেশকাম পহীন হয়ে ভগবান কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না এবং কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না। যারা কাম ইচ্ছা করে, কাম প্রার্থনা করে, কাম অভিলাষ করে এবং কাম আকাঙ্ক্ষা করে তারা কামে অভিভূত, অনুরাগে অভিভূত ও সংজ্ঞায় বা অভিপ্রায়ে অভিভূত। ভগবান কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না এবং কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না। তদ্ধেতু ভগবান কামহীন, নিষ্কাম, কামত্যক্ত, কামবর্জিত, কামমুক্ত, কামপ্রহীন, কাম পরিত্যক্ত এবং বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ, পরিত্যক্তরাগ হয়ে অনাসক্ত, নিবৃত্ত, প্রশান্ত আর স্বয়ং ব্রহ্ম সদৃশ সুখ অনুভবকারী হয়ে অবস্থান করেন—সুত্বানহং ৰীর অমকামকামিং।

ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণীতি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... পদানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, সগৌরব, বিনয়ের অধিবচন—আযস্মাতি। "জতুকন্নী" (**জতুকণ্ণী**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের গোত্র, সংজ্ঞা, নাম, প্রজ্ঞপ্তি, প্রকাশ। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি।

ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমন্তি। "ওঘোত্তীর্ণ" (**ওঘাতিগ**ন্তি) বলতে ওঘোত্তীর্ণ, ওঘ অতিক্রম, সমতিক্রম এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ—ওঘাতিগং। "প্রশ্ন" (**পুট্ঠু**) বলতে প্রশ্ন করতে, জিজ্ঞাসা করতে, যাচঞা করতে, অনুনয় করতে এবং নিবেদন করতে। "কামমুক্ত" (**অকামমাগম**ন্তি) বলতে কামহীন, নিষ্কাম, কামত্যক্ত, কামবর্জিত, কামমুক্ত, কামপ্রহীন, কামপরিত্যক্ত এবং বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ ও পরিত্যক্তরাগ। এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আগত হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, উপনীত হয়েছি এবং আপনার

[১] [ৰিরিযৰা (স্যা.) সু. নি. ৫৩৬]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্মুখে সমাগত হয়েছি—ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।

সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্তাতি। “শান্তি” (**সন্তী**তি) বলতে এক প্রকার শান্তি হচ্ছে শান্তিপদ, তা হলো অমৃত নির্বাণ। যা সেই সমস্ত সংস্কার উপশম, সকল উপাধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “ইহা শান্তপদ, ইহা শ্রেষ্ঠপদ, ইহাই সর্বসংস্কার উপশম, সকল উপাধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ।” অতঃপর শান্তি অধিগমের জন্য, শান্তি লাভের জন্য ও শান্তি সাক্ষাৎকরণের জন্য যে বহু প্রকারে ধর্ম সংবর্তিত হয়, যেমন—চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; ইহাকে বলা হয় শান্তিপদ। এই শান্তিপদ, ত্রাণপদ, আশ্রয়পদ, শরণপদ, অভয়পদ, অচ্যুতপদ, অমৃতপদ এবং নির্বাণপদ সম্বন্ধে আপনি বলুন, ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন। “"**সহজনেত্তা**তি” বলতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে বলে। বোধিবৃক্ষমূলে এক অভূতপূর্ব ক্ষণে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধচক্ষু এবং জিনভাব বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল। তদ্ধেতু বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানী। এ অর্থে—সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত।

যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। অমৃত, নির্বাণ ... নিরোধ নির্বাণকে বলা হয় বিশুদ্ধ। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। “আমাকে বলুন” (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে আমাকে বলুন, ভাষণ করুন ... প্রকাশ করুন। এ অর্থে—বিশুদ্ধ, অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে আমাকে বলুন (যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“সুত্বানহং ৰীর অকামকামিং, [ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি]
ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।
সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত,
যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেত’’ন্তি॥

৬৬. ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি,
আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।
পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞা,
আচিক্খ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং॥

অনুবাদ : তেজবান সূর্য যেরূপ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত বা আলোকিত করে, সেরূপ ভগবানও কামসমূহ পরাজয় করে অবস্থান করেন। হে মহাজ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ইহলোকে জন্ম-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জরা উপশম করতে পারি।

ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতীতি। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... এগুলোকে বস্তুকাম ... এগুলোকে ক্লেশকাম বলে। ভগবান বস্তুকাম জ্ঞাত হয়ে ক্লেশকাম ত্যাগ করে (কামসমূহ) পরাজিত করে, পরাভূত করে, দমন করে ও ধ্বংস করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, যাপন করেন এবং জীবনযাপন করেন—ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি।

আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসাতি। সূর্যকে বলা হয় আদিত্য। জগৎকে বলে পৃথিবী। যেমন তেজস্বী সূর্য তেজের দ্বারা সমন্নাগত হয়ে পৃথিবীকে অভিভূত করে, অধিকার করে, জয় করে, বশীভূত করে, উত্তপ্ত করে এবং সমস্ত তমাচ্ছন্ন অপসারিত করে অন্ধকার বিদূরিত করে আলো ছড়িয়ে আকাশে, অন্তরীক্ষে এবং গগনপথে গমন করে; ঠিক তেমনিভাবে জ্ঞানতেজী ভগবানও জ্ঞান তেজের দ্বারা সমন্বিত হয়ে সমস্ত অভিসংস্কার ... ক্লেশ অন্ধকার, অবিদ্যা অন্ধকার বিদূরিত করে জ্ঞানালো ছড়িয়ে বস্তুকাম পরিজ্ঞাত হয়ে ও ক্লেশকাম প্রহীন করে, পরাজিত করে, জয় করে, দমন করে, পরাভূত করে এবং ধ্বংস করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন এবং জীবনযাপন করেন—আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।

পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞোতি। আমি অল্পজ্ঞানী, জ্ঞানহীন, ক্ষুদ্রজ্ঞানী ও তুচ্ছ বা অল্প জ্ঞানী। (আর) আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, পুথুপ্রাজ্ঞ, হাসপ্রাজ্ঞ, জবনপ্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ও নির্বেদিকপ্রাজ্ঞ বা প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন। পৃথিবীকে বলে ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সমান বিপুল, বিস্তৃত বা মহাপ্রজ্ঞায় সমন্নাগত—পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞো।

আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি। "ধর্ম" (**ধম্মন্তি**) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা প্রতিপালনের উপযোগী; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান ... নির্বাণ এবং নির্বাণগামিনী প্রতিপদ সম্বন্ধে ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। **যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি**। আমি যেন জ্ঞাত হতে পারি, জানতে পারি, অনুভব করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, লাভ করতে পারি, ধারণ করতে পারি এবং সাক্ষাৎ করতে পারি। এ অর্থে—আমাকে উপদেশ দিন আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হতে পারি" (আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানন্তি। ইহলোকে জন্ম-জরা-মরণের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, অমৃত নির্বাণ। এ অর্থে–জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন:

"ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি,
আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।
পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞো,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান"ন্তি॥

৬৭. কামেসু ৰিনয গেধং, [জতুকণ্ণীতি ভগৰা]
নেকখম্মং দটঠু খেমতো।
উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা, মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে জতুকন্নী, কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর, নৈষ্ক্রম্যকে শরণরূপে দর্শন কর, যাতে তোমার গ্রহণ কিংবা বর্জন (লোভ-দ্বেষ-মোহ) কিছুই না থাকে।

কামেসু ৰিনয গেধন্তি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম ... এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয় ... এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। "লোভ" (**গেধ**) তৃষ্ণাকে বলে লোভ। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। **কামেসু ৰিনয গেধন্তি**। কামাসক্তি দমন কর, ক্ষয় কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর—"কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর" (**কামেসু ৰিনয গেধং**)। "জাতুকন্নী" (**জতুকণ্ণী**তি) বলতে ভগবানের সেই গোত্র ব্রাহ্মণকে এ গোত্র দ্বারা সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—জতুকণ্ণীতি ভগৰা।

নেকখম্মং দটঠু খেমতোতি। "নৈষ্ক্রম্য" (**নেকখম্ম**ন্তি) বলতে সম্যক প্রতিপদ, অনুলোম প্রতিপদ, অপ্রতিকূল প্রতিপদ, জ্ঞানত প্রতিপদ (অন্বত্থপটিপদং) ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ, শীলসমূহ পরিপূর্ণকরণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগ্রতভাব, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামী প্রতিপদ; এসব প্রতিপদাকে নিরাপদরূপে, ত্রাণরূপে, আশ্রয়রূপে, শরণরূপে, রক্ষারূপে, অভয়রূপে, অচ্যুতরূপে, অমৃতরূপে এবং নির্বাণরূপে দর্শন করে, উপলব্ধি করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং বিশ্লেষণ করে—নেকখম্মং দটঠু খেমতো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উগ্গহিতং নিরত্তং ৰাতি। “গৃহীত” (**উগ্গহিতন্তি**) বলতে তৃষ্ণা এবং দৃষ্টিবশে গৃহীত, সংস্পৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত (অজ্ঝোসিত) অধিমুক্ত। “বর্জন করা” (**নিরত্তং ৰা**তি) বলতে ত্যক্ত করা উচিত, পরিত্যাগ করা উচিত, অপনোদন করা উচিত, অপসারণ করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা উচিত, উৎপত্তির অযোগ্য করা উচিত—উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা।

মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনন্তি। “আসক্তি” (**কিঞ্চনন্**তি) বলতে রাগ-আসক্তি, দোষ-আসক্তি, মোহ-আসক্তি, মান-আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি-আসক্তি, ক্লেশ-আসক্তি, দুশ্চরিত্র-আসক্তি। এসব আসক্তি তোমার নয়, তোমার বিদ্যমান নেই, অনুভূত হয় না; সেসব ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“কামেসু ৰিনয গেধং, [জতুকণ্ণীতি ভগৰা]
নেকখম্মং দট্ঠু খেমতো।
উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা, মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চন”ন্তি॥

৬৮. যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসি॥

অনুবাদ : যা অতীত তা পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। বর্তমান সংস্কারকে গ্রহণ বা আসক্তি না করে উপশান্ত হয়ে অবস্থান কর।

যং পুব্বে তং ৰিসোসেহীতি। অতীত সংস্কার অবলম্বনে যেসব ক্লেশ উৎপন্ন হয়েছিল সেগুলো ধ্বংস কর, দমন কর, নির্মূল কর, পরিহার কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর, বিদূরীত কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—এভাবে যা অতীত তা পরিত্যাগ কর (এৰম্পি যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি)। অথবা অতীতে যে-সমস্ত বিপাকহীন কর্মাভিসংস্কার, সেই কর্মাভিসংস্কার ধ্বংস কর, দমন কর, নির্মূল কর, পরিহার কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর, বিদূরীত কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—এৰম্পি যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি।

পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনন্তি। ভবিষ্যৎ বলতে অনাগত সংস্কার অবলম্বনে যে রাগ-আসক্তি, দ্বেষ-আসক্তি, মোহ-আসক্তি, মান-আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি-আসক্তি, ক্লেশ-আসক্তি, দুশ্চরিত-আসক্তি। এসব আসক্তি তোমার নেই, ছিল না, জানা নেই, জ্ঞাত নয়, উপলব্ধি হয়নি; সেসব ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, বিদূরীত কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।

মজ্ঝে চে নো গহেস্সসীতি। বর্তমান বলতে প্রত্যুৎপন্ন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। প্রত্যুৎপন্ন সংস্কারসমূহ তৃষ্ণাবশে ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে গ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করবে না, আসক্তি করবে না, ধারণ করবে না, ইচ্ছা করবে না, অভিনন্দন করবে না এবং আকাঙ্ক্ষা করবে না। এই অভিনন্দন, অভিলাষ, প্রত্যাশা, ধারণ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করবে, পরিত্যাগ করবে, বিদূরীত করবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করবে—মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি।

উপসন্তো চরিস্সসীতি। রাগ বা আসক্তির উপশম হলে উপশান্ত হয়ে অবস্থান করবে, দ্বেষের ... সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের শান্ত, প্রশান্ত, উপশান্ত, উপশমিত, প্রশমিত, নিবৃত্ত, মুক্ত এবং বিমুক্ত হলে শান্ত, প্রশান্ত, উপশান্ত, নিবৃত্ত ও বিমুক্ত হয়ে বিচরণ করবে, অবস্থান করবে, বাস করবে, চলা-ফেরা করবে, দিনাতিপাত করবে, অতিবাহিত করবে এবং জীবনযাপন করবে—উপসন্তো চরিস্সসি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসী"তি॥

৬৯. সব্বসো নামরূপস্মিং, ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।
আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি, যেহি মচ্চুৰসং ৰজে॥

অনুবাদ : সমস্ত নাম-রূপের প্রতি বীততৃষ্ণাকারী হচ্ছে ব্রাহ্মণ। অর্হতের আস্রব নেই, যা দ্বারা মৃত্যুর অধীন হয়।

সব্বসো নামরূপস্মিং ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণাতি। "সমস্ত" (**সব্বসোতি**) বলতে সব, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, অশেষ, নিঃশেষ ও পরিশেষমূলক বচন। "নাম" (**নামন্তি**) বলতে চার প্রকার অরূপস্কন্ধ। "রূপ" (**রূপন্তি**) বলতে চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। **সব্বসো নামরূপস্মিং ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণাতি**। সমস্ত নামরূপের প্রতি বীততৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, ত্যক্ততৃষ্ণ, পরিত্যক্ততৃষ্ণ, মুক্ততৃষ্ণ, প্রহীনতৃষ্ণ, বর্জিততৃষ্ণ এবং বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, পরিত্যক্তরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ ও বর্জিতরাগের বা রাগ ধ্বংসকারীর। এ অর্থে—সব্বসো নামরূপস্মিং ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।

আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তীতি। "আস্রব" (**আসৰাতি**) বলতে চার প্রকার আস্রব। যথা : কাম-আস্রব, ভব-আস্রব, দৃষ্টি-আস্রব ও অবিদ্যাস্রব। " **অস্সাতি** " বলতে অর্হৎ ক্ষীণাস্রবের। "বিদ্যমান নেই" (**ন ৰিজ্জন্তীতি**) বলতে এই আস্রবসমূহ তাঁর নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, এমনকি উপলব্ধিও হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে—অর্হতের আস্রব নেই (আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেহি মচ্চুৰসং ৰজেতি। যেসব আস্রব দ্বারা মৃত্যুর অধীন হতে হয়, মরণের কবলে পড়তে হয় এবং মারের পক্ষপাতি হতে হয়; সেই আস্রবসমূহ তাঁর নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, এমন কি উপলব্ধিও হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—যেহি মচ্চুৰসং ৰজে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''সব্বসো নামরূপস্মিং, ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।
> আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি, যেহি মচ্চুৰসং ৰজে''তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলোাম।"

[জতুকন্নী মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১২. ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন বর্ণনা

> **৭০. ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং, [ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো]**
> **নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং।**
> **কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং,**
> **সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি[১] ইতো॥**

অনুবাদ : আসক্তিজয়ী, তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণামুক্ত, নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ, বিমুক্ত, কল্পজয়ী সুমেধকে প্রার্থনা করছি। নাগের এই বচন শ্রবণ করে এখান হতে প্রস্থান করব।

ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজন্তি। "আসক্তিহীন" (**ওকঞ্জহ**ন্তি) বলতে রূপধাতুর প্রতি যে ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং চিত্তের আসক্তি, উপাদান, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও অনুশয়—ভগবান বুদ্ধের সেসব প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। বেদনাধাতুর প্রতি ... তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। সংজ্ঞাধাতুর প্রতি ... তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। সংস্কারধাতুর ... তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। বিজ্ঞানধাতুর প্রতি যে ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং চিত্তের আসক্তি, উপাদান, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও অনুশয়—ভগবান বুদ্ধের সেসব প্রহীন,

---

[১] [অপগমিস্সন্তি (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। **তণ্হচ্ছিদ**ন্তি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণাসমূহ ভগবান বুদ্ধের ছিন্ন, উচ্ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তদ্ধেতু বুদ্ধ তৃষ্ণাচ্ছিন্ন। **অনেজো**তি। তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান তৃষ্ণামুক্ত। তৃষ্ণাপ্রহীন হেতু তৃষ্ণামুক্ত। ভগবান লাভে-অলাভে, যশে-অযশে, নিন্দায়-প্রশংসায়, সুখে-দুঃখে কম্পিত হন না, চালিত হন না, বিচলিত হন না, ভীত হন না, অস্থির হন না। তদ্ধেতু বুদ্ধ তৃষ্ণামুক্ত। এ অর্থে—আসক্তিহীন, তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণামুক্ত (ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং)। **ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো**তি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... "ভদ্রাবুধ" (**ভদ্রাৰুধো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... ও সম্বোধনসূচক বাক্য। এ অর্থে—আয়ুষ্মান ভদ্রাবুধ (ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো)।

নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তন্তি। নন্দীকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই নন্দী, তৃষ্ণা ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ নন্দীজয়ী। "ওঘ উত্তীর্ণ" (**ওঘতিণ্ণ**ন্তি) বলতে ভগবান কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ ও সংসার পরিভ্রমণ-ওঘ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, নিষ্ক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করেছেন। তাঁর আবাস উত্থিত (অর্থাৎ পূর্বের জীবনযাত্রা নেই), আচরণপূর্ণ (অর্থাৎ পূর্বের অভ্যাসগত স্বভাব নেই) ... জাতি-মরণ, ভব ও পুনর্জন্ম নেই। তাই নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ। এ অর্থে—নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং। "বিমুক্ত" (**ৰিমুত্ত**ন্তি) বলতে ভগবান রাগচিত্ত হতে মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত। দ্বেষচিত্ত ... মোহচিত্ত ... সকল অকুশল সংস্কার চিত্ত হতে মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত। এ অর্থে—নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ ও বিমুক্ত (নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং)।

কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধন্তি। "কম্পন" (**কপ্পা**তি) বলতে দুই প্রকার কম্পন। যথা : তৃষ্ণা কম্পন ও মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন ... ইহা তৃষ্ণা কম্পন ... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন। ভগবান বুদ্ধের তৃষ্ণা কম্পন প্রহীন, মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন পরিত্যক্ত। তৃষ্ণা কম্পন প্রহীন ও মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন পরিত্যক্ত হেতু ভগবান কম্পনজয়ী। "প্রার্থনা করছি" (**অভিযাচে**তি) বলতে যাচ্ঞা করছি, প্রার্থনা করছি, আবেদন করছি, নিবেদন করছি, অনুরোধ করছি, অনুনয় করছি, অভিলাষ করছি, আকাঙ্ক্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করছি। প্রজ্ঞাকে সুমেধ বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই মেধা, প্রজ্ঞায় উপগত, সমুপগত, অধিকৃত, উপনীত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্বিত। তদ্ধেতু ভগবান সুমেধ। এ অর্থে—কম্পনজয়ী সুমেধকে প্রার্থনা করছি (কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং)।

সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতোতি। "নাগের" (**নাগস্সা**তি) বলতে নাগ। ভগবান পাপাসক্তি করেন না বলে নাগ; পাপে গমন করেন না বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ ... এভাবে ভগবান পাপে গমন করেন না বলে নাগ। **সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো**তি। আপনার (বুদ্ধের) বাক্য, বক্তব্য, দেশনা, উপদেশ ও পরামর্শ শ্রবণ, মনোনিবেশ, গ্রহণ, ধারণ এবং উপলব্ধি করে এখান হতে গমন করব, প্রস্থান করব, চলে যাব, স্থান ত্যাগ করবে, দিক-বিদিক গমন করব। এ অর্থে—নাগের বচন শ্রবণ করে এখান হতে প্রস্থান করবো (সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং, [ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো]
নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং।
কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং,
সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো"তি॥

৭১. **নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা,**
তৱ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা।
তেসং তুৱং সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : হে বীর, জনপদসমূহ হতে বহুলোক আপনার দেশনা শ্রবণ করার অভিলাষে একত্রিত হয়েছেন। তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, যাতে করে তারা এ ধর্ম সুবিদিত হয়।

নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতাতি। "বহুলোক" (**নানাজনা**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা, মানুষ। "জনপদসমূহ" (**জনপদেহি সঙ্গতা**তি) বলতে অঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, সাগরম্মা, বংসা, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছ, সূরসেন, অস্সক, অবন্তি, যোনক, কম্বোজ। "একত্রিত" (**সঙ্গতা**তি) বলতে মিলিত, একত্রিত, সমাগত, সম্মিলিত ও সন্নিবেশিত। এ অর্থে—জনপদসমূহ হতে বহুলোক একত্রিত হয়েছেন (নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা)।

তৱ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানাতি। "বীর" (**ৰীরা**তি) বলতে বীর, ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বীর্যবান বলে বীর, পরাক্রমশালী বলে বীর, বীরত্বপূর্ণ বলে বীর, দক্ষ বলে বীর, ভয়-বিহ্বল মুক্ত বলে বীর।

ৰিরতো ইধ সব্বপাপকেহি, নিরযদুকখং অতিচ্চ ৰীরিযৰা সো।
সো ৰীরিযৰা পধানৰা, ৰীরো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তাতি॥

এ জগতে যিনি সমস্ত পাপকর্ম হতে মুক্ত, নিরয়দুঃখ বিজয়ী, বীর্যবান, যথার্থ, গুণবান, শ্রেষ্ঠ তিনিই বীর বলে কথিত।

তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানাতি। আপনার বাক্য, বক্তব্য, দেশনা, উপদেশ, পরামর্শ। "অভিলাষ" (**অভিকঙ্খমানা**তি) বলতে অভিলাষ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন করছি। এ অর্থে—হে বীর, তারা আপনার বাক্য অভিলাষ করছে (তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা)।

তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহীতি। "তাদের" (**তেস**ন্তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা ও মনুষ্যগণের। "আপনি" (**তুৰ**ন্তি) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। "উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন" (**সাধু ৰিযাকরোহী**তি) বলতে উত্তমরূপে বলুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিবৃত করুন, ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন (তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি)।

তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মোতি। যাতে তারা এ ধর্ম বিদিত, জ্ঞাত, অধিগত, উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এ অর্থে—যাতে করে তারা এ ধর্ম বিদিত হয় (তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা, তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা।
তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি, তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো"তি॥

৭২. আদানতণ্হং ৰিনযেথ সব্বং, [ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তি,
তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুং॥

অনুবাদ : ভগবান ভদ্রাবুধকে বললেন, সকল তৃষ্ণোপাদান দমন করবে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যেও। এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে, তদ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে।

আদানতণ্হং ৰিনযেথ সব্বন্তি। "তৃষ্ণোপাদান" বলা হয় রূপতৃষ্ণা ... এগুলো তৃষ্ণা উপাদান। কী কারণে তৃষ্ণোপাদান বলা হয়? এই তৃষ্ণা রূপকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে এবং পুনরুৎপাদন করে। বেদনাকে আঁকড়ে ধরে ... সংজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরে ... সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে ... গতিকে আঁকড়ে ধরে ... উৎপত্তি বা জন্মকে আঁকড়ে ধরে ... প্রতিসন্ধিকে আঁকড়ে ধরে ... ভবকে আঁকড়ে ধরে ... সংসারকে আঁকড়ে ধরে ... সংসার পরিভ্রমণকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে এবং পুনরুৎপাদন করে। এ কারণে তৃষ্ণোপাদান বলা হয়। **আদানতন্হং ৰিনযেথ সব্বন্তি**। সমস্ত তৃষ্ণোপাদান দমন করবে, পরাজয় করবে, পরিত্যাগ করবে, উপশম করবে, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে, ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী করবে। এ অর্থে—আদানতন্হং ৰিনযেথ সব্বং। **ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা**তি। "ভদ্রাবুধ" (**ভদ্রাৰুধা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা।

উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝেতি। "ঊর্ধ্ব" (**উদ্ধন্তি**) বলতে অনাগত, "অধঃ" (**অধো**তি) বলতে অতীত, "মধ্য" (**উদ্ধন্তি**) বলতে বর্তমান। ঊর্ধ্ব বলতে দেবলোক, অধঃ বলতে অপায়লোক, মধ্য বলতে মনুষ্যলোক। অথবা, ঊর্ধ্ব বলতে কুশলধর্ম, অধঃ বলতে অকুশলধর্ম, মধ্য বলতে অব্যাকৃত ধর্ম। ঊর্ধ্ব বলতে অরূপধাতু, অধঃ বলতে কামধাতু, মধ্য বলতে রূপধাতু। ঊর্ধ্ব বলতে সুখ বেদনা, অধঃ বলতে দুঃখ বেদনা, মধ্য বলতে সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা বেদনা। ঊর্ধ্ব বলতে পদতলের উপরের দিকে, অধঃ বলতে মস্তকের চুলের নীচে, মধ্য বলতে দুইয়ের মধ্যে। এ অর্থে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য (উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে)।

যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তীতি। যা রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত, তা আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে, পুনরুৎপাদন করে। "লোকে" (**লোকস্মিন্তি**) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। এ অর্থে—এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে (যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তি)।

তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুন্তি। কর্মাভিসংস্কার বশে প্রতিসন্ধিকে স্কন্ধমার, ধাতুমার, আয়তনমার, গতিমার, উৎপত্তিমার, প্রতিসন্ধিমার, ভবমার, সংসারমার, সংসার-পরিভ্রমণ-মার অনুসরণ করে, অনুগমন করে এবং সহযাত্রী বা অনুসরণকারী হয়। "মানুষ" (**জন্তুন্তি**) বলতে জন, নর, মানব, মনুষ্য, পুদ্গল, জীব, মনুষ্যজাতি, ব্যক্তি, পুরুষ, মানুষ। এ অর্থে—তদ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে (তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"আদানতন্হং ৰিনযেথ সব্বং, [ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যং যঞ্চিহ লোকস্মিমুপাদিযন্তি,
তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তু’’ন্তি॥

৭৩. তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ,
ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে।
আদানসত্তে ইতি পেকখমানো,
পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্তং॥

অনুবাদ : অতএব, ইহা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান ভিক্ষু মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ এবং উপাদানে নিবিষ্ট মানুষকে দেখে সর্বলোকে, কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করবে না।

তস্মা পজানং ন উপাদিযেথাতি। “তদ্ধেতু” (**তস্মা**তি) বলতে তদ্ধেতু, সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে; এই আদীনবকে তৃষ্ণোপাদানরূপে দর্শন করবে। “জ্ঞাত হয়ে” (**পজান**ন্তি) বলতে জেনে, জ্ঞাত হয়ে, উপলব্ধি করে, অনুভব করে, হৃদয়ঙ্গম করে, অনুধাবন করে। যেমন, “সকল সংস্কার অনিত্য” এটা ... অনুধাবন করে। “সকল সংস্কার দুঃখ” এটা ... “যা কিছু উৎপন্নশীল, তা ধ্বংসশীল” এটা জেনে, জ্ঞাত হয়ে, উপলব্ধি করে, অনুভব করে, হৃদয়ঙ্গম করে ও অনুধাবন করে। “আসক্তি করবে না” (**ন উপাদিযেথা**তি) বলতে রূপকে আঁকড়ে না ধরে, ধারণ না করে, গ্রহণ না করে, অনুভব না কর, পুনরুৎপাদন না করে; বেদনাকে আঁকড়ে ... সংজ্ঞাকে আঁকড়ে ... সংস্কারকে আঁকড়ে ... বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ... গতিকে আঁকড়ে ... উৎপত্তিকে আঁকড়ে ... প্রতিসন্ধিকে আঁকড়ে ... ভবকে আঁকড়ে ... সংসারকে আঁকড়ে ... সংসার পরিভ্রমণকে আঁকড়ে না ধরে, ধারণ না করে, গ্রহণ না করে, অনুভব না কর, পুনরুৎপাদন না করে। এ অর্থে—তদ্ধেতু ইহা জ্ঞাত হয়ে আসক্তি উৎপন্ন করবে না (তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ)।

ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকেতি। “ভিক্ষু” (**ভিকখূ**তি) বলতে কল্যাণ পৃথগ্জন ভিক্ষু, শৈক্ষ্য ভিক্ষু। “স্মৃতিমান” (**সতো**তি) বলতে চারটি প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ... তাকে স্মৃতিমান বলা হয়—ভিক্ষু স্মৃতিমান (ভিকখু সতো)। “কিছুতেই” (**কিঞ্চন**ন্তি) বলতে রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত কিছুতেই। “সর্বলোকে” (**সব্বলোকে**তি) বলতে সব অপায়লোকে, সমস্ত মনুষ্যলোকে, সমস্ত দেবলোকে, সব স্কন্ধলোকে, সব ধাতুলোকে, সব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়তনলোকে। এ অর্থে—স্মৃতিমান ভিক্ষু সর্বলোকে কোনো কিছুতে (ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে)।

আদানসত্তে ইতি পেকখমানোতি। যে ব্যক্তি রূপকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে, পুনরুৎপাদন করে, তাকে উপাদানে নিবিষ্ট পুদ্গল বলে। বেদনাকে ... সংজ্ঞাকে ... সংস্কারকে ... বিজ্ঞানকে ... গতিকে ... উৎপত্তিকে ... প্রতিসন্ধিকে ... ভবকে ... সংসারকে ... সংসার পরিভ্রমণকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে, পুনরুৎপাদন করে, তাকে উপাদানে নিবিষ্ট পুদ্গল বলে। "এই" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি ... পর্যায়ানুক্রম। এ অর্থে—ইতীতি। "দেখে" (**পেকখমানো**তি) বলতে দেখে, দর্শন করে, দৃষ্টিপাত করে, দৃষ্টিগোচর হয়ে, অবলোকন করে, নিরীক্ষণ করে, পর্যবেক্ষণ করে। এ অর্থে—উপাদানে নিবিষ্ট পুদ্গলকে দেখে (আদানসত্তে ইতি পেকখমানো)।

পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্তন্তি। "প্রজা" (**পজা**তি) বলতে সত্ত্বের অধিবচন। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে মৃত্যুর অধীন বলা হয়। মানুষ মৃত্যুর অধীন, মারের অধীন ও মরণের অধীন, সংলগ্ন, জড়িত, যুক্ত, সংযুক্ত, লম্বিত এবং আবদ্ধ। এভাবে মানুষ মৃত্যু, মার ও মরণের অধীন, সংলগ্ন, জড়িত, যুক্ত, সংযুক্ত, লম্বিত এবং আবদ্ধ হয়ে থাকে। এ অর্থে—এই মানুষ মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ (পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্তং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ, ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে।
আদানসত্তে ইতি পেকখমানো, পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্ত"ন্তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[ভদ্রাবুধ মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৩. উদয় মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৭৪. ঝাযিং ৰিরজমাসীনং, [ইচ্চাযস্মা উদযো]
কতকিচ্চং অনাসৰং।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূহি[১], অৰিজ্জায পভেদনং॥

[১] [সংব্রূহি (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উদয় বললেন, ধ্যানী ও বিরজ হয়ে আসীন, কৃতকৃত্য, অনাস্রব, সকল ধর্মে পারদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। যাতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তজ্জন্য জ্ঞান বিমোক্ষ প্রকাশ করুন।

ঝাযিং ৰিরজমাসীনন্তি। "ধ্যানী" (**ঝাযি**ন্তি) বলতে ভগবান ধ্যানী। প্রথম ধ্যানে ধ্যানী, দ্বিতীয় ধ্যানে ধ্যানী, তৃতীয় ধ্যানে ধ্যানী, চতুর্থ ধ্যানে ধ্যানী, সবিতর্ক-বিচার ধ্যানে ধ্যানী, অবিতর্ক-বিচার ধ্যানে ধ্যানী, অবিতর্ক-অবিচার ধ্যানে ধ্যানী, প্রীতি ধ্যানে ধ্যানী, প্রীতিহীন ধ্যানে ধ্যানী, সুখসহগত ধ্যানে ধ্যানী, উপেক্ষাসহগত ধ্যানে ধ্যানী, শূন্যতা ধ্যানে ধ্যানী, অনিমিত্ত ধ্যানে ধ্যানী, অপ্রণিহিত ধ্যানে ধ্যানী, লৌকিক ধ্যানে ধ্যানী, লোকোত্তর ধ্যানে ধ্যানী এবং ধ্যানরত, একাগ্রচিত্তযুক্ত, উত্তম গুরু বলে ধ্যানী। "বিরজ" (**ৰিরজ**ন্তি) বলতে রাগরজ, দ্বেষরজ, মোহরজ, ক্রোধরজ, বিদ্বেষরজ ... সকল অকুশলাভিসংস্কার-রজ। সেসব রজ ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তজ্জন্য ভগবান বিরজ, রজঃহীন, রজঃউপগত, রজঃবিপ্রহীন, রজঃবিপ্রযুক্ত ও সকল প্রকার রজ হতে মুক্ত।

রাগো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি,
রাগস্সেতং অধিৰচনং রজোতি।
এতং রজং ৰিপ্পজহিত্বা[১] চকখুমা,
তস্মা জিনো ৰিগতরজোতি ৰুচ্চতি॥
দোসো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি,
দোসস্সেতং অধিৰচনং রজোতি।
এতং রজং ৰিপ্পজহিত্বা চকখুমা,
তস্মা জিনো ৰিগতরজোতি ৰুচ্চতি॥
মোহো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি,
মোহস্সেতং অধিৰচনং রজোতি।
এতং রজং ৰিপ্পজহিত্বা চকখুমা,
তস্মা জিনো ৰিগতরজোতি ৰুচ্চতীতি॥—

ৰিরজং ... পে ... ।

অনুবাদ : রাগ (আসক্তি) ও রজকে কখনো পাংসু (রেনু) বলে না; রজ রাগের অধিবচন। চক্ষুষ্মান (জ্ঞানী) এই রজ বা ময়লা পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য জিন বা বুদ্ধকে বিগতরজ বলা হয়। দ্বেষ ও রজকে কখনো পাংসু (রেণু) বলে না; রজ দ্বেষের অধিবচন। চক্ষুষ্মান এই রজ বা ময়লা পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য

---

[১] [পটিৰিনোদিত্বা (ক.) মহানি. ২০৯]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জিনকে বিগতরজ বলা হয়। মোহ ও রজকে কখনো পাংসু বলে না; রজ মোহের অধিবচন। চক্ষুষ্মান এই রজ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য জিনকে বিগতরজ বলা হয়।

"আসীন" (**আসীনন্তি**) বলতে ভগবান পাষাণ দ্বারা তৈরি চৈত্যে আসীন।

নগস্স[১] পস্সে আসীনং, মুনিং দুক্খস্স পারগুং।
সাৰকা পযিরুপাসন্তি, তেৰিজ্জা মচ্চুহাযিনোতি॥

অনুবাদ : দুঃখ অতিক্রান্ত মুনি পর্বতের পার্শ্বে আসীন; ত্রিবিদ্যা ও মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রাবকগণ তাঁর চারপাশে বসে রয়েছেন।

এরূপে ভগবান আসীন। অথবা, ভগবান সম্পূর্ণ উদ্বেগহীনভাবে আসীন। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ ... জাতি-মরণ-সংসার এবং পুনর্ভব নেই। এরূপে ভগবান আসীন। এ অর্থে—ধ্যানী বিরজ হয়ে আসীন (ঝাযিং ৰিরজমাসীনং)।

ইচ্চাযস্মা উদযোতি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... "উদয়" (**উদযো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... ও সম্বোধনসূচক বাক্য। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা উদযো।

কতকিচ্চং অনাসৰন্তি। ভগবান বুদ্ধের কর্তব্যকর্ম, করণীয়-অকরণীয় প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাস্রব।

যস্স চ ৰিসতা[২] নত্থি, ছিন্নসোতস্স ভিক্খুনো।
কিচ্চাকিচ্চপ্পহীনস্স, পরিল্াহো ন ৰিজ্জতীতি॥

অনুবাদ : যাঁর কাছে মিথ্যা নেই, সেই ছিন্নস্রোত, কৃত-কর্তব্য প্রহীন ভিক্ষুর মনঃকষ্ট (পরিলাহ) উৎপত্তি হয় না।

কতকিচ্চং অনাসৰন্তি। "আস্রব" (**আসৰা**তি) বলতে চার প্রকার আস্রব। যথা : কাম-আস্রব, ভব-আস্রব, মিথ্যাদৃষ্টি-আস্রব ও অবিদ্যা-আস্রব। সেই আস্রবসমূহ ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাস্রব। এ অর্থে—কৃতকৃত্য, অনাস্রব (কতকিচ্চং অনাসৰং)।

পারগুং সব্বধম্মানন্তি। ভগবান সর্বধর্মের অভিজ্ঞানে পারদর্শী, পরিজ্ঞানে পারদর্শী, প্রহীনে পারদর্শী, ভাবনায় পারদর্শী, (সাক্ষাৎযোগ্য ধর্মে) সাক্ষাৎকরণে পারদর্শী, সমাপত্তিতে পারদর্শী। সকল ধর্মের অভিজ্ঞানে পারদর্শী, সকল দুঃখের

---

১ [নগরস্স (ক.)]

২ [যস্স পরিপতা (স্যা.) পস্স মহানি. ২০২]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিজ্ঞানে পারদর্শী, সকল ক্লেশ প্রহীনে পারদর্শী, চারি প্রকার মার্গ ভাবনায় পারদর্শী, নিরোধ সাক্ষাৎকরণে পারদর্শী, সকল সমাপত্তির সমাপত্তিতে পারদর্শী। তিনি আর্যশীলে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যসমাধিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যপ্রজ্ঞায় বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যবিমুক্তিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত। তিনি পারগত, পারপ্রাপ্ত; অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; সীমাগত (কোটিগতো), সীমাপ্রাপ্ত; প্রান্তগত, প্রান্তপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত এবং নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ ... জাতি-মরণ-সংসার, পুনর্ভব নেই। এ অর্থে—সকল ধর্মে পারদর্শী (পারগুং সব্বধম্মানং)।

অত্থি পঞ্হেন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা, প্রশ্নকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি, অগ্রসর হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, সম্মুখস্থ হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

অঞ্ঞাৰিমোক্খং পব্রূহীতি। অর্হৎ বিমোক্ষকে জ্ঞান-বিমোক্ষ বলা হয়। অর্হৎ বিমোক্ষকে ব্যক্ত করুন, জ্ঞাপন করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিশ্লেষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—জ্ঞান-বিমোক্ষ প্রকাশ করুন (অঞ্ঞাৰিমোক্খং পব্রূহি)।

অৰিজ্জায পভেদনন্তি। অবিদ্যার ধ্বংস, বিনাশ, পরিত্যক্ত, উপশম, প্রশমন, নির্মূল, সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়সাধন, অমৃত নির্বাণ। এ অর্থে—অবিদ্যার ধ্বংস সাধন (অৰিজ্জায পভেদনং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"ঝাযিং ৰিরজমাসীনং, [ইচ্চাযস্মা উদযো]
কতকিচ্চং অনাসৰং।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
অঞ্ঞাৰিমোক্খং পব্রূহি, অৰিজ্জায পভেদন"ন্তি॥

৭৫. পহানং কামচ্ছন্দানং, [উদযাতি ভগৰা] দোমনস্সান চূভযং।
থিনস্স[১] চ পনূদনং, কুক্কুচ্চানং নিৰারণং॥

---

[১] [থীনস্স (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : ভগবান উদয়কে বললেন, কামচ্ছন্দ ও দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহীন, জড়তার দূরীকরণ, কৌকৃত্যের নিবারণ (এটাই জ্ঞান-বিমোক্ষ)।

পহানং কামচ্ছন্দানন্তি। "ইচ্ছা" (**ছন্দো**তি) বলতে কামসমূহে যেই কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপিপাসা, কামপরিদাহ, কামমূর্ছা, কামাসক্তি, কাম-ওঘ, কামানুরাগ, কামুপাদান, কামচ্ছন্দ নীবরণ। "কামচ্ছন্দ প্রহীন" (**পহানং কামচ্ছন্দান**ন্তি) বলতে কামচ্ছন্দের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, অমৃতময় নির্বাণ—পহানং কামচ্ছন্দানং। **উদযাতি ভগৰা**তি "উদয়" (**উদযা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই ভগবান। এ অর্থে—উদযাতি ভগৰা।

দোমনস্সান চূভযন্তি। "দৌর্মসন্য" (**দোমনস্সা**তি) বলতে যা চৈতসিক অপ্রীতিকর বা অমনোজ্ঞ, চৈতসিক দুঃখ, চিত্তসংস্পর্শজ অমনোজ্ঞ বেদয়িত দুঃখ, চিত্তসংস্পর্শজ অমনোজ্ঞ দুঃখ বেদনা। **দোমনস্সান চূভযন্তি**। কামচ্ছন্দ এবং দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, অমৃতময় নির্বাণ—দোমনস্সান চূভযং।

থিনস্স চ পনূদনন্তি। "জড়তা" (**থিন**ন্তি) বলতে যা চিত্তের নিরানন্দতা, অকর্মণ্যতা, অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, স্তব্ধতা, জড়তা, ঢিলেমিতা, উদাসীনতা, দুর্বলতা, অবসাদ। "দূরীকরণ" (**পনূদন**ন্তি) বলতে জড়তার দূরীকরণ, প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—থিনস্স চ পনূদনং।

কুক্কুচ্চানং নিৰারণন্তি। "কৌকৃত্য" (**কুক্কুচ্চ**ন্তি) বলতে হস্ত-দুশ্চরিতই (হস্ত দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, পাদ-দুশ্চরিতই (পা দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, হস্ত-পাদ-দুশ্চরিতই কৌকৃত্য। অকপ্পিয় বা অসঙ্গত বিষয়ে কপ্পিয় বা সঙ্গত-সংজ্ঞা, সঙ্গত বিষয়ে অসঙ্গত-সংজ্ঞা, বিকালে কালসংজ্ঞা, কালে বিকাল-সংজ্ঞা, অর্বজনীয় বিষয়ে বর্জনীয়-সংজ্ঞা, বর্জনীয় বিষয়ে অবর্জনীয়-সংজ্ঞা; এরূপ যা দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত ও দুশ্চরিতমূলক চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ—ইহাকে কৌকৃত্য বলা হয়।

অধিকন্তু, কৃত ও অকৃত দুটি কারণেই কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। কীরূপে কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়? "আমার দ্বারা কায়দুশ্চরিত কৃত হয়েছে, কায়সুচরিত কৃত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। "আমার দ্বারা বাকদুশ্চরিত কৃত হয়েছে, বাকসুচরিত কৃত হয়নি ... "আমার দ্বারা মনোদুশ্চরিত কৃত হয়েছে, মনোসুচরিত কৃত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। "আমার দ্বারা প্রাণীহত্যা কৃত হয়েছে, প্রাণীহত্যা হতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিরত থাকা হয়নি” ... “আমার দ্বারা অদত্তবস্তু গৃহীত হয়েছে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকা হয়নি” ... “আমার দ্বারা মিথ্যাকামাচার কৃত হয়েছে, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকা হয়নি” ... “আমার দ্বারা মিথ্যাভাষণ করা হয়েছে, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা হয়নি” ... “আমার দ্বারা পিশুনবাক্য ভাষিত হয়েছে, পিশুনবাক্য হতে বিরত থাকা হয়নি” ... “আমার দ্বারা কর্কশ বাক্য ভাষিত হয়েছে, কর্কশ বাক্য হতে বিরত থাকা হয়নি” ... “আমার দ্বারা সম্প্রলাপ বাক্য ভাষিত হয়েছে, সম্প্রলাপ বাক্য হতে বিরত থাকা হয়নি” ... “আমার দ্বারা অভিধ্যা কৃত হয়েছে, অনভিধ্যা কৃত হয়নি” ... “আমার দ্বারা ব্যাপাদ সম্পাদিত হয়েছে, অব্যাপাদ কৃত হয়নি” ... “আমার দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে, সম্যক দৃষ্টি কৃত হয়নি” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। এরূপেই কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়।

অথবা “আমি শীলসমূহে পরিপূর্ণ নই” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়; “আমি ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার” ... “আমি ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ” ... “আমি জাগরণে অনুপযুক্ত বা অনুৎসুক” ... “আমি স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানে অসমন্বিত” ... “আমার চারি স্মৃতিপ্রস্থান অভাবিত” ... “আমার চারি সম্যকপ্রধান অভাবিত” ... “আমার চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত” ... “আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত” ... “আমার পঞ্চবল অভাবিত” ... “আমার সপ্তবোধ্যঙ্গ অভাবিত” ... “আমার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত” ... “আমার দুঃখ অপরিজ্ঞাত” ... “আমার (দুঃখ) সমুদয় অপ্রহীন” ... “আমার মার্গ অভাবিত” ... “আমার নিরোধ অসাক্ষাৎকৃত” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়।

কুক্কুচ্চানং নিৰারণন্তি। কৌকৃত্যের আবরণ, নীবরণ, প্রহাণ, উপশম, প্রশান্তি, পরিত্যাগ, বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—কুক্কুচ্চানং নিৰারণং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“পহানং কামচ্ছন্দানং, [উদযাতি ভগৰা]
দোমনস্সান চূভযং।
থিনস্স চ পনূদনং, কুক্কুচ্চানং নিৰারণ”ন্তি॥

৭৬. উপেকখাসতিসংসুদ্ধং, ধম্মতক্কপুরেজৰং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি, অৰিজ্জায পভেদনং॥

অনুবাদ : উপেক্ষা, স্মৃতি সংশুদ্ধতা, সৎ চিন্তায় পরিচালনা, অবিদ্যা ধ্বংসকে জ্ঞান-বিমোক্ষ বলি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপেকখাসতিসংসুদ্ধন্তি। "উপেক্ষা" (**উপেকখা**তি) বলতে চতুর্থ ধ্যানে যা উপেক্ষা, উপেক্ষণ, উদাসীনতা, চিত্তপ্রসন্নতা ও চিত্তের মধ্যস্থতা। "স্মৃতি" (**সতী**তি) বলতে যা চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা হতে শুরু করে স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি। **উপেকখাসতিসংসুদ্ধ**ন্তি। চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা এবং স্মৃতি শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, সংশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, নির্মল, নিখুঁত, উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, নিশ্চল হয়—উপেকখাসতিসংসুদ্ধং।

ধম্মতক্কপুরেজৰন্তি। সৎ চিন্তা বলতে সম্যক সংকল্প। তা জ্ঞান-বিমোক্ষের আদি, পূর্বভাগ, পূর্বগামী। এরূপে সৎ চিন্তায় পরিচালনা। অথবা সৎ চিন্তা বলা হয় সম্যক দৃষ্টিকে। তা জ্ঞান বিমোক্ষের আদি, পূর্বভাগ, পূর্বগামী; এরূপে সৎ চিন্তায় পরিচালনা। অথবা সৎ চিন্তা বলা হয় চারি মার্গের পূর্বভাগ বিদর্শনকে। তা জ্ঞান বিমোক্ষের আদি, পূর্বভাগ, পূর্বগামী—এৰম্পি ধম্মতক্কপুরেজৰং।

অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমীতি। অন্য-বিমোক্ষ বলা হয় অর্হত্ত্ব বিমোক্ষকে। অর্হত্ত্ব বিমোক্ষ বলি, ব্যাখ্যা করি, দেশনা করি, প্রজ্ঞাপন করি, স্থাপন করি, বিশ্লেষণ করি, বিভাজন করি, সুস্পষ্ট করি, প্রকাশ করি—অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি।

অৰিজ্জায পভেদনন্তি। "অবিদ্যা" (**অৰিজ্জা**তি) দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে ... অবিদ্যা, মোহ, অকুশলমূল। "ধ্বংস" (**পভেদন**ন্তি) বলতে অবিদ্যা ধ্বংস, প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—অৰিজ্জায পভেদনং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"উপেকখাসতিসংসুদ্ধং, ধম্মতক্কপুরেজৰং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি, অৰিজ্জায পভেদন"ন্তি॥

**৭৭. কিংসু সংযোজনো লোকো, কিংসু তস্স ৰিচারণং।
কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি॥**

অনুবাদ : লোকের সংযোজন কী? তার বিচরণ কী? কীসের প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়?

কিংসু সংযোজনো লোকোতি। লোকের সংযোজন, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ। কী কারণে লোক যুক্ত, আবদ্ধ, অনুরক্ত, সংযুক্ত, আসক্ত, মত্ত, প্রমত্ত?—কিংসু সংযোজনো লোকো।

কিংসু তস্স ৰিচারণন্তি। তার চারণ, বিচরণ, প্রতিবিচরণ কী? কী কারণে লোকে অবস্থান করে, বিচরণ করে, প্রতিবিচরণ করে?—কিংসু তস্স ৰিচারণং। **কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী**তি। কীসের প্রহীনে, উপশমে, পরিত্যাগে, বিনাশে নির্বাণ বলা হয়, ব্যক্ত করা হয়, কথিত হয়, ভাষণ করা হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়—কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কিংসু সংযোজনো লোকো, কিংসু তস্স ৰিচারণং।
কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী"তি॥

৭৮. নন্দিসংযোজনো লোকো, ৰিতক্কস্স ৰিচারণা।
তণ্হায ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : নন্দি লোকের সংযোজন। বিতর্ক তার বিচরণ। তৃষ্ণার প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়।

নন্দিসংযোজনো লোকোতি। নন্দী বলতে তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। একেই নন্দী বলা হয়। যা নন্দী, তা লোকের সংযোজন, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ; এই নন্দীতে লোক যুক্ত, আবদ্ধ, অনুরক্ত, সংযুক্ত, আসক্ত, মত্ত, প্রমত্ত—নন্দিসংযোজনো লোকো।

ৰিতক্কস্স ৰিচারণাতি। "বিতর্ক" (**ৰিতক্কা**তি) বলতে নয় প্রকার বিতর্ক। যথা : কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, অমরা-বিতর্ক, পরানুদয়তা (পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন) প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, লাভ-সৎকার-যশ প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, নিরহঙ্কার প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক। এসবকেই নয় প্রকার বিতর্ক বলে। এই নয় প্রকার বিতর্কই লোকের চারণ, বিচরণ, প্রতিবিচরণ। এই নয় প্রকার বিতর্কে লোকে অবস্থান করে, বিচরণ করে, প্রতিবিচরণ করে—ৰিতক্কস্স ৰিচারণা।

তণ্হায ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতীতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। **তণ্হায ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী**তি। তৃষ্ণার প্রহীনে, উপশমে, পরিত্যাগে, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসে নির্বাণ বলা হয়, ব্যক্ত করা হয়, বিবৃত করা হয়, ভাষণ করা হয়, প্রকাশ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়—তণ্হায ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"নন্দিসংযোজনো লোকো, ৰিতক্কস্স ৰিচারণা।
তণ্হায ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী"তি॥

৭৯. কথং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।
ভগৰন্তং পুট্ঠুমাগমা, তং সুণোম ৰচো তৰ॥

অনুবাদ : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর কীভাবে বিজ্ঞান নিরোধ হয়? এ সম্পর্কে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করতে এসেছি। আপনার বচন শুনার জন্য সবাই আগ্রহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশ করছি।

কথং সতস্স চরতোতি। স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানকারী কীভাবে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, যাপন করেন এবং জীবনযাপন করেন?—কথং সতস্স চরতো।

ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতীতি। বিজ্ঞান নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।

ভগৰন্তং পুট্‌ঠুমাগমাতি। বুদ্ধ ভগবানের নিকট প্রশ্ন করতে, জিজ্ঞাসা করতে, যাচঞা করতে, অনুরোধ করতে, অনুনয় করতে এসেছি, আগত হয়েছি, উপগত হয়েছি, উপনীত হয়েছি, "আপনার নিকটে সমাগত হয়েছি"—ভগৰন্তং পুট্‌ঠুমাগমা।

তং সুণোম ৰচো তৰাতি। "তা" (**তন্তি**) বলতে আপনার বচন, বাক্য, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ শ্রবণ করব, হৃদয়ঙ্গম করব, ধারণ করব, অনুধাবন করব, উপলব্ধি করব—তং সুণোম ৰচো তৰ।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কথং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।
ভগৰন্তং পুট্‌ঠুমাগমা, তং সুণোম ৰচো তৰা"তি॥

৮০. অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, ৰেদনং নাভিনন্দতো।
এৰং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি॥

অনুবাদ : তিনি অধ্যাত্মে ও বাহ্যে বেদনাকে অভিনন্দন করেন না। এভাবে সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর বিজ্ঞান নিরোধ হয়।

অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ ৰেদনং নাভিনন্দতোতি। অধ্যাত্মে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে তিনি বেদনাকে অভিনন্দন, অভিবাদন বা স্বীকার ও আকাঙ্ক্ষা করেন না, বরং অভিনন্দন, স্বীকার, আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ, স্পর্শ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, বিদূরীত করেন, ধ্বংস বা পরিহার করেন; বাহ্যে বেদনায় ... অধ্যাত্ম-বাহ্যে বেদনায় ... অধ্যাত্মে সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... অধ্যাত্মে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... অধ্যাত্মে সমুদয়-ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... বাহ্যে সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... বাহ্যে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... বাহ্যে সমুদয়-ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... অধ্যাত্ম-বাহ্যে সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... অধ্যাত্ম-বাহ্যে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় ... অধ্যাত্মে-বাহ্যে সমুদয়-ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে তিনি বেদনাকে অভিনন্দন, স্বীকার ও আকাঙ্ক্ষা করেন না; বরং অভিনন্দন, স্বীকার, আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ, স্পর্শ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, দূর করেন, পরিহার করেন। এই দ্বাদশ প্রকারে বেদনায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে ... পরিহার করেন।

অথবা বেদনাকে অনিত্যরূপে দর্শনকালে তিনি বেদনাকে অভিনন্দন স্বীকার ও আকাঙ্ক্ষা করেন না; বরং অভিনন্দন, স্বীকার, আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ, স্পর্শ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, বিদূরীত করেন, পরিহার করেন। বেদনাকে দুঃখরূপে, রোগ, গণ্ড, শৈল্য, অনিষ্ট, ব্যাধিরূপে ... নিঃসরণরূপে দর্শনকালে বেদনাকে অভিনন্দন ... পরিহার করেন। এই চল্লিশ প্রকারে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে ... পরিহার করেন। এ অর্থে—অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ ৰেদনং নাভিনন্দতো।

এৰং সতস্স চরতোতি। এভাবে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানকারী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, চলা-ফেরা করেন এবং জীবন-যাপন করেন—এৰং সতস্স চরতো।

ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতীতি। এভাবে পুণ্যাভিসংস্কারসহগত বিজ্ঞান, অপুণ্যাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, আনেঞ্জাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতী।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, ৰেদনং নাভিনন্দতো।
এৰং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতী"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[উদয় মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৪. পোসাল মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৮১. যো অতীতং আদিসতি, [ইচ্চাযস্মা পোসালো]
অনেজো ছিন্নসংসযো।
পারগুং[১] সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং॥

অনুবাদ : যিনি অতীতকে দর্শন করেন, তৃষ্ণাহীন, যাঁর সংশয় প্রহীন, যিনি সর্বধর্মে পারদর্শী, তাঁর নিকট অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

যো অতীতং আদিসতীতি। "যিনি" (**যো**তি) বলতে যিনি সেই স্বয়ম্ভূ ভগবান। পূর্বে কোনো আচার্যের নিকট না শুনে স্বয়ং সত্যসমূহ অভিজ্ঞাত হয়েছেন এবং

[১] [পারগূ (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথায় সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব। "অতীতকে দর্শন করেন" (**অতীতং আদিসতী**তি) বলতে ভগবান নিজের এবং অপরের অতীতকে দর্শন করেন, অনাগতকে দর্শন করেন, বর্তমানকে দর্শন করেন।

ভগবান কীভাবে নিজের অতীতকে দর্শন করেন? ভগবান নিজের অতীতের এক জন্ম দর্শন করেন, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্প দর্শন করেন—"অমুক সময়ে আমার এই নাম, এই গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ আয়ু ছিল। তথা হতে চ্যুত হয়ে অমুক জায়গায় উৎপন্ন হয়েছিলাম; তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ আয়ু ছিল।" এরূপে স্বীয় আকার-আকৃতি, বর্ণ-লক্ষণসহ নানাভাবে পূর্বনিবাস দর্শন করেন। এভাবে ভগবান নিজের অতীতকে দর্শন করেন।

কীভাবে ভগবান অপরের অতীতকে দর্শন করেন? ভগবান অপরের অতীতের এক জন্ম ... "অমুক সময়ে তার এই নাম, এই গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সে তথা হতে চ্যুত হয়ে অমুক জায়গায় উৎপন্ন হয়েছিল; তথায় তাঁর এই নাম ... ছিল; সে তথা হতে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে অপরের আকার-আকৃতি, বর্ণ-লক্ষণসহ নানাভাবে পূর্বনিবাস দর্শন করেন। এভাবে ভগবান অপরের অতীতকে দর্শন করেন।

ভগবান পঞ্চশত জাতক ভাষণকালে নিজের এবং অপরের অতীতকে দর্শন করেন, মহাপদানীয় সূত্র দেশনাকালে, মহাসুদর্শনীয় সূত্র দেশনাকালে, মহাগোবিন্দ সূত্র দেশনাকালে, মঘদেবিয় সূত্র দেশনাকালে নিজের এবং অপরের অতীতকে দর্শন করেন।

ভগবান এরূপ বলেছেন, হে চুন্দ, অতীত সম্বন্ধে তথাগতের জ্ঞান স্মৃতি-অনুসারী হয়। তিনি যতদূর ইচ্ছা করেন, ততদূর অনুস্মরণ করতে পারেন। চুন্দ, অনাগত সম্বন্ধে তথাগতের ... পারেন। বর্তমান সম্বন্ধে তথাগতের বোধিজ্ঞান উৎপন্ন হয়—"এটাই শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্ম হবে না"।

সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয় পরাপরতা জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, সত্ত্বগণের আশয়-অনুশয়জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, যমক প্রতিহার্য জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, মহাকরুণা সমাপত্তিজ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, অনাবরণ জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, অসঙ্গম প্রতিহত মনাবরণ জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল। এভাবে ভগবান নিজের এবং পরের অতীত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাগত, বর্তমানকে দর্শন করেন, ব্যাখ্যা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপন করেন, স্থাপন করেন, বিশ্লেষণ করেন, বিভাজন করেন, সুস্পষ্ট করেন ও প্রকাশ করেন—যো অতীতং আদিসতি।

ইচ্চাযস্মা পোসালোতি। **ইচ্চা**তি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... "পোসাল" (**পোসালো**তি) সেই ব্রাহ্মণের নাম ... সম্বোধনসূচক বাক্য—ইচ্চাযস্মা পোসালো।

অনেজো ছিন্নসংসযোতি। তৃষ্ণা বলা হয় আসক্তিকে। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। বুদ্ধ তথাগতের সেই তৃষ্ণা, আসক্তি প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তাই বুদ্ধ তৃষ্ণাহীন। তৃষ্ণার প্রহীনে তৃষ্ণাহীন। ভগবান লাভে কম্পিত হন না ... দুঃখে কম্পিত হন না, চালিত হন না, ভীত হন না, বিচলিত হন না, অস্থির হন না বলেই তৃষ্ণাহীন। "সংশয় ছিন্ন" (**ছিন্নসংসযো**তি) বলতে সংশয় বলতে বিচিকিৎসা। দুঃখে শঙ্কা ... চিত্তের অস্থিরতা, মনের বিমূঢ়তা। সেই সংশয় ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, ছিন্ন, উচ্ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। তাই বুদ্ধ সংশয়হীন—অনেজো ছিন্নসংসযো।

পারগুং সব্বধম্মানন্তি। ভগবান সর্বধর্মে অভিজ্ঞা পারদর্শী, পরিজ্ঞা পারদর্শী, প্রহান পারদর্শী, ভাবনা পারদর্শী, সাক্ষাৎকরণ পারদর্শী, সমাপত্তি পারদর্শী, অভিজ্ঞা পারদর্শী; সর্বধর্মে ... জন্ম-মরণ সংসারে তাঁর পুনর্জন্ম নেই—পারগূ সব্বধম্মানং।

অত্থি পঞ্হেন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা, প্রশ্নকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি, অগ্রসর হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, সম্মুখস্থ হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি—অত্থি পঞ্হেন আগমং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যো অতীতং আদিসতি, [ইচ্চাযস্মা পোসালো]
অনেজো ছিন্নসংসযো।
পারগুং সব্বধম্মানং,
অত্থি পঞ্হেন আগম"ন্তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮২. ৰিভূতরূপসঞ্ঞিঞ্ঞস্স, সব্বকাযপ্পহাযিনো।
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।
ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথং নেয্যো তথাৰিধো॥

অনুবাদ : রূপসংজ্ঞা ধ্বংসকারী, সর্বকায় প্রহীন এবং "অধ্যাত্ম ও বাহ্যে কিছুই নেই" এরূপ দর্শনকারীর জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি; তিনি কীভাবে পরিচালিত হন?

ৰিভূতরূপসঞ্ঞিঞ্ঞস্সাতি। রূপসংজ্ঞা কী? রূপাবচর সমাপত্তিতে সমাপন্নের বা উৎপন্নের বা দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীর যেই সংজ্ঞা, সংজানন ও জ্ঞাতকরণ—ইহাই রূপসংজ্ঞা। **ৰিভূতরূপসঞ্ঞিঞ্ঞস্সা**তি। চার অরূপ সমাপত্তি প্রতিলব্ধকারীর রূপসংজ্ঞা ধ্বংস হয়, বিগত হয়, অতিক্রান্ত হয়, সমতিক্রান্ত হয় ও পরিত্যক্ত হয়—ৰিভূতরূপসঞ্ঞিঞ্ঞস্স।

সব্বকাযপ্পহাযিনোতি। তাঁর সব প্রতিসন্ধিযুক্ত রূপকায় প্রহীন হয়। তদঙ্গ বা পার্থিব বিষয় সমতিক্রম এবং পরিত্যাজ্য বিষয় (বিক্খম্ভন) পরিত্যাগের মাধ্যমে তাঁর রূপকায় প্রহীন হয়—সব্বকাযপ্পহাযিনো।

অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতোতি। "কিছুই নেই" (**নত্থি কিঞ্চী**তি) বলতে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি। কী কারণে কিছুই নেই বলতে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি? স্মৃতিমান বা ভাবনাকারী যে বিজ্ঞানায়তন সমাপত্তিতে সমাপন্ন হয়, তা হতে উত্থিত হয়ে সেই বিজ্ঞানকে অভাবিত, ধ্বংস, অন্তর্হিত করেন। অতঃপর "কিছুই নেই" এরূপে দর্শন করেন; সেই কারণেই কিছুই নেই বলতে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি—অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।

ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামীতি। "শাক্য" (**সক্কা**তি) বলতে শাক্য; ভগবান শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য। ... ভয়-ভৈরব প্রহীন, লোমহর্ষ বিগত বলে শাক্য। **ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামী**তি। তাঁর জ্ঞান জিজ্ঞাসা করছি, প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসা করছি, অর্জন জিজ্ঞাসা করছি। "কীদৃশ, কী ধরনের, কী প্রকার, কী প্রতিভাণ, কী জ্ঞান ইপ্সিতব্য"—ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি।

কথং নেয্যো তথাৰিধোতি। তিনি কীভাবে চালিত, নীত, পরিচালিত, প্রজ্ঞাপিত, পরিক্ষিত, দর্শিত, প্রসাদিত হন? কীভাবে তাঁর দ্বারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া কর্তব্য? **তথাৰিধো**তি। তথাবিধ, তাদৃশ, সেরূপ, সেই প্রকার, তৎপ্রতিভাগ যে অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভী—কথং নেয্যো তথাৰিধো।

তাই সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"ৰিভূতরূপসঞ্ঞিঞ্ঞস্স, সব্বকাযপ্পহাযিনো।
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।
ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথং নেয্যো তথাৰিধো"তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৩. ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, [পোসালাতি ভগৰা]
অভিজানং তথাগতো।
তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, ধিমুত্তং তপ্পরাযণং।

অনুবাদ : ভগবান পোসালকে বললেন, হে পোসাল, তথাগত বিজ্ঞান-স্থিতিসমূহ জানেন, সত্ত্বগণের গতি, বিমুক্ত এবং তৎপরায়ণ সত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি জানেন।

ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বাতি। ভগবান অভিসংস্কারবশে চার প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন; প্রতিসন্ধিবশে সাত প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন। কীরূপে ভগবান অভিসংস্কারবশে চার প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন? ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, রূপাসক্তি বিজ্ঞানে স্থিত হয়ে অবস্থান করে, (তথায়) রূপালম্বনে রূপ প্রতিষ্ঠায় আনন্দ উপভোগ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়। বেদনাসক্তি ... সংজ্ঞাসক্তি ... সংস্কারাসক্তি ... বিজ্ঞানাসক্তি বিজ্ঞানে স্থিত হয়ে অবস্থান করে রূপালম্বনে রূপ প্রতিষ্ঠায় আনন্দ উপভোগ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়"। এরূপে ভগবান অভিসংস্কারবশে চার প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন।

কীরূপে ভগবান প্রতিসন্ধিবশে সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি জানেন? ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, নানাত্বকায়, নানাত্বসংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন—কেউ মানুষ, কেউ দেবতা, কেউ নারকীয় সত্ত্ব। ইহা প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি।

'হে ভিক্ষুগণ, নানাত্বকায় কিন্তু এক সংজ্ঞাবিশিষ্ট সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন : দেবতা, ব্রহ্মাকায়িক প্রথম জন্মগ্রহণ। ইহা দ্বিতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

হে ভিক্ষুগণ, একত্বকায় কিন্তু নানাত্বসংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন : আভাস্বর দেবতা (১৬ প্রকার রূপব্রহ্মালোকের মধ্যে একটির নাম)। ইহা তৃতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

হে ভিক্ষুগণ, একত্বকায় একসংজ্ঞাবিশিষ্ট সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন : শুভাকীর্ণ নামক রূপব্রহ্মালোকবাসী দেবগণ। ইহা চতুর্থ বিজ্ঞানস্থিতি।

হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে রূপসংজ্ঞাকে অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস সাধনে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে আকাশ অনন্তায়তন ভাবনা করে আকাশায়তনে উপনীত সত্ত্ব বিদ্যমান। ইহা পঞ্চম বিজ্ঞানস্থিতি।

"হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে আকাশ আয়তন অতিক্রম করে 'অনন্ত বিজ্ঞান' ভাবনা করে বিজ্ঞানায়তনে উপনীত সত্ত্ব বিদ্যমান। ইহা ষষ্ঠ বিজ্ঞানস্থিতি।

"হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান আয়তনকে অতিক্রম করে 'কিছুই নেই' ভাবনা করে অকিঞ্চন আয়তনে উপনীত সত্ত্ব বিদ্যমান। ইহা সপ্তম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞানস্থিতি”। এরূপে ভগবান প্রতিসন্ধিবশে সাত প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন—ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা।

পোসালাতি ভগৰাতি। “পোসাল” (**পোসালা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—পোসালাতি ভগৰা।

অভিজানং তথাগতোতি। “জানেন” (**অভিজান**ন্তি) বলতে তথাগত জানেন, বুঝেন, উপলব্ধি করেন, জ্ঞাত হন। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে চুন্দ, যদি অতীতের বিষয় অভূত, অসত্য ও অনর্থসংহিত হয়, তাহলে তথাগত ব্যাখ্যা করেন না। অতীতের বিষয় যদি ভূত, সত্য কিন্তু অনর্থসংহিত হয়, তাহলে তথাগত তাও ব্যাখ্যা করেন না। অতীতের বিষয় যদি ভূত, সত্য ও অর্থসংহিত হয়, তাহলে কালজ্ঞ ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

হে চুন্দ, যদি অনাগতের বিষয় ... প্রদান করেন। হে চুন্দ, যদি বর্তমানের বিষয় অভূত, অসত্য ও অনর্থসংহিত হয়, তাহলে তথাগত ব্যাখ্যা করেন না। বর্তমানের বিষয় যদি ভূত, সত্য কিন্তু অনর্থসংহিত হয়, তাহলে তথাগত তাও ব্যাখ্যা করেন না। বর্তমানের বিষয় যদি ভূত, সত্য ও অর্থসংহিত হয়, তাহলে কালজ্ঞ ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এরূপে অতীত, অনাগত, বর্তমান বিষয়াদিতে তথাগত কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী। সে কারণে বলা হয় তথাগত।

হে চুন্দ, দেবলোক, মারভূবন, ব্রহ্মলোকসহ জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মানুষ্য সমস্ত সত্ত্বগণের যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অনুসন্ধানকৃত বিবেচিত ও মনস্কৃত, তা সবই তথাগতের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। সে কারণে বলা হয় তথাগত।

হে চুন্দ, তথাগত যে রাত্রিতে অনুত্তর সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং যে রাত্রিতে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হন, এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময় যা বলেন, ভাষণ করেন, ব্যাখ্যা করেন, তা সেরূপেই হয়, অন্যথা হয় না। সে কারণে বলা হয় তথাগত। চুন্দ, তথাগত যেরূপ বলেন, সেরূপ করেন; যেরূপ করেন, সেরূপ বলেন। এই প্রকারে তথাগত যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী। সে কারণে বলা হয় তথাগত।

হে চুন্দ, দেবলোক, মারভূবন, ব্রহ্মলোকসহ জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মানবসহ সমস্ত সত্ত্বগণের নিকট তথাগত শাস্তা, অপরাজিত, সর্বজ্ঞ, প্রভু। সে কারণে বলা হয় তথাগত—অভিজানং তথাগতো।

তিট্ঠন্তমেনং জানাতীতি। ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—“এই ব্যক্তি কায় অবসানে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনিপাত (যন্ত্রণা ভোগের স্থান) নরকে উৎপন্ন হবে।” ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—“এই ব্যক্তি কায় অবসানে মৃত্যুর পর তির্যককুলে উৎপন্ন হবে।” ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—“এই ব্যক্তি কায় অবসানে মৃত্যুর পর প্রেতকুলে উৎপন্ন হবে।” ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—“এই ব্যক্তি কায় অবসানে মৃত্যুর পর মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হবে।” ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—“এই ব্যক্তি সুপ্রতিপন্ন (সুগতি পথে) কায় অবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে।”

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে শারীপুত্র, আমি যেকোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থান জানতে পারি—“এই ব্যক্তির এরূপ গতিপথ, এরূপ আচরণ (ইরিযতি), তার এ পথ সমারূঢ়, যথা—কায় অবসানে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতি বিনিপাত (যন্ত্রণা ভোগের স্থান) নরকে উৎপন্ন হবে।”

“হে শারীপুত্র, আমি যেকোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—‘এই ব্যক্তির এরূপ গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়, যথা কায় অবসানে মৃত্যুর পর সে তির্যককুলে উৎপন্ন হবে’।

“হে শারীপুত্র, আমি যেকোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—‘এই ব্যক্তির গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়, যথা—কায় অবসানে মৃত্যুর পর মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হবে।”

“হে শারীপুত্র, আমি যে কোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—“এই ব্যক্তির গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়, যথা—কায় অবসানে মৃত্যুর পর সে সুগর্তি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে।”

“হে শারীপুত্র, আমি যে কোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—“এই ব্যক্তির এরূপ গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়, যথা আসক্তিসমূহ বিনাশ করে, সে অনাস্রবে চিত্তবিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ লাভ করে অবস্থান করে”—তিট্ঠন্তমেনং জানাতি।

ধিমুত্তং তপ্পরাযণন্তি। ”বিমুক্ত” (**ধিমুত্ত**ন্তি) বলতে অকিঞ্চনায়তন বিমুক্ত। বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত, তথায় অধিমুক্তি, তদাধিমুক্ত, তদাধিপত্য। অথবা, ভগবান জানেন—“এব্যক্তি রূপাধিমুক্ত, শব্দাধিমুক্ত, গন্ধাধিমুক্ত, রসাধিমুক্ত, স্পর্শাধিমুক্ত, কুলাধিমুক্ত, গণাধিমুক্ত, আবাসাধিমুক্ত, লাভাধিমুক্ত, যশাধিমুক্ত, প্রশংসাধিমুক্ত, সুখাধিমুক্ত, চীবরাধিমুক্ত, পিণ্ডপাতাধিমুক্ত, শয়নাসনাধিমুক্ত, ওষুধপথ্য বা ভেষজ্য উপকরণাধিমুক্ত। সূত্রাধিমুক্ত, বিনয়াধিমুক্ত, অভিধর্মাধিমুক্ত; আরণ্যিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, ত্রিচীবরিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, সপাদানচারিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, খলুশ্চাৎভত্তি ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, নৈশয্যিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, যথাসন্তুতিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত; প্রথম ধ্যানাধিমুক্ত, দ্বিতীয় ধ্যানাধিমুক্ত, তৃতীয় ধ্যানাধিমুক্ত, চতুর্থ ধ্যানাধিমুক্ত; আকাশ অনন্ত আয়তন সমাপত্তিতে অধিমুক্ত (আকাসানঞ্চাযতন সমাপত্তাধিমত্তো), বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন সমাপত্তিতে অধিমুক্ত, অকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে অধিমুক্ত, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সমাপত্তিতে অধিমুক্ত" বলে অধিমুক্ত।

"তৎপরায়ণ" (**তপ্পরাযণন্তি**) বলতে অকিঞ্চনায়তন তৎপরায়ণ, কর্মপরায়ণ, বিপাকপরায়ণ, গুরুকর্ম, গুরুপ্রতিসন্ধি। অথবা, ভগবান জানেন—"এই ব্যক্তি রূপপরায়ণ, শব্দপরায়ণ, গন্ধপরায়ণ, রসপরায়ণ, স্পর্শপরায়ণ, কুলপরায়ণ, গণপরায়ণ, আবাসপরায়ণ, লাভপরায়ণ, যশপরায়ণ, প্রশংসাপরায়ণ, সুখপরায়ণ, চীবরপরায়ণ, পিণ্ডপাতপরায়ণ, শয়নাসনপরায়ণ, ওষুধপথ্য বা ভেষজ্যাদি পরায়ণ, সূত্রপরায়ণ, বিনয়পরায়ণ, অভিধর্মপরায়ণ, আরণ্যিক ধুতাঙ্গপরায়ণ ... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সমাপত্তি-পরায়ণ"—ধিমুত্তং তপ্পরাযণং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"ৰিঞঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, [পোসালাতি ভগৰা]
অভিজানং তথাগতো।
তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, ধিমুত্তং তপ্পরাযণ"ন্তি॥

৮৪. আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বা, নন্দিসংযোজনং ইতি।
এৰমেতং অভিঞ্ঞায, ততো তত্থ ৰিপস্সতি।
এতং ঞাণং তথং তস্স, ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো॥

অনুবাদ : এইরূপে অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, নন্দীসংযোজন জ্ঞাত হয়। এভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে তা বিশেষভাবে দর্শন করে–এটাই তার যথার্থ জ্ঞান, যা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বশীভূত।

আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বাতি। অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি বলতে অকিঞ্চন আয়তন সংবর্তনিক কর্মাভিসংস্কার। অকিঞ্চন আয়তন সংবর্তনিক কর্মাভিসংস্কারকে অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, সংযোজন, বন্ধন ও প্রতিবন্ধকরূপে জ্ঞাত হয়, জানে, তুলনা বা নিরূপণ করে, চিহ্নিত করে, নির্ণয় করে ও ব্যাখ্যা করে। এ অর্থে—আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বা।

নন্দিসংযোজনং ইতীতি। "নন্দীসংযোজন" (**নন্দিসংযোজনং**) বলতে অরূপরাগ। অরূপরাগের দ্বারা এই কর্ম লগ্ন, সংযুক্ত ও আবদ্ধ। অরূপরাগ, নন্দীসংযোজন, সংযুক্ত, বন্ধন ও প্রতিবন্ধকরূপে জ্ঞাত হয়, জানে, তুলনা বা নিরূপণ করে, চিহ্নিত করে, নির্ণয় করে ও ব্যাখ্যা করে। "এই" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদে পূর্ণতা, অক্ষর-সমবায়, ব্যঞ্জন-সংশ্লিষ্টতা, শব্দের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর্যানুক্রম—নন্দিসংযোজনং ইতি।

এৰমেতং অভিঞ্ঞায়াতি। এরূপে অভিজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা বা নিরূপণ করে, চিহ্নিত করে, নির্ণয় করে ও ব্যাখ্যা করে—এৰমেতং অভিঞ্ঞায।

ততো তত্থ ৰিপস্সতীতি। "তথায়" (**তত্থাতি**) বলতে অকিঞ্চনায়তনে নিযুক্ত হয়ে তা হতে উত্থিত হয়ে তথায় উৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিক ধর্মকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন, দুঃখরূপে দর্শন করেন, রোগ ... নিঃশরণরূপে দেখেন, দর্শন করেন, অবলোকন করেন, গভীরভাবে বিবেচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন—ততো তত্থ ৰিপস্সতি।

এতং ঞাণং তথং তস্সাতি। এটাই তার যথাযথ, প্রকৃত, সত্য, অবিপরীত ও সুস্পষ্ট জ্ঞান—এতং ঞাণং তথং তস্স।

ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতোতি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণো**তি) বলতে সপ্ত ধর্মের বহন করে বলে ব্রাহ্মণ ... তাদৃশ অনাসক্তকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। **ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো**তি। কল্যাণপৃথগ্‌জন থেকে শুরু করে সাত শৈক্ষ্যের যা অপ্রাপ্ত তা পাওয়ার জন্য, যা অনধিগত তা অধিগত করার জন্য এবং যা অসাক্ষাৎকৃত তা সাক্ষাৎ করার জন্য অবস্থান করেন।

অর্হৎ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, কৃতকরণীয় ভাবযুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ, সম্যকদর্শী, বিমুক্ত; তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণ পরিপূর্ণ ... জন্ম, মরণ সংসার, পুনর্ভব নেই—ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বা, নন্দিসংযোজনং ইতি।
এৰমেতং অভিঞ্ঞায, ততো তত্থ ৰিপস্সতি।
এতং ঞাণং তথং তস্স, ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[পোসাল মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৫. মোঘরাজ মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৮৫. দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং, [ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা]
ন মে ব্যাকাসি চক্খুমা।
যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি[১], ব্যাকরোতীতি মে সুতং॥

---

[১] [দেৰিসি (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মোঘরাজ বললেন, আমি শাক্যমুনি ভগবানকে দু-বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি (কিন্তু) চক্ষুষ্মান আমাকে উত্তর দেননি। আমি শুনেছি তিনবার পর্যন্ত প্রশ্ন করলে দেবর্ষি প্রকাশ বা উত্তর প্রদান করেন।

দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সন্তি। সেই ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধকে দু-বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। ভগবান তার প্রশ্নে উত্তর প্রদান করলেন না। "তদনন্তরে এই ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয় বা জ্ঞান পরিপক্বতা হতে পারে" (এই ভেবে ভগবান উত্তর প্রদানে মনস্থির কররেন)। "শাক্য" (**সক্কন্তি**) বলতে শাক্য; ভগবান শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য। অথবা, ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী ও ধনবান বলে শাক্য। সেই ধনসমূহ হলো, যেমন- শ্রদ্ধাধন, শীলধন, লজ্জাধন, ভয়ধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন, সম্যকপ্রধান-ধন, ঋদ্ধিপাদ-ধন, ইন্দ্রিয়-ধন, বল-ধন, বোধ্যঙ্গ-ধন, মার্গধন, ফলধন এবং নির্বাণধন। এই বহুবিধ ধনরত্ন দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলেই শাক্য। অথবা, শাক্যমুনি জ্ঞানী, মেধাবী, পণ্ডিত, সূর, বীর, অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন, সাহসী, ভয়-ভৈরবমুক্ত ও লোমহর্ষবিগত বলে শাক্য। **দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সন্তি**। আমি দু-বার শাক্যমুনি বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, যাচঞা করেছি, প্রার্থনা করেছি এবং অনুরোধ বা অনুনয় করেছি—দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং।

ইচ্চাযস্মা মোঘরাজাতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) **বলতে** পদসন্ধি ... "আয়ুস্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... "মোঘরাজ" (**মোঘরাজা**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... সম্বোধনসূচক বাক্য—ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা।

ন মে ব্যাকাসি চকখুমাতি। "আমাকে ব্যাখ্যা করেননি" (**ন মে ব্যাকাসী**তি) বলতে আমাকে বলেননি, ভাষণ করেননি, বর্ণনা করেননি, বিবৃত করেননি, প্রজ্ঞাপ্ত করেননি, ব্যক্ত করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, ঘোষণা করেননি এবং প্রকাশ করেননি। "চক্ষুষ্মান" (**চকখুমা**তি) বলতে ভগবান পাঁচ প্রকার চক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান। যথা : মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, দিব্যচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান এবং সামন্তচক্ষু বা সর্বজ্ঞতা দ্বারা চক্ষুষ্মান।

ভগবান কীভাবে মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবানের মাংসচক্ষুতে পঞ্চবর্ণ বিদ্যমান—নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত। যেখানে ভগবানের চক্ষুলোম স্থিত সেই চক্ষুলোম নীল, সুনীল, মনোরম, দর্শনীয় এবং উমাপুষ্প (অতসী ফুল) সদৃশ। তারপরে পীত, সুপীত, সুবর্ণবর্ণ, মনোরম, দর্শনীয়, কর্ণিকা পুষ্প বা পদ্ম পাপড়ির অগ্রভাগের ন্যায়। ভগবানের উভয় চক্ষুকোটর লোহিত, সুলোহিত, লাবণ্যময়, দর্শনীয়, ইন্দ্রগোপের (একজাতীয় লালপোকা) ন্যায়। চক্ষুর মধ্যস্থান কৃষ্ণ, সুকৃষ্ণ, মসৃণ, স্নিগ্ধ, মনোরম, দর্শনীয়, পিচ্ছিল-অরিষ্টক মণি সদৃশ (অদ্দারিট্ঠকসমানং)। তারপরে শুভ্র, উজ্জ্বল-শুভ্র, শ্বেত, পীতাভা, লাবণ্যময়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দর্শনীয় শুকতারা সদৃশ। সেই প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ মাংসচক্ষু দ্বারা ও আত্মভবপ্রতিপন্নের দ্বারা এবং পূর্বসুচরিত কর্মপ্রভাব দ্বারা চতুর্দিকে দিন-রাত্রি যোজন পরিমাণ দর্শন করেন। যদি চতুরঙ্গ-সমন্বিত অন্ধকার হয়—যেমন, সূর্য অস্তগমন হেতু অন্ধকার হয়, কৃষ্ণপক্ষের উপোসথ বা অমাবস্যার রাত হেতু অন্ধকার হয়, গভীর জঙ্গল হেতু অন্ধকার হয় এবং মহাকালমেঘ আকাশে উত্থিত হেতু অন্ধকার হয়—এরূপ চতুরঙ্গ-সমন্বিত অন্ধকারেও ভগবান চতুর্দিকে যোজন পর্যন্ত দেখতে পান। দেয়াল, দরজা, প্রাচীর, পর্বত, ঝোপ, লতা, আচ্ছাদিত অপচ্ছায়া দেখার জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। যদি কোনো একটি তিলফল তিলবাহী শকটে ফেলে দেয়া হয়; (ভগবান) সেই তিলফল উদ্ধার করতে পারেন। ভগবানের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক মাংসচক্ষু এরূপই পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কীভাবে ভগবান দিব্যচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবান মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—“এই সত্ত্বগণ কায়-দুশ্চরিতসম্পন্ন, বাক-দুশ্চরিতসম্পন্ন, মনোদুশ্চরিতসম্পন্ন, আর্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এই সত্ত্বগণ কায়-সুচরিতসম্পন্ন, বাক-সুচরিতসম্পন্ন, মনোসুচরিতসম্পন্ন, আর্য-অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।” এরূপে মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ভগবান ইচ্ছানুসারে এক লোকধাতু বা চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, দুই চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, তিন চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, চার চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, পাঁচ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, দশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, বিশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, ত্রিশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, চল্লিশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, পঞ্চাশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, শত চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, ক্ষুদ্রতর সহস্র চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, দুই সহস্র মধ্যম চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, তিন সহস্র চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, মহাসহস্র চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর দর্শন করতে পারেন। ভগবানের দিব্যচক্ষু এরূপ পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান দিব্যচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কীভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবান মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, পুথুপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, হাসপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, জবনপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বেদিকপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাপ্রভেদে অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রজ্ঞানী, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, চারি বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দশবলধারী, নরশ্রেষ্ঠ (পুরুষার্ষভ), পুরুষোত্তম (পুরুষসিংহ), নরোত্তম (পুরুষনাগ), মানবশ্রেষ্ঠ. মহাপুরুষ, পবিত্র পুরুষ, অনন্ত জ্ঞানী, অনন্ত তেজী, অনন্ত যশস্বী, আঢ্য, মহাধনী, ধনশালী, নেতা, বিনেতা, শিক্ষাদাতা, প্রজ্ঞাদাতা, আশ্রয়দাতা, দৃষ্টিদাতা, প্রসাদদাতা। সেই ভগবান অনুৎপন্নমার্গের উৎপাদনকারী (আবিষ্কারক), অজ্ঞাতমার্গের সন্ধানদাতা, অপ্রচারিত মার্গের প্রবক্তা, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদূ, মার্গকোবিদ ও মার্গানুগামী; পরে শ্রাবকগণ এসবে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করেন।

সেই ভগবান জানার বিষয়কে জানেন, দেখার বিষয়কে দেখেন। তথাগত চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, মঙ্গল আনয়নকারী, অমৃতদাতা এবং ধর্মস্বামী। ভগবানের প্রজ্ঞার দ্বারা অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত বিষয় কিছুই নেই। অতীত, অনাগত, বর্তমানসহ সবধর্ম সর্বাকারে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানমুখে উপস্থিত হয়। আত্মার্থ, পরার্থ, আত্ম-পর উভয়ার্থ, ইহলোক-অর্থ, পরলোক-অর্থ, উত্তান বা অগভীর-অর্থ, গভীর-অর্থ, গূঢ়-অর্থ, প্রতিচ্ছন্ন-অর্থ, জ্ঞাতব্য-অর্থ, নিরূপিত-অর্থ, অনবদ্য-অর্থ, ক্লেশহীন-অর্থ, নির্মল-অর্থ, পরমার্থ-অর্থ যা কিছু জানার আছে ভগবান সবই জানেন; সেসব বিষয় বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সকল কায়কর্মের কোনো পরিবর্তন নেই, সকল বাককর্মের কোনো পরিবর্তন নেই, সকল মনোকর্মের কোনো পরিবর্তন নেই। অতীতের ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রতিহত ছিল, অনাগতে অপ্রতিহত থাকবে, বর্তমানে অপ্রতিহত আছে। যতটুকু জ্ঞাত হওয়া উচিত, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু জ্ঞাত হওয়া উচিত। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য; জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জ্ঞাতব্য পথও থাকে না। সেই ধর্মসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যেমন দুটি ঝুড়ি ভালোভাবে স্পর্শিত হলে (বা যোজিত হলে) নিচের ঝুড়িটি উপরের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না, আবার উপরের ঝুড়িটি নিচের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না; পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্থিত থাকে। ঠিক তেমনিভাবে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্থিত। যতটুকু জ্ঞাতব্য, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জ্ঞাতব্য পথও থাকে না। সেই ধর্মসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল ধর্মে প্রবর্তিত হয়। ভগবান বুদ্ধের সকল ধর্ম আবর্তন প্রতিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিবদ্ধ, মনোযোগ প্রতিবদ্ধ, চিত্ত উদয় প্রতিবদ্ধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল সত্ত্বে প্রবর্তিত হয়। ভগবান সকল সত্ত্বের আস্রব সম্বন্ধে জানেন, অনুশয় সম্বন্ধে জানেন, চরিত্র সম্বন্ধে জানেন, অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানেন। ভবাভবে সত্ত্বগণের অল্প রজম্রক্ষিত সম্বন্ধে ও মহা রজম্রক্ষিত সম্বন্ধে, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ও মৃদু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে, সুন্দর আকার সম্বন্ধে ও কদাকার সম্বন্ধে, সুবিজ্ঞেয় সম্বন্ধে ও দুর্বিজ্ঞেয় সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানেন। দেবলোক সহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও প্রজা, দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়।

কিছু কিছু মৎস্য-কচ্ছপ যেমন তিমি, তিমিঙ্গল (তিমি জাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য) হতে তলগামী হয়ে মহাসমুদ্রে বিচরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে দেবলোকসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা, প্রজা ও দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়। কিছু কিছু পক্ষী যেমন গরুড়পক্ষী হতে নিম্নগামী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে যারা প্রজ্ঞায় শারীপুত্র অনুরূপ, তাঁরাও বুদ্ধজ্ঞানের প্রদেশে প্রবর্তিত হন। বুদ্ধজ্ঞান দেব-মনুষ্যের জ্ঞান ভেদ ও অতিক্রম করে স্থিত থাকে। যারা ক্ষত্রিয়পণ্ডিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত, শ্রমণপণ্ডিত, নিপুণ, শাস্ত্রবিদ, কেশাগ্রবিদ্ধকারী ধনুর্ধর সদৃশ (ৰালৰেধিরূপা) ও স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিগত বিষয়সমূহেও চুলচেরা আলোচনাকারী; তারা স্বীয় মিথ্যাধারণাজাত প্রশ্নে সুসজ্জিত হয়ে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে গূঢ় ও প্রতিচ্ছন্ন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আর এভাবে তারা ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত, দৃঢ়ভাবে সমর্থিত প্রশ্নসমূহ সংগ্রহকারী হয়। ফলশ্রুতিতে তারা ক্রীতদাসের ন্যায় ভগবানের অনুগামী হয়। অতঃপর ভগবান তা দেদীপ্যমান করে প্রজ্ঞাপ্ত করেন। এভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান ।

কীভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান—কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ মহারজম্রক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকারসম্পন্ন, কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। যেমন উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক গাছের কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলে আশ্রিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে জলে মগ্ন থাকে; কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলপ্রাপ্ত বা জল বরাবর স্থিত থাকে; আর কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জল হতে ঊর্ধ্বে উঠে জল অপ্রলিপ্ত অবস্থায় থাকে। ঠিক একইভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান—কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ মহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রজস্ক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকারসম্পন্ন, কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। ভগবান এরূপে বলেন, "এই পুদ্গল রাগচরিত, এই পুদ্গল দ্বেষচরিত, এই পুদ্গল মোহচরিত, এই পুদ্গল বিতর্কচরিত, এই পুদ্গল শ্রদ্ধাচরিত, এই পুদ্গল জ্ঞানচরিত।" ভগবান রাগচরিত পুদ্গালের জন্য অশুভ ভাবনার কথা বলেছেন; দ্বেষচরিত পুদ্গালের জন্য মৈত্রীভাবনার কথা বলেছেন; মোহচরিত পুদ্গালের জন্য আবৃতি-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ, যথাসময়ে ধর্মালোচনা এবং গুরুর সাথে একত্রে বাস করতে বলেছেন; বিতর্কচরিত পুদ্গালের জন্য আনাপানস্মৃতি ভাবনা বর্ণনা করেছেন; শ্রদ্ধাচরিত পুদ্গালের জন্য প্রসাদনীয় নিমিত্ত (অর্থাৎ শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে এমন বিষয়) যেমন বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সংঘের শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় বর্ণনা করেছেন; প্রজ্ঞা বা জ্ঞানচরিত পুদ্গালের জন্য স্বীয় বিদর্শন নিমিত্ত অনিত্যাবস্থা, দুঃখাবস্থা, অনাত্মাবস্থা বর্ণনা করেছেন।

"সেলে যথা পব্বতমুদ্ধনিট্ঠিতো,
যথাপি পস্সে জনতং সমন্ততো।
তথূপমং ধম্মমযং সুমেধ,
পাসাদমারুযহ সমন্তচকখু।
সোকাৰতিণ্ণং[1] জনতমপেতসোকো,
অবেক্খস্সু জাতিজরাভিভূত"ন্তি॥

অনুবাদ : গিরি বা পর্বতের চূড়ায় স্থিতজন যেমন চারিদিকের লোকজনসহ সমস্ত কিছু দেখতে পায়, তদ্রূপ ধর্মময় প্রসাদে আরোহিত সুমেধ (বুদ্ধ) সমন্তচক্ষু। তিনি শোকগ্রস্ত, শোকে অবতীর্ণ, জন্ম-জরায় অভিভূত জনতাকে দেখতে পান। এভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কীরূপে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা অলংকৃত, গুণান্বিত, উপগত, সমুপগত, প্রতিপন্ন, সুপ্রতিপন্ন ও সমন্নাগত।

"ন তস্স অদ্দিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি,
অথো অৰিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং,
তথাগতো তেন সমন্তচকখূ"তি॥

---

[1] [সোকাৰকিণ্ণং (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : এ জগতে তাঁর অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত এবং অজানিত কিছুই নেই। যা কিছু জানার আছে, সবই তাঁর জ্ঞাত। তজ্জন্য তথাগতকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। এভাবে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান—ন মে ব্যাকাসি চকখুমা।

যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুতন্তি। কেউ বুদ্ধকে ধর্মানুসারে তিনবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেও যদি তিনি তার উত্তর প্রদান না করেন, তাহলে আর করেন না—ইহা আমার কর্তৃক গৃহীত, উপধারিত এবং উপলক্ষিত বা অনুমিত।

"দেবর্ষি" (**দেৰীসী**তি) বলতে ভগবান ঋষি ছিলেন বলে—দেবর্ষি। যেমন—রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়েছেন বলে রাজর্ষি। ব্রাহ্মণ ধর্মে প্রব্রজ্যা নিয়েছেন বলে 'ঋষিব্রাহ্মণ'। এভাবে ভগবান দেবসদৃশ ঋষি বলেই—দেবর্ষি।

অথবা, ভগবান প্রব্রজিত বলে ঋষি। মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিস্কারকারী বলে ঋষি। মহা সমাধিস্কন্ধ ... মহা প্রজ্ঞাস্কন্ধ ... মহা বিমুক্তিস্কন্ধ ... মহা বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিস্কারকারী বলে ঋষি। মহা অজ্ঞানতার মুক্তি অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিস্কারকারী বলে ঋষি। মহা উন্মত্ততার বিনাশ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিস্কারকারী বলে ঋষি। মহা তৃষ্ণাশৈল্যের উৎপাটন ... মহা মিথ্যাদৃষ্টির জটিলতা মুক্ত ... মহা মানধ্বজার ধ্বংস ... মহা অভিসংস্কারের উপশম ... মহা ওঘের উত্তীর্ণ ... মহা সংসার দুঃখভারের নিক্ষেপ ... মহা সংসারবর্তের নিবারণ ... মহা সন্তাপের নির্বাপণ ... মহা মনঃকষ্টের প্রশমন ... মহা ধর্মধ্বজের উত্তোলন সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিস্কারকারী বলে ঋষি। মহা স্মৃতিপ্রস্থান ... মহা সম্যকপ্রধান ... মহা ঋদ্ধিপাদ ... মহা ইন্দ্রিয় ... মহাবল ... মহা বোধ্যঙ্গ ... মহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ... মহা পরমার্থ এবং অমৃতময় নির্বাণ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিস্কারকারী বলে ঋষি। মহা প্রভাবশালী সত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপ বলে তিনি অনুসন্ধানকৃত, গবেষণাকৃত, অন্বেষণকৃত আবিষ্কারকৃত বিধায় তিনিই ঋষি। এ অর্থে—যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি ব্যাকরোতীতি মে সুতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> "দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং, [ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা]
> ন মে ব্যাকাসি চকখুমা।
> যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুত"ন্তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৬. অযং লোকো পরো লোকো, ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।
দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি, গোতমস্স যসস্সিনো॥

অনুবাদ : ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক ও দেবলোক, সেই লোক (তারা) যশস্বী গৌতমের দৃষ্টি সম্বন্ধে জানে না।

অযং লোকো পরো লোকোতি। "ইহলোক" (**অযং লোকো**তি) বলতে মনুষ্যলোক। "পরলোক" (**পরো লোকো**তি) বলতে মনুষ্যলোক ব্যতীত সমস্ত পরলোক—অযং লোকো পরো লোকো।

"ব্রহ্মলোক দেবলোক" (**ব্রহ্মলোকো সদেৰকো**তি) বলতে দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোকসহ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজা, দেব-মনুষ্যের। এ অর্থে—ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।

দিট্ঠিং তে নাভিজানাতীতি। আপনার দৃষ্টি, ইচ্ছা, মত, অভিমত, আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায় লোক জানে না—"(সেই ব্যক্তি) ইহা এরূপ দর্শী, এরূপ ইচ্ছাকারী, এরূপ মতপোষণকারী, এরূপ অভিমতকারী, এরূপ আকাঙ্ক্ষাকারী এবং এরূপ অভিপ্রায়ীকে জানে না, দর্শন করে না, প্রদর্শন করে না, লাভ করে না, সাক্ষাৎ করে না এবং প্রতিলাভ করে না। এ অর্থে—সেই লোক (যশস্বী গৌতমের) দৃষ্টি সম্বন্ধে জানে না" (দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি)।

গোতমস্স যসস্সিনোতি। ভগবান যশপ্রাপ্ত বলে যশস্বী। অথবা, ভগবান সৎকারপ্রাপ্ত, সম্মানিত, মানিত, পূজিত, শ্রদ্ধান্বিত এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভী বলে যশস্বী। এ অর্থে—যশস্বী গৌতমের (গোতমস্স যস্সিনো)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> "অযং লোকো পরো লোকো, ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।
> দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি, গোতমস্স যসস্সিনো"তি॥

৮৭. এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কথং লোকং অৰেক্খন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি॥

অনুবাদ : এরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনকারীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জগৎকে কীরূপে দর্শন করলে মৃত্যুরাজকে দেখতে পায় না?

এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিন্তি। এরূপ শ্রেষ্ঠদর্শী, অগ্রদর্শী, প্রবর বা মহৎদর্শী, বিশিষ্টদর্শী, পমোক্ষ বা প্রসিদ্ধদর্শী, উত্তমদর্শী এবং পরমদর্শী—এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং।

অত্থি পঞ্হেন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা, প্রশ্নকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামীদের প্রশ্ন নিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এসেছি, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি, অগ্রসর হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, সম্মুখস্থ হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

কথং লোকং অৰেকখন্তন্তি। কীরূপে জগৎকে দর্শন করলে, পর্যবেক্ষণ করলে, ধারণা করলে, বিচার করলে, বিবেচনা করলে এবং অবলোকন করলে। এ অর্থে—কথং লোকং অৰেকখন্তং।

মচ্চুরাজা ন পস্সতীতি। মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না, দর্শন পায় না, সাক্ষাৎ পায় না, খুঁজে পায় না এবং বশীভূত করতে পারে না। এ অর্থে—মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না (মচ্চুরাজা ন পস্সতি)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কথং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী"তি॥

৮৮. সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি॥

অনুবাদ : হে মেঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে শূন্যরূপে অবলোকন কর। আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করলে মৃত্যু উত্তীর্ণ হবে। যিনি এরূপে জগৎকে দর্শন করেন, তাঁকে মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না।

সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সূতি। "লোক" (**লোকো**তি) নিরয়লোক, তির্যকলোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোক। জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, লোক লোক বলা হয়। কী কারণে লোক বলা হয়?" "হে ভিক্ষু, লোপ পায় বলে লোক বলা হয়। কী লোপ পায়? ভিক্ষু, চক্ষু লোপ পায়, রূপ লোপ পায়, চক্ষু-বিজ্ঞান লোপ পায়, চক্ষু সংস্পর্শ লোপ পায়; চক্ষুসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। শ্রোত্র লোপ পায়, শব্দ লোপ পায়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান লোপ পায়, শ্রোত্র সংস্পর্শ লোপ পায়; শ্রোত্রসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। ঘ্রাণ লোপ পায়, গন্ধ লোপ পায়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান লোপ পায়, ঘ্রাণ সংস্পর্শ লোপ পায়; ঘ্রাণসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। জিহ্বা লোপ পায়, রস লোপ পায়, জিহ্বা-বিজ্ঞান লোপ পায়, জিহ্বা সংস্পর্শ লোপ পায়; জিহ্বা সংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। কায় লোপ পায়, স্পর্শ লোপ পায়, কায়-বিজ্ঞান লোপ পায়, কায় সংস্পর্শ লোপ পায়; কায় সংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। মন লোপ পায়, ধর্ম লোপ পায়, মন-বিজ্ঞান লোপ পায়, মন সংস্পর্শ লোপ পায়; মনসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। হে ভিক্ষু, এভাবে লোপ পায় বলে লোক বলা হয়।

সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্খস্সূতি। দুটি কারণে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে—আলম্বন প্রবর্তবশে ও তুচ্ছ বা অসার-সংস্কার ধারণাবশে।

কীভাবে আলম্বন প্রবর্তবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে? রূপে নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, বেদনায় নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, সংজ্ঞায় নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, সংস্কারে নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, বিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই রূপ আত্মা নয়। আমরা যে রূপ লাভ করি (বা দেহ ধারণ করি), সেটাকে—'আমার রূপ এ রকম হোক, আমার রূপ এ রকম ছিল না' বললেও এই রূপ তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ অনাত্মা, সেহেতু রূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার রূপ এ রকম হোক, আমার রূপ এ রকম ছিল না' বললেও রূপে তা হয় না।"

"বেদনা অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই বেদনা আত্মা নয়। আমরা যে বেদনা লাভ করি (বা অনুভব করি), সেটাকে—'আমার বেদনা এ রকম হোক, আমার বেদনা এ রকম ছিল না' বললেও এই বেদনা তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু বেদনা অনাত্মা, সেহেতু বেদনা ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার বেদনা এ রকম হোক, আমার বেদনা এ রকম ছিল না' বললে বেদনায় তা হয় না।"

"সংজ্ঞা অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই সংজ্ঞা আত্মা নয়। আমরা যে সংজ্ঞা লাভ করি, সেটাকে—'আমার সংজ্ঞা এ রকম হোক, আমার সংজ্ঞা এ রকম ছিল না' বললেও এই সংজ্ঞা তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু সংজ্ঞা অনাত্মা, সেহেতু সংজ্ঞা ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার সংজ্ঞা এ রকম হোক, আমার সংজ্ঞা এ রকম ছিল না' বললে সংজ্ঞায় তা হয় না।"

"সংস্কার অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই সংস্কার আত্মা নয়। আমরা যে সংস্কার লাভ করি, সেটাকে—'আমার সংস্কার এ রকম হোক, আমার সংস্কার এ রকম ছিল না' বললেও এই সংস্কার তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, যেহেতু সংস্কার অনাত্মা, সেহেতু সংস্কার ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার সংস্কার এ রকম হোক, আমার সংস্কার এ রকম ছিল না' বললে সংস্কারে তা হয় না।"

"বিজ্ঞান অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই বিজ্ঞান আত্মা নয়। আমরা যে বিজ্ঞান লাভ করি, সেটাকে—'আমার বিজ্ঞান এ রকম হোক, আমার বিজ্ঞান এ রকম ছিল না' বললেও এই বিজ্ঞান তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু বিজ্ঞান অনাত্মা, সেহেতু বিজ্ঞান ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার বিজ্ঞান এ রকম হোক, আমার বিজ্ঞান এ রকম ছিল না' বললে বিজ্ঞানে তা হয় না।"

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, এ কায় বা শরীর তোমাদের নয়, অন্যদেরও নয়। ইহা পুরাতন কর্ম অভিসংস্কার ও চেতনা অভিব্যক্তি বেদনার প্রক্রিয়া বলে দৃষ্টব্য। ভিক্ষুগণ, তথায় (বা এ কায়ে) শ্রুতবান আর্যশ্রাবক উত্তমভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদকেই মনোনিবেশ করেন—'এটা থাকলে এটা হয়, এর উৎপত্তিতে এর উৎপত্তি হয়; এটা না থাকলে এটা হয় না, এর নিরোধে এরও নিরোধ হয়। যথা : অবিদ্যা হেতুতে সংস্কার, সংস্কার হেতুতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হেতুতে নামরূপ, নামরূপ হেতুতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হেতুতে স্পর্শ, স্পর্শ হেতুতে বেদনা, বেদনা হেতুতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হেতুতে উপাদান, উপাদান হেতুতে ভব, ভব হেতুতে জাতি, জাতি হেতুতে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়।

অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জাতি নিরোধ, জাতি নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশ নিরোধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখরাশি নিরোধ হয়। এরূপে আলম্বন প্রবর্তবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

কীভাবে অসার-সংস্কার উপলব্ধিবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে? রূপে সার না দেখে, বেদনায় সার না দেখে, সংজ্ঞায় সার না দেখে, সংস্কারে সার না দেখে এবং বিজ্ঞানে সার না দেখে। রূপ নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরিণামধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারাপগত বা সারহীন হিসেবে দেখে। বেদনা ... সংজ্ঞা ... সংস্কার ... বিজ্ঞান নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্বাশত ও অবিপরিণামধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন হিসেবে দেখে। যেমন নল অসার, নিঃসার এবং সারহীন; এরণ্ড (বা ভেরেণ্ডাগাছ, যা থেকে ক্যাস্টর ওয়েল প্রস্তুত হয়) অসার, নিঃসার এবং সারাহীন; উদুম্বর (গাছ) অসার, নিঃসার এবং সারহীন; পালিভদ্দক (এক জাতীয় বৃক্ষবিশেষ) অসার, নিঃসার এবং সারহীন; ফেণাপিণ্ড অসার, নিঃসার এবং সারহীন; জলবুদবুদ অসার, নিঃসার এবং সারহীন; মরীচিকা অসার, নিঃসার এবং সারহীন; কদলীবৃক্ষের কাণ্ড অসার, নিঃসার এবং সারহীন; ইন্দ্রজাল (ভেলকি) অসার, নিঃসার এবং সারহীন। ঠিক তেমনি রূপ নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরিণাম ধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন। বেদনা নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন। সংজ্ঞা নিত্যসার ... সংস্কার নিত্যসার ... বিজ্ঞান নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন। এরূপে অসার-সংস্কার উপলব্ধিবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। এই দুটি কারণে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

আবার, ছয় প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। যেমন—চক্ষুকে আত্মা, আত্মাস্বভাবযুক্ত, নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে শূন্যরূপে দর্শন করে। শ্রোত্রকে ... ঘ্রাণকে ... জিহ্বাকে ... কায়কে ... রূপকে ... শব্দকে ... গন্ধকে ... রসকে ... স্পর্শকে ... ধর্মকে ...; চক্ষু-বিজ্ঞানকে ... শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে ... জিহ্বা-বিজ্ঞানকে ... কায়-বিজ্ঞানকে ... মনো-বিজ্ঞানকে ... চক্ষুসংস্পর্শকে ... শ্রোত্রসংস্পর্শকে ... ঘ্রাণসংস্পর্শকে ... জিহ্বা সংস্পর্শকে ... কায়সংস্পর্শকে ... মনোসংস্পর্শকে ... ; চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনাকে ... শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনাকে ... ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনাকে ... জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনাকে ... কায়সংস্পর্শজ বেদনাকে ... মনোসংস্পর্শজ বেদনাকে ... ; রূপসংজ্ঞাকে ... শব্দসংজ্ঞাকে ... গন্ধসংজ্ঞাকে ... রসসংজ্ঞাকে ... স্পর্শসংজ্ঞাকে ... ধর্মসংজ্ঞাকে ...; রূপসঞ্চেতনাকে ... শব্দসঞ্চেতনাকে ... গন্ধসঞ্চেতনাকে ... রসসঞ্চেতনাকে ... স্পর্শসঞ্চেতনাকে ... ধর্মসঞ্চেতনাকে ... ; রূপতৃষ্ণাকে ... শব্দতৃষ্ণাকে ... গন্ধতৃষ্ণাকে ... রসতৃষ্ণাকে ... স্পর্শতৃষ্ণাকে ... ধর্মতৃষ্ণাকে ...; রূপবিতর্ককে ... শব্দবিতর্ককে ... গন্ধবিতর্ককে ... রসবিতর্ককে ... স্পর্শবিতর্ককে ... ধর্মবিতর্ককে ... ; রূপবিচারকে ... শব্দবিচারকে ... গন্ধবিচারকে ... রসবিচারকে ... স্পর্শবিচারকে ... ধর্মবিচারকে আত্মা, আত্মাস্বভাবযুক্ত, নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে শূন্যরূপে দর্শন করে। এরূপে ছয় প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, দশ প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। যেমন—রূপকে রিক্ত, অসার, শূন্য, অনাত্মা, অসার, ঘাতক, ধ্বংসপ্রাপ্ত, দুঃখের মূল, দুঃখসংযুক্ত, দুঃসম্ভূতরূপে দর্শন করে। বেদনাকে ... সংজ্ঞাকে ... সংস্কারকে ... বিজ্ঞানকে ... চ্যুতিকে ... উৎপত্তিকে ... প্রতিসন্ধিকে ... ভবকে ... সংসারচক্রকে রিক্ত, অসার, শূন্য, অনাত্মা, অসার, ঘাতক, ধ্বংসপ্রাপ্ত, দুঃখের মূল, দুঃখসংযুক্ত, দুঃখসম্ভূতরূপে দর্শন করে। এরূপে দশ প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

আবার, বার প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। যেমন—রূপকে সত্ত্ব, জীব, নর, মানব, স্ত্রী, পুরুষ, আত্মা, আত্মার স্বভাবযুক্ত নয় এবং আমি নয়, আমার নয়, কেউ নয়, কারোর নয় হিসেবে দর্শন করে। বেদনাকে ... সংজ্ঞাকে ... সংস্কারকে ... বিজ্ঞানকে সত্ত্ব, জীব, নর, মানব, স্ত্রী, পুরুষ, আত্মা, আত্মার স্বভাবযুক্ত নয় এবং আমি নয়, আমার নয়, কেউ নয়, কারোর নয় হিসেবে দর্শন করে। এরূপে বার প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। ভিক্ষুগণ, কী তোমাদের নয়? রূপ তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। ভিক্ষুগণ, বেদনা তোমাদের ... হিত-সুখ সাধিত হবে। সংজ্ঞা তোমাদের ... হিত-সুখ সাধিত হবে। সংস্কার তোমাদের ... হিত-সুখ সাধিত হবে। বিজ্ঞান তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি যদি এই জেতবনের তৃণ-কাষ্ঠ, শাখা, পত্র-পল্লব হরণ করে, দগ্ধ করে দেয়, ইচ্ছানুরূপ অনিষ্ট সাধন করে। তখন কি তোমাদের এরূপ মনে হবে—'এই ব্যক্তি আমাদের হরণ করেছে, দগ্ধ করেছে, ইচ্ছানুরূপ অনিষ্ট সাধন করেছে।' 'না ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'তার কারণ কী?' 'ভন্তে, যেহেতু এটা আমাদের আত্মা বা আত্মা স্বভাবযুক্ত নয়।' ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে যা তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। ভিক্ষুগণ, কী তোমাদের নহে? রূপ তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করতে পারলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। বেদনা তোমাদের ... সংজ্ঞা তোমাদের ... সংস্কার তোমাদের ... বিজ্ঞান রূপ তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করতে পারলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, লোক শূন্য, লোক শূন্য বলা হয়। কী কারণে লোক শূন্য বলা হয়?" হে আনন্দ "যেহেতু আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য, সেহেতু লোক শূন্য বলা হয়। আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য কী?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দ, চক্ষু আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। রূপ আত্মা ... চক্ষু-বিজ্ঞান আত্মা ... চক্ষু-সংস্পর্শ আত্মা ... চক্ষু-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। শ্রোত্র আত্মা বা আত্মস্বভাব শূন্য। শব্দ আত্মা বা ... শ্রোত্র-বিজ্ঞান আত্মা বা ... শ্রোত্র-সংস্পর্শ আত্মা বা ... শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। ঘ্রাণ আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। গন্ধ আত্মা বা ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞান আত্মা বা ... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ আত্মা বা ... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। জিহ্বা আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। রস আত্মা বা ... জিহ্বা-বিজ্ঞান আত্মা বা ... জিহ্বা-সংস্পর্শ আত্মা বা ... জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। কায় আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। স্পর্শ আত্মা বা ... কায়-বিজ্ঞান আত্মা বা ... কায়-সংস্পর্শ আত্মা বা ... কায়-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। মন আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। ধর্ম আত্মা বা ... মন-বিজ্ঞান আত্মা বা ... মন-সংস্পর্শ আত্মা বা ... মন-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। হে আনন্দ, যেহেতু আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য, সেহেতু লোককে শূন্য বলা হয়। এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

“সুদ্ধং ধম্মসমুপ্পাদং, সুদ্ধসঙ্খারসন্ততিং।
পস্সন্তস্স যথাভূতং, ন ভযং হোতি গামণি॥

অনুবাদ : শুদ্ধ ধর্মসমুৎপাদ, শুদ্ধ সংস্কার-সন্ততি যথাভূতভাবে দর্শনকারী দলপতির ভয় উৎপন্ন হয় না।

“তিণকট্ঠসমং লোকং, যদা পঞ্ঞায পস্সতি।
নাঞ্ঞং[১] পত্থযতে কিঞ্চি, অঞ্ঞত্রপ্পটিসন্ধিযা”তি॥

এৰম্পি সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখতি।

অনুবাদ : যখন প্রজ্ঞা দ্বারা এলোককে তৃণকাষ্ঠসমরূপে দর্শন করে, তখন অন্য কিছু বা অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করতে প্রার্থনা করে না। এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “এরূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতদূর পর্যন্ত রূপের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত রূপকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত বেদনার গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বেদনাকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত সংজ্ঞার গতিপথ,

---

[১] [ন অঞ্ঞং (সী. স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ততদূর পর্যন্ত সংজ্ঞাকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত সংস্কারের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত সংস্কারকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানকে পরীক্ষা করে। (ভিক্ষুগণের) যতদূর পর্যন্ত রূপের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত রূপের পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত বেদনার গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বেদনার পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত সংজ্ঞার গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত সংজ্ঞার পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত সংস্কারের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত সংস্কারের পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরীক্ষা। এরূপ পরীক্ষার ফলে ভিক্ষুর 'আমি, আমার এবং (এতে) আমি আছি' এই ধারণা হয় না।' এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

সুঞ্ঞতো লোকং অৰেক্খস্সূতি। লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে, প্রত্যবেক্ষণ করে, পর্যবেক্ষণ করে, পরীক্ষা করে, পর্যালোচন করে ও নিরীক্ষণ করে। এ অর্থে—লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে (সুঞ্ঞতো লোকং অৰেক্খস্সু।)।

মোঘরাজ সদা সতোতি। "মোঘরাজ" (**মোঘরাজা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "সর্বদা" (**সদা**তি) বলতে সর্বকাল ... পশ্চিমে বায়ুস্কন্ধ। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চারটি কারণে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়নুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান ... একেই বলা হয় স্মৃতিমান। এ অর্থে—মোঘরাজ সর্বদা স্মৃতিমান (মোঘরাজ সদা সতো)।

অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চাতি। বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টির বিষয়কে আত্মানুদৃষ্টি বলা হয়। এ জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্জন আর্যগণের অদর্শী, আর্যধর্মে অদক্ষ, আর্যধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অদক্ষ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অদক্ষ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত হয়ে রূপে আত্মা, রূপবন্তে আত্মা, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা দর্শন করে। বেদনায় আত্মা ... সংজ্ঞায় আত্মা ... সংস্কারে আত্মা ... বিজ্ঞানে আত্মা, বিজ্ঞানবন্তে আত্মা, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টি বিশৃঙ্খলা, দৃষ্টি বিপ্‌ফন্দিত, দৃষ্টি সংযোজন, মিথ্যাগ্রহণ বা মিথ্যাধারণা গ্রহণ, মিথ্যা পরিগ্রহণ, মিথ্যা মীমংসা বা সিদ্ধান্ত, মিথ্যা পরামর্শ, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, ভ্রান্তধারণা, তীর্থিয় সম্প্রদায়গত মতবাদ, বিপরীত ধারণা, বিপরীত গ্রহণ, বিশৃঙ্খলা ধারণা, মিথ্যাধারণা, বেঠিককে সঠিকভাবে গ্রহণ—যা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত। ইহা আত্মানুদৃষ্টি। "আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করে" (**অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চা**তি) বলতে আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ, অপনোদন, শিকড়সমেত উত্তোলন, বিনাশ, বিলুপ্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিত্যাগ, বর্জন, বিদূরীত, বিমোচন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধন করে। এ অর্থে—আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করে (অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চ)।

“এরূপে মৃত্যু উত্তীর্ণ” (**এৰং মচ্চুতরো সিযা**তি) বলতে এরূপে মৃত্যু, জরা ও মরণ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত ও অতিক্রমণ করে। এ অর্থে—এরূপে মৃত্যু উত্তীর্ণ (এৰং মচ্চুতরো সিযা)।

এৰং লোকং অৰেকখন্তন্তি। এরূপে লোককে দর্শন, অবলোকন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করে। এ অর্থে—এরূপে লোককে দর্শন করে।

মচ্চুরাজা ন পস্সতীতি। মৃত্যু বলে মৃত্যুরাজ, মার বলে মৃত্যুরাজ এবং মরণ বলে মৃত্যুরাজ। মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না, দর্শন করতে পারে না, আগমন করতে পারে না, অধিকারে নিতে পারে না, হরণ করতে পারে না। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে ভিক্ষুগণ, যেমন একাচারী মৃগ অরণ্যে বা পর্বতের পার্শ্বদেশে বিচরণকালে একাই গমন করে, একাই দাঁড়িয়ে থাকে, একাই বসে পড়ে, একাই শয়ন করে, তার কারণ কী? শিকারীর অপথগত হতে বা শিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। ভিক্ষুগণ, ঠিক একইভাবে, ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত বিবেকজ বা নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক, বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান ... তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থ ধ্যান লাভে করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল রূপসংজ্ঞা অতিক্রম, প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস এবং নানাত্বসংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে “অনন্ত আকাশ” স্মৃতি করে আকাশ অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে “অনন্ত বিজ্ঞান” স্মৃতি করে বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে “কিছুই নেই” স্মৃতি করে অকিঞ্চন আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল অকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। সেই অবস্থায় তাঁর (সবকিছু) প্রজ্ঞায় দর্শন হয়ে আস্রবসমূহ পরিক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া এবং জগতের আসক্তি হতে উত্তীর্ণ (হওয়া)। এমন ভিক্ষু একাই গমন করেন, একাই দাঁড়িয়ে থাকেন, একাই উপবেশন করেন, একাই শয়ন করেন। তার কারণ কী? ভিক্ষু মারের অপথগত। এ অর্থে—মৃত্যুরাজ দর্শন করতে পারে না। তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
অত্তানুদিট্ঠিং ঊহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী”তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা ... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, “হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।”

[মোঘরাজ মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৬. পিঙ্গিয়মানব প্রশ্ন বর্ণনা

৮৯. জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো[১], [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।
মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ[২],
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি। আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। যাতে আমাকে মূঢ়তা অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়, সেরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। যা জ্ঞাত

---

[১] [ৰিৰণ্ণো (স্যা.)]

[২] [অন্তরায (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে আমি এ জগতে জাতি জরার প্রহীন সম্বন্ধে জানতে পারি।

জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণোতি। "আমি জীর্ণ" (**জিণ্ণোহমস্মী**তি) বলতে জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, বয়সপ্রাপ্ত, বয়োবৃদ্ধ, শতবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ। "বলহীন" (**অবলো**তি) বলতে দুর্বল, অল্পবল, শক্তিহীন। "বিবর্ণ" (**ৰীতৰণ্ণো**তি) বলতে বিবর্ণ, বিগতবর্ণ, বিকৃতবর্ণ। যা পূর্বের সেই সৌন্দর্য-লাবণ্য অন্তর্হিত ও বিনষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এ অর্থে—আমি জীর্ণ, বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি—(জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো)।

ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন ... "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম ... ও সম্বোধনসূচক বাক্যকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে—আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় (ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো।)।

"**নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসূ**তি" বলতে চক্ষু অস্বচ্ছ, অপরিষ্কার, অবিশুদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন। তদ্ধেতু চক্ষু দ্বারা কোনো কিছু (রূপ) ভালোমতো দেখতে পাই না—নেত্তা ন সুদ্ধা। "**সৰনং ন ফাসূ**তি" বলতে কর্ণ অপরিষ্কার, অবিশুদ্ধ, ভারী ও ক্ষীণশ্রবণ শক্তিসম্পন্ন। তদ্ধেতু কর্ণ দ্বারা ভালোমতো শুনতে পাই না—নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।

মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰাতি। "**মাহং নস্স**ন্তি" বলতে আমাকে যাতে বিনাশ, বিনষ্ট, ধ্বংস, মৃত্যুবরণ করতে না হয়। "মূঢ়তা" (**মোমুহো**তি) বলতে অবিদ্যাগত, অজ্ঞানী, অনভিজ্ঞ, দুষ্প্রাজ্ঞ। "আকস্মিক" (**অন্তরাৰা**তি) বলতে আপনার ধর্ম, প্রতিপদ, মার্গ না জেনে, অধিগত না করে, বিদিত না হয়ে, প্রতিলাভ না করে, ধারণ না করে, সাক্ষাৎ না করে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়। এ অর্থে—মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ।

আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞঞন্তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা প্রতিপালনের উপযোগী; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামিনী প্রতিপদ—এসব সম্বন্ধে ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। "**যমহং ৰিজঞঞ**ন্তি" বলতে আমি যেন জ্ঞাত হতে পারি, জানতে পারি, অনুভব করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, লাভ করতে পারি, ধারণ করতে পারি এবং সাক্ষাৎ করতে পারি। এ অর্থে—আমাকে উপদেশ দিন আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হতে পারি—আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞঞং।

"**জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান**ন্তি" বলতে এখানেই জাতি, জরা, মরণের প্রহীন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপশম, পরিত্যাগ ও ধ্বংস সাধন, অমৃত নির্বাণ—জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।
মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান”ন্তি॥

৯০. দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰায॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, রূপে উপদ্রব, উৎপীড়ন দেখেও জনগণ রূপে প্রমত্ত। তাই তুমি অপ্রমত্ত হয়ে পুনর্জন্মের নিবারণার্থে রূপ ত্যাগ কর।

দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানেতি। “রূপ” (**রূপন্তি**) বলতে চারি মহাভূত বা চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। সত্ত্বগণ রূপহেতু, রূপপ্রত্যয়ে, রূপের কারণে আহত হয়, হত হয়, বধিত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়। রূপ থাকলে বিবিধ শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেমন—কশাঘাত, দণ্ডাঘাত, বেত্রাঘাত; হাত কাঁটা, পা কাঁটা, হাত-পা কাঁটা, কান কাঁটা, নাক কাঁটা, নাক-কান কাঁটা, গরম জলে সিদ্ধ, শঙ্কমুণ্ডিক, রাহুমুখ, জ্যোতিমালিক, হাত পোড়া, নিম্নমুখ করে ঝুলিয়ে রাখা (এরকবত্তিক), চর্মপোড়া, এণেয্যক (এক প্রকার পীড়ন), শূলে বিদ্ধকরণ, মাংস টুক্‌রো টুকরো করে কাঁটা। নানাপ্রকার মানসিক যন্ত্রণা, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরানো, প্রহারে প্রহারে অস্থি চুরমার করে দেওয়া, উত্তপ্ত তেলে ফেলে দেওয়া, কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধকরণ, তলোয়ার দিয়ে মাথা কাঁটা। এভাবে সত্ত্বগণ রূপহেতু, রূপপ্রত্যয়, রূপের কারণে আহত, হত, বধিত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এভাবে আহত, হত, বধিত, আঘাতপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিচার করে, উপলব্ধি করে—দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে।

পিঙ্গিযাতি ভগৰাতি। “পিঙ্গিয়” (**পিঙ্গিযা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এনামে সম্বোধন করলেন। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—পিঙ্গিযাতি ভগৰা।

রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তাতি। “উৎপীড়ন” (**রুপ্পন্তী**তি) বলতে উৎপীড়ন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত। চক্ষুরোগে উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত। শ্রোত্ররোগে ... কায়রোগে ... ডাঁশ-মশা-বায়ু-সরীসৃপাদির দংশন বা কামড় দ্বারা উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হয়। এ অর্থে—রুপ্পন্তি রূপেসু।

অথবা চক্ষু (বা দৃষ্টিশক্তি) হ্রাসে, ক্ষয়ে, ক্ষীণতায়, পরিক্ষীণে, কমে যাওয়ায়, চলে যাওয়ায়, অন্তর্হিত হওয়ায় উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র (বা শ্রবণশক্তি) ... ঘ্রাণ ... জিহ্বা ... রস ... কায় ... স্পর্শ ... কুল ... গণ ... আবাস ... লাভ ... যশ ... প্রশংসা ... সুখ ... চীবর ... পিণ্ডপাত ... শয্যাসন ... এবং ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্যাদি হ্রাসপ্রাপ্তে, ক্ষয়প্রাপ্তে, ক্ষীণতায়, পরিক্ষীণে, কম হলে, অপর্যাপ্ত হলে, অন্তর্হিত হলে উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, ব্যথিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হয়—এভাবে রূপে উৎপীড়িত হয় (এৰম্পি রুপ্পন্তি রূপেসু)।

"জন" (**জনা**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব, মনুষ্য। "প্রমত্ত" (**পমত্তা**তি) বলতে কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, পঞ্চ কামগুণে চিত্তের শ্লথন, শিথিল উৎপাদন, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় অসাক্ষাৎকরণতা, অনধ্যবসায়তা, অনস্থিরতা, নিষ্ক্রিয়তা, দুর্বলতা, অগ্রাহ্যতা এবং অনভ্যাস, অভাবনা, অবৈপুল্যকরণতা, অনধিষ্ঠান, অননুযোগ ও প্রমাদ। যা এরূপ প্রমাদ, অমনোযোগ, উন্মত্ততা—একেই প্রমাদ বলে। এই প্রমাদে সমন্বিত জনই প্রমত্ত—রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।

তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তোতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে তাই, সেই কারণে, সেহেতু, সে প্রত্যয়ে, সে নিদানে; এভাবে রূপসমূহে আদীনব দর্শন করে—তস্মা তুৰং পিঙ্গিয। "অপ্রমত্ত" (**অপ্পমত্তো**তি) বলতে কুশল ধর্মসমূহে সাক্ষাৎকারী, অধ্যবসায়ী ... অপ্রমাদ—তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো।

জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰাযাতি। "রূপ" (**রূপন্তি**) বলতে চারি মহাভূত বা চারি মহাভূতের উপাদারূপ। "**জহস্সু রূপন্তি**" বলতে রূপ ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর, পরিহার কর, ধ্বংস কর। "**অপুনব্ভৰাযা**তি" বলতে যাতে এখানেই তোমার রূপ নিরুদ্ধ হয়। পুনঃ প্রতিসন্ধিযুক্ত ভব উৎপন্ন না হয়। কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব, একস্কন্ধভব, চারস্কন্ধভব, পঞ্চস্কন্ধভব, পুনঃগতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার বা আবর্তে উৎপন্ন না হয়, জন্ম না হয়, জাত না হয়, সঞ্জাত না হয়; এখানেই নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰায।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰাযা"তি॥

৯১. দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো,
উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযো।
ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং,
অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে।
আচিক্খ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং,
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং॥

অনুবাদ : চারদিক, চারবিদিক, উর্ধ্ব, অধঃ এই দশ দিক; তাতে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি এ জগতে জন্ম-জরার প্রহীন সম্পর্কে জানতে পারি।

দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো, উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযোতি—দশদিক।

"**ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং, অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে**তি" বলতে আত্মার্থ, পরার্থ, উভয়ার্থ, দৃষ্টধর্মিক, পারলৌকিক, অগভীর, গভীর, গূঢ়, প্রতিচ্ছন্ন, জ্ঞাতব্য, নিরূপিত, অনবদ্য, ক্লেশহীন, পরিশুদ্ধ, পরমার্থ সম্পর্কে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না—ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং, অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে।

আচিক্খ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি। "ধর্ম" (**ধম্মন্তি**) বলতে আদিকল্যাণ ... নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, ব্যক্ত করুন, বিভাজন করুন, বিশ্লেষণ করুন ও প্রকাশ করুন। "**যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি**" বলতে যাতে আমি জানতে, বুঝতে, জ্ঞাত হতে, উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে, অধিগত করতে, ধারণ করতে, সাক্ষাৎ করতে পারি—আচিক্খ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।

"**জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানন্তি**" বলতে এখানেই জন্ম-জরা-মরণের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, পরিহার, অমৃত নির্বাণ—জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো,
উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযো।
ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে।
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং,
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান''ন্তি॥

৯২. তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেক্খমানো, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
সন্তাপজাতে জরসা পরেতে।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৰায॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, তৃষ্ণানিপন্ন, জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে তুমি অপ্রমত্ত হও এবং পুনর্জন্মের নিবারণার্থে তৃষ্ণা পরিহার কর।

তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেক্খমানোতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। "**তণ্হাধিপন্নে**তি" বলতে তৃষ্ণানিপন্ন, তৃষ্ণানুসারী, তৃষ্ণানুগত, তৃষ্ণানুসৃত, তৃষ্ণায় পতিত, প্রতিপন্ন, অভিভূত; লোভীমনা। "**মনুজে**তি" বলতে সত্ত্বের অধিবচন। "দেখে" (**পেক্খমানো**তি) বলতে দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, বিচার করে, চিন্তা করে—তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেকখমানো। **পিঙ্গিযাতি ভগৰা**তি। "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—পিঙ্গিযাতি ভগৰা।

সন্তাপজাতে জরসা পরেতেতি। "সন্তপ্ত" (**সন্তাপজাতে**তি) বলতে জন্মের দ্বারা সন্তপ্ত, জরা দ্বারা সন্তপ্ত, ব্যাধি দ্বারা সন্তপ্ত, মরণ দ্বারা সন্তপ্ত, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দ্বারা সন্তপ্ত, নৈরয়িক দুঃখ দ্বারা সন্তপ্ত ... দৃষ্টিবিষয় দুঃখে সন্তপ্ত, সন্তাপ, উপদ্রব ও উৎপাত—সন্তাপজাতে। "জরায় অভিভূত" (**জরসা পরেতে**তি) বলতে জরায় স্পর্শিত, অভিভূত, অন্তর্গত, সমন্নাগত। জন্মে অনুগত, জরায় নিপীড়িত, ব্যাধি দ্বারা অভিভূত, মরণ দ্বারা উৎপীড়িত, ত্রাণহীন, সহায়হীন, শরণহীন, আশ্রয়হীন। এ অর্থে—জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে (সন্তাপজাতে জরসা পরেতে)।

তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তোতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে তাই, সেই কারণে, সেহেতু, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে; এভাবে তৃষ্ণায় আদীনব দর্শন করে—তস্মা তুৰং পিঙ্গিয। "অপ্রমত্ত" (**অপ্পমত্তো**তি) বলতে কুশল ধর্মসমূহে সাক্ষাৎকারী ... অপ্রমাদ—তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো।

জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৰাযাতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। "**জহস্সু তণ্হন্তি**" বলতে তৃষ্ণা ত্যাগ কর, পরিহার কর, পরিত্যাগ কর,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপনোদন কর, ধ্বংস কর। "**অপুনব্ভৱায়**াতি" বলতে যাতে এখানেই তোমার রূপ নিরোধ হয়। পুনঃ প্রতিসন্ধিযুক্ত ভব উৎপন্ন না হয়। কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব, একস্কন্ধভব, চারস্কন্ধভব, পঞ্চস্কন্ধভব, পুনঃগতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার বা আবর্তে উৎপন্ন না হয়, জন্ম না হয়, জাত না হয়, সঞ্জাত না হয়; এখানেই নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৱায়।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেক্খমানো, [পিঙ্গিযাতি ভগৱা]
সন্তাপজাতে জরসা পরেতে।
তস্মা তুৱং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৱাযা"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, এক উপায় বা পথ, এক অভিপ্রায়, এক বাসনায় স্থিত হন। সেই সময় বহুসহস্র সত্ত্বের বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী"। আর সেই ব্রাহ্মণের চিত্ত অনাসক্ত হয়ে সব আস্রব হতে মুক্ত হলো। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তাঁর অজিন, জটা, বল্কবস্ত্র, লাঠি, কমণ্ডলু (জলের পাত্র), চুল এবং দাঁড়ি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি মুণ্ডিতমস্তকে কাষায়বস্ত্র পরিহিত, সঙ্ঘাটি পাত্র-চীবরধারী, জ্ঞানত প্রতিপন্ন হয়ে যথার্থভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৭. পারায়ণ উৎপত্তি গাথা বর্ণনা

৯৩. ইদমৱোচ ভগৱা মগধেসু ৱিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে, পরিচারকসোল়সানং[১] ব্রাহ্মণানং অজ্ঝিট্ঠো পুট্ঠো পুট্ঠো পঞ্হং ব্যাকাসি।

অনুবাদ : মগধের পাষাণ-চৈত্যে অবস্থানকালে ভগবান এসব বললেন। ষোলজন পরিচারক বা অনুচর ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেন।

"**ইদমৱোচ ভগৱা**তি" বলতে (ভগবান) এই পারায়ণ বললেন। "ভগবান" (**ভগৱা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান।

[১] [পরিচারিতসোল়সন্নং (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মগধে অবস্থানকালে" (**মগধেসু ৰিহরন্তো**তি) বলতে মগধ নামক জনপদে অবস্থানকালে, বাসকালে, স্থিতিকালে, দিনাতিপাতকালে, অতিবাহিতকালে, যাপনকালে এবং জীবন-যাপনকালে। "পাষাণ-চৈত্য" (**পাসাণকে চেতিযে**তি) বলতে বুদ্ধাসনকে বলা হয়েছে। এ অর্থে—মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে। "**পরিচারকসোল়সানং ব্রাহ্মণানন্তি**" বলতে পিঙ্গিয় ব্রাহ্মণসহ ষোলজন ব্রাহ্মণ বাবরী ব্রাহ্মণের অনুসারী, সেবক, পরিচারক, শিষ্য—এরূপে ষোলজন পরিচারক ব্রাহ্মণ। অথবা সেই ষোলজন ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধের অনুসারী, সেবক, পরিচারক, শিষ্য—এভাবেই ষোলজন পরিচারক ব্রাহ্মণ (এৰম্পি পরিচারকসোল়সানং ব্রাহ্মণানং)।

অজ্ঝিট্ঠো পুট্ঠো পুট্ঠো পঞ্হং ব্যাকাসীতি। "জিজ্ঞাসিত" (**অজ্ঝিট্ঠো**তি) বলতে জিজ্ঞাসিত, প্রার্থিত। **পুট্ঠো পুট্ঠো**তি। বারবার প্রশ্নকৃত, জিজ্ঞাসিত, যাচিত, প্রার্থিত, অনুরোধকৃত। **পঞ্হং ব্যাকাসী**তি। প্রশ্ন ব্যাখ্যা করলেন, উত্তর দিলেন, দেশনা করলেন, বিবৃত করলেন, প্রজ্ঞাপন করলেন, স্থাপন করলেন, বর্ণনা করলেন, ব্যাখ্যা করলেন, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করলেন। এ অর্থে—অজ্ঝিট্ঠো পুট্ঠো পুট্ঠো পঞ্হং ব্যাকাসি।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

> "ইদমৰোচ ভগৰা মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে, পরিচারকসোল়সানং ব্রাহ্মণানং অজ্ঝিট্ঠো পুট্ঠো পুট্ঠো পঞ্হং ব্যাকাসী"তি।

৯৪. একমেকস্স চেপি পঞ্হস্স অত্থমঞ্ঞায ধম্মমঞ্ঞায ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য, গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি। তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স "পারাযন"ন্তেৰ অধিৰচনং।

অনুবাদ : যদি কেউ প্রতিটি প্রশ্নের আর্যপর্যায় ও ধর্মপর্যায় অনুধাবন করে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি জরা-মরণ উত্তীর্ণ হতে পারবেন। এই ধর্ম পরপারে উত্তরণকারী। তাই এ ধর্মপর্যায় "পারায়ণ" নামে অভিহিত।

একমেকস্স চেপি পঞ্হস্সাতি। প্রতিটি অজিত প্রশ্নের, তিষ্যমেত্তেয় প্রশ্নের, পুন্নক প্রশ্নের, মেত্তগূ প্রশ্নের, ধোতক প্রশ্নের, উপসীব প্রশ্নের, নন্দক প্রশ্নের, হেমক প্রশ্নের, তোদেয় প্রশ্নের, কপ্প প্রশ্নের, জতুকন্নী প্রশ্নের, ভদ্রাবুধ উদয় প্রশ্নের, পোসাল প্রশ্নের, মোঘরাজ প্রশ্নের, পিঙ্গিয় প্রশ্নের। এ অর্থে—একমেকস্স চেপি পঞ্হস্স।

অত্থমঞ্ঞায ধম্মমঞ্ঞাযাতি। "সেই প্রশ্ন ধর্মপর্যায়, উত্তর প্রদান অর্থপর্যায়" এরূপে অর্থ জেনে, জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে—অত্থমঞ্ঞায। "ধর্ম জ্ঞাত হয়ে" (**ধম্মমঞ্ঞাযা**তি) বলতে ধর্ম জ্ঞাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। এ অর্থে—ধম্মমঞ্ঞায়াতি—অত্থমঞ্ঞায় ধম্মমঞ্ঞায়। "ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ" (**ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্যাতি**) বলতে সম্যক প্রতিপদ, অনুলোম প্রতিপদ, প্রতিলোম প্রতিপদ, জ্ঞানত প্রতিপদ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদে প্রতিপন্ন হয়—ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য। **গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারন্তি**। জরা-মরণের অতিক্রম বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। **গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারন্তি**। জরা-মরণ অতিক্রম, পার, উত্তীর্ণ, সমতিক্রম করে—গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। **পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি**। এই ধর্ম পরপারে উত্তরণকারী। পারপ্রাপ্ত করায়, সম্প্রাপ্ত, লাভ করায়; জরা-মরণের উত্তরণে সংবর্তিত করে—পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি।

তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্সাতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মাতি**) বলতে তাই, সেই কারণে, সেহেতু, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে—তস্মা। **ইমস্স ধম্মপরিযাযস্সাতি**। এই পারায়ণের—তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স। **পারাযনন্তেৰ অধিৰচনন্তি**। "পার" বলতে অমৃত নির্বাণ ... নিরোধ নির্বাণ। "অয়ন" বলতে মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি ... সম্যক সমাধি। "অধিবচন" (**অধিৰচনন্তি**) বলতে সঙ্খ্যা, সংজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার, নাম, নামকরণ, নামধেয়, নিরুক্তি, ব্যঞ্জন, অভিলাপ—পারাযনন্তেৰ অধিৰচনং।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"একমেকস্স চেপি পঞ্হস্স অত্থমঞ্ঞায ধম্মমঞ্ঞায ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য, গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি। তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স 'পারাযন'ন্তেৰ অধিৰচন"ন্তি।

৯৫. অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ।
ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো॥
৯৬. তোদেয্যকপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো।
ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥
৯৭. এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং, সম্পন্নচরণং ইসিং।
পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে, বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুং॥

অনুবাদ : অজিত, তিষ্যমেত্তেয়, পুন্নক, মেত্তগূ, ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয্য, কপ্প, পণ্ডিত জতুকন্নী, ভদ্রাবুধ, উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজ, মহাঋষি পিঙ্গিয়; এরা আদর্শ আচরণসম্পন্ন ঋষি বুদ্ধের নিকট উপনীত হলেন। উপনীত হয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুন্তি। "এই" (**এতেতি**) বলতে ষোলজন পারায়ণ ব্রাহ্মণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বুদ্ধ" (**বুদ্ধোতি**) বলতে যিনি সেই ভগবান, স্বয়ম্ভু, অনাচার্য (আচার্যবিহীন), পূর্বে অশ্রুত ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য ও পরম জ্ঞান লাভ করেছেন, তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত (বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করেছেন), বলসমূহে বশীভাবপ্রাপ্ত (বা আধিপত্য লাভ করেছেন)। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধোতি**) বলতে কোন অর্থে বুদ্ধ? (তাঁর) সত্যসমূহ জ্ঞাত হয়েছে বলে বুদ্ধ, (চতুরার্য সত্যে) জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে বলে বুদ্ধ, (তিনি) সর্বজ্ঞতা দ্বারা বুদ্ধ, সর্বদর্শন বা সর্বদৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধ, জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞায় বা অনন্য বলে (অভিঞেঞয্যতায) বুদ্ধ, পারদর্শিতা (ৰিসৰিতায) দ্বারা বুদ্ধ, ক্ষীণাস্রব-সঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ, নিরুপক্লেশ-সঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ, একান্ত বীতরাগী বলে বুদ্ধ, একান্ত বীতদ্বেষী বলে বুদ্ধ, একান্ত বীতমোহ বলে বুদ্ধ, একান্ত ক্লেশহীন বলে বুদ্ধ, একায়ন মার্গে গত বলে বুদ্ধ, এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন বলে বুদ্ধ, অবুদ্ধি (অজ্ঞান) বিনষ্ট করে বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রতিলাভ করেছেন বলে বুদ্ধ। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**) এই নামটি মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-গোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই 'বুদ্ধ' নামটি বুদ্ধ ভগবানের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। **এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুন্তি**। এরা বুদ্ধের নিকট গমন, উপস্থিত, উপনীত হয়ে প্রশ্ন করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং।

সম্পন্নচরণং ইসিন্তি। আচরণ বলতে শীলাচার সম্পাদন। শীলসংবর আচরণ, ইন্দ্রিয়সংবর আচরণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা আচরণ, সতর্কতা আচরণ, সপ্তবিধ সদ্ধর্ম আচরণ, চারি ধ্যান আচরণ। "সম্পন্নাচরণ" (**সম্পন্নচরণন্তি**) বলতে সম্পন্ন আচরণ, শ্রেষ্ঠ আচরণ, বিশিষ্ট আচরণ, প্রসিদ্ধ আচরণ, উত্তম আচরণ, প্রবর আচরণ। "ঋষি" (**ইসীতি**) বলতে ভগবান মহাশীলস্কন্ধ অন্বেষণকারী, গবেষণাকারী, অনুসন্ধানকারী ... অথবা প্রভাবশালী সত্ত্বগণ দ্বারা অন্বেষিত, গবেষিত, অনুসন্ধানকৃত—"বুদ্ধ কোথায়, ভগবান কোথায়, দেবদেব (দেবশ্রেষ্ঠ বা বুদ্ধ) কোথায়, নরাসভ কোথায়"—ইসীতি। এ অর্থে—সম্পন্নচরণং ইসিং।

পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হেতি। "জিজ্ঞাসা" (**পুচ্ছন্তাতি**) বলতে জিজ্ঞাসা, যাচ্ঞা, অনুরোধ, অনুনয় করা। **নিপুণে পঞ্হেতি**। গম্ভীর, দুর্বোধ্য, দুরানুবোধ্য বা দুর্জ্ঞেয়, বিশুদ্ধ, প্রণীত, তর্কবহির্ভূত, নিপুণ, জ্ঞানপূর্ণ প্রশ্ন—পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে।

বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুন্তি। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধোতি**) বলতে যিনি ভগবান ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। "শ্রেষ্ঠ" (**সেট্ঠন্তি**) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ, উত্তম, প্রবর বুদ্ধের নিকট উপস্থিত, উপনীত, গমন করে প্রশ্ন করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং, সম্পন্নচরণং ইসিং।
পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে, বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমু"ন্তি॥

**৯৮. তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি, পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।
পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন, তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনি॥**

অনুবাদ : বুদ্ধ তাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করলেন। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মুনি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করলেন।

তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসীতি। "তাদের" (**তেসন্তি**) বলতে ষোলজন পারায়ণযোগ্য ব্রাহ্মণের। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে যিনি ভগবান ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। **পব্যাকাসী**তি। বুদ্ধ তাদের (জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের) উত্তর দিলেন, ব্যাখ্যা করলেন, দেশনা করলেন, প্রজ্ঞাপন করলেন, স্থাপন করলেন, বিশ্লেষণ করলেন, বিভাজন করলেন, সুস্পষ্ট করলেন ও প্রকাশ করলেন—তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি।

পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথন্তি। "প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত" (**পঞ্হং পুট্ঠো**তি) বলতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত, যাচিত, প্রার্থীত, অনুরোধকৃত, অনুনয়কৃত। **যথাতথ**ন্তি। যেভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত সেভাবে ব্যাখ্যা করেন, যেভাবে দেশনা করা উচিত সেভাবে দেশনা করেন, যেভাবে প্রজ্ঞাপ্ত করা উচিত সেভাবে প্রজ্ঞাপ্ত করেন, যেভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত সেভাবে বিশ্লেষণ করেন, যেভাবে বিভাজন করা উচিত সেভাবে বিভাজন করেন, যেভাবে সুস্পষ্ট করা উচিত সেভাবে সুস্পষ্ট করেন, যেভাবে প্রকাশ করা উচিত সেভাবে প্রকাশ করেন—পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।

পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেনাতি। প্রশ্নের উত্তর, ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, সুস্পষ্ট ও প্রকাশ—পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন।

তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনীতি। "সন্তুষ্ট করলেন" (**তোসেসী**তি) বলতে সন্তুষ্ট করলেন, প্রসন্ন করলেন, প্রফুল্ল করলেন, পরিতৃপ্ত করলেন, আনন্দিত করলেন। "ব্রাহ্মণে" (**ব্রাহ্মণে**তি) বলতে ষোলজন পারায়ণযোগ্য ব্রাহ্মণ। "মুনি" (**মুনী**তি) বলতে মৌনতা বলা হয় জ্ঞান ... আসক্তিজাল অতিক্রমকারী তিনিই মুনি।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি, পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।
পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন, তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনী"তি॥

**৯৯. তে তোসিতা চকখুমতা, বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।
ব্রহ্মচরিযমচরিংসু, ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে॥**

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : আদিত্যবন্ধু, চক্ষুষ্মান বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তারা উত্তম প্রাজ্ঞের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন।

তে তোসিতা চকখুমতাতি। "তারা" (**তে**তি) বলতে ষোলজন পারায়ণযোগ্য ব্রাহ্মণ। "তোষিত" (**তোসিতা**তি) বলতে তোষিত, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, প্রসন্ন, আনন্দিত—তে তোসিতা। "চক্ষুষ্মান" (**চকখুমতা**তি) বলতে ভগবান পাঁচ প্রকার চক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান। যথা : মাংসচক্ষু দ্বারা, দিব্যচক্ষু দ্বারা, প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা, বুদ্ধচক্ষু দ্বারা, সামন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান। কীভাবে ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ... এভাবে ভগবান সামন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান—তে তোসিতা চকখুমতা।

বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনাতি। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে যিনি ভগবান ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। "আদিত্যবন্ধু" (**আদিচ্চবন্ধুনা**তি) আদিত্য বলতে সূর্য। গোত্রের মাধ্যমে তিনি গৌতম, ভগবান গোত্রের মাধ্যমে গৌতম, ভগবান সূর্যের গোত্র-জ্ঞাতি, গোত্রবন্ধু। তাই বুদ্ধ আদিত্যবন্ধু—বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।

ব্রহ্মচরিযমচরিংসূতি। ব্রহ্মচর্য বলা হয় অসদ্ধর্ম সিদ্ধি পরিত্যাগ, পরিহার, নিবৃত্তি, বিরতি, অকার্যকর; যা সংযত, নিষ্কলঙ্ক ও সীমা অনতিক্রম করে না। অধিকন্তু, বিতর্কহীন ব্রহ্মচর্যকে বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। **ব্রহ্মচরিযমচরিংসূ**তি। ব্রহ্মচর্য আচরণ, প্রতিপালন, অনুশীলন, অভ্যাস করতে লাগলেন—ব্রহ্মচরিযমচরিংসু।

ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকেতি। বরপ্রাজ্ঞ, অগ্রপ্রাজ্ঞ, শ্রেষ্ঠপ্রাজ্ঞ, বিশিষ্টপ্রাজ্ঞ, প্রসিদ্ধপ্রাজ্ঞ, উত্তমপ্রাজ্ঞ, প্রবরপ্রাজ্ঞ। "নিকটে" (**সন্তিকে**তি) বলতে নিকটে, সান্নিধ্যে, আসন্নে, অদূরে, সমীপে—ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

> "তে তোসিতা চকখুমতা, বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।
> ব্রহ্মচরিযমচরিংসু, ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে"তি॥

১০০. একমেকস্স পঞ্হস্স, যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
তথা যো পটিপজ্জেয্য, গচ্ছে পারং অপারতো॥

অনুবাদ : প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ যেভাবে দেশনা করলেন, সেভাবে যিনি প্রতিপালন করবেন তিনি অপার হতে পারে গমন করবেন।

একমেকস্স পঞ্হস্সাতি। প্রতিটি অজিত প্রশ্ন, প্রতিটি তিষ্যমেত্তেয় প্রশ্ন ... প্রতিটি পিঙ্গিয় প্রশ্নের—একমেকস্স পঞ্হস্স।

যথা বুদ্ধেন দেসিতন্তি। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে যিনি ভগবান ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। **যথা বুদ্ধেন দেসিতন্তি**। বুদ্ধ কর্তৃক যেভাবে দেশিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যাখ্যাত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, বিশ্লেষিত, বিভাজিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত—যথা বুদ্ধেন দেসিতং।

তথা যো পটিপজ্জেয্যাতি। সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, প্রতিলোম প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয়—তথা যো পটিপজ্জেয্য।

গচ্ছে পারং অপারতোতি। পার বলতে অমৃত নির্বাণ ... নিরোধ নির্বাণ। অপার বলতে ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কার। "অপার হতে গমন করে" **গচ্ছে পারং অপারতো**তি) বলতে অপার হতে পারে গমন করে, পারে উপস্থিত হয়, পার স্পর্শ করে বা পারে উপনীত হয়, পার দর্শন করে বা পার লাভ করে—গচ্ছে পারং অপারতো।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"একমেকস্স পঞ্হস্স, যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
তথা যো পটিপজ্জেয্য, গচ্ছে পারং অপারতো"তি॥

১০১. অপারা পারং গচ্ছেয্য, ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।
মগ্গো সো পারং গমনায, তস্মা পারাযনং ইতি॥

অনুবাদ : উত্তম মার্গ ভাবনা করলে অপার হতে পারে গমন করা যায়। এই মার্গ পারে গমন করায়; তাই একে "পারায়ণ" বলে।

অপারা পারং গচ্ছেয্যাতি। অপার বলতে ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কার। পার বলতে অমৃত নির্বাণ ... তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। **অপারা পারং গচ্ছেয্যা**তি। অপার হতে পারে গমন করায়, পারে উপস্থিত করায়, পার স্পর্শ করায় বা পারে উপনীত করায়, পার সাক্ষাৎ করায় বা পার লাভ করায়—অপারা পারং গচ্ছেয্য।

ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমন্তি। উত্তম মার্গ বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে। যেমন : সম্যক দৃষ্টি ... সম্যক সমাধি। **মগ্গমুত্তম**ন্তি। অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ, উত্তম, প্রবর, মার্গ। **ভাৰেন্তো**তি। ভাবনাকালে, অভ্যাসকালে, বহুলীকৃতকালে—ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।

এই মার্গ পারে গমন করায় (**মগ্গো সো পারং গমনায**াতি) :

মগ্গো পন্থো পথো পজ্জো[১], অঞ্জসং ৰটুমাযনং।
নাৰা উত্তরসেতু চ, কুল্লো চ ভিসি সঙ্কমো[২]॥

---

[১] [অদ্ধো (ক.)]

[২] [সঙ্গমো (স্যা. ক.) পস্স-ধাতুমালাযং মগ্গধাতুৰণ্ণনাযং]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : মার্গ, পথ, রাস্তা, সড়ক, নৌকা, উত্তরণ সেতু, ভেলা, ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ, প্রবেশপথ।

পারং গমনাযাতি। পারে গমন করায়, সম্প্রাপ্ত, উপনীত করায়, জরা-মরণের উত্তরণ করায়—মগ্গো সো পারং গমনায।

তস্মা পারাযনং ইতীতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে তাই সে কারণে, সেহেতু, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে। পার বলতে অমৃত নির্বাণ ... নিরোধ, নির্বাণ। 'অয়ন' বলতে মার্গ। "এই" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি ... শব্দের অনুক্রম—ইতীতি। এ অর্থে—তস্মা পারাযনং ইতি।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"অপারা পারং গচ্ছেয্য, ভাবেন্তো মগ্গমুত্তমং।
মগ্গো সো পারং গমনায, তস্মা পারাযনং ইতী"তি॥
[পারায়ণ উৎপত্তি গাথা বর্ণনা সমাপ্ত]

১৮. পারায়ণানুগীতি গাথা বর্ণনা

১০২. পারাযনমনুগাযিস্সং, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
যথাদ্দকিখ তথাকখাসি, বিমলো ভূরিমেধসো।
নিক্কামো নিব্বনো নাগো, কিস্স হেতু মুসা ভণে॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি পারায়ণ কীর্তন করব, বিমল, মহাজ্ঞানী, নিষ্কাম, অনাসক্ত নাগ যেরূপ দেখেছেন সেরূপই প্রকাশ করেছেন, কি হেতু মিথ্যা বলবেন?

পারাযনমনুগাযিস্সন্তি। গীত কীর্তন করব, বর্ণিত বিষয় অনুরূপ বর্ণনা করব, ব্যক্ত বিষয় অনুরূপ ব্যক্ত করব, আলাপের বিষয় অনুরূপ আলাপ করব, ভাষিত বিষয় অনুরূপ ভাষণ করব—পারাযনমনুগাযিস্সং। **ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো**তি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি ... শব্দের অনুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরব বচন, সগৌরব ও বিনয়ের অধিবচন—আযস্মাতি। "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযো**তি) বলতে সেই স্থবিরের নাম, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহারিক নাম, নামকর্ম, নামধেয় এবং নিরুক্তি-ব্যঞ্জন বা সম্বোধনসূচক বাক্য—ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো।

যথাদ্দকিখ তথাকখাসীতি। যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। "সকল সংস্কার অনিত্য" যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। "সকল সংস্কার দুঃখ" যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। "সকল ধর্ম অনাত্ম" যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন ... "যা কিছু সুমদয়ধর্মী সকল তা নিরোধধর্মী" যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। এ অর্থে—যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রকাশ করেছেন (যথাদ্দকিখ তথাকখাসি)।

ৰিমলো ভূরিমেধসোতি। "বিমল" (**ৰিমলো**তি) বলতে রাগমল, দ্বেষমল, মোহমল, ক্রোধমল, উপনাহ ... সকল অকুশলাভিসংস্কার মল বা ময়লা। ভগবান বুদ্ধের সেই ময়লাসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। বুদ্ধ ময়লাহীন, বিমল, নির্মল, ময়লা অপগত বা বিদূরিত, ময়লা-বিমুক্ত, সকল ময়লা উত্তীর্ণ। 'ভূরি' বলা হয় পৃথিবীকে। ভগবান পৃথিবী সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। মেধাকে প্রজ্ঞা বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই মেধা ও প্রজ্ঞায় অলংকৃত, সজ্জিত, উপগত, সমুপগত, সমুপপন্ন এবং সমন্বিত। তদ্ধেতু বুদ্ধ সুমেধ বা অতিশয় জ্ঞানী—ৰিমলো ভূরিমেধসো।

নিক্কামো নিব্বনো নাগোতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম। ইহাকে বলা হয় বস্তুকাম ... ইহাকে বলা হয় ক্লেশকাম। ভগবান বুদ্ধের বস্তুকামসমূহ পরিজ্ঞাত ও ক্লেশকামসমূহ প্রহীন। বস্তুকামসমূহের পরিজ্ঞাত ও ক্লেশকামসমূহের প্রহীন। ভগবান কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না, কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম কামনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না। যারা কাম আকাঙ্ক্ষা করে, কাম ইচ্ছা করে, কাম প্রার্থনা করে, কাম বাসনা করে, কাম অভিলাষ করে, তারা কামে কামিনী, রাগে রাগিনী, সংজ্ঞায় সংজ্ঞী। ভগবান কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না, কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম কামনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না। তদ্ধেতু বুদ্ধ কামহীন, নিষ্কাম, কামবর্জিত, কামনিঃসৃত, কামমুক্ত, কামপ্রহীন, কামপরিত্যক্ত; বীতরাগ, বিগতরাগ, বর্জিতরাগ, নিঃসৃতরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ, পরিত্যক্তরাগ; (কামে) অনাসক্ত, প্রশমিত, শান্তভাব প্রাপ্ত এবং সুখ অনুভব করে স্বয়ং ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—নিক্কামো।

নিব্বনোতি। রাগ বন, দ্বেষ বন, মোহ বন, ক্রোধ বন, উপনাহ বন ... সকল অকুশলাভিসংস্কার বন। ভগবান বুদ্ধের সেই বনসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অবন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বনহীন, নির্বন, বনবিদূরিত, বনপ্রহীন, বনবিমুক্ত, সকল বন ধ্বংসপ্রাপ্ত—নিব্বনো। অনাসক্ত বলতে নাগ; ভগবান কারোর অনিষ্ট করেন না বলে নাগ, (অনিষ্টে) গমন করেন বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ ... এরূপে ভগবান (অনিষ্টে) আগমন না করেন নাগ—নিক্কামো নিব্বনো নাগো।

কিস্স হেতু মুসা ভণেতি। "কীসের হেতু" (**কিস্স হেতূ**তি) বলতে কীসের হেতু, কী হেতুতে, কী কারণে, কী নিদানে, কী প্রত্যয়ে—কিস্স হেতু। **মুসা ভণে**তি। মিথ্যা বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, প্রকাশ করে। **মুসা ভণে**তি। অসত্যবাক্য, মিথ্যাবাক্য, অনার্যবাক্য বলতে—এ জগতে কেউ সভায়, পরিষদে, জ্ঞাতি-স্বজনের মধ্যে, সমাজে, রাজসভায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসিত হয়। তাকে বলা হয়—"হে পুরুষ এসো, যা কিছু জান তা বল;" তখন সে না জানলেও বলে—"আমি জানি" জানা সত্ত্বেও বলে—"জানি না"। না দেখলেও বলে—"দেখেছি", দেখা সত্ত্বেও বলে—"দেখিনি"। এরূপে আত্ম-হেতু, পর-হেতু বা সামান্য অর্থের খাতিরে সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। ইহাকে বলা হয় মিথ্যাবাক্য।

আরও তিন প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। মিথ্যা বলার আগে "মিথ্যা বলব", মিথ্যা বলার সময়ে "মিথ্যা বলছি", মিথ্যা বলার পরে "আমার দ্বারা মিথ্যা বলা হয়েছে"—এই তিন প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। আরও চার প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। মিথ্যা বলার আগে "মিথ্যা বলবো", মিথ্যা বলার সময়ে "মিথ্যা বলছি", মিথ্যা বলার পরে "আমার দ্বারা মিথ্যা বলা হয়েছে", আর মিথ্যা ধারণায় (মিথ্যা বলায়) এই চার প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। আরও পাঁচ প্রকারে ... ছয় প্রকারে ... সাত প্রকারে ... আট প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। মিথ্যা বলার আগে "মিথ্যা বলব", মিথ্যা বলার সময়ে "মিথ্যা বলা হয়েছে", মিথ্যা ধারণায়, মিথ্যা ইচ্ছায়, মিথ্যা অভিলাষে, মিথ্যা সংজ্ঞায়, মিথ্যা অভিপ্রায়ে—এই আট প্রকারে মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকথা অসত্য হয়। কী হেতুতে মিথ্যা বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, প্রকাশ করে—কিস্স হেতু মুসা ভণে।

তজ্জন্য থেরো পিঙ্গিয় বললেন :

"পারাযনমনুগাযিস্সং, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
যথাদ্দকিখ তথাকখাসি, ৰিমলো ভূরিমেধসো।
নিক্কামো নিব্বনো নাগো, কিস্স হেতু মুসা ভণে"তি॥

১০৩. পহীনমলমোহস্স, মানমকখপ্পহাযিনো।
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং ৰণ্ণূপসংহিতং॥

অনুবাদ : যাঁর মল, মোহ, মান, ম্রক্ষ বা শঠতা প্রহীন। তাঁর বর্ণ সজ্জিত (মধুর) বাক্য আমি কীর্তন করব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পহীনমলমোহস্সাতি। “মল” (**মলন্তি**) বলতে রাগমল, দ্বেষমল, মোহমল, মানমল, মিথ্যাদৃষ্টিমল, ক্লেশমল, সকল দুশ্চরিত্রমল, সব ভবগামী কর্মমল (সব্বভৰগামিকম্মং মলং)।

মোহোতি। যা দুঃখে অজ্ঞান ... অবিদ্যা, মোহ, অকুশলমূল। ইহাকে বলা হয় মোহ। ভগবান বুদ্ধের এই মল, মোহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ মল ও মোহ প্রহীন—পহীনমলমোহস্স।

মানমক্খপ্পহাযিনোতি। “মান” (**মানো**তি) বলতে এক প্রকারের মান—যা চিত্তের গর্বিতভাব। দুই প্রকারের মান—আত্মপ্রশংসামূলক মান, পর-অবজ্ঞাসূচক মান। তিন প্রকারের মান—আমি (অপরাপর ব্যক্তি হতে) শ্রেষ্ঠ হব বা আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, আমি সদৃশ বা সমান এরূপ মান, আমি হীন এরূপ মান। চার প্রকারের মান—লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান, যশের দ্বারা উৎপন্ন মান, প্রশংসার দ্বারা উৎপন্ন মান, সুখের দ্বারা উৎপন্ন মান। পাঁচ প্রকারের মান—মনোজ্ঞ রূপ লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান, মনোজ্ঞ শব্দ লাভের ... মনোজ্ঞ গন্ধ লাভের ... মনোজ্ঞ রস লাভের ... মনোজ্ঞ স্পর্শ লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান। ছয় প্রকারের মান—চক্ষু উপস্থিতিতে বা প্রবর্তনে উৎপন্ন মান, শোত্র উপস্থিতিতে ... ঘ্রাণ উপস্থিতিতে ... জিহ্বা উপস্থিতিতে ... কায় উপস্থিতিতে ... মন উপস্থিতিতে বা প্রবর্তনে উৎপন্ন মান। সাত প্রকারের মান—মান, অতিমান, মানাতিমান, অপমান, অবজ্ঞা, আত্মাভিমান, মিথ্যামান। আট প্রকারের মান—লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান, অলাভের দ্বারা উৎপন্ন অপমান, যশের দ্বারা উৎপন্ন মান, অযশের দ্বারা উৎপন্ন অপমান, প্রশংসায় দ্বারা উৎপন্ন মান, নিন্দার দ্বারা উৎপন্ন অপমান, সুখের দ্বারা উৎপন্ন মান, দুঃখের দ্বারা উৎপন্ন অপমান। নয় প্রকারের মান—আমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, আমি শ্রেষ্ঠের সদৃশ এরূপ মান, আমি শ্রেষ্ঠের হীন এরূপ মান। আমি সদৃশের শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, সদৃশের সদৃশ এরূপ মান, সদৃশের হীন এরূপ মান। আমি হীনের শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, হীনের সদৃশ এরূপ মান, হীনের চেয়ে হীন এরূপ মান। দশ প্রকারের মান—এ জগতে কেউ কেউ জাতির দ্বারা, গোত্রের দ্বারা, কুলের দ্বারা, সৌন্দর্য বর্ণের দ্বারা, ধনের দ্বারা, অধ্যয়নের (ত্রিপিটক শাস্ত্র আলোচনা) দ্বারা, কর্মদক্ষতার দ্বারা, শিল্পশাস্ত্রের দ্বারা, বিদ্যার্জনের (ৰিজ্জাট্ঠানেন) দ্বারা, শ্রুতের দ্বারা, উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা, অন্যান্য বিষয় দ্বারা মান উৎপন্ন করে। এরূপে যা চিত্তের মান, অহঙ্কার, অহমিকা, ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, দেমাগ, গর্ব, বড়াই—ইহাকে বলা হয় মান ।

“ম্রক্ষ” (**মক্খো**তি) বলতে যা ম্রক্ষ, কপটতা, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা—ইহাকে বলা হয় ম্রক্ষ বা শঠতা । ভগবান বুদ্ধের মান, শঠতা প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তজ্জন্য বুদ্ধ মান, ম্রক্ষ বা শঠতা প্রহীন—মানমকখপ্পহাযিনো।

হন্দাহং কিত্তযিস্সামি গিরং ৰণ্ণুপসংহিতন্তি। "**হন্দাহন্তি**" বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যানুক্রম—হন্দাহন্তি। **কিত্তযিস্সামি গিরং ৰণ্ণুপসংহিতন্তি**। বর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত, সজ্জিত, উপগত, সমুপগত, প্রতিপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্বিত বাক্য, বাক্য প্রয়োগ, কথার ধরণ ও উচ্চারণকে কীর্তন করব, বর্ণনা করব, ব্যক্ত করব, বিবৃত করব, ব্যাখ্যা করব, বিশ্লেষণ করব, ভাষণ করব, ঘোষণা করব ও প্রকাশ করব। এ অর্থে—তাঁর বর্ণ সজ্জিত (মধুর) বাক্য আমি কীর্তন করব (হন্দাহং কিত্তযিস্সামি গিরং ৰণ্ণুপসংহিতং)।

তজ্জন্য থেরো পিঙ্গিয় বললেন :

"পহীনমলমোহস্স, মানমকখপ্পহাযিনো।
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং ৰণ্ণুপসংহিত"ন্তি॥

**১০৪. তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচক্খু, লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো।
অনাসৰো সব্বদুক্খপ্পহীনো, সচ্চৰহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে॥**

অনুবাদ : অন্ধকার বিদূরণকারী, সর্বদর্শী বুদ্ধ, লোকজ্ঞ, সমস্ত জন্ম নিরোধকারী, অনাস্রব ও সর্বদুঃখ-প্রহীনকারী বুদ্ধ স্বীয় নামের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সদৃশ, তিনি আমার কর্তৃক পূজিত।

তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচক্খূতি। "অন্ধকার বিদূরীত" (**তমোনুদো**তি) বলতে রাগান্ধকার, দ্বেষান্ধকার, মোহান্ধকার, মানান্ধকার, মিথ্যাদৃষ্টি অন্ধকার, ক্লেশান্ধকার, দুশ্চরিত্রান্ধকার, অন্ধকরণ (ধাঁধায় পতিতকরণ), অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞানিরোধক, দুঃখে পতিত, অনির্বান সংবর্তনিক, দূরীভূত করা, বিদূরীত করা, ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, অপনোদন করা, অপসারণ করা এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে ইনি সে ভগবান ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। "সর্বদর্শী" (**সমন্তচক্খু**) বলতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ... তদ্দারা তথাগত সর্বদর্শী—তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচক্খু।

লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তোতি। "লোক" (**লোকো**তি) বলতে এক প্রকার লোক; যথা : ভবলোক। দুই প্রকার লোক; যথা : ভবলোক ও সম্ভবলোক; সম্পত্তিভবলোক, সম্পত্তিসম্ভবলোক; বিপত্তিভবলোক, বিপত্তিসম্ভবলোক। তিন প্রকার লোক; যথা : তিন প্রকার বেদনা। চার প্রকার লোক; যথা : চার প্রকার আহার। পাঁচ প্রকার লোক; যথা : পঞ্চুপাদান স্কন্ধ। ছয় প্রকার লোক; যথা : ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন। সাত প্রকার লোক; যথা : সাত প্রকার বিজ্ঞানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থিতি। আট প্রকার লোক; যথা : অষ্টলোক ধর্ম। নয় প্রকার লোক; যথা : নব সত্ত্বাবাস। দশ প্রকার লোক; যথা : দশ প্রকার আয়তন। দ্বাদশ প্রকার লোক; যথা : দ্বাদশ আয়তন। আঠার প্রকার লোক; যথা : আঠার প্রকার ধাতু। "লোকজ্ঞ" (**লোকন্তগূ**তি) বলতে ভগবান (সমস্ত) লোকের অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত, সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত ... নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত। তাঁর আবাস উত্থিত, আচারণ পরিপূর্ণ (চিন্নচরণো) ... জন্ম-মৃত্যু-সংসার এবং পুনর্জন্ম নেই—লোকন্তগূ।

সব্বভৰাতিৰত্তোতি। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে দুই প্রকার ভব; যথা : কর্মভব এবং প্রতিসন্ধি পুনর্ভব। কর্মভব কীরূপ? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার ও আনেঞ্জাসংস্কার—ইহাই কর্মভব। প্রতিসন্ধি পুনর্ভব কীরূপ? প্রতিসন্ধি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—ইহাই প্রতিসন্ধি পুনর্ভব। ভগবান কর্মভব এবং প্রতিসন্ধি পুনর্ভব উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। এ অর্থে—লোকজ্ঞ সমস্ত জন্ম নিরোধকারী (লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো)।

অনাসৰো সব্বদুক্খপ্পহীনোতি। "অনাস্রব" (**অনাসৰো**তি) বলতে চার প্রকার আস্রব; যথা : কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টিআস্রব ও অবিদ্যাস্রব। ভগবান বুদ্ধের এসব আস্রব প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাস্রব। "সমস্ত দুঃখ প্রহীন" (**সব্বদুক্খপ্পহীনো**তি) বলতে তাঁর সমস্ত প্রতিসন্ধিমূলক জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোকপরিদেবন দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ ... দৃষ্টি বিষয়ে দুঃখ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, বিনষ্ট, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। সেজন্য বুদ্ধ সমস্ত দুঃখ প্রহীনকারী হন। এ অর্থে—অনাস্রব, সমস্ত দুঃখ প্রহীনকারী (অনাসৰো সব্বদুক্খপ্পহীনো)।

সচ্চৰহ্যো ব্রহ্মে উপাসিতো মেতি। "সদৃশ" (**সচ্চৰহ্যো**তি) বলতে নামের উপযুক্ত, নামসদৃশ, নামসমতুল্য ও সত্যসদৃশ (সচ্চসদিবহ্যো)। বিপস্সী ভগবান, সিখী ভগবান, বেস্সভূ ভগবান, ককুসন্ধো ভগবান, কোণাগমন ভগবান ও কস্সপো ভগবান; তাঁরা ভগবান বুদ্ধ নামসদৃশ ও সমতুল্য। শাক্যমুনি ভগবানও সেই ভগবান বুদ্ধগণের নামসদৃশ, নামের সমতুল্য—তস্মা বুদ্ধো সচ্চবহ্যো।

ব্রহ্মে উপাসিতো মেতি। সেই ভগবান আমার কর্তৃক পূজিত, সেবিত, সম্মানিত, জিজ্ঞাসিত এবং অনুসন্ধানিত—সচ্চবহ্যো ব্রহ্মে উপাসিতো মে।

তজ্জন্য থেরো পিঙ্গিয় বললেন :

"তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচকখু, লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো।
অনাসৰো সব্বদুকখপ্পহীনো, সচ্চবহ্যো ব্রহ্মে উপাসিতো মে"তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৫. দিজো যথা কুব্বনকং পহায,
বহুপ্ফলং কাননমাৰসেয্য।
এৰমহং অপ্পদস্সে পহায,
মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো[১] ॥

অনুবাদ : পক্ষী যেমন অল্পফলযুক্ত বন ত্যাগ করে বহুফলযুক্ত কাননে আশ্রয় নেয়। আমিও তেমনি অল্পদর্শীদের পরিত্যাগ করে হংসের ন্যায় মহাসরোবরে আশ্রয় নিয়েছি।

দিজো যথা কুব্বনকং পহায, বহুপ্ফলং কাননমাৰসেয্যাতি। "দিজ" (**দিজো**) বলতে পক্ষীকে দিজ বলা হয়। কী কারণে পক্ষীকে দিজ বলা হয়? পক্ষী দুইভাবে জন্ম হয়; যথা : মাতৃগর্ভ হতে এবং অন্ড হতে। সে কারণে পক্ষীকে দিজ বলা হয়—ইহাই দিজ (দিজো)। **যথা কুব্বনকং পহাযা**তি। পক্ষী যেভাবে ক্ষুদ্র বন, ছোটারণ্য, অল্প ফল, অল্প ভক্ষ্য ও অল্প উদক ত্যাগ, পরিত্যাগ, অতিক্রম, সমতিক্রম ও সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করে অন্য বহু ফলযুক্ত, বহু ভক্ষ্য, বহু উদক বা পরিপূর্ণজল, মহাকানন, বনসণ্ড লাভ করে, খুঁজে নেয় এবং প্রাপ্ত হয়ে সেই বনসণ্ডে বসবাস করে। এ অর্থে—দিজো যথা কুব্বনকং পহায বহুপ্ফলং কাননং আৰসেয্য।

এৰমহং অপ্পদস্সে পহায, মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তোতি। "এরূপ" (**এৰ**ন্তি) বলতে উপমা, সম্মতি সূচকপদ। **অপ্পদস্সে পহাযা**তি। যে বাবরী ব্রাহ্মণ ও তার অন্যান্য আচার্য ভগবান বুদ্ধ হতে অল্পদর্শী, সামান্যদর্শী, হীনদর্শী, নীচদর্শী, স্বল্প বা সংকীর্ণদর্শী এবং সসীমদর্শী। তারা সেই অল্পদর্শী, সামান্যদর্শী, হীনদর্শী, নীচদর্শী, সংকীর্ণদর্শী এবং সসীমদর্শীকে ত্যাগ, পরিত্যাগ, অতিক্রম, সমতিক্রম এবং সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে অপ্রমাণদর্শী, অগ্রদর্শী, শ্রেষ্ঠদর্শী, বিশিষ্টদর্শী, মূখ্য বা প্রসিদ্ধদর্শী, উত্তমদর্শী, প্রবর বা মহৎদর্শী এবং অসম, অসমসম, অপ্রতিসম, অপ্রতিভাগ, অপ্রতিপুদ্‌গল, দেবশ্রেষ্ঠ, নরাসভ, পুরুষসিংহ, পুরুষনাগ, মানবশ্রেষ্ঠ, মহাপুরুষ, বলবান পুরুষ, দশবলধারী ভগবান বুদ্ধকে লাভ করেন, সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিলাভ করেন। যেমন হংস মনুষ্যকৃত মহাসরোবর, অনবতপ্ত হ্রদ, মহাসমুদ্র, অক্ষোভ মহাজলরাশি লাভ করে, খুঁজে পায় এবং প্রতিলাভ করে, ঠিক তেমনিভাবে ভগবান বুদ্ধও অবিক্ষুব্ধ, অমিততেজী, উন্নতজ্ঞান, উন্মুক্তচক্ষু, প্রজ্ঞাভেদে দক্ষ, অধিগত প্রতিসম্ভিদা বা প্রতিসম্ভিদালাভী, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, শুদ্ধাধিমুক্ত, স্বয়ংশুদ্ধ, অদ্বিতীয়ভাষী, গুণবান, যথাভাষী, বৃহৎ, মহৎ, গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুর্জ্ঞেয়, মহারত্ন, সাগরের ন্যায় ছয়অঙ্গ

---

[১] [অজ্জ পত্তো (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশিষ্ট উপেক্ষায় সমন্বিত, অতুলনীয়, বিপুল, অপ্রমেয়। তিনি সেরূপে মার্গ প্রবক্তা, পর্বতের মধ্যে সুমেরুর ন্যায়, পশুর মধ্যে সিংহের ন্যায় এবং জলরাশির মধ্যে মহাসমুদ্রের ন্যায় হয়ে অবস্থান করেন; সেই জিনশ্রেষ্ঠ শাস্তাই হচ্ছে মহর্ষি। এ অর্থে—আমি তেমনিভাবে অল্পদর্শীকে পরিত্যাগ করে হংসের ন্যায় মহাসরোবরে আশ্রয় নিয়েছি (এৰমহং অপ্পদস্সে পহায মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো)।

তদ্ধেতু পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

“দিজো যথা কুব্বনকং পহায, বহুপ্ফলং কাননমাৰসেয্য।
এৰমহং অপ্পদস্সে পহায, মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো”তি॥

১০৬. যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু,
হুরং গোতমসাসনা ‘ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি’।
সব্বং তং ইতিহীতিহং, সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং॥

অনুবাদ : গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে যে বলা হয়েছিল—“পূর্বে এরূপ ছিলে, ভবিষ্যতে এরূপ হবে”। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে।

যে মে পুব্বে ৰিযাকংসুতি। “যেই” (**যে**তি) বলতে যেই বাবরী ব্রাহ্মণ ও তার আচার্য; তারা স্বীয় স্বীয় দৃষ্টি, ইচ্ছা, রুচি, ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাস বা মতবাদ, অভিপ্রায় এবং উপলব্ধি বলেছিল, ভাষণ করেছিল, দেশনা করেছিল, ব্যক্ত করেছিল, বর্ণনা করেছিল, বিবৃত করেছিল, প্রজ্ঞাপ্ত করেছিল, ব্যাখ্যা করেছিল, ঘোষণা করেছিল ও প্রকাশ করেছিল। এ অর্থে—আমাকে যে পূর্বে বলা হয়েছিল (যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু)।

হুরং গোতমসাসনাতি। জনশ্রুতিমূলক কথার পরে গৌতমের উপদেশ। তবে গৌতমের উপদেশ, বুদ্ধের উপদেশ, জিনের উপদেশ, তথাগতের উপদেশ, অর্হতের উপদেশই উৎকৃষ্টতর। এ অর্থে—হুরং গোতমসাসনা।

ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতীতি। পূর্বে এরূপই ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবো—ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি।

সব্বং তং ইতিহীতিহন্তি। তা সবই জনশ্রুতিতে, অনুমানে, পরম্পরায়, গ্রন্থের প্রথানুসারে, তর্কহেতুতে, নিয়ম বা ফলহেতুতে, আকার বা প্রতিফলন দ্বারা, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা, স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্মে কথিত নয়। এ অর্থে—সবই জনশ্রুতিমূলক (সব্বং তং ইতিহীতিহং)।

সব্বং তং তক্কৰড্ঢনন্তি। সেসব তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প বৃদ্ধি করে; কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, অমরা-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিতর্ক (বা উল্টোপাল্টা মতবাদ), পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন প্রতিসংযুক্ত বির্তক, লাভ-সৎকার ও সুখ্যাতি প্রতিসংযুক্ত-বিতর্ক, আমিত্বহীনতা প্রতিসংযুক্ত-বিতর্ক বৃদ্ধি করে। এ অর্থে—সে সমস্ত কেবল বৃদ্ধি পায় (সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং)।

তজ্জন্য পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

"যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, হুরং গোতমসাসনা।
'ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্স'তি।
সব্বং তং ইতিহীতিহং, সব্বং তং তক্কৰড্ঢন"ন্তি॥

**১০৭. একো তমোনুদাসীনো, জুতিমা সো পভঙ্করো।
গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো, গোতমো ভূরিমেধসো॥**

অনুবাদ : একাকী অন্ধকার বিদূরণকারী, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রভাকর এবং ভূরিপ্রাজ্ঞ গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী হয়ে অবস্থান করেন।

একো তমোনুদাসীনোতি। "একক" (**একো**তি) বলতে ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জসঙ্খাতেন) একক, অদ্বিতীয়ার্থে একক, তৃষ্ণার প্রহাণার্থে একক, একান্ত বীতরাগী বলে একক, একান্ত বীতদ্বেষী বলে একক, একান্ত বীতমোহী বলে একক, একান্ত ক্লেশহীন বলে একক, একায়ন মার্গে গমন করেছেন বলে একক এবং অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন বলে একক।

কীরূপে ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক? ভগবান বালক জীবনের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চুল, পরিপূর্ণ যৌবন ও প্রথম বয়সে প্রব্রজ্যা দানে অনিচ্ছুক, অশ্রু-প্লাবিত মুখে রোদন-বিলাপকারী পিতা-মাতা ও জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করে সব ঘর-আবাসের বাঁধা, দার-পুত্রের বাঁধা, জ্ঞাতির বাধা, মিত্র-অমাত্যের বাঁধা ছিন্ন করে কেশ-শ্মশ্রু কেটে কাসায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে বা অনাসক্ত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলেন, অগ্রসর হন, জীবন-ধারণ করেন, জীবন-যাপন করেন। এভাবেই ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক।

কীভাবে ভগবান অদ্বিতীয়ার্থে একক? তিনি এভাবে প্রব্রজিত হয়ে অবিচলিতভাবে (সমানো) একাকী অরণ্যে, বনপ্রস্থে (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসনে; নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য হতে নির্জনবাসী হয়ে ও নির্জনতানুরূপ স্থান প্রতিসেবন করেন। তিনি একাকী বিচরণ করেন, একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, অগ্রসর হন, জীবন-ধারণ করেন, জীবন-যাপন করেন। এভাবেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান অদ্বিতীয়ার্থে একক।

কীভাবে ভগবান তৃষ্ণা প্রহাণার্থে একক? তিনি এরূপে একক, অদ্বিতীয়, অপ্রমত্ত, উদ্যমশীল ও একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থানকালে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে মহোদ্যম সঞ্চার করে অনিষ্টকর পাপরাজ, প্রমত্তবন্ধু মারকে সসৈন্যে পরাজিত করে লোভজনক তৃষ্ণা, বিস্তৃত (ৰিসটং) তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, বিনাশ করেছেন, নিবৃত্ত করেছেন।

"তন্হাদুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধান সংসরং।
ইত্থভাৰঞ্ঞথাভাৰং, সংসারং নাতিৰত্ততি॥
"এতমাদীনৰং[১] ঞত্বা, তন্হং[২] দুকখস্স সম্ভৰং।
ৰীততন্হো অনাদানো, সতো ভিকখু পরিব্বজে"তি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা দীর্ঘপথ (জন্মান্তর) ভ্রমণে অদ্বিতীয় পুরুষ। জাগতিক সত্ত্ব (ইহলোকের সত্ত্ব) এবং ভিন্ন সত্ত্ব বা অন্য লোকের সত্ত্ব (ইত্থভাৰঞ্ঞথাভাৰং) এই সংসার অতিক্রম করতে পারে না। "তৃষ্ণাই দুঃখ উৎপত্তির কারণ" এই আদীনব জ্ঞাত হয়ে প্রব্রজিত স্মৃতিমান ভিক্ষু বীততৃষ্ণ ও আসক্তিমুক্ত হন।

এভাবেই ভগবান তৃষ্ণা প্রহাণার্থে একক।

কীরূপে ভগবান একান্ত বীতরাগী বলে একক? রাগ বা আসক্তির প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, দ্বেষের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, মোহের প্রহীনহেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, ক্লেশসমূহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক।

কীরূপে ভগবান একায়ন মার্গে গত বলে একক? চারি স্মৃতিপ্রস্থান ... অষ্টাঙ্গিক মার্গকে একায়ন মার্গ বলা হয়।

"একাযনং জাতিখযন্তদস্সী, মগ্গং পজানাতি হিতানুকম্পী।
এতেন মগ্গেন তরিংসু[৩] পুব্বে, তরিস্সন্তি যে চ তরন্তি ওঘ"ন্তি॥

অনুবাদ : জন্মক্ষয়দর্শী, হিতানুকম্পী একায়ন মার্গকে বিশেষভাবে জানেন। (জ্ঞানীরা) এই মার্গ দিয়ে পূর্বে ওঘ (দুঃখসমুদ্র) পার হয়েছেন, ভবিষ্যতেও পার হবেন এবং বর্তমানেও পার হচ্ছেন। এভাবেই ভগবান একায়ন মার্গে গত বলে একক।

কীরূপে ভগবান এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক? চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমংসা,

---

[১] [এৰমাদীনৰং (ক.) পস্স ইতিৰু. ১৫]
[২] [তন্হা (স্যা. ক.) মহানি. ১৯১]
[৩] [অতরিংসু (ক.) পস্স সং. নি. ৫.৪০৯; মহানি. ১৯১]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টিকে বোধি বলা হয়। ভগবান সেই বোধিজ্ঞান দিয়ে "সকল সংস্কার অনিত্য" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার দুঃখ" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার বা ধর্ম অনাত্ম" বলে জ্ঞাত হয়েছেন ... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" বলে জ্ঞাত হয়েছেন। অথবা যা কিছু জ্ঞাতব্য, অনুজ্ঞাতব্য, প্রতিজ্ঞাতব্য, হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, অধিকার করা উচিত, ধারণ করা উচিত ও সাক্ষাৎকরণীয়, সেসবই বোধিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়েছেন, অনুজ্ঞাত হয়েছেন, প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন, অধিকার করেছেন, ধারণ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন। এভাবেই ভগবান এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক।

তমোনুদোতি। ভগবান রাগতম (বা রাগ অন্ধকার), দ্বেষতম, মোহতম, মানতম, দৃষ্টিতম, দুশ্চরিততম, অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞানিরোধক (প্রজ্ঞা ধ্বংসকারী), বিঘাতপকিখ (প্রতিকুল বিষয়ে পক্ষপাতী) ও অনির্বাণ সংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে বাধাদানকারী বিষয়) দূরীভূত করেন, বিদূরীত করেন, ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, অপসারণ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। **আসীনো**তি। ভগবান পাষাণ-চৈত্যে অবস্থান করেন, বা উপবিষ্ট হন—"উপস্থিত হন" (আসীনো)।

নগস্স পস্সে আসীনং, মুনিং দুকখস্স পারগুং।
সাৰকা পযিরুপাসন্তি, তেৰিজ্জা মচ্চুহাযিনোতি॥

অনুবাদ : দুঃখ অতিক্রান্ত মুনি পর্বতের পার্শ্বে আসীন। মৃত্যুঞ্জয়ী, ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন শ্রাবকগণ তাঁর চারপাশে বসে রয়েছেন।

এরূপে ভগবান আসীন। অথবা, ভগবান সম্পূর্ণ উদ্বেগহীনভাবে আসীন। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ ... জন্ম-মৃত্যু-সংসার এবং পুনর্জন্ম নেই, এভাবে ভগবান আসীন বা উপবিষ্ট। এ অর্থে—একাকী অন্ধকার বিদূরণকারী (একো তমোনুদাসীনো)।

জুতিমা সো পভঙ্করোতি। "জ্যোতিষ্মান" (**জুতিমা**তি) বলতে জ্যোতিষ্মান, দীপ্তিমান, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও মেধাবী। "প্রভঙ্কর" (**পভঙ্করো**তি) বলতে প্রভঙ্কর, উজ্জ্বলকর, দীপ্তিকর, প্রভাকর, প্রভাস্বর, প্রদীপ্ত এবং আলোকিতকারী—জুতিমা সো পভঙ্করো।

গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণোতি। গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনাবহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোকখাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তৎবহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধজো রথস্স পঞ্ঞাণং, ধূমো[১] পঞ্ঞাণমগ্গিনো।
রাজা রট্ঠস্স পঞ্ঞাণং, ভত্তা পঞ্ঞাণমিত্থিযাতি॥

অনুবাদ : রথের নিদর্শন ধ্বজা, অগ্নির নিদর্শন ধোঁয়া, রাষ্ট্রের নিদর্শন রাজা এবং স্ত্রীর নিদর্শন পুরুষ বা স্বামী।

এভাবে গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনাবহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোক্খাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তৎবহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো।

গোতমো ভূরিমেধসোতি। পৃথিবীকে বলা হয় ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। প্রজ্ঞাকে বলা হয় মেধা। যা প্রজ্ঞা, প্রজাননা ... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই জ্ঞানে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত। তদ্ধেতু বুদ্ধ সুমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারী। এ অর্থে—গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী (গোতমো ভূরিমেধসো)।

তজ্জন্য পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

"একো তমোনুদাসীনো, জুতিমা সো পভঙ্করো।
গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো, গোতমো ভূরিমেধসো"তি॥

১০৮. যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তণ্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥

অনুবাদ : যিনি আমাকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

যো মে ধম্মদেসেসীতি। "যিনি" (**যো**তি) বলতে যিনি ভগবান স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন; অজ্ঞাতপূর্ব ধর্মে নিজেই সত্য ও সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব প্রাপ্ত। **ধম্মমদেসেসী**তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ আর পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মচর্য প্রতিপালনের সহায়ক। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব বর্ণনা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিবৃত করেন, বিশ্লেষণ করেন, ঘোষণা

[১] [ধুমো (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন এবং প্রকাশ করেন—যো মে ধম্মমদেসেসি।

সন্দিট্ঠিকমকালিকন্তি। সান্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখ বলে আহ্বান করার যোগ্য, ঔপনায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এরূপে সান্দৃষ্টিক। অথবা যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ হয়, অর্জিত হয়—এরূপে সান্দৃষ্টিক। "অকালিক" (**অকালিক**ন্তি) বলতে মানুষেরা যেরূপে ঋতুপযোগী বীজ বপন করলেও তখনই ফল পায় না। ফল দেওয়ার সময় আসতে হয়। তবে এ ধর্ম তেমন নয়। যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ, অর্জন হয়। পরজীবনে বা পরকালে নয়—এভাবে অকালিক। এ অর্থে—সান্দৃষ্টিক, অকালিক (সন্দিট্ঠিকমকালিকং)।

তন্হক্খযমনীতিকন্তি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণাক্ষয়" (**তন্হক্খয**ন্তি) বলতে তৃষ্ণা ক্ষয়, রাগ ক্ষয়, দ্বেষ ক্ষয়, মোহ ক্ষয়, গতি ক্ষয়, উৎপত্তি ক্ষয়, প্রতিসন্ধি ক্ষয়, ভব ক্ষয়, সংসার ক্ষয়, পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র ক্ষয়। **অনীতিক**ন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে পাপ বলা হয়। পাপের প্রহীন, উপশম, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনই অমৃতময় নির্বাণ—তন্হক্খযমনীতিকং।

যস্স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সা**তি) বলতে নির্বাণের। "তুলনা নেই" (**নত্থি উপমা**তি) বলতে উপমা, তুলনা, সদৃশ, সম, সমান নেই, হয় না, উপলব্ধ হয় না। "কোনো" (**ক্বচী**তি) বলতে কোথাও; অধ্যাত্ম, বাহ্য বা অধ্যাত্ম-বাহ্য কোথাও। এ অর্থে—যাঁর কোনো তুলনা নেই (যস্স নত্থি উপমা ক্বচি)।

তজ্জন্য পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

"যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচী"তি॥

১০৯. কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসি, মুহুত্তমপি পিঙ্গিয।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে পিঙ্গিয়, তুমি কি মুহূর্তের জন্যও ভূরিপ্রাজ্ঞ, ভূরিমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারীর কাছ হতে দূরে অবস্থান করতে পারবে?

কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসীতি। তুমি কি বিচ্ছিন্ন, বর্জিত, তিরোহিত হতে পারবে বুদ্ধের কাছ থেকে বা বুদ্ধ বিনা থাকতে পারবে? এ অর্থে—কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসি।

মুহুত্তমপি পিঙ্গিযাতি। মুহূর্তের জন্য, ক্ষণকালের জন্য, ক্ষণিকের জন্য, অল্পক্ষণের জন্য এবং কিছুক্ষণের জন্য—মুহুত্তমপি। "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযা**তি) বলতে বাবরী ব্রাহ্মণ তাকে পৌত্রের নামে সম্বোধন করেছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোতমা ভূরিপঞ্‌ঞাণাতি। গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনাবহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোক্‌খাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তৎবহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—গোতমা ভূরিপঞ্‌ঞাণা।

গোতমা ভূরিমেধসাতি। পৃথিবীকে বলা হয় ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। প্রজ্ঞাকে বলা হয় মেধা। যা প্রজ্ঞা, প্রজাননা ... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই জ্ঞানে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত। তদ্ধেতু বুদ্ধ সুমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারী। এ অর্থে—গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী (গোতমা ভূরিমেধসা)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কিংনু তম্হা ৰিপ্পৰসি, মুহুত্তমপি পিঙ্গিয।
গোতমা ভূরিপঞ্‌ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা"তি॥

১১০. যো তে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তণ্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥

অনুবাদ : যিনি তাদেরকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

যো তে ধম্মমদেসেসীতি। "যিনি" (যোতি) বলতে যিনি ভগবান স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন; অজ্ঞাতপূর্ব ধর্মে নিজেই সত্য ও সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছেন। তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব প্রাপ্ত। **ধম্মমদেসেসীতি**। "ধর্ম" (**ধম্মন্তি**) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ আর পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মচর্য প্রতিপালনের সহায়ক। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব বর্ণনা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিবৃত করেন, বিশ্লেষণ করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—যো তে ধম্মমদেসেসি।

সন্দিট্ঠিকমকালিকন্তি। সান্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখ বলে আহ্বান করার যোগ্য, ঔপনায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এরূপে সান্দৃষ্টিক। অথবা যিনি ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুশীলন করেন, তাঁর মার্গের অনন্তর, সমন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ হয়, অর্জিত হয়—এরূপে সান্দৃষ্টিক। "অকালিক" (**অকালিকন্তি**) বলতে মানুষেরা যেরূপে ঋতুপোযোগী বীজ বপন করলেও তখনই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফল পায় না। ফল দেওয়ার সময় আসতে হয়। তবে এ ধর্ম তেমন নয়। যিনি ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করেন, তাঁর মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ, অর্জন হয়। পরজীবনে বা পরকালে নয়—এভাবে অকালিক। এ অর্থে—সান্দৃষ্টিক, অকালিক (সন্দিট্‌ঠিকমকালিকং)।

তণ্হক্খযমনীতিকন্তি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণাক্ষয়" (**তণ্হক্খয**ন্তি) বলতে তৃষ্ণা ক্ষয়, রাগ ক্ষয়, দ্বেষ ক্ষয়, মোহ ক্ষয়, গতি ক্ষয়, উৎপত্তি ক্ষয়, প্রতিসন্ধি ক্ষয়, ভব ক্ষয়, সংসার ক্ষয়, পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র ক্ষয়। **অনীতিক**ন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে পাপ বলা হয়। পাপের প্রহীন, উপশম, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনই অমৃতময় নির্বাণ—তণ্হক্খযমনীতিকং।

যস্‌স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সা**তি) বলতে নির্বাণের। "তুলনা নেই" (**নত্থি উপমা**তি) বলতে উপমা, তুলনা, সদৃশ, সম, সমান নেই, হয় না, উপলব্ধ হয় না। "কোনো" (**ক্বচী**তি) বলতে কোথাও; অধ্যাত্ম, বাহ্য বা অধ্যাত্ম-বাহ্য কোথাও। এ অর্থে—যাঁর কোনো তুলনা নেই (যস্স নত্থি উপমা ক্বচি)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

১১১. নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি, মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণ।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, সেই ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী গৌতম হতে আমি মুহূর্তমাত্রও বিচ্ছিন্ন হই না।

নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামীতি। আমি বুদ্ধ হতে বিচ্ছিন্ন, বর্জিত, তিরোহিত, অদৃশ্য হই না। এ অর্থে—আমি বুদ্ধ হতে বিচ্ছিন্ন হই না (নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি)।

মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণাতি। মুহূর্তের জন্য, ক্ষণকালের জন্য, ক্ষণিকের জন্য, অল্পক্ষণের জন্য এবং কিছুক্ষণের জন্য—মুহুত্তমপি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে গৌরবের সাথে মাতুল বলে সম্বোধন করেছেন।

গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণাতি। গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনা বহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোক্‌খাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তৎবহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা।

গোতমা ভূরিমেধসাতি। পৃথিবীকে বলা হয় ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। প্রজ্ঞাকে বলা হয় মেধা। যা প্রজ্ঞা, প্রজাননা ... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই জ্ঞানে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত। তদ্ধেতু বুদ্ধ সুমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারী। এ অর্থে—গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী (গোতমা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূরিমেধসা)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি, মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণ।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা"তি॥

১১২. যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥

অনুবাদ : আমাকে যেই ধর্ম দেশনা দিয়েছেন, তা সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণামুক্ত, পাপপ্রহীন (নির্দোষ)। যে ধর্মের কোনো তুলনা নেই।

যো মে ধম্মমদেসেসীতি। "যিনি" (যোতি) বলতে যিনি ভগবান স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন; অজ্ঞাতপূর্ব ধর্মে নিজেই সত্য ও সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছেন। তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব প্রাপ্ত। **ধম্মমদেসেসী**তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ আর পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মচর্য প্রতিপালনের সহায়ক। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব বর্ণনা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিবৃত করেন, বিশ্লেষণ করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—যো মে ধম্মমদেসেসি।

সন্দিট্ঠিকমকালিকন্তি। সান্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখ বলে আহ্বান করার যোগ্য, ঔপনায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এরূপে সান্দৃষ্টিক। অথবা যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ হয়, অর্জিত হয়—এরূপে সান্দৃষ্টিক। "অকালিক" (**অকালিক**ন্তি) বলতে মানুষেরা যেরূপে ঋতুপোযোগী বীজ বপন করলেও তখনই ফল পায় না। ফল দেওয়ার সময় আসতে হয়। তবে এ ধর্ম তেমন নয়। যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ, অর্জন হয়। পরজীবনে বা পরকালে নয়—এভাবে অকালিক। এ অর্থে—সান্দৃষ্টিক, অকালিক (সন্দিট্ঠিকমকালিকং)।

তন্হক্খযমনীতিকন্তি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণাক্ষয়" (**তন্হক্খয**ন্তি) বলতে তৃষ্ণা ক্ষয়, রাগ ক্ষয়, দ্বেষ ক্ষয়, মোহ ক্ষয়, গতি ক্ষয়, উৎপত্তি ক্ষয়, প্রতিসন্ধি ক্ষয়, ভব ক্ষয়, সংসার ক্ষয়, পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র ক্ষয়। **অনীতিক**ন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে পাপ বলা হয়। পাপের প্রহীন, উপশম, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনই অমৃতময় নির্বাণ।

যস্স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সা**তি) বলতে নির্বাণের। "তুলনা নেই" (**নত্থি উপমা**তি) বলতে উপমা, তুলনা, সদৃশ, সম, সমান নেই, হয় না, উপলব্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় না। "কোন" (**কুচীতি**) বলতে কোথাও; অধ্যাত্ম, বাহ্য বা অধ্যাত্ম-বাহ্য কোথাও। এ অর্থে—যাঁর কোনো তুলনা নেই (যস্স নত্থি উপমা কুচি)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তণ্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা কুচী"তি॥

১১৩. পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰ,
রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো।
নমস্সমানো ৰিৰসেমি[১] রত্তিং,
তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসং॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, আমি তাঁকে দিন-রাত অপ্রমত্তভাবে মন ও চক্ষু দ্বারা দর্শন করি। আর তাঁর পূজায় দিন-রাত অতিবাহিত করি। তজ্জন্য আমি তাঁর কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন মনে করি।

পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰাতি। যেমন কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি আলোর সাহায্যে দৃশ্যমান বস্তু দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, মনোনিবেশ করে, নিরীক্ষণ করে; ঠিক তেমনিভাবে আমি ভগবান বুদ্ধকে মন দ্বারা দেখি, দর্শন করি, অবলোকন করি, মনোনিবেশ করি, নিরীক্ষণ করি। এ অর্থে—তাঁকে চক্ষু মন দ্বারা দর্শন করি (পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰ)।

রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তোতি। দিন-রাত বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকালে মন অপ্রমত্ত থাকে। এ অর্থে—ব্রাহ্মণ দিন-রাত অপ্রমত্ত থাকে (রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো)।

নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিন্তি। "নমস্কার" (**নমস্সমানো**তি) বলতে কায়, বাক্য, মন ও জ্ঞানত প্রতিপত্তি, ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তিতে নমস্কার, সম্মান, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে দিন-রাত অতিবাহিত, অতিক্রমণ, অতিক্রান্ত করি। এ অর্থে—নমস্কার করে রাত অতিবাহিত করি (নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং)।

তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসন্তি। সেই বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকালে আমি তাঁর কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন, অদৃষ্টিগোচর বলে মনে করি, জানি। এরূপেই আমি জানি, জ্ঞাত হই, উপলব্ধি করি, অনুভব করি। এ অর্থে—তজ্জন্য আমি তাঁর কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে করি (তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসং)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিল বললেন :

"পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰ, রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো।
নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং, তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাস"ন্তি॥

---

[১] [নমস্সমানোৰ ৰসেমি (সী. অট্ঠ.) ... ৰিৰসামি (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৪. সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ,
নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা।
যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো,
স তেন তেনেৰ নতোহমস্মি॥

অনুবাদ : শ্রদ্ধা, প্রীতি, মন ও স্মৃতি আমাকে গৌতম-শাসনে নমিত করে। ভূরিপ্রাজ্ঞ যেই যেই দিকে গমন করেন, আমিও সেই দিকেই গমন করি।

সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চাতি। "শ্রদ্ধা" (**সদ্ধা**তি) বলতে ভগবানকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সম্মান, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ও নির্ভর করা। যা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল। "প্রীতি" (**পীতী**তি) বলতে ভগবানকে ভিত্তি করে যা চিত্তের প্রীতি, প্রমোদ্য, তৃপ্তি, হর্ষ, আনন্দ, হাসি, প্রফুল্ল, আহ্লাদ, তুষ্ট, উল্লাস এবং আনন্দপূর্ণ মনোবৃত্তি। "মন" (**মনো**তি) বলতে চিত্ত, মন, মানস বা কল্পনা, হৃদয়, পণ্ডর, মনায়তন, মনিন্দ্রিয়, বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ বা জীবনীশক্তির পুঞ্জ ও তদ্‌জাত মনোবিজ্ঞান ধাতু। "স্মৃতি" (**সতী**তি) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি ও সম্যক স্মৃতি। এ অর্থে—শ্রদ্ধা, প্রীতি, মন ও স্মৃতি (সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ)।

নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হাতি। এই চারি প্রকার ধর্ম গৌতমশাসন, বুদ্ধশাসন, জিনশাসন, তথাগত-শাসন, অর্হৎ-শাসন বর্জিত নয়, রহিত নয়, পরিত্যক্ত নয়, বিতাড়িত নয়। এ অর্থে—আমি গৌতম-শাসন হতে বিচ্ছিন্ন নয় (নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা)।

যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞোতি। "যেই যেই দিক" (**যং যং দিস**ন্তি) বলতে পূর্বদিকে, পশ্চিম দিকে, দক্ষিণ দিকে, উত্তর দিকে গমন করেন, অনুগমন করেন, অগ্রসর হন, চলে যান। "ভূরিপ্রাজ্ঞ" (**ভূরিপঞ্ঞো**তি) বলতে মহাপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, তীক্ষ্ণজ্ঞানী, সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং প্রখর জ্ঞানী। পৃথিবীকে বলা হয় ভূরি। ভগবান সেই পৃথিবী সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। এ অর্থে—ভূরিপ্রজ্ঞা যেই যেই দিকে গমন করেন (যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো)।

স তেন তেনেৰ নতোহমস্মীতি। ভগবান যে-দিকে আমিও তৎদিকে, তৎপ্রান্তে, তৎপ্রান্ত সীমায়, তন্মধ্যে, তৎসীমায় এবং তদাধিপত্যে। এ অর্থে—আমিও সেদিকেই গমন করি (স তেন তেনেৰ নতোহমস্মি)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ,
নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা।
যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো,
স তেন তেনেৰ নতোহমস্মী"তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৫. জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স,
তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ।
সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং,
মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো॥

অনুবাদ : আমার দেহ জীর্ণ ও শক্তিহীন, তাই তথায় যেতে অক্ষম। কিন্তু সংকল্প বা মননে আমি নিত্য তথায়। হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য আমার মন তাতে যুক্ত।

জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্সাতি। "জীর্ণ" (জিণ্ণস্স) বলতে জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, অর্ধগত (জীবনের অর্ধেক বয়স গত হয়েছে), বয়সপ্রাপ্ত। "শক্তিহীন" (**দুব্বলথামকস্সা**তি) বলতে দুর্বল, বলহীন, অল্পবল। এ অর্থে—জীর্ণ ও শক্তিহীন (জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স)।

তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থাতি। তজ্জন্য দেহ বুদ্ধের কাছে যেতে, অগ্রসর হতে, গমন করতে, অনুগমন করতে অক্ষম। এ অর্থে—কায় দ্বারা তথায় যেতে অক্ষম (তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ)।

সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চন্তি। সংকল্প, চিন্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শ্রদ্ধা দ্বারা আমি বুদ্ধের কাছে অবস্থান করি, গমন করি, বিচরণ করি—সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং।

মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তোতি। "মন" (**মনো**তি) বলতে যা চিত্ত, মনন ... বিজ্ঞানস্কন্ধ ও মনোবিজ্ঞান ধাতু। "হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য আমি মন দ্বারা তাতে যুক্ত" (**মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো**তি) বলতে মন দ্বারা আমি বুদ্ধের সাথে যুক্ত, আবদ্ধ এবং সংযুক্ত—মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স, তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ।
সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং, মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো"তি॥

১১৬. পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো, দীপা দীপং উপপ্লৰিং।
অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসৰং॥

অনুবাদ : পঙ্কে শায়িত ও কম্পমান হয়ে আমি দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ধাবিত হয়েছি। পরে ওঘ উত্তীর্ণ, অনাস্রব সম্বুদ্ধের দর্শন পেলাম।

পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানোতি। "পঙ্কে শায়িত" (**পঙ্কে সযানো**তি) বলতে কাম-পঙ্কে, কাম-কর্দমে, কাম-ক্লেশে, কাম-বড়শিতে, কাম-পরিদাহে, কাম-প্রতিবন্ধকে শায়িত, লিপ্ত, অবস্থিত, আবদ্ধ, আবৃত। এ অর্থে—পঙ্কে শায়িত (পঙ্কে সযানো)। "স্পন্দমান" (**পরিফন্দমানো**তি) বলতে তৃষ্ণাস্পন্দে কম্পমান, দৃষ্টিস্পন্দে কম্পমান, ক্লেশস্পন্দে কম্পমান, ভোগস্পন্দে (পযোগফন্দনায) কম্পমান, বিপাকস্পন্দে কম্পমান, দুশ্চরিতস্পন্দে কম্পমান, অনুরক্ত রাগে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কম্পমান, দুরাচারী দ্বেষে কম্পমান, নির্বোধ মোহে কম্পমান, মদোন্মত্ত (ৰিনিবন্ধো) মানে কম্পমান, স্বীয় ধারণায় বশীভূত (পরামট্ঠো) মিথ্যাদৃষ্টিতে কম্পমান, বিক্ষেপগত (চাঞ্চল্য) চাঞ্চল্যে কম্পমান, অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (মার্গফল লাভ করেনি এমন) বিচিকিৎসায় কম্পমান, থামগত (বা দুর্ভেদ্য) অনুশয়সমূহ দ্বারা কম্পমান, লাভে কম্পমান, অলাভে কম্পমান, যশে কম্পমান, অযশে কম্পমান, প্রশংসায় কম্পমান, নিন্দায় কম্পমান, সুখে কম্পমান, দুঃখে কম্পমান, জন্মের দ্বারা কম্পমান, জরায় কম্পমান, ব্যাধি দ্বারা কম্পমান, মরণে কম্পমান, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে কম্পমান, নৈরয়িক দুঃখে কম্পমান, তির্যকযোনী-দুঃখে কম্পমান, প্রেতযোনী-দুঃখে কম্পমান, মানবীয় দুঃখে কম্পমান, প্রতিসন্ধিমূলক দুঃখে কম্পমান, গর্ভে স্থিতিমূলক দুঃখে কম্পমান, গর্ভপ্রসবমূলক দুঃখে কম্পমান, জন্মবন্ধন (জাতস্সূপনিবন্ধকেন) দুঃখে কম্পমান, জন্মাধীন দুঃখে কম্পমান, আত্মপীড়ন দুঃখে কম্পমান, পরপীড়ন দুঃখে কম্পমান, দুঃখ দুঃখে কম্পমান, সংস্কার দুঃখে কম্পমান, বিপরিণাম দুঃখে কম্পমান, চক্ষুরোগ দুঃখে কম্পমান, শ্রোত্ররোগ দুঃখে কম্পমান, ঘ্রাণরোগ দুঃখে ... জিহ্বারোগ ... কায়রোগ ... শিররোগ ... কর্ণরোগ ... মুখরোগ ... দন্তরোগ ... কাঁশি ... সর্দি ... দাহ ... জ্বর ... কুক্ষিরোগ ... মূর্চ্ছা ... রক্তামাশয় ... শূল ... কলেরা ... কুষ্ঠ ... গণ্ড (পোড়া) ... খোঁচপাঁচড়া ... ক্ষয়রোগ ... মৃগীরোগ (অপমারেন) ... দাউদ ... চুলকানি ... চর্মরোগ ... নখস (নখকুনি) ... সুড়সুড়ানি ... লোহিতপত্ত ... মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ) ... অর্শ ... গুটিবসন্ত ... ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ) ... পিত্তজনিতরোগ ... শ্লেষ্মাজনিতরোগ ... বায়ুজনিতরোগ ... সন্নিপাতিকরোগ ... ঋতু পরিবর্তনজনিত রোগ ... বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) ... খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন) ... কর্মবিপাকজনিত রোগ ... শীত ... উষ্ণ ... ক্ষুধা ... পিপাসা ... মল ... মূত্র ... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংশন বা কামড়জনিত দুঃখে ... মাতা-মৃত্যু দুঃখে ... পিতা-মৃত্যু দুঃখে ... ভ্রাতা-মৃত্যু দুঃখে ... ভগ্নি-মৃত্যু দুঃখে ... পুত্র-মৃত্যু দুঃখে ... কন্যা-মৃত্যু দুঃখে ... জ্ঞাতি-মৃত্যু দুঃখে ... ভোগবিষয়ে ... রোগবিষয়ে ... শীলবিষয়ে ... এবং মিথ্যাদৃষ্টি-বিষয়ে দুঃখে কম্পমান, প্রকম্পমান, বিকম্পমান, স্পন্দমান, বিস্ফন্দমান এবং প্রচণ্ডরূপে স্পন্দনমান সত্ত্বকে দেখছি, দর্শন করছি, অবলোকন করছি, মনোযোগের সাথে চিন্তা করে দেখছি (নিজ্ঝাযামি), পরখ করে দেখছি। এ অর্থে—জগতে স্পন্দমান (সত্ত্ব) দেখছি (পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো)।

দীপা দীপং উপল্লৰিন্তি। শাস্তা হতে শাস্তা, ধর্ম হতে ধর্ম, সংঘ হতে সংঘ, দৃষ্টি হতে দৃষ্টি, প্রতিপদ হতে প্রতিপদ, মার্গ হতে মার্গে ধাবিত, উপনীত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমুপবর্তী হয়েছি—দীপা দীপং উপল্লৰিং।

অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধন্তি। “অতঃপর” (**অথাতি**) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ (বা সন্ধিযুক্ত শব্দ), পদের পূর্ণতা (বা উপসর্গ), অক্ষর সম্বন্ধ বিশেষ, শব্দের পর্যানুক্রম। “দর্শন করেছি” (**অদ্দসাসিন্তি**) বলতে দেখেছি, দর্শন করেছি, অবলোকন করেছি, সাক্ষাৎ করেছি। “বুদ্ধ” (**বুদ্ধোতি**) বলতে সেই ভগবান, স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন ... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—সম্বুদ্ধকে দেখেছি (অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং)।

ওঘতিণ্ণমনাসৰন্তি। “ওঘ উত্তীর্ণ” (**ওঘতিণ্ণন্তি**) বলতে ভগবান কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ, সংসার পরিভ্রমণ-ওঘ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, জয়, অতিক্রম, সমতিক্রম ও অতিক্রান্ত করেছেন। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ ... জাতি-মরণ-সংসার এবং পুর্নভব নেই। এ অর্থে—ওঘ উত্তীর্ণ (ওঘতিণ্ণং)। “অনাসব” (**অনাসৰন্তি**) বলতে চার প্রকার আসব; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টিআসব ও অবিদ্যা আসব। ভগবান বুদ্ধের এই আসবসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাসব—ওঘতিণ্ণমনাসৰং।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বলেছেন :

“পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো, দীপা দীপং উপল্লৰিং।
অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসৰ”ন্তি॥

১১৭. যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো,
ভদ্রাৰুধো আল্ৰিগোতমো চ।
এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং,
গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারং॥

অনুবাদ : যেরূপে বক্কুলি, ভদ্রাবুধ এবং আলবিগৌতম শ্রদ্ধায় বা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মুক্ত হয়েছিলেন, সেরূপে তুমিও শ্রদ্ধায় মুক্ত হও। হে পিঙ্গিয়, তাহলে মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করতে পারবে।

যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো, ভদ্রাৰুধো আল্ৰিগোতমো চাতি। যেমন, বক্কলি স্থবির শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-বহুল, শ্রদ্ধা-অগ্রগণ্য, শ্রদ্ধাধিমুক্ত এবং শ্রদ্ধাধিপ্রত্যয়ে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন। ভদ্রাবুধ স্থবির শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-বহুল, শ্রদ্ধা-অগ্রগণ্য, শ্রদ্ধাধিমুক্ত এবং শ্রদ্ধাধিপ্রত্যয়ে অরহত্বপ্রাপ্ত হন। আলবিগৌতম স্থবির শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-বহুল, শ্রদ্ধা-অগ্রগণ্য, শ্রদ্ধাধিমুক্ত এবং শ্রদ্ধাধিপ্রত্যয়ে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন। এ অর্থে—যেরূপে বক্কুলি, ভদ্রাবুধ, আলবিগৌতম শ্রদ্ধায় মুক্ত হয়েছিলেন (যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো ভদ্রাৰুধো আল্ৰিগোতমো চ)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধন্তি। এরূপে তুমি শ্রদ্ধায় মুক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধার, ত্রাণপ্রাপ্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। “সকল সংস্কার অনিত্য” এটা জেনে শ্রদ্ধায় মুক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধার, ত্রাণপ্রাপ্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। “সকল সংস্কার দুঃখ” এটা জেনে ... নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। “সকল ধর্ম অনাত্ম” এটা জেনে ... নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। ... “যা কিছু উৎপন্নশীল, তা সবই বিনাশধর্মী” এটা জেনে শ্রদ্ধায় মুক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধার, ত্রাণপ্রাপ্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। এ অর্থে—এরূপে তুমি শ্রদ্ধায় মুক্ত হও (এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং)।

গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে মৃত্যুরাজ্য বলা হয়। অমৃতময় নির্বাণকে বলা হয় মৃত্যুরাজ্যের অতীত। যা সেই সর্বসংস্কার উপশম, সকল আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। **গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারন্তি**। তুমি মৃত্যুরাজ্যের পরপারে গমন, পরপারপ্রাপ্ত, পরপার জ্ঞাত ও পরপার সাক্ষাৎ কর। এ অর্থে—হে পিঙ্গিয়, তুমিও মৃতুরাজ্য অতিক্রম কর (গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো,
ভদ্রাৰুধো আলৰিগোতমো চ।
এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং,
গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পার”ন্তি॥

১১৮. এস ভিয্যো পসীদামি, সুত্বান মুনিনো ৰচো। ৰিৰটচ্ছদো[1] সম্বুদ্ধো, অখিলো পটিভানৰা[2] ॥

অনুবাদ : মুনির বচন শুনে আমি অতিশয় প্রসন্ন হলাম। সম্বুদ্ধ আবরণমুক্ত, অখিল এবং প্রতিভাণ (প্রত্যুৎপন্নমতি)।

এস ভিয্যো পসীদামীতি। আমি অতিশয় প্রসন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হলাম। “সকল সংস্কার অনিত্য” এটা জেনে আমি অতিশয় প্রসন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হলাম। “সকল সংস্কার দুঃখ” এটা জেনে ... হলাম। “সর্ব ধর্ম অনাত্ম” এটা জেনে ... হলাম ... “যা কিছু উৎপন্নশীল, তা সবই বিনাশধর্মী” এটা জেনে আমি অতিশয় প্রসন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হলাম। এ অর্থে—আমি অতিশয় প্রসন্ন হলাম (এস ভিয্যো পসীদামি)।

সুত্বান মুনিনো ৰচোতি। মৌনতাকে মুনি বলা হয়। সেই মুনি জ্ঞান ...

---

[1] [ৰিৰটচ্ছদনো (ক.) সদ্দনীতিপদমালা ওলোকেতব্বা]

[2] [পটিভাণৰা (স্যা.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসক্তিজাল মুক্ত। "মুনির বচন শুনে" (**সুত্বান মুনিনো ৰচোতি**) বলতে আপনার (বুদ্ধের) বচন, বক্তব্য, দেশনা, উপদেশ, পরামর্শ শুনে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, উপলব্ধি করে। এ অর্থে—মুনির বচন শুনে (সুত্বান মুনিনো ৰচো)।

ৰিৰটচ্ছদো সম্বুদ্ধোতি। "আবরণ" (**ছদনন্তি**) বলতে পাঁচ প্রকার আবরণ; যথা : তৃষ্ণা আবরণ, মিথ্যাদৃষ্টি আবরণ, ক্লেশ আবরণ, দুশ্চরিত্র আবরণ, অবিদ্যা আবরণ। ভগবান বুদ্ধের সেই আবরণসমূহ বিমুক্ত, বিনাশ, সমুৎপাটিত, প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, বিধ্বংস, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ। তদ্ধেতু বুদ্ধ আবরণমুক্ত। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধোতি**) বলতে সেই ভগবান ... যথার্থ উপাধি; যেভাবে বুদ্ধ। এ অর্থে—ভগবান আবরণমুক্ত (ৰিৰটচ্ছদো সম্বুদ্ধো)।

অখিলো পটিভানৰাতি। "অখিল" (**অখিলোতি**) বলতে রাগ-খিল, দ্বেষ-খিল, মোহ-খিল, ক্রোধ-খিল, বিদ্বেষ-খিল ... সকল অকুশলসংস্কার খিল। ভগবান বুদ্ধের এই খিলসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায়, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অখিল।

"প্রতিভাণ" (**পটিভানৰাতি**) বলতে তিন প্রকার প্রতিভাণ। যথা : পরিয়ত্তি প্রতিভাণ (যিনি ত্রিপিটক শাস্ত্র মুখস্থ পারেন), প্রতিজিজ্ঞাসা (পরিপুচ্ছা) প্রতিভাণ ও অধিগম প্রতিভাণ।

পরিয়ত্তি প্রতিভাণ কী রকম? এ জগতে কেউ কেউ বুদ্ধের বচন যথা : সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান (ভাবোদ্দীপক উচ্চারণ), ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম এবং বেদল্লে সুশিক্ষিত হন। এই পাণ্ডিত্যের হেতুতে প্রতিভাণ। ইহা পরিয়ত্তি প্রতিভাণ।

প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাণ কী রকম? এ জগতে কেউ কেউ অর্থে, জ্ঞাতে, লক্ষণে, কারণে এবং যুক্তিতে জিজ্ঞাসাকারী হন। এই জিজ্ঞাসার হেতুতে প্রতিভাণ। ইহা প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাণ।

অধিগম প্রতিভাণ কী রকম? এ জগতে কেউ কেউ চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল, চারি প্রতিসম্ভিদা, ছয় অভিজ্ঞা অধিগত হন। তারা অর্থে, ধর্মে, নিরুক্তিতে জ্ঞাত। অর্থে জ্ঞাত হয়ে অর্থ প্রতিভাণ, ধর্মে জ্ঞাত হয়ে ধর্ম প্রতিভাণ, নিরুক্তিতে জ্ঞাত হয়ে নিরুক্তি প্রতিভাণ হন। এই তিন প্রকার জ্ঞানকে বিশেষভাবে জানাই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা। যেমন : ভগবান এই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদায় উপগত, ভূষিত, অলংকৃত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্বিত। তদ্ধেতু ভগবান প্রতিভাণ। যার পরিয়ত্তি, প্রতিজিজ্ঞাসা ও অধিগম নেই, তার কীভাবে প্রতিভাণ অর্জন হবে? এ অর্থে—ভগবান অখিল ও প্রতিভাণ (অখিলো পটিভানৰা)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

“এস ভিয্যো পসীদামি, সুত্বান মুনিনো ৱচো।
ৱিৱটচ্ছদো সম্বুদ্ধো, অখিলো পটিভানৱা”তি॥

১১৯. অধিদেৱে[১] অভিঞ্ঞায, সব্বং ৱেদি পরোপরং[২]।
পঞ্হানন্তকরো সত্থা, কঙ্খীনং পটিজানতং॥

অনুবাদ : অধিদেবগণকে জ্ঞাত হয়ে তিনি নিজের এবং অপরের সব বিষয় জানেন। তিনি শাস্তা, সংশয়াপন্ন অনুসরণকারীদের প্রশ্নের সমাধান করেন।

অধিদেৱে অভিঞ্ঞাযাতি। “দেবতা” (**দেৱা**তি) বলতে তিন প্রকার দেবতা। যথা : সম্মতি দেবতা, উৎপত্তি দেবতা, বিশুদ্ধি দেবতা। সম্মতি দেবতা কাঁরা? সম্মতি দেবতা বলা হয় রাজা, রাজকুমার ও দেবীদের (রাজার স্ত্রী)। এরাই সম্মতি দেবতা। উৎপত্তি দেবতা কাঁরা? উৎপত্তি দেবতা বলা হয় চতুর্মহারাজিক দেবতা, তাবতিংস দেবতা ... ব্রহ্মকায়িক দেবতা এবং তার উপরে অবস্থানকারী দেবগণকে। এঁরাই উৎপত্তি দেবতা। বিশুদ্ধি দেবতা কাঁরা? বিশুদ্ধি দেবতা বলা হয় তথাগত, তথাগত শ্রাবক, ক্ষীণাস্রব অর্হৎ এবং পচ্চেক সম্বুদ্ধগণকে। এঁরাই বিশুদ্ধি দেবতা। ভগবান সম্মতি দেবতাদের অতিদেবরূপে, উৎপত্তি দেবতাদের অতিদেবরূপে, বিশুদ্ধি দেবতাদের অতিদেবরূপে অভিজ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিচার করে প্রকাশ করেন—অধিদেৱে অভিঞ্ঞায।

সব্বং ৱেদি পরোপরন্তি। ভগবান নিজের এবং অপরের অতিদেবকর ধর্মসমূহ অভিজ্ঞাত হন, জানেন, উপলব্ধি করেন, প্রকাশ করেন। নিজের অতিদেবকর ধর্মসমূহ কীরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা, শীলে পরিপূর্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে সংযমতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলোকেই বলা হয় নিজের অতিদেবকর ধর্ম।

অপরের অতিদেবকর ধর্ম কীরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুকুল প্রতিপদা ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলোকেই বলা হয় অপরের অতিদেবকর ধর্ম। এভাবে ভগবান নিজের এবং অপরের অতিদেবকর ধর্মসমূহ জ্ঞাত হন, জানেন, উপলব্ধি করেন ও বুঝেন—সব্বং ৱেদি পরোপরং।

পঞ্হানন্তকরো সত্থাতি। ভগবান পারায়ণিক প্রশ্নের সমাধান, নিষ্পত্তি, ব্যাখ্যা, বিভাজন করেন; সভিয় প্রশ্নের সমাধান, নিষ্পত্তি, ব্যাখ্যা, বিভাজন

---

[১] [অতিদেৱে (ক.)]

[২] [পরোৱরং (সী. অট্ঠ.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন; শক্র প্রশ্নের ... সুযাম প্রশ্নের ... ভিক্ষু প্রশ্নের ... ভিক্ষুণী প্রশ্নের ... উপাসক প্রশ্নের ... উপাসিকা প্রশ্নের ... রাজা প্রশ্নের ... ক্ষত্রিয় প্রশ্নের ... ব্রাহ্মণ প্রশ্নের ... বৈশ্য প্রশ্নের ... শুদ্র প্রশ্নের ... দেবতা প্রশ্নের ... ব্রহ্মা প্রশ্নের সমাধান, নিষ্পত্তি, ব্যাখ্যা, বিভাজন করেন—পঞ্হানন্তকরো। "শাস্তা" (**সত্থাতি**) বলতে ভগবান শাস্তা। বণিক যেমন তার গাড়িগুলোকে কান্তার পার করায়, যেমন : চোরকান্তার পার করায়, বালুকান্তার, দুর্ভিক্ষ-কান্তার, পানিহীন-কান্তার পার করায়, উত্তরণ করায়, অতিক্রম করায়, সমতিক্রম করায়, নিরাপদ ভূমিতে সম্প্রাপ্ত বা উপনীত করায়। এভাবেই ভগবান শাস্তা সত্ত্বগণকে কান্তার পার করান, যেমন : জন্মকান্তার পার করান, জরাকান্তার পার করান, ব্যাধিকান্তার ... মরণকান্তার ... শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসকান্তার ... রাগকান্তার ... দ্বেষকান্তার ... মোহকান্তার ... মানকান্তার ... মিথ্যাদৃষ্টিকান্তার ... ক্লেশকান্তার ... দুশ্চরিতকান্তার ... রাগগহন (বা রাগের গভীর অরণ্য) ... দ্বেষগহন ... মোহগহন ... মিথ্যাদৃষ্টিগহন ... ক্লেশগহন ... দুশ্চরিতগহন পার করান, উত্তরণ করান, অতিক্রম করান, সমতিক্রম করান; নিরাপদ অমৃত নির্বাণে উপনীত করান—এভাবেই ভগবান শাস্তা।

অথবা ভগবান নেতা, নির্দেশক, শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, উপকারী, দর্শনকারী, প্রসন্নতাকারী; এভাবেই ভগবান শাস্তা। অথবা ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক, অজ্ঞাত মার্গের আবিষ্কারক, অব্যাখ্যাত মার্গের প্রবক্তা বা ব্যাখ্যাকারী; মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গকোবিদ, মার্গানুসারী; পরে তাঁর শ্রাবকগণ এ মার্গে সমন্বিত হয়ে অবস্থান করেন। এভাবেই ভগবান শাস্তা—পঞ্হানন্তকরো সত্থা।

কঙ্খীনং পটিজানতন্তি। (সত্ত্বগণ ভগবানের কাছে) শঙ্খা নিয়ে এসে শঙ্খামুক্ত হয়, কৃচ্ছ্রসাধনারত হয়ে এসে কৃচ্ছ্রসাধনামুক্ত হয়, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এসে দ্বিধামুক্ত হয়, সন্দেহযুক্ত হয়ে এসে সন্দেহমুক্ত হয়, সরাগী হয়ে এসে বীতরাগী হয়, দ্বেষযুক্ত হয়ে এসে দ্বেষমুক্ত হয়, মোহযুক্ত হয়ে এসে মোহমুক্ত হয়, ক্লেশযুক্ত হয়ে এসে ক্লেশমুক্ত হয়—কঙ্খীনং পটিজানতং।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

> ''অধিদেৰে অভিঞ্ঞায, সব্বং ৰেদি পরোপরং।
> পঞ্হানন্তকরো সত্থা, কঙ্খীনং পটিজানত''ন্তি॥

১২০. অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।
অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা, এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্তং॥

অনুবাদ : যা স্থির, অটল। যার তুলনা কোথাও নেই। আমি তার নিকট (বা তথায়) অবশ্যই গমন করব, এতে সংশয় নেই। আমি অধিমুক্তচিত্তসম্পন্ন, তা জ্ঞাত হও।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসংহীরং অসংকুপ্পন্তি। স্থির বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। "স্থির" (**অসংহীরন্তি**) বলতে রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ম্রক্ষ, নির্দয়তা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, ভণ্ডামি, ঔদ্ধত্য, মান, অতিমান, মত্ততা, প্রমত্ততা, সর্বক্লেশ, সর্বদুশ্চরিত, সর্বপরিদাহ, সকল আস্রব, সকল উদ্বেগ, সকল সন্তাপ, সকল অকুশল অভিসংস্কারে অবিচলিত, নির্বাণ, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী—অসংহীরং।

অসংকুপ্পন্তি। "অটল" (**অসংকুপ্পন্তি**) বলতে অমৃত নির্বাণ। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। নির্বাণের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই। নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী—অসংহীরং অসংকুপ্পং।

যস্স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সাতি**) বলতে নির্বাণের। **নত্থি উপমাতি**। উপমা নেই, তুলনা নেই, সদৃশ নেই, প্রতিভাগ নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধি হয় না। "কোথাও" (**ক্বচীতি**) বলতে কোথাও, কোনোভাবে, কোনোস্থানে, অধ্যাত্মে বা বাহ্যে অথবা অধ্যাত্ম-বাহ্যে—যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।

অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খাতি। "অবশ্যই" (**অদ্ধাতি**) বলতে নিশ্চিত বচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্কা বচন, নিঃসন্দেহ বচন, অবিপরীত বচন, নিরোধ বচন, সংশয়হীন বচন, সন্দেহহীন বচন, নিশ্চয়তা বচন—অদ্ধাতি। **গমিস্সামীতি**। গমন করব, অধিগম করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব—অদ্ধা গমিস্সামি। **ন মেত্থ কঙ্খাতি**। "এতে" (**এত্থাতি**) বলতে নির্বাণে শঙ্খা নেই, সন্দেহ নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধি হয় না; বরং (সেসব সন্দেহ) প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা।

এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্তন্তি। "আমাকে এরূপে ধারণা করুন" (**এৰং মং ধারেহীতি**) বলতে আমাকে এরূপেই ধারণা বা বিবেচনা করুন। "অধিমুক্ত" (**অধিমুত্তচিত্তন্তি**) বলতে নির্বাণপরায়ণ, নির্বাণরত, নির্বাণে অনুরক্ত, নির্বাণে অধিমুক্ত—এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্তন্তি।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।
অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা,
এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্ত"ন্তি॥

[পারায়ণনুগীতি গাথা বর্ণনা সমাপ্ত]

[পারায়ণ বর্গ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

খড়ুগবিষাণ সূত্র

খড়ুগবিষাণ সূত্র বর্ণনা

প্রথম বর্গ

১২১. সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, অৰিহেঠযং অঞ্ঞতরম্পি তেসং।
ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁরা দণ্ড ত্যাগ করে। কারোর ক্ষতি করে না। পুত্র কামনা করে না, সঙ্গী তো কথায় নেই। খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডন্তি। "সব" (**সব্বেসূ**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন—সব্বেসূতি। **ভূতেসূ**তি । "ভূত" (ভূতা) ত্রাস ও শান্তকে বলা হয়। "ত্রাসিত" (**তসা**তি) বলতে যাদের ত্রাসিততৃষ্ণা অপ্রহীন, ভয়-ভৈরব অপ্রহীন। কী কারণে ত্রাসিত বলা হয়? তারা ত্রাসিত, উত্রাসিত, পরিত্রাসিত, ভীত, সন্ত্রস্ত হয়, এ কারণেই ত্রাসিত বলা হয়। "শান্ত" (**থাৰরা**তি) বলতে যাদের ত্রাস, তৃষ্ণা প্রহীন, ভয়-ভৈরব প্রহীন। কী কারণে শান্ত বলা হয়? তাঁরা ত্রাসিত, উত্রাসিত, পরিত্রাসিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত হন না; এ কারণেই শান্ত বলা হয়। "দণ্ড" (**দণ্ডন্তি**) বলতে তিন প্রকার দণ্ড। যথা : কায়দণ্ড, বাকদণ্ড, মনদণ্ড। ত্রিবিধ কায়দুশ্চরিত কায়দণ্ড, চতুর্বিধ বাকদুশ্চরিত বাকদণ্ড, ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত মনদণ্ড। **সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডন্তি**। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দণ্ড ত্যাগ করে।

অৰিহেঠযং অঞ্ঞতরম্পি তেসন্তি। যেকোনো সত্ত্বকে হাত, পাথর, দণ্ড, শস্ত্র, শিকল, রশি দ্বারা আঘাত না করে; সব সত্ত্বকে হাত, পাথর, দণ্ড, শস্ত্র, শিকল, রশি দিয়ে আঘাত না করে—অৰিহেঠযং অঞ্ঞতরম্পি তেসং।

ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযন্তি। "না" (**নাতি**) বলতে প্রতিক্ষেপ; "পুত্র" (**পুত্তা**তি) বলতে চার প্রকার পুত্র। যথা : আত্মজ পুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র, দিন্নক (দত্তক) পুত্র, অন্তেবাসী পুত্র। "সহায়" (**সহাযন্তি**) বলতে যাদের সাথে স্বচ্ছন্দে আগমন, গমন, গমনাগমন, অবস্থান, উপবেশন, শয়ন, আলাপ করা যায়, কথাবার্তা বলা যায়, গল্পগুজব, আলোচনা করা যায়; এদেরকে বলা হয় সহায় বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সঙ্গী। **ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযন্তি**। পুত্র ইচ্ছা করে না, কামনা করে না, প্রার্থনা করে না, আকাঙ্ক্ষা করে না, অভিলাষ করে না। কোথায় আর মিত্র, বন্ধু, সঙ্গী, সহায় ইচ্ছা করবে—ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযং।

একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পোতি। "একক" (**একো**তি) বলতে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জাসঙ্খাতেন) একক, অদ্বিতীয়ার্থে একক, তৃষ্ণার প্রহীনার্থে একক, একান্ত বীতরাগী বলে একক, একান্ত বীতদ্বেষী বলে একক, একান্ত বীতমোহ বলে একক, একান্ত ক্লেশহীন বলে একক, একায়ন মার্গে গমন করেছেন বলে একক এবং অনুত্তর পচ্চেক সম্বোধি লাভ করেছেন বলে একক।

কীরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক? পচ্চেক বুদ্ধ গৃহবাস বন্ধন, পুত্র-কন্যা বন্ধন, জ্ঞাতি বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব বন্ধন তথা সমস্ত কিছু ছিন্ন করে কেশ-শ্মশ্রু কেটে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন-যাপন করেন। এভাবেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক।

কীভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ অদ্বিতীয়ার্থে একক? তিনি এভাবে প্রব্রজিত হয়ে স্থিরচিত্তে একাকী অরণ্যে, বনপ্রস্থে (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসনে, নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত নির্জনস্থানে অবস্থান করেন। তিনি একাকী বিচরণ করেন, একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, জীবন-ধারণ করেন, জীবন-যাপন করেন। এভাবেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অদ্বিতীয়ার্থে একক।

কীভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ তৃষ্ণা প্রহীনার্থে একক? তিনি এরূপে একক, অদ্বিতীয়, অপ্রমত্ত, উদ্যমশীল ও একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থানকালে মহা উদ্যম সঞ্চার করে অনিষ্টকারী, পাপরাজা ও প্রমত্তবন্ধু মারকে সসৈন্যে পরাজিত করে লোভজনক তৃষ্ণা, বিস্তৃত (ৰিসরিতং) তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করেন, ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন, নিবৃত্ত করেন।

"তণ্হাদুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধান সংসরং।
ইত্থভাৰঞ্ঞথাভাৰং, সংসারং নাতিৰত্ততি॥
"এতমাদীনৰং ঞত্বা, তণ্হং দুক্খস্স সম্ভৰং।
ৰীততণ্হো অনাদানো, সতো ভিক্খু পরিব্বজে"তি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা দীর্ঘপথ (জন্মান্তর) ভ্রমণে অদ্বিতীয় পুরুষ। জাগতিক সত্ত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ইহলোকের সত্ত্ব) এবং ভিন্ন সত্ত্ব বা অন্যলোকের সত্ত্ব (ইত্থভাৰঞ্ঞথাভাৰং) এই সংসার অতিক্রম করতে পারে না। "তৃষ্ণাই দুঃখ উৎপত্তির কারণ" এই আদীনব জ্ঞাত হয়ে প্রব্রজিত স্মৃতিমান ভিক্ষু বীততৃষ্ণ ও আসক্তিমুক্ত হন। এভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ তৃষ্ণা প্রহীনার্থে একক।

কীরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ একান্ত বীতরাগী বলে একক? রাগ বা আসক্তির প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, দ্বেষের প্রহীন হেতু একান্ত বীতদ্বেষী বলে একক, মোহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতমোহ বলে একক, ক্লেশসমূহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক। এভাবে পচ্চেক বুদ্ধ একান্ত বীতরাগ বলে একক।

কীরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ একায়ন মার্গে গত বলে একক? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে একায়ন মার্গ বলা হয়।

"একাযনং জাতিখযন্তদস্সী, মগ্গং পজানাতি হিতানুকম্পী।
এতেন মগ্গেন তরিংসু পুব্বে, তরিস্সন্তি যে চ তরন্তি ওঘ"ন্তি॥

অনুবাদ : জন্মক্ষয়দর্শী, হিতানুকম্পী একায়ন মার্গকে বিশেষভাবে জানেন। (জ্ঞানীরা) এই মার্গ দিয়ে পূর্বে ওঘ (দুঃখসমুদ্র) পার হয়েছেন, ভবিষ্যতেও পার হবেন এবং বর্তমানেও পার হচ্ছেন। এভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ একায়ন মার্গে গত বলে একক।

কীরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক? চারি মার্গে জ্ঞানকে বলা হয় বোধি। যথা : পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টিকে। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ, মার্গ পচ্চেক সম্বুদ্ধ, জ্ঞান পচ্চেক সম্বুদ্ধ "সকল সংস্কার অনিত্য" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার দুঃখ" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার অনাত্ম" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "অবিদ্যার কারণে সংস্কার" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "নামরূপের কারণে ষড়ায়তন" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "স্পর্শের কারণে বেদনা" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "বেদনার কারণে তৃষ্ণা" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "তৃষ্ণার কারণে উপাদান" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "উপাদানের কারণে ভব" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "ভবের কারণে জাতি" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "জাতির কারণে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশ" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। আর "অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ" এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, "বিজ্ঞানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধে নামরূপ নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ভবের নিরোধে জাতি নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “জাতির নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশ নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। “ইহা দুঃখ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ইহা দুঃখ সমুদয়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ইহা দুঃখ নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। “ইহা আসব” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন ... “ইহা আসব নিরোধের উপায়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। “এই ধর্মসমূহ পরিজ্ঞেয়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন ... প্রহানতব্য ... ভাবিতব্য ... সাক্ষাৎকরণীয়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; চারি মহাভূতের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; “যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন।

অথবা যা কিছু জ্ঞাতব্য, অনুজ্ঞাতব্য, প্রতিজ্ঞাতব্য, হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, অধিকার করা উচিত, ধারণ করা উচিত ও সাক্ষাৎকরণীয়, সেসবই বোধিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়েছেন, অনুজ্ঞাত হয়েছেন, প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন, অধিগত করেছেন, ধারণ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন। এভাবেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ এককভাবে অনুত্তর পচ্চেক সম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক।

“চর্যা” (**চরেতি**) বলতে আট প্রকার চর্যা। যথা : ঈর্যাপথ চর্যা, আয়তন চর্যা, স্মৃতি চর্যা, সমাধি চর্যা, জ্ঞান চর্যা, মার্গচর্যা, ফলচর্যা, লোকার্থচর্যা। চার ঈর্যাপথে ঈর্যাপথচর্যা, ছয় অধ্যাত্ম-বাহ্য আয়তনে আয়তনচর্যা, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতিচর্যা, চারি ধ্যানে সমাধিচর্যা, চারি আর্যসত্যে জ্ঞানচর্যা, চারি আর্যমার্গে মার্গচর্যা। চারি শ্রামণ্যফলে ফলচর্যা। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের অবস্থিতি, পচ্চেক সম্বুদ্ধের অবস্থিতি শ্রাবকগণের মধ্যে লোকার্থচর্যা। প্রণিধিসম্পন্নের ঈর্যাপথচর্যা, ইন্দ্রিয়সমূহ রক্ষাকারীর আয়তনচর্যা, অপ্রমাদবিহারীর স্মৃতিচর্যা, অধিচিত্তসম্পন্নের সমাধিচর্যা, বুদ্ধিসম্পন্নের জ্ঞানচর্যা, সম্যক প্রতিপন্নের মার্গচর্যা, অধিগতফলের ফলচর্যা, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ শ্রাবকগণের লোকার্থচর্যা। এই আট প্রকার চর্যা। অপর আট প্রকার চর্যা—অধিমুক্তকালে শ্রদ্ধায় বিচরণ করেন, উদ্যমকালে বীর্যের সহিত অবস্থান করেন, উপস্থাপনকালে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিতে অবস্থান করেন, অবিক্ষেপকালে সমাধিতে অবস্থান করেন, প্রজাননকালে প্রজ্ঞায় অবস্থান করেন, বিজাননকালে বিজ্ঞানচর্যায় অবস্থান করেন। এরূপে (সম্যকমার্গে) প্রতিপন্নজন কুশলধর্মসমূহ আয়ত্ত করে আয়তনচর্যায় বিচরণ করেন। একইভাবে (সম্যকমার্গে) প্রতিপন্নজন বিশেষ অধিগত করে বিশেষ চর্যায় অবস্থান করেন। এগুলোই আট প্রকার চর্যা।

অপর আট প্রকার চর্যা—সম্যক দৃষ্টির দর্শনচর্যা, সম্যক সংকল্পের মনোযোগ চর্যা, সম্যক বাক্যের পরিগ্রহ চর্যা, সম্যক কর্মে সমুত্থান বা কার্যারম্ভচর্যা, সম্যক আজীবের পরিশুদ্ধচর্যা, সম্যক ব্যায়ামে উদ্যমচর্যা, সম্যক স্মৃতিতে উপস্থানচর্যা, সম্যক সমাধিতে অবিমোক্ষ চর্যা। এগুলোই আট প্রকার চর্যা।

খগ্গৰিসাণকপ্পোতি। যেমন গন্ডারের একটি মাত্র শিং দ্বিতীয় নেই, এভাবেই সেই পচ্চেক বুদ্ধ তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তৎপ্রতিভাগ হন। যেসব অতি লবণাক্তকে বলা হয় লবণস্বরূপ, অতি তিক্ততাকে বলা হয় তিক্তস্বরূপ, অতি মধুরকে বলা হয় মধুরস্বরূপ, অতি উষ্ণকে বলা হয় অগ্নিস্বরূপ, অতি শীতলকে বলা হয় বরফস্বরূপ, মহাজলরাশিকে বলা হয় সমুদ্রস্বরূপ, মহা অভিজ্ঞাবলপ্রাপ্ত শ্রাবককে বলা হয় শাস্তাস্বরূপ; এভাবেই সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তৎপ্রতিভাগ, একক, অদ্বিতীয়, বন্ধনমুক্ত হয়ে সম্যকভাবে জগতে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন ... যাপন করেন—একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, অৰিহেঠযং অঞ্ঞতরম্পি তেসং।
ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২২. সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহা, স্নেহন্বযং দুক্খমিদং পহোতি।
আদীনৰং স্নেহজং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সংসর্গ হতে স্নেহ উৎপন্ন হয়, স্নেহ হতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাই এই স্নেহজ আদীনব দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহাতি। "সংসর্গ" (**সংসগ্গা**তি) বলতে দুই প্রকার সংসর্গ। যথা : দর্শন সংসর্গ এবং শ্রবণ সংসর্গ। দর্শন সংসর্গ কীরূপ? এ জগতে কেউ কেউ অভিরূপা, দর্শনীয়া, মনোরমা, পরম বর্ণসৌন্দর্যে সমন্বিতা স্ত্রী বা কুমারীকে দর্শন করে। দেখে, পর্যবেক্ষণ করে এরূপে অনুব্যঞ্জনের নিমিত্ত গ্রহণ করে—চুল শোভন, মুখ শোভন, চক্ষু শোভন, কর্ণ শোভন, নাসিকা শোভন, ওষ্ঠ শোভন, দন্ত শোভন, গ্রীবা শোভন, স্তন শোভন, বক্ষ শোভন, উদর শোভন, কোমর শোভন, উরু শোভন, হাঁটু শোভন, হাত, পা, আঙ্গুল, নখ শোভন। এভাবে দেখে, পর্যবেক্ষণ করে তা অভিনন্দন করে, প্রশংসা করে, কামনা করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বারবার অনুস্মরণ করে এবং আসক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হয়—ইহা দর্শন সংসর্গ।

শ্রবণ সংসর্গ কীরূপ? এ জগতে কেউ কেউ এরূপ শ্রবণ করে—"অমুক গ্রামে বা নিগমে অভিরূপা, দর্শনীয়া, মনোরমা, পরম সৌন্দর্যে সমন্বিতা স্ত্রী বা কুমারী আছে"। এভাবে শ্রবণ করে, শুনে তা অভিনন্দন করে, প্রশংসা করে, কামনা করে, বারবার অনুস্মরণ করে এবং আসক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হয়—ইহাই শ্রবণ সংসর্গ।

"স্নেহ" (**স্নেহা**তি) বলতে দুই প্রকার স্নেহ। যথা : তৃষ্ণাস্নেহ এবং দৃষ্টিস্নেহ। তৃষ্ণাস্নেহ কী? যাবতীয় তৃষ্ণাসঙ্খাত দ্বারা সীমাকৃত, সীমিত, সীমাবদ্ধ, পরিগৃহীত, আসক্ত—"ইহা আমার, এরূপে আমার, এতটুকু আমার, এসবই আমার"। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, আস্তরণ (কার্পেটাদি), আবরণ (পরিচ্ছেদ), দাসদাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোঁকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভান্ডারাগার, এমনকি সমগ্র মহাপৃথিবীকে তৃষ্ণাবশে আমার বলে আসক্ত হয়। যেসব ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা অধিকৃত বিষয়—ইহাই তৃষ্ণাস্নেহ।

দৃষ্টিস্নেহ কীরূপ? বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি, দশ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি, দশ প্রকার অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। এরূপে যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিধারণ, দৃষ্টিস্ফন্দন, দৃষ্টিসংযোজন গ্রহণ, প্রতিগ্রহণ, অভিনিবেশ, পরামর্শ, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, ভ্রান্ত ধারণা, তীর্থায়তন, বিকৃতি ধারণ, বিপরীত গ্রহণ, বিপরীত ধারণ, মিথ্যাগ্রহণ, অযথার্থকে যথার্থরূপে গ্রহণ, বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি—ইহাই দৃষ্টস্নেহ।

সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি। দর্শন সংসর্গ প্রত্যয়, শ্রবণ সংসর্গ প্রত্যয়, তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত হয়, আবির্ভূত হয়, উদ্ভূত হয়, উদ্ভব হয়, প্রাদুর্ভূত হয়—সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহা।

স্নেহন্বযং দুক্খমিদং পহোতীতি। "স্নেহ" (**স্নেহো**তি) বলতে দুই প্রকার স্নেহ। যথা : তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ ... ইহাই তৃষ্ণাস্নেহ ... ইহাই দৃষ্টিস্নেহ। **দুক্খমিদং পহোতী**তি। এ জগতে কেউ কেউ কায়দুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, বাকদুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, মনোদুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, প্রাণীহত্যা করে, চুরি করে, সিঁদ কাটে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে লুট করে, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যাভাষণ করে। (প্রজারা) তাকে ধরে নিয়ে রাজাকে দেখায়—"দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপাচারী, একে যা ইচ্ছা দণ্ড প্রদান করুন।" তখন রাজা তাকে ভৎর্সনা করেন। ভৎর্সনার প্রত্যয়ে সেই পাপচারীর ভয় উৎপন্ন হয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভূত হয়। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে উৎপন্ন হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। তাকে শৃঙ্খলবন্ধন, রজ্জুবন্ধন, শিকলবন্ধন, বেত্রবন্ধন, লতাবন্ধন, প্রক্ষেপবন্ধন, পরিক্ষেপবন্ধন, গ্রামবন্ধন, নিগমবন্ধন, নগরবন্ধন, রাষ্ট্রবন্ধন অথবা জনপদ বন্ধনে আবদ্ধ করায়ে এরূপ ঘোষণা দেন—"এই বন্ধন থেকে তোমায় মুক্তি দেয়া যাবে না।" সেই বন্ধনের কারণে পাপাচারী ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। তার ধন আনয়ন করান—শত, সহস্র বা লক্ষ। সেই সম্পত্তির পরিহানীর কারণে পাপাচারী ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। তাকে নানাপ্রকার শাস্তি প্রদানের হুকুম করেন—কশাঘাত, দণ্ডাঘাত, বেত্রাঘাত করা; হাত কেটে দেওয়া, পা কেটে দেওয়া, হাত-পা কেটে দেওয়া, কান কেটে দেওয়া, নাক কেটে দেওয়া; নাক-কান কেটে দেওয়া, গরম জলে সিদ্ধ করা, শঙ্কমুণ্ডিক করা, রাহুমুখ করা, জৌতিমালিক (এক প্রকার যন্ত্রণা) করা, হাত পুড়িয়ে দেওয়া, এরক পত্তিক করে দৌঁড়াতে আদেশ (এক প্রকার শাস্তি), চর্ম পুড়িয়ে দেওয়া, দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা (এণেয্যক) প্রদান করা, শূলে বিদ্ধ করা, মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে দেওয়া। বিভিন্ন প্রকার মানসিক শাস্তি প্রদান করা, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরানো, প্রহারে প্রহারে অস্থি চুরমার করে দেওয়ান, উত্তপ্ত তেলে সিদ্ধ করা, কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধ করা, তলোয়ার দিয়ে মাথা কেটে দেওয়া। এশাস্তির কারণে সেই পাপচারী ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়। রাজা এই চারি প্রকার দণ্ড প্রদান করার মালিক।

সেই পাপাচারী স্বীয় কর্মের কারণে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। তথায় নিরয়পালেরা পঞ্চবিধ বন্ধনে তাকে শাস্তি প্রদান করে—তপ্ত লৌহশূল (এক) হাতে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল দ্বিতীয় হাতে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল (এক) পায়ে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল দ্বিতীয় পায়ে বিদ্ধ করে এবং তপ্ত লৌহশূল উরুর মাঝখানে বিদ্ধ করে। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগ-প্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়।

তথায় নিরয়পালেরা তাকে শয়ন করিয়ে কুঠার দ্বারা টুকরো টুকরো করে। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। তথায় নিরয়পালেরা তাকে ঊর্ধ্বপাদ, অধঃশির করে ধরে কুঠার দ্বারা টুকরো টুকরো করে। তথায় নিরয়পালেরা তাকে রথে যোজনা করে উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত ভূমির উপর দিয়ে সেই রথ চালিয়ে নিয়ে যায়, সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। নিরয়পালেরা তাকে উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত মহা-অঙ্গারপর্বতে আরোহণ করায়। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। নিরয়পালগণ তাকে তাড়াতাড়ি ঊর্ধ্বপথ ও অধঃশির করে গ্রহণ করে তপ্ত, প্রদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত লৌহকুম্ভীতে নিক্ষেপ করে। তথায় সে ফেণাযুক্ত তপ্ত লৌহরসে পক্ব হয়। আর ফেণাযুক্ত তপ্ত লৌহরসে পক্ব হওয়ার সময় একবার ঊর্ধ্বে উঠে, একবার নিচে নামে, একবার আড়াআড়িভাবে থাকে। এভাবে সে তথায় তীব্র, কটু এবং দুঃখপূর্ণ বেদনা ভোগ করে। যাবৎ তার সেই পাপ কর্মফল শেষ না হয়, তাবৎ পর্যন্ত তার (নারকীর) মৃত্যু হয় না। তার এরূপ ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে (উৎপন্ন হয়)? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়। নিরয়পালগণ তাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে। সে মহানিরয় নিম্নরূপ :

চতুক্কণ্ণো চতুদ্বারো, ৰিভত্তো ভাগসো মিতো।
অযোপাকারপরিযন্তো, অযসা পটিকুজ্জিতো॥
তস্স অযোমযা ভূমি, জলিতা তেজসা যুতা।
সমন্তা যোজনসতং, ফরিত্বা তিট্ঠতি সব্বদা॥
কদরিযাতপনা[১] ঘোরা, অচ্চিমন্তো দুরাসদা।
লোমহংসনরূপা চ, ভেস্মা পটিভযা দুখা॥
পুরত্থিমায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, পচ্ছিমায পটিহঞ্ঞতি॥
পচ্ছিমায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, পুরিমায পটিহঞ্ঞতি॥
দকিখণায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, উত্তরায পটিহঞ্ঞতি॥
উত্তরায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।

[১] [কদরিযা তাপনা (ক.) মহানি. ১৭০]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ডহন্তো পাপকম্মন্তে, দকিখণায পটিহঞ্ঞতি॥
হেট্‌ঠতো চ সমুট্‌ঠায, অচ্চিকখন্ধো ভযানকো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, ছদনস্মিং পটিহঞ্ঞতি॥
ছদনম্হা সমুট্‌ঠায, অচ্চিকখন্ধো ভযানকো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, ভূমিযং পটিহঞ্ঞতি॥
অযোকপালমাদিত্তং, সন্তত্তং জলিতং যথা।
এৰং অৰীচিনিরযো, হেট্‌ঠা উপরি পস্সতো॥
তত্থ সত্তা মহালুদ্দা, মহাকিব্বিসকারিনো।
অচ্চন্তপাপকম্মন্তা, পচ্চন্তি ন চ মিয্যরে[১]॥
জাতৰেদসমো কাযো, তেসং নিরযৰাসিনং।
পস্স কম্মানং দল্‌হত্তং, ন ভস্মা হোতি নপি মসি॥
পুরত্থিমেনপি ধাৰন্তি, ততো ধাৰন্তি পচ্ছিমং।
উত্তরেনপি ধাৰন্তি, ততো ধাৰন্তি দকিখণং॥
যং যং দিসং পধাৰন্তি, তং তং দ্বারং পিধীযতি।
অভিনিকখমিতাসা তে, সত্তা মোকখগৰেসিনো॥
ন তে ততো নিকখমিতুং, লভন্তি কম্মপচ্চযা।
তেসঞ্চ পাপকম্মন্তং, অৰিপক্কং কতং বহুন্তি॥

অনুবাদ : "মহানিরয় চারি কোণা ও চারি দ্বারবিশিষ্ট এবং পরিমিত অংশে বিভক্ত। মহানিরয়ের চারিপার্শ্ব, উপর এবং নিচদিক লৌহ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ মহানিরয়ের সমস্ত ভূপ্রদেশ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত পাথুরী কয়লার ন্যায় সুতীব্র তেজোময় লৌহপাতে আবৃত। এই নিরয়াগ্নির প্রখর তেজ সর্বদা মহানিরয়ের চতুর্দিকে শতযোজনব্যাপী বিস্তৃত থাকে। সর্বদা ধোঁয়াহীন তীব্র, ভয়ানক আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। মহানিরয়ের পূর্বপ্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে পশ্চিমপ্রাচীরে এসে আঘাত করে। পশ্চিমপ্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে পূর্বপ্রাচীরে এসে আঘাত করে। উত্তর প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে দক্ষিণ প্রাচীরে এসে আঘাত করে। দক্ষিণ প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে উত্তর প্রাচীরে এসে আঘাত করে। নিম্ন হতে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে ছাউনিতে এসে আঘাত করে। ছাউনি হতে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা

---

[১] [মীযরে (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নারকীগণকে দগ্ধ করে নিম্নে এসে আঘাত করে। অবীচি মহানিরয়ের নিম্ন, উপরিভাগ এরূপ উত্তপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, তেজোময় লৌহপাতে আবৃত। মহালোভী, মহা অপরাধকারী এবং অতিশয় পাপকর্মা সত্ত্বগণ এই নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে পাপকর্মের শেষ না হওয়া পর্যন্ত দগ্ধ হতে থাকে—বহু প্রকারে।"

এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগ-প্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়। যেসব নৈরয়িক দুঃখ, তির্যকযোনি দুঃখ, প্রেতলোক দুঃখ, মনুষ্য দুঃখ বিদ্যমান, সেসব কোথা হতে উৎপন্ন, জাত, সঞ্জাত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগ-প্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত হয়, আবির্ভূত হয়, উদ্ভূত হয়, উদ্ভব হয় এবং প্রাদুর্ভূত হয়—স্নেহন্বযং দুকখমিদং পহোতি।

আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানোতি। "স্নেহ" (**স্নেহো**তি) বলতে দুই প্রকার স্নেহ। যথা : তৃষ্ণাস্নেহ ও দৃষ্টিস্নেহ ... ইহা তৃষ্ণাস্নেহ ... ইহা দৃষ্টিস্নেহ। **আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানো**তি। তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ, স্নেহজ আদীনব দর্শন, পর্যবেক্ষণ, অবলোকন, বিচার, চিন্তা করে—আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহা,
স্নেহন্বযং দুকখমিদং পহোতি।
আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২৩. মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো,
হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো[১]।
এতং ভযং সন্থৰে[২] পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সুহৃদ, মিত্রদের প্রতি অনুকম্পী হয়ে যখন প্রতিবদ্ধচিত্ত বা চিত্ত আসক্তিসম্পন্ন হয় তখন মঙ্গলজনক বিষয় ত্যাগ করে। এই আসক্তিতে ভয় দর্শন করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো, হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তোতি। "মিত্র" (**মিত্তা**তি) বলতে দুই প্রকার মিত্র। যথা : আগারিক মিত্র, অনাগারিক মিত্র।

---

[১] [পটিবন্ধচিত্তো (ক.)]

[২] [সন্ধৰে (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগারিক মিত্র কে? এ জগতে কেউ অসম্ভব কিছু দেয়, অসম্ভব কিছু ত্যাগ করে, দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করে, ক্ষমার অযোগ্য হলেও ক্ষমা করে, (নিজের) গোপন কথা বলে, (বন্ধুর) কথা গোপন রাখে, বিপদেও (বন্ধুকে) ত্যাগ করে না, নিজের জীবন দিয়ে হলেও (বন্ধুর) উপকার করে, (বন্ধু) গরীব হলেও অবজ্ঞা করে না—একেই বলে আগারিক মিত্র।

অনাগারিক মিত্র কে? এ জগতে ভিক্ষু প্রিয়, মনোজ্ঞ, মাননীয় ও চিন্তাশীল বক্তা, বচনক্ষম, গম্ভীর বক্তা হয়। সে অপরাপর ভিক্ষুকে অস্থানে নিয়োজিত না হয়ে অধিশীলে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করেন, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোযোগী হবার জন্য উৎসাহিত করেন, চারি সম্যকপ্রধান ... চারি ঋদ্ধিপাদ ... পঞ্চেন্দ্রিয় ... পঞ্চবল ... সপ্ত বোধ্যঙ্গ ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় মনোযোগী হবার জন্য উৎসাহিত করেন—একেই বলে অনাগারিক মিত্র।

যাদের সাথে স্বচ্ছন্দে বা নিঃসঙ্কোচে আগমন, গমন, দাঁড়ান, অবস্থান, উপবেশন, শয়ন, আলাপ, সল্লা-পরামর্শ, রসিকতা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায় তাদেরকে বন্ধু বলে। **মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো হাপেতি অত্থন্তি**। মিত্র, সুহৃদ, উপকারী, সঙ্গী, সহায়ের প্রতি অনুকম্পী, মনোযোগী, অনুগৃহীত হয়ে আত্ম, পর, উভয়ের মঙ্গলকর বিষয় ত্যাগ করে, ইহলোকে মঙ্গলকর বিষয় ত্যাগ করে, পরলোকের মঙ্গলকর বিষয় ত্যাগ করে, পরমার্থ ত্যাগ করে, পরিহার, পরিত্যাগ, প্রহীন, ধ্বংস, বর্জন, অন্তর্ধান করে—মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো হাপেতি অত্থং।

"প্রতিবদ্ধচিত্ত" (**পটিবদ্ধচিত্তো**তি) বলতে দুটি কারণে প্রতিবদ্ধচিত্ত বা আসক্তি চিত্তসম্পন্ন হয়ে থাকে। নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। আবার, নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। কীভাবে নিজেকে নিচে স্থাপন করে, অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আপনারা আমার বহু উপকারী, আমি আপনাদের কাছে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভ করি। অন্যেরা আমাকে কিছু দিক বা না দিক আপনাদের আশ্রয়, সহানুভূতি আমি লাভ করি। আমার যে মাতাপিতা, নামগোত্র; তা সবই অন্তর্হিত হয়েছে। আমি আপনাদের এরূপ মনে করি—অমুক আমার কুলোপক, অমুকা আমার কুলোপিকা। এভাবে নিজেকে নীচে স্থাপন করে অপরকে উপরে স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়।

কীভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নীচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আমি আপনাদের বহু উপকারী, আমার নিকট এসে আপনারা বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ, সংঘের শরণ নিতে পারছেন। আমি আপনাদের প্রাণীহত্যা বিরতি, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরতি, মিথ্যাকামাচার বিরতি, মিথ্যাবাক্য বিরতি, সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন বিরতির শিক্ষাপদ প্রদান করি; উদ্দেশ, প্রশ্নের উত্তর বলে দিই,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপোসথ ব্যাখ্যা করি, নবকর্ম অধিষ্ঠান করি। তবুও আপনারা আমাকে ছেড়ে অন্যকে সৎকার করেন, গৌরব করেন, মান্য করেন, পূজা করেন। এভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়—মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো, হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো।

এতং ভযং সন্থৱে পেকখমানোতি। "ভয়" (**ভযন্তি**) বলতে জাতি-ভয়, জরা-ভয়, ব্যাধি-ভয়, মরণ-ভয়, রাজ-ভয়, চোর-ভয়, অগ্নি-ভয়, জল-ভয়, আত্মানুবাদ-ভয়, পরানুবাদ-ভয়, দণ্ড-ভয়, দুর্গতি-ভয়, ঊর্মি-ভয়, কুমীর-ভয়, আবর্ত-ভয়, শুশুক-ভয়, আজীবক-ভয়, নিন্দা-ভয়, পরিষদ-ভয়, মদন-ভয়, ভয়ানক ত্রাস, লোমহর্ষ, চিত্তের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। "আসক্তি" (**সন্থৱে**তি) বলতে দুই প্রকার আসক্তি। যথা : তৃষ্ণাসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি ... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি ... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি। **এতং ভযং সন্থৱে পেকখমানো**তি। এই আসক্তিতে ভয় দর্শন করে, দেখে, অবলোকন, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান করে। এ অর্থে—এতং ভযং সন্থৱে পেকখমানো, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো।

তজ্জ্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো,
হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো।
এতং ভযং সন্থৱে পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো"তি॥

১২৪. ৱংসো ৱিসালোৱ যথা ৱিসত্তো,
পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেকখা।
ৱংসক্কলীরোৱ[১] অসজ্জমানো,
একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : যে স্ত্রী-পুত্রে আসক্ত, অভিলাষী, সেই সুবিশাল বাঁশের সদৃশ। তাই কৃচি বাঁশের ন্যায় অসংলগ্ন হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ৱংসো ৱিসালোৱ যথা ৱিসত্তোতি। বাঁশ বলতে বাঁশ বনকে বলা হয়। যেমন, বাঁশবনের মধ্যে বড় (বয়স্ক) বাঁশ বাঁশগুল্মে বা বাঁশের ঝোঁপে আসক্ত, সংশ্লিষ্ট, লগ্ন, সংযুক্ত, বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ঠিক তেমনিভাবে আসক্তিসমূহকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা চিত্তের রাগ, সরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দীরাগ, সরাগ, ইচ্ছা, মোহাচ্ছন্ন, অনুরাগ, আসক্তি, আকুল আকাঙ্ক্ষা, মিলন, মলিনতা, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, উৎপাদন, মিনতি, আকুল কামনা, নদী (সরিতা), সনির্বন্ধ প্রার্থনা, সুপ্ত

[১] [ৱংসে কলীরোৱ (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসক্তি, তৃষ্ণা, স্ত্রী কামনা, পুনর্জন্ম আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, অন্তরঙ্গতা, স্নেহ, প্রত্যাশা, প্রতিবন্ধু বা একত্রে মিলন, আশা, প্রবল তৃষ্ণা, রূপের আশা, শব্দের আশা, গন্ধের আশা, রসের আশা, স্পর্শের আশা, লাভের আশা, ধনের আশা, পুত্রের আশা, জীবনের আশা, কামপ্রবৃত্তি আকুলভাবে কামনা, আরাধনা, জল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, লোভাতুর, অত্যন্তলোভী, অকুলতা, ব্যুৎপত্তি বা দক্ষতা লাভের ইচ্ছা, সানুনয়, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা; রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা, বিরোধতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা; ঢাকনা, প্লাবন, সম্পর্ক, সংযোগ, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, স্বার্থপর, দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখ উৎপত্তি, মারপ্রলোভন, মারের বঁড়শি, মারের অধিকার বা এলাকা, মারের বাসস্থান, মারের বন্ধন, তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজাল, তৃষ্ণারূপ, তৃষ্ণারূপ বন্ধন, লোলুপতা, লোভ, অকুশলের মূল।

"সংশ্লিষ্ট" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কী কারণে সংশ্লিষ্ট? বিশাল বলে সংশ্লিষ্ট, বিস্তৃত বলে সংশ্লিষ্ট, প্রসারিত বলে সংশ্লিষ্ট, বিষম বলে সংশ্লিষ্ট, অগ্রসর (ৰিসক্কতীতি) বলে সংশ্লিষ্ট, রাশিকৃত (ৰিসংহরতীতি) বলে সংশ্লিষ্ট, প্রতারণা বলে সংশ্লিষ্ট, বিষমূল বলে সংশ্লিষ্ট, বিষফল বলে সংশ্লিষ্ট, বিষপরিভোগ বলে সংশ্লিষ্ট। বিশাল তৃষ্ণায় রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে, গনে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবরে, পিণ্ডপাতে, শয়নাসনে, রোগের সময় রোগীর ব্যবহার্য ওষুধপথ্যে, নামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভবে, একবোকার বা একস্কন্ধভবে, চতুস্কন্ধভবে, পঞ্চস্কন্ধভবে, অতীতে-অনাগতে-বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-জ্ঞাতব্যে বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়—এটাই সংশ্লিষ্ট। যেরূপ সুবিশাল বাঁশের (বৃক্ষের) ন্যায় সংশ্লিষ্ট।

পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খাতি। "পুত্র" (**পুত্তা**তি) বলতে চার প্রকার পুত্র। যথা : (১) আত্মজ পুত্র বা নিজের ঔরসজাত পুত্র, (২) ক্ষেত্রজ পুত্র (অর্থাৎ যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে পুত্র উৎপন্ন করে; সেই পুত্র সে স্ত্রীলোকের স্বামীর পক্ষে ক্ষেত্রজ পুত্র), (৩) দত্তক পুত্র বা পালিত পুত্র, (৪) শিষ্যরূপ পুত্র (অর্থাৎ যে গুরু শিষ্যকে পুত্র স্নেহে নিজগৃহে বাস করায়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন সেই শিষ্য সে গুরুর শিষ্যরূপ পুত্র)। স্ত্রী বলতে ভার্যা বা ঘরনিকে বলা হয়। অভিলাষ বা ইচ্ছা বলতে তৃষ্ণাকে বলা হয়। যে রাগ, সরাগ ... লোলুপতা, লোভ অকুশলের মূল। এ অর্থে—যা স্ত্রীর পুত্রের অভিলাষ (পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা)।

ৰংসক্কলীরোৰ অসজ্জমানোতি। বাঁশ বলতে বাঁশের ঝোপ বা পল্লবকে বলা হয়। যেরূপে তরুণ বাঁশ বাঁশের ঝোঁপে, পল্লবে অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অনাবদ্ধ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপ্রতিবদ্ধ, নিষ্ক্রান্ত, অনাবিষ্ট, মুক্তি। "আসক্তি" (**সজ্জা**তি) বলতে দুই প্রকারে আসক্তি। যথা : (১) তৃষ্ণা আসক্তি ও (২) দৃষ্টি আসক্তি ... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি ... ইহা দৃষ্টি আসক্তি। পচ্চেক সম্বুদ্ধের তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন, দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত। তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন ও দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হয় বলে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ রূপে আসক্ত হন না, শব্দে আসক্ত হন না, গন্ধে আসক্ত হন না, রসে আসক্ত হন না, স্পর্শে আসক্ত হন না, কুলে আসক্ত হন না, গণে আসক্ত হন না, আবাসে আসক্ত হন না, লাভে আসক্ত হন না, যশে আসক্ত হন না, প্রশংসায় আসক্ত হন না, সুখে আসক্ত হন না, চীবরে আসক্ত হন না, পিণ্ডপাতে আসক্ত হন না, শয়নাসনে আসক্ত হন না, ওষুধপথ্যাদিতে আসক্ত হন না, কামধাতুতে আসক্ত হন না, রূপধাতুতে আসক্ত হন না, অরূপধাতুতে আসক্ত হন না, কামভবে আসক্ত হন না, রূপভবে আসক্ত হন না, অরূপভবে আসক্ত হন না, সংজ্ঞাভবে আসক্ত হন না, অসংজ্ঞাভবে আসক্ত হন না, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভবে আসক্ত হন না, অতীতে আসক্ত হন না, অনাগতে আসক্ত হন না, বর্তমানে আসক্ত হন না, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাত ধর্মে আসক্ত হন না, গ্রহণ করেন না, আবদ্ধ হন না, সংলগ্ন হন না, সংযুক্ত হন না বরং (সেসব হতে) নিষ্ক্রান্ত, উত্তীর্ণ, বিমুক্ত হয়ে অনাসক্ত ও মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—ৰংসক্কলীরোৰ অসজ্জমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"ৰংসো ৰিসালোৰ যথা ৰিসত্তো,
পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেকখা।
ৰংসক্কলীরোৰ অসজ্জমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২৫. মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো[১],
যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায।
ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : মৃগ যেমন অরণ্যে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় আহারের নিমিত্তে যথেচ্ছা গমন করে; তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বাধীন দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো, যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরাযাতি। "মৃগ" (**মিগো**তি) বলতে দুই প্রকার মৃগ; যথা : (১) এণিমৃগ বা কৃষ্ণসার মৃগ ও (২)

---

[১] [অবন্ধো (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পসদমৃগ (ফুটফুটে দাগ বিশিষ্ট মৃগ)। যেমন বনে বাসকারী মৃগ অরণ্যে, পর্বতের পার্শ্বে বিচরণকালে নিশ্চিন্তে গমন করে, দাঁড়িয়ে থাকে, বসে পড়ে, শয়ন করে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, যেমন একাচারী মৃগ অরণ্যে বা পর্বতের পার্শ্বদেশে বিচরণকালে একাই গমন করে, একাই দাঁড়িয়ে থাকে, একাই বসে পড়ে, একাই শয়ন করে, তার কারণ কী? শিকারীর অপথগত হতে বা শিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। ভিক্ষুগণ, ঠিক একইভাবে, ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত বিবেকজ বা নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক, বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখ-সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান ... তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থ ধ্যান লাভে করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল রূপসংজ্ঞা অতিক্রম, প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস এবং নানাত্বসংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে "অনন্ত আকাশ" স্মৃতি করে আকাশ অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" স্মৃতি করে বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে "কিছুই নেই" স্মৃতি করে অকিঞ্চন আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল অকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা না-সংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। সেই অবস্থায় তাঁর (সবকিছু) প্রজ্ঞায় দর্শন হয়ে আস্রবসমূহ পরিক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং জগতের আসক্তি হতে উত্তীর্ণ (হওয়া)। এমন ভিক্ষু একাই গমন করেন, একাই দাঁড়িয়ে থাকেন, একাই উপবেশন করেন, একাই শয়ন করেন। তার কারণ কী? মারের অপথগত হতে। এ অর্থে—মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো, যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায।

ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানোতি। "জ্ঞানী" (**ৰিঞ্ঞূ**তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি ও মেধাবী। "মানুষ" (**নরো**তি) বলতে সত্ত্ব, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, জাগু (জাগরিত ব্যক্তি), প্রাণী, নর, মানুষ। "স্বাধীন" (**সেরী**তি) বলতে দুই প্রকার স্বাধীন; যথা : (১) ধর্ম স্বাধীন ও (২) ব্যক্তি স্বাধীন। কি প্রকারে ধর্ম স্বাধীন হয়? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—ইহাকে ধর্ম স্বাধীন বলা হয়। কি প্রকারে ব্যক্তি স্বাধীন হয়? যে ইহা স্বাধীন ধর্ম দ্বারা সমৃদ্ধ, সে ব্যক্তিকে বলা হয় স্বাধীন। **ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো**তি। জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বাধীন দর্শন করেন, দেখেন, অবলোকন, বিচার ও অনুসন্ধান করেন। এ অর্থে—ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো,
যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায।
ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২৬. আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে চারিকায।
অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : বন্ধুদের মধ্যে আমন্ত্রিত হয়ে অবস্থানকালে, দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে, ভ্রমণে লোভহীন হয়ে স্বাধীন দর্শন করে, খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে চারিকাযাতি। 'বন্ধু' বলতে যার সাথে স্বচ্ছন্দে আগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে শয়ন করা যায়, স্বচ্ছন্দে আলাপ করা যায়, স্বচ্ছন্দে সল্লা-পরামর্শ বলা যায়, স্বচ্ছন্দে রসিকতা করা যায়, স্বচ্ছন্দে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায়, তাকে বন্ধু বলা হয়। **আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে চারিকায**াতি। বন্ধুদের সাথে অবস্থানকালে, দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে, ভ্রমণে এবং আত্মহিত পরামর্শে, পরহিত পরামর্শে, ইহলোকহিত পরামর্শে, পরলোকহিত পরামর্শে, পরমার্থহিত পরামর্শে। এ অর্থে—আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারিকায।

অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেকখমানোতি। এই বিষয় মূর্খ, অসৎপুরুষ, তীর্থিয় ও তীর্থিয় শ্রাবকদের; যেরূপে কাষায়বস্ত্র পরিধানকারীর বিষয়। এই বিষয় পণ্ডিত সৎপুরুষ, বুদ্ধের শ্রাবক ও পচ্চেক বুদ্ধগণের; যেরূপে কাষায়বস্ত্র পরিধানকারীর বিষয়। "স্বাধীন" (সেরীতি) বলতে দুই প্রকার স্বাধীন; যথা : (১) ধর্ম স্বাধীন ও (২) ব্যক্তি স্বাধীন। ধর্ম স্বাধীন কী? চারি স্মৃতিপ্রস্থান ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—ইহাকে বলা হয় ধর্ম স্বাধীন। ব্যক্তি স্বাধীন কী? যিনি এই স্বাধীন ধর্ম দ্বারা সমৃদ্ধ, তাকে বলা হয় ব্যক্তি স্বাধীন। "**অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেকখমানো**তি" বলতে স্বাধীন ধর্মকে দর্শন কর, দেখ, অবলোকন কর, বিচার কর ও অনুসন্ধান কর। এ অর্থে—অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেকখমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে,
ৰাসে ঠানে গমনে চারিকায।
অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২৭. খিড্ডা[১] রতী হোতি সহাযমজ্ঝে, পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমং।
পিযৰিপ্পযোগং[২] ৰিজিগুচ্ছমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : বন্ধুদের সাথে ক্রীড়া করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়, পুত্রগণের প্রতি বিপুল স্নেহ উৎপন্ন হয়, প্রিয় বিচ্ছেদে বীততৃষ্ণ (ঘৃণাকারী) হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝেতি। "ক্রীড়া" (**খিড্ডা**তি) বলতে দুই প্রকার ক্রীড়া। যথা : কায়িক ক্রীড়া ও বাচনিক ক্রীড়া। কায়িক ক্রীড়া কীরূপ? হাতি দিয়ে খেলা করা, অশ্ব দিয়ে খেলা করা, রথ দিয়ে খেলা করা, ধনু দিয়ে খেলা করা, অষ্টপদ দিয়ে খেলা করা, দশপদ দিয়ে খেলা করা, আকাশে খেলা করা, বৃত্তাকারে[৩] খেলা করা, সন্তিকা দিয়ে খেলা করা, পাশা খেলার টেবিলে (খলিকাযপি) খেলা করা, যষ্টি দিয়ে (ঘটিকায) খেলা করা, হস্তশলাকা দিয়ে (সলাকহত্থেনপি) খেলা করা, চক্ষু দ্বারা খেলা করা, পাতার বাঁশি দিয়ে খেলা করা,

---

[১] [খিট্টা (ক.)]

[২] [ৰিপ্পযোগম্পি (ক.)]

[৩] ভূমিযং নানপথং মণ্ডলং কত্বা তত্থ পরিহরিতব্বং পরিহরন্তানং কীলনং—অর্থাৎ ভূমিতে বিবিধ মণ্ডল বা বৃত্ত তৈরি করে তথায় আবর্তনযোগ্য মণ্ডল বা বৃত্তকে আর্বতনের ক্রীড়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

খেলনারূপ লাঙ্গল (ৰঙ্ককেনপি) দিয়ে খেলা করা, মোক্খচিক দিয়ে খেলা করা অর্থাৎ ডিগবাজি খেলার ন্যায় দড়িতে পদসংলগ্ন করে ডিগবাজি খেয়ে ঘোরা, চিঙ্গুলক (ফরফরি)[১] দিয়ে খেলা করা, পত্তাল্হক (তালপাতায় প্রস্তুত আড়ি বা সেরি) দিয়ে খেলা করা, ছোঁ ছোঁ রথ (খেলনা গাড়ি) দিয়ে খেলা করা, ছোঁ ছোঁ ধনু দিয়ে খেলা করা, অক্ষরিকা (শব্দ তৈরির খেলা) খেলা করা, মনেসিকা (অপরের মনোভাব জানন বা অনুমাণকরণ) খেলা করা এবং যথাবজ্জ (দোষ দেওয়া বা নিন্দা করা হয় যেন) খেলা করা—ইহাই কায়িক ক্রীড়া।

বাচনিক ক্রীড়া কীরূপ? মুখভেরি (মুখ দিয়ে বাজাতে হয় এমন যন্ত্র দিয়ে খেলা করা), মুখালম্বর (মুখ দিয়ে ঢোলের শব্দ করা), মুখদেণ্ডিম (মুখ দিয়ে রণঢক্কা বাজানোর শব্দ করা), মুখচলিমক, মুখভেরুলক (মুখ দিয়ে ভেরীর শব্দ করা), মুখদদ্দরিক (মুখ দিয়ে হূড়মুড় করে কিছু ভেঙ্গে পড়ার শব্দ করা), নাঁক, কথোপকথন, গান ও কৌতুক (দৰকম্মং)—ইহাই বাচনিক ক্রীড়া।

রতীতি। অনুৎকণ্ঠিত অধিবচনই হচ্ছে আনন্দ। "বন্ধু" (সহাযা) বলতে যার সাথে স্বচ্ছন্দে আগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে শয়ন করা যায়, স্বচ্ছন্দে আলাপ করা যায়, স্বচ্ছন্দে সল্লা-পরামর্শ বলা যায়, স্বচ্ছন্দে রসিকতা করা যায়, স্বচ্ছন্দে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায়, তাকে বন্ধু বলা হয়। **খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝে**তি। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়। এ অর্থে—খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝে।

পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমন্তি। "পুত্র" (**পুত্তা**তি) চার প্রকার পুত্র; যথা : (১) আত্মজ পুত্র (স্বীয় ঔরসজাত পুত্র), (২) ক্ষেত্রজ পুত্র[২] (৩) দণ্ডক পুত্র (প্রদত্ত বা পালিত পুত্র) এবং (৪) শিষ্যরূপ পুত্র[৩]। **পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতিং পেমন্তি**। পুত্রগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ উৎপন্ন হয়। এ অর্থে—পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমং।

পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানোতি। প্রিয় দুই প্রকার; যথা : সত্ত্ব প্রিয় ও সংস্কার প্রিয়। সত্ত্ব প্রিয় কীরূপ? ইহলোকে যারা মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি অথবা রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি, অর্থকামী, হিতকামী,

---

[১] তালপণ্ণাদীহি কতং ৰাতপ্পহরেন পরিব্ভমন-চক্কং—অর্থাৎ তালপত্রাদি দিয়ে কৃত বায়ু প্রহারে ঘুড়ানোর চক্র।

[২] যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে যে পুত্রসন্তান জন্ম দেয় সেই পুত্রসন্তানকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়।

[৩] যে গুরু যেই শিষ্যকে পুত্রস্নেহে নিজগৃহে বাস করিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সেই পুত্রকে শিষ্যরূপ পুত্র বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মঙ্গলকামী ও মুক্তিকামী হয়—এরাই সত্ত্ব প্রিয়। সংস্কার প্রিয় কীরূপ? মনোজ্ঞ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এগুলো সংস্কার প্রিয়।

পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানোতি। প্রিয়বিচ্ছেদে মন বেদনায় ব্যথিত হয়, ভগ্নোদ্যম হয়, বিষাদগ্রস্ত হয়। এ অর্থে—পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই প্রত্যেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝে,
পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমং।
পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২৮. চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি, সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন।
পরিস্সযানং সহিতা অছম্ভী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : যথালাভে সন্তুষ্টকারী চারিদিকে মৈত্রীপরায়ণ হয়। (তাই) যেকোনো বিপদের সম্মুখীন হলেও নির্ভীক হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতীতি। "চতুর্দিক" (**চাতুদ্দিসো**তি) বলতে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রুপভাবে দুইদিক, তিনদিক, চতুর্দিকেও। তিনি এরূপে মৈত্রীযুক্ত, বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরীহীন এবং ক্রোধহীন চিত্তে ঊর্ধ্ব, অধঃ, আড়াআড়িভাবে (বা তির্যকভাবে) সর্বত্র, সর্বস্থান ও সমস্তলোক পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। করুণাসহগত ... মুদিতাসহগত ... উপক্ষোসহগত চিত্তে একদিক পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তথা দুই, তিন, চতুর্দিক পরিস্ফুরিত করে ... ক্রোধহীন চিত্তে অবস্থান করেন। **চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতী**তি। মৈত্রী (ভাবনা) দ্বারা ভাবিত হয়ে পূর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা অপ্রতিকূল বা মৈত্রীপরায়ণ হোক; দক্ষিণ দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; পশ্চিম দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; উত্তর দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; পূর্বকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; দক্ষিণকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; পশ্চিমকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; উত্তরকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; নিম্নদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; ঊর্ধ্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; এবং বিপরীত দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। করুণা দ্বারা ভাবিত হয়ে, মুদিতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বারা ভাবিত হয়ে এবং উপেক্ষা দ্বারা ভাবিত হয়ে পূর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক ... বিপরীত দিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। এ অর্থে—চতুর্দিকে অপ্রতিকূল বা মৈত্রীপরায়ণ হোক (চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি)।

সন্তুস্সমানো ইতরীতরেনাতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ যেকোনো চীবর লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, চীবর লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত (বা অনার্য) কার্য করেন না; তিনি চীবর অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ চীবরে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞায় তা পরিভোগ করেন। তদ্ধেতু তিনি যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও নিন্দা করেন না। যিনি তদ্‌বিষয়ে দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত পচ্চেক সম্বুদ্ধ। (সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ) যেকোনো পিণ্ডপাত লাভে সন্তুষ্ট হন ... যেকোনো শয়নাসন লাভে সন্তুষ্ট হন ... যেকোনো ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কার্য করেন না; তিনি ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞায় পরিভোগ করেন। তদ্ধেতু তিনি যেকোনো ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও নিন্দা করেন না। যেই ভিক্ষু তদ্‌বিষয়ে দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত প্রত্যেক সম্বুদ্ধ। এ অর্থে—যথালাভে সন্তুষ্ট হন (সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন)।

পরিস্সযানং সহিতা অছম্ভীতি। "দুঃখ বা বিপদ" (**পরিস্সযা**তি) বলতে দুই প্রকার দুঃখ বা বিপদ বিষয়। যথা : প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ, প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বা বিপদ। প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ কীরূপ? সিংহ, ব্যঘ্র, সীতাবাঘ, ভল্লুক, হায়েনা, নেগ্রেবাঘ, মহিষ, হস্তি, সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী, চোর, ক্রন্দনরত মানুষ, কৃতকর্মা, অকৃতকর্মা এবং চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্চ্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গণ্ড (পোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ (অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, নখস (নখকুনি), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ), অর্শ্বরোগ, গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তজনিতরোগ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, সন্নিপাতিকরোগ, ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন), কর্মবিপাকজনিত রোগ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মুত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংর্শন বা কামড়—এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ।

প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বা বিপদ কীরূপ? কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, তন্দ্রালস্য নীবরণ, চঞ্চলতা-অনুশোচনা নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভণ্ডামি, আক্রোশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, একগুঁয়েমি, কলহ, মান, অতিমান, গর্ব, প্রমাদ এবং সকল প্রকার ক্লেশ, সকল দুশ্চরিত, সকল দুশ্চিন্তা, সকল উত্তেজনা, সকল অন্তর্দাহ ও সকল অকুশল অভিসংস্কার। এগুলোকে বলা হয় অপ্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ।

“দুঃখ” (**পরিস্সযাতি**) বলতে কোন অর্থে দুঃখ? বশীভূত করে বলে দুঃখ, পরিহানীতে চালিত করে বলে দুঃখ, সেই শরীরে আশ্রয় করে বলে দুঃখ। কীরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়? সেই পুরুষকে দুঃখকর বিষয়সমূহ পরাভূত করে, বশীভূত করে, পরাজিত করে, আবৃত করে, অভিভূত করে, মর্দ্দন করে। এরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়।

কীরূপে পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়? সেই কুশলধর্মসমূহ অন্তরায়ে (বা বাধাপ্রাপ্ত হলে) পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়। কুশলধর্মসমূহ কীরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা এবং শীলসমূহে পরিপূর্ণতায়, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমতায়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞায় ও জাগ্রত অবস্থায়, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অবস্থায়, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনানুযোগে, চারি সম্যকপ্রধান ভাবনানুযোগে, চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবনানুযোগে, পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনানুযোগে, পঞ্চবল ভাবনানুযোগে, সপ্ত বোধ্যাঙ্গ ভাবনানুযোগে, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনানুযোগে—এই কুশলধর্মসমূহ অন্তরায়ে (বা বাধাপ্রাপ্ত হলে) পরিহানীতে চালিত হয়। এভাবে পরিহানিতে চালিত করে দুঃখ দেয়।

আশ্রয় করা দুঃখকর বিষয়সমূহ কীরূপ? তথায় যে অকুশল-পাপধর্মসমূহ নিজে সন্নিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয়। যেমন : বিল বা স্থলজ প্রাণীসমূহ বিল বা স্থলে বাস করে, জলজ প্রাণীসমূহ জলে বাস করে, বন্য প্রাণীসমূহ বনে বাস করে, গাছে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ গাছে অবস্থান করে। ঠিক এরূপেই তথায় এই অকুশলধর্মসমূহ নিজের মধ্যে সন্নিশ্রিত হয়েই উৎপন্ন হয়। তথায় এরূপে আশ্রয় করে বলেই—“দুঃখ”।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(সাচরিযকো) অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে, স্বচ্ছন্দে নয়। ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু কীভাবে দুঃখে অবস্থান করে, স্বচ্ছন্দে নয়? এখানে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ (সাচরিযকো) বলা হয়।”

“পুনঃ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ বলা হয়। ভিক্ষুর ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে ... জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে ... কায় দ্বারা স্পর্শ করে ... এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে, স্বচ্ছন্দে নয়।” তথায় এরূপে আশ্রয় করে—“দুঃখ”।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “ভিক্ষুগণ, অন্তর (মন)-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল আছে। তিন প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, লোভ অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী লোভ অন্তর্মল। দ্বেষ অন্তর্মল ... এবং মোহ অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী মোহ অন্তর্মল। ভিক্ষুগণ, এগুলোই অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল।”[১]

অনত্থজননো লোভো, লোভো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
লুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, লুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধতমং তদা হোতি, যং লোভো সহতে নরং॥
অনত্থজননো দোসো, দোসো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
দুট্ঠো অত্থং ন জানাতি, দুট্ঠো ধম্মং ন পস্সতি।

---

[১]। ইতিবুত্তকে “অন্তরামল সূত্র” (৮৮ নং সূত্র, পৃষ্ঠা, ৭৯) দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্ধতমং তদা হোতি, যং দোসো সহতে নরং॥
অনত্থজননো মোহো, মোহো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
মূল্হো অত্থং ন জানাতি, মূল্হো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধতমং তদা হোতি, যং মোহো সহতে নরন্তি॥

অনুবাদ : "লোভে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। লোভী ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে লোভ মানুষকে পরাজিত করে। দ্বেষে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে দ্বেষ মানুষকে পরাজিত করে। মোহে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। মূর্খ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে মোহ মানুষকে পরাজিত করে।"

তথায় এরূপে আশ্রয় করে—"দুঃখ"।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "মহারাজ, ত্রিবিধ ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। সেই ত্রিবিধ কী কী? মহারাজ, লোভধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। দ্বেষধর্ম ... এবং মোহধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। হে মহারাজ, এই ত্রিবিধ ধর্মই আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ এবং নিরানন্দের জন্য উৎপন্ন হয়।

"লোভো দোসো চ মোহো চ, পুরিসং পাপচেতসং।
হিংসন্তি অত্তসম্ভূতা, তচসারংৰ সম্ফল"ন্তি[১]॥

অনুবাদ : "সারবান, ফলবান বৃক্ষ সদৃশ লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং আত্মসম্ভূত বিষয়সমূহ পুরুষকে পীড়া দিয়ে থাকে।"

তথায় এরূপে আশ্রয় করে—"দুঃখ" (পরিস্সযা)।

ভগবান এরূপ ব্যক্ত করেছেন :

"রাগো চ দোসো চ ইতোনিদানা,
অরতী রতী লোমহংসো ইতোজা।
ইতো সমুট্ঠায মনোৰিতক্কা,

---

[১] [সফলন্তি (ক.) পস্স ইতিৰু. ৫০]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুমারকা ধঙ্কমিৰোস্সজন্তী’’তি[১]॥

অনুবাদ : “এই (মন) হতেই রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়, অরতি-রতি, লোমহর্ষ এই (মন) হতে উৎপন্ন হয়; এই (মন) হতেই মন-বির্তক উৎপন্ন হয়, বালকের দ্বারা যেমন কাক উত্তেজিত হয়।”

তথায় এরূপে আশ্রয় করে—“দুঃখ” (পরিস্সযা)।

পরিস্সযানং সহিতাতি। দুঃখে সম্মুখীন হলেও আরাধিত, উপাসিত, সেবিত ও পূজিত—পরিস্সযানং সহিতা। “অভীরু” (**অছম্ভী**তি) বলতে সেই প্রত্যেক সম্বুদ্ধ অভীরু, সাহসী, নির্ভীক, অভীতু, ভয়-ভৈরব প্রহীন ও লোমহর্ষহীন হয়ে অবস্থান করেন। এ অর্থে—পরিস্সযানং সহিতা অচ্ছম্ভী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

“চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি, সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন।
পরিস্সযানং সহিতা অছম্ভী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো’’তি॥

১২৯. দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে, অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তা।
অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : অতঃপর গৃহীজীবন ত্যাগ করে দুঃসঙ্গ (বা নিঃসঙ্গ) হয়ে একাকী প্রব্রজিত হয়ে সমস্ত পরপুত্রে (বাহ্যিকের প্রতি) উদাসীন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একেতি। এ জগতে কেউ কেউ কোনো প্রব্রজিতকে আশ্রয় দেওয়ার কথা বললে, ঠিকানা বা স্থান (উদ্দেস) দেওয়ার কথা বললে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথা বললে, চীবর দেওয়ার কথা বললে, পাত্র দেওয়ার কথা বললে, লৌহপাত্র দেওয়ার কথা বললে, উপযুক্ত জলপাত্র (ধম্মকরকং) দেওয়ার কথা বললে, পরিস্রাবণ বা জল ছাঁকনি দেওয়ার কথা বললে, থলি দেওয়ার কথা বললে, জুতা দেওয়ার কথা বললে ও কটিবন্ধনী দেওয়ার কথা বললে (ওদের কথা) তারা শুনে না, কর্ণপাত করে না এবং চিত্ত উপস্থাপন না করে অমনোযোগী, অভাষী, নির্বাক হয়ে অন্যদিকে মুখ করে থাকে—দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে।

অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তাতি। এ জগতে কেউ কেউ কোনো গৃহস্থকে হাতি (দান) দেওয়ার কথা বললে, রথ দেওয়ার কথা বললে, ক্ষেত্র দেওয়ার কথা বললে, বস্তু দেওয়ার কথা বললে, হিরণ্য দেওয়ার কথা বললে, স্বর্ণ দেওয়ার

---

[১] [চঙ্কমিৰোস্সজ্জন্তীতি (স্যা. ক.) পস্স সু. নি. ২৭৩-২৭৪]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কথা বললে, গ্রাম দেওয়ার কথা বললে, নিগম দেওয়ার কথা বললে, নগর দেওয়ার কথা বললে, রাষ্ট্র দেওয়ার কথা বললে ও জনপদ দেওয়ার কথা বললে (ওদের কথা) তারা শুনে না, কর্ণপাত করে না এবং অন্য চিত্ত উপস্থাপন না করে অমনোযোগী অভাষী, নির্বাক হয়ে অন্যদিকে মুখ করে থাকে—অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তা।

অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বাতি। স্বীয় ব্যতীত অন্য সবই পরপুত্র বলে বিবেচিত। সেই পরপুত্র বা বাহ্যিকের প্রতি উদাসীন, অমনোযোগী ও অনপেক্ষী হও। এ অর্থে—অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তদ্ধেতু সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে, অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তা।
অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩০. ওরোপযিত্বা[১] গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছিন্নপত্তো[২] যথা কোৰিলারো।
ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : বীর পত্রহীন রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের ন্যায় গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে গৃহবন্ধনসমূহ ছিন্ন করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানীতি। চুল, দাড়ি (শ্মশ্রু), ফুলের মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপন (প্রসাধন সামগ্রী), অলংকার, রত্ন-আভরণ, বস্ত্র, নুপুর, পাগড়ি বা টুপি, প্রত্যঙ্গ মার্জন সামগ্রী, অঙ্গ মার্জন সামগ্রী, অঙ্গমর্দন, স্নানকার্য, সাবান দ্বারা চুল ও মাথা ধৌতকরণ, আয়না, কাজল (মসৃণ কালোবর্ণের অঞ্জন), মাল্য-সুগন্ধ ব্যবহার, মুখে লাগাবার চূর্ণ বা পাউডার, মুখলেপন বা মুখের প্রসাধন, খাড়ু, ঝুঁটিবন্ধন বা পাঞ্চক্লিপ, বেত্রদণ্ড, শরযষ্টি (হস্তির কর্ণ বিদ্ধ করার অস্ত্র বিশেষ), তলোয়ার, রঙ-বেরঙের ছাতা, বিচিত্র বর্ণ জুতা, রাজমুকুট, মণি ও চামড়ার তৈরি পাখা, শ্বেতবস্ত্র, লম্বা লম্বা সূতা—এগুলোকে বলা হয় গৃহীলক্ষণ। "গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে" (**ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানী**তি) বলতে গৃহীলক্ষণ পরিত্যাগ, নিক্ষেপ, অপনোদন ও অপসারিত করে। এ অর্থে—গৃহী লক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে (ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি)।

সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোৰিলারোতি। যেমন রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের পত্র ছিন্ন, পতিত, চ্যুত এবং পরিত্যক্ত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধের গৃহীলক্ষণসমূহ ছিন্ন, পতিত, চ্যুত এবং পরিত্যক্ত হয়—সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোৰিলারো।

---

[১] [ৰোরোপযিত্বা (স্যা.)]
[২] [সংসীনপত্তো (সী. অটঠ.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানীতি। “বীর” (**ৰীরো**তি) বলতে বীর্যবান বলে বীর, দক্ষ বলে বীর, ধীমান বলে বীল, হিতকারী বলে বীর, সূর বলে বীর, নির্ভীক-অভীরু-ভয়হীন-অনুত্রাসী-সাহসী ও ভয়বিহ্বল প্রহীন বলে বীর, লোমহর্ষের অতীত বলে বীর।

বিরতো ইধ[1] সব্বপাকেহি, নিরযদুক্খং অতিচ্চ ৰীরিযৰা সো।
সো ৰীরিযৰা পধানৰা, ধীরো[2] তাদি পৰুচ্চতে তথত্তা॥

অনুবাদ : ইহলোকে যিনি সমস্ত পাপকর্ম হতে বিরত, সেই বীর্যবান নিরয়-দুঃখ অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ, ধীর ও গুণবান হন। তিনিই যথার্থ বীর্যবান বলে কথিত।

স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হাতি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোঁটকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভাণ্ডারাগার এবং যেসব মনোরম বা কামোদ্দীপক বস্ত্র—এগুলোকে বলা হয় গৃহীবন্ধন।

ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানীতি। সেই বীর পচ্চেক সম্বুদ্ধের গৃহীবন্ধনসমূহ ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, বর্জিত, বিদূরিত, ধ্বংসিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধিত হয়। এ অর্থে—বীর গৃহীবন্ধনসমূহ পরিত্যাগ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

“ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি,
সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোৰিল়ারো,
ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানি।
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো”তি॥

[প্রথম বর্গ সমাপ্ত]

দ্বিতীয় বর্গ

১৩১. সচে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি, চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা॥

অনুবাদ : হে স্মৃতিমান, যদি জ্ঞানী বন্ধু, সাধুবিহারী ও ধীর ব্যক্তিকে সহচর হিসেবে লাভ কর, তাহলে সকল উপদ্রব অতিক্রম করে তুষ্টমনে তার সাথে বিচরণ কর।

[1] [আরতো ইধেৰ (স্যা.) পস্স সু. নি. ৫৩৬]
[2] [ৰীরো (স্যা. ক.) পস্স সু. নি. ৫৩৬]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সচে লভেথ নিপকং সহাযন্তি। যদি জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ বন্ধু লাভ কর, অর্জন কর, প্রাপ্ত হও এবং সন্ধান পাও। এ অর্থে—যদি জ্ঞানী বন্ধু লাভ হয় (সচে লভেথ নিপকং সংহাযং)।

সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরন্তি। "সহচরং" (**সদ্ধিং চর**ন্তি) বলতে একসাথে চলা। "সাধু বিহার" (**সাধুৰিহারি**ন্তি) বলতে প্রথম ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, তৃতীয়ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, মৈত্রীতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, করুণাতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, মুদিতায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা দ্বারা সাধুবিহারী, উপেক্ষায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, আকাশ অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, বিজ্ঞান অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, অকিঞ্চনানন্তায়ন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞানন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নিরোধসমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, ফল সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী। "ধীর" (**ধীর**ন্তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও মেধাবী—সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।

অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানীতি। "দুঃখ বা বিপদ" (**পরিস্সযা**তি) বলতে দুই প্রকার দুঃখ বা বিপদ। যথা : প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ ও প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বা বিপদ ... এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখ ... এগুলোকে বলা হয় প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ ... তথায় এরূপে আশ্রয় করে—"দুঃখ"। এ অর্থে—দুঃখ। **অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানী**তি। সকল দুঃখ অতিক্রম, পরাভূত, পরাজিত, ধ্বংস এবং মদ্দিত বা পদদলিত করে। এ অর্থে—সকল দুঃখ অতিক্রম করে (অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি)।

চরেয্য তেনত্তমনো সতীমাতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং মেধাবী সহচরের সাথে তুষ্ট, সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, প্রসন্ন, খুশি ও প্রফুল্লমনে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন-যাপন করেন। এ অর্থে—চরেয্য তেনত্তমনো। "স্মৃতিমান" (**সতীমা**তি) বলতে সেই পচ্চেক বুদ্ধ উৎকৃষ্ট স্মৃতিতে যত্নশীল, সমন্বিত এবং চিরকৃত, চিরভাষিত, স্মৃত, অনুস্মৃত হয়ে স্মৃতিমান হন। এ অর্থে—তুষ্টমনে স্মৃতিমান বিচরণ করেন (চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা)।

তজ্জন্য পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"সচে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি, চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা"তি॥

১৩২. নো চে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহায, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : যদি জ্ঞানীবন্ধু, সাধুবিহার ও ধীরকে সহচর হিসেবে লাভ না কর, তাহলে রাজার বিজিত রাষ্ট্রকে ত্যাগ করার মতন খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

নো চে লভেথ নিপকং সহাযন্তি। যদি জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ বন্ধু লাভ না কর, অর্জন না হয়, প্রাপ্ত না হও এবং সন্ধান না মিলে। এ অর্থে—যদি জ্ঞানীবন্ধু লাভ না কর (নো চে লভেথ নিপকং সহাযং)।

সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরন্তি। "সাথে চলা" (**সদ্ধিং চর**ন্তি) বলতে একসাথে চলা। "সাধুবিহারী" (**সাধুৰিহারি**ন্তি) বলতে প্রথম ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, তৃতীয়ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, মৈত্রীতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, করুণাতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, মুদিতায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, উপেক্ষায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, আকাশ অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, বিজ্ঞান অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, অকিঞ্চনানন্তায়ন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞানন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নিরোধসমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, ফলসমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী। "ধীর" (**ধীর**ন্তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও মেধাবী। এ অর্থে—ধীর, মেধাবী ব্যক্তির সাথে সাধুবিহারী (সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং)।

রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহাযাতি। যুদ্ধ বিজিত শত্রু পরিত্যক্ত মূর্ধাভিসিক্ত ক্ষত্রিয়রাজা লব্ধ অভিপ্রায়, পরিপূর্ণ ধন-রত্নাগার, রাষ্ট্র, জনপদ, ভাণ্ডারকক্ষ, কোষাগার, প্রভূত হীরা-সুবর্ণ ও নগর পরিত্যাগ করে কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন-যাপন করেন। অনুরূপভাবে পচ্চেক বুদ্ধও গৃহবাস বন্ধন, পুত্র-কন্যা বন্ধন, জ্ঞাতি বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব বন্ধন তথা সমস্ত কিছু ছিন্ন করে কেশ-শ্মশ্রু ছেদন ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন-যাপন করেন। এ অর্থে—রাজা বিজিত রাষ্ট্রকে ত্যাগ করার মতন খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ করেন (রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহায, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"নো চে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহায, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৩. অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদং, সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযা।
এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সহায় বা বন্ধুসম্পদ অবশ্যই প্রশংসা করব। নিজের সদৃশ অথবা নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠবন্ধুকে সেবা করা উচিত। এরূপ বন্ধু পাওয়া না গেলে অনবদ্যভোজী হয়ে খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদন্তি। "অবশ্যই" (**অদ্ধা**তি) বলতে দৃঢ়বচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্কা বচন, নিশ্চিন্ত বচন, নিঃসন্দেহ বচন, নিশ্চয় বচন, সুনিশ্চিত বচন, অবিরুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য বচন এবং সন্দেহাতীত বচন—অদ্ধাতি। "সহায় বা বন্ধুসম্পদ" (**সহাযসম্পদ**ন্তি) বলতে যেই বন্ধু নির্দোষ শীলস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। যেই বন্ধু নির্দোষ সমাধিস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। যেই বন্ধু নির্দোষ প্রজ্ঞাস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। যেই বন্ধু নির্দোষ বিমুক্তিস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। **অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদ**ন্তি। বন্ধুসম্পদ অবশ্যই প্রশংসা করি, গুণ বর্ণনা করি, কীর্তন করি, সুখ্যাতি করি। এ অর্থে—বন্ধুসম্পদ অবশ্যই প্রশংসা করি (অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদং)।

সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযাতি। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন দ্বারা বন্ধু শ্রেষ্ঠ হয়। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন দ্বারা বন্ধু সম বা সদৃশ হয়। শ্রেষ্ঠ ও সদৃশ বন্ধুকে সেবা করা কর্তব্য, ভজনা করা কর্তব্য, অনুসন্ধান করা কর্তব্য, সমাদর করা কর্তব্য, সম্মান করা কর্তব্য। এ অর্থে—সদৃশ অথবা শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে ভজনা করা উচিত (সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযা)।

এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজীতি। সাবদ্য (দোষযুক্ত) ভোজী পুদগলও যেমন রয়েছে, অনবদ্য ভোজী পুদগলও রয়েছেন। কারা সাবদ্যভোজী পুদগল? এক্ষেত্রে কোনো কোনো পুদগল কুহন, লপন, গণক, ভোজবাজি কর্ম, লাভের আশায় লোপুপতা, কাষ্ঠদান, বাঁশদান, পাত্রদান, পুষ্পদান, ফলদান, সাবানদান, চূর্ণদান, মৃত্তিকদান, দন্তকাষ্ঠদান, মুখধোয়ার জল দান, চাটুকর্ম, খোশামোদ, পরিভৃত্য, পীঠ মর্দন, বস্তুবিদ্যা, তিরচ্ছান (হীন) বিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দূতকর্ম, কেউ পাঠাইলে যাওয়া, সংবাদবাহক কর্ম, বৈদ্যকর্ম, নবকর্ম, পিণ্ড প্রতিপিণ্ড (ভিক্ষার পরিবর্তে ভিক্ষা), দান-অনুপ্রদান (দানীয় সামগ্রী পুনঃ দান) দ্বারা অধর্মত উপায়ে লাভ করে, অর্জন করে, অধিগত করে, প্রাপ্ত হয়ে জীবন-ধারণ করে। এদেরকে বলা হয় সাবদ্য ভোজী পুদগল।

কারা অনবদ্য ভোজী পুদগল? এক্ষেত্রে কোনো কোনো পুদগল কুহন, লপন গণক, ভোজবাজি কর্ম, লাভের আশায় লোপুপতা, কাষ্ঠদান, বাঁশদান, পাত্রদান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুষ্পদান, ফলদান, সাবানদান, চূর্ণদান, মৃত্তিকদান, দন্তকাষ্ঠদান, মুখধোয়ার জল দান, চাটুকর্ম, খোশামোদ, পরিভৃত্য, পীঠ মর্দন, বস্তুবিদ্যা, তিরচ্ছান (হীন) বিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দূতকর্ম, কেউ পাঠাইলে যাওয়া, সংবাদবাহক কর্ম, বৈদ্যকর্ম, নবকর্ম, পিণ্ড প্রতিপিণ্ড (ভিক্ষার পরিবর্তে ভিক্ষা), দান-অনুপ্রদান (দানীয় সামগ্রী পুনঃ দান) না দিয়ে ধর্মত উপায়ে লাভ করেন, অর্জন করেন, অধিগত করেন, ভোগ করেন এবং প্রাপ্ত হয়ে জীবন-ধারণ করেন। এদেরকে বলা হয় অনবদ্যভোজী পুদ্গল।

এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজীতি। এরূপ অনবদ্যভোজী পুদগল লাভ, অর্জন, অধিগত, সাক্ষাৎ এবং প্রাপ্ত না হলে—এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদং, সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযা।
এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩৪. দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানি, কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানি।
সজ্ঘট্টযন্তানি[১] দুৰে ভুজস্মিং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : স্বর্ণকার-পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত প্রভাস্বর স্বর্ণালংকার একহাতে দুখানি পরিধান করলে সংঘর্ষিত হয়, ইহা দেখে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

"**দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানী**তি" বলতে দর্শন করে, নিরীক্ষণ করে, অবলোকন করে, নিরূপণ করে, নির্ণয় করে, পর্যবেক্ষণ করে। "সুবর্ণের" (**সুৰণ্ণস্সা**তি) বলতে স্বর্ণের। "প্রভাস্বর" (**পভস্সরানী**তি) বলতে উজ্জ্বল, স্বচ্ছ বা পরিশোধিত। এ অর্থে—প্রভাস্বর স্বর্ণের অলংকার দেখে (দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানি)।

কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানীতি। সুবর্ণকারকে বলা হয় কর্মকারের পুত্র। "স্বর্ণকার পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত"(**কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানী**তি) বলতে স্বর্ণকার পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত, উত্তমভাবে প্রস্তুতকৃত এবং আকর্ষণীয়রূপে তৈরি। এ অর্থে—স্বর্ণকার-পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত (কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানি)।

সজ্ঘট্টযন্তানি দুৰে ভুজস্মিন্তি। হাতকে ভুজ বলা হয়। এক হাতে দুটি বালা পরলে যেমন সেগুলো সংঘর্ষিত হয়; ঠিক তেমনি সত্ত্বগণ তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা নিরয়ে সংঘর্ষিত হয়, তির্যককুলে সংঘর্ষিত হয়, প্রেতকুলে সংঘর্ষিত হয়, মনুষ্যলোকে সংঘর্ষিত হয়, দেবলোকে সংঘর্ষিত হয় এবং গতি হতে গতিতে,

---

[১] [সংঘট্টমানানি (সু. নি. ৪৮)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপত্তি হতে উৎপত্তিতে, প্রতিসন্ধি হতে প্রতিসন্ধিতে, ভব হতে ভবে, সংসার হতে সংসারে, পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র হতে পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্রে ঘর্ষিত, সংঘর্ষিত, সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, (সে অবস্থায় তথায়) বিচরণ করে, অবস্থান করে, পরিভ্রমণ করে, বাস করে, দিনাতিপাত করে, জীবন-যাপন করে, জীবন-ধারণ করে। এ অর্থে—সজ্ঘট্টযন্তানি দুৰে ভুজস্মিং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানি, কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানি।
সজ্ঘট্টযন্তানি দুৰে ভুজস্মিং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"॥

**১৩৫. এৰং দুতীযেন সহা মমস্স, ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰা।
এতং ভযং আযতিং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : এরূপে, আমি আমার দ্বিতীয় কোনো সঙ্গীর সাথে হীন বাক্যালাপ করলে ভবিষ্যতে অনুরাগ উৎপন্ন হতে পারে; এই ভয় দর্শন করে খড়ুগবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

এৰং দুতীযেন সহা মমস্সাতি। তৃষ্ণাও দ্বিতীয় হয়, পুদগলও দ্বিতীয় হয়। কীভাবে তৃষ্ণা দ্বিতীয় হয়? তৃষ্ণা বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। যার এসব তৃষ্ণা অপ্রহীন, তাকে বলা হয় তৃষ্ণা দ্বিতীয়।

তন্হাদুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধান সংসরং।
ইত্থভাৰঞ্ঞথাভাৰং, সংসারং নাতিৰত্ততীতি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা দ্বিতীয় পুরুষের সংসার পরিভ্রমণ সুদীর্ঘ হয়। ইহজীবনে তার সংসার অতিক্রম করা সম্ভব হয় না।

এরূপে তৃষ্ণা দ্বিতীয় হয়।

কীভাবে পুদগল দ্বিতীয় হয়? এক্ষেত্রে কেউ কেউ অর্থ, কারণ ব্যতিরেকে চঞ্চল ও অস্থিরচিত্তে এক বা দুইজনে একত্রিত হয়; দুই বা তিনজনে একত্রিত হয়, তিন বা চারজনে একত্রিত হয়। একত্রিত হয়ে বহু সারহীন, হীনকথা বলে থাকে। যেমন : রাজবিষয়ক কথা, চোর সম্বন্ধীয় কথা, মহামাত্য প্রাসঙ্গিক কথা, সৈন্য সম্পর্কিত কথা, ভয় বিষয়ক কথা, যুদ্ধ সম্পর্কিত কথা, অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শয্যা সম্বন্ধীয় কথা, মালাগন্ধ কথা, জ্ঞাতি সম্বন্ধীয় কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ সর্ম্পকিত কথা, স্ত্রী-পুরুষ-বিষয়ক কথা, দেবতা সম্বন্ধীয় কথা, শান বাঁধানো রাস্তা প্রসঙ্গে কথা, পুকুর ঘাটের মিথ্যা-জল্পনাকথা, পূর্বপ্রেত-বিষয়ক কথা, নানানপ্রসঙ্গে নিরর্থক আলোচনা, জগৎ সম্বন্ধীয় কথা, সমুদ্র সম্পর্কিত কথা, এরূপে ভব-বিভব সম্বন্ধীয় কথা। এরূপে পুদগল দ্বিতীয় হয়। এ অর্থে—এরূপে আমার দ্বিতীয় বন্ধু (এৰং দুতীযেন সহা মমস্স)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰাতি। বত্রিশ প্রকার হীনকথাকে বৃথা বাক্যালাপ বলা হয়। যেমন : রাজাবিষয়ক কথা, চোর সম্বন্ধীয় কথা, মহামাত্য প্রাসঙ্গিক কথা, সৈন্য সম্পর্কিত কথা, ভয়-বিষয়ক কথা, যুদ্ধ সম্পর্কিত কথা, অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শর্যাসন সম্বন্ধীয় কথা, মালাগন্ধ কথা, জ্ঞাতি সম্বন্ধীয় কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ সম্পর্কিত কথা, স্ত্রী-পুরুষ বিষয়ক কথা, দেবতা সম্বন্ধীয় কথা, শান বাঁধানো রাস্তা প্রসঙ্গে কথা, পুকুর ঘাটের মিথ্যা-জল্পনাকথা, পূর্বপ্রেত বিষয়ক কথা, নানান প্রসঙ্গে নিরর্থক আলোচনা, জগৎ সম্বন্ধীয় কথা, সমুদ্র সম্পর্কিত কথা, ভব-বিভব সম্বন্ধীয় কথা। অনুরাগ বলতে দুই প্রকার অনুরাগ। যথা : তৃষ্ণা অনুরাগ, মিথ্যাদৃষ্টি অনুরাগ ... ইহা তৃষ্ণা অনুরাগ ... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি অনুরাগ। এ অর্থে—বৃথাবাক্যালাপে অনুরাগ (ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰা)।

এতং ভযং আযতিং পেক্খমানোতি। "ভয়" (**ভযন্তি**) বলতে জাতি ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়, রাজ ভয়, চোর ভয়, অগ্নি ভয়, জল ভয়, নিজের নিন্দাবাদ বা স্বীয় কুকর্ম দায়িত্ব নেওয়ার ভয়, পর নিন্দাবাদ ভয়, দণ্ড ভয়, দুর্গতি ভয়, উর্মি ভয়, কুমির ভয়, ঘূর্ণায়মান আবর্ত (ঘূর্ণিঝড়?) ভয়, কপটশত্রু ভয়, আজীবক (তীর্থিয় সন্ন্যাসী) ভয়, দোষারোপ ভয়, পরিষদ ভয়, (সভার মধ্যে কিছু বলতে উৎপন্ন ভয়), সুরামত্ততার ভয়, ভয়ানক ত্রাস-লোমহর্ষ এবং মানসিক উদ্বেগ ও শঙ্কা। "ভবিষ্যতের এরূপ ভয় দর্শন করে" (**এতং ভযং আযতিং পেক্খমানো**তি) বলতে ভবিষ্যতের এরূপ ভয় দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, নিরীক্ষণ করে, উপলব্ধি করে। এ অর্থে—ভবিষ্যতের এরূপ দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (এতং ভযং আযতিং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"এৰং দুতীযেন সহা মমস্স, ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰা।
এতং ভযং আযতিং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"॥

১৩৬. কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা, ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং।
আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : বিচিত্র, মধুর, মনোরম কামসমূহ নানারূপ ধারণ করে চিত্তকে আন্দোলিত করে। তাই পঞ্চকামগুণে আদীনব দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমাতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম, ক্লেশকাম ... এগুলোকে বলা হয় বস্তুকাম ... এগুলোকে বলা হয় ক্লেশকাম। "বিচিত্র" (**চিত্রা**তি) বলতে নানাবর্ণের রূপ, শব্দ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গন্ধ, রস ও স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামগুণে ভূষিত, রজনীয়। “মধুর” (**মধুরা**তি) সম্পর্কে ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামগুণে ভূষিত, রজনীয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস ... কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামগুণে ভূষিত, রজনীয়। হে ভিক্ষুগণ, এসবই পঞ্চকামগুণ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চকামগুণে যে সুখ, সৌমনস্য লাভ হয়; তাকে বলে কামসুখ, পাপিষ্ঠের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিতসুখ (পাপিষ্ঠের আনন্দ), পৃথগ্‌জনসুখ, অনার্যসুখ। তাই এসব অভ্যাস, চিন্তা ও বহুলীকরণ করা অনুচিত; ‘এসব সুখে ভয় বিদ্যমান’ আমি এরূপ বলি। এ অর্থে—কামা হি চিত্রা মধুরা। **মনোরমা**তি। “মন” (**মনো**তি) বলতে যা চিত্ত ... তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু। মন রমিত, অভিরমিত, আনন্দিত, তুষ্ট হয়—কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা।

ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তন্তি। নানাবর্ণের রূপ ... স্পর্শে চিত্ত রমিত, তৃষ্ট, আন্দোলিত হয়—ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং।

আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বাতি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে ভিক্ষুগণ, কামের আদীনব কী? এ জগতে কুলপুত্র যেকোনো শিল্পস্থানে জীবিকা নির্বাহ করে, যেমন : মুদ্রা দ্বারা, গণনা দ্বারা, সংখ্যা অর্থাৎ হিসেব নিরূপণকার্য দ্বারা, কৃষিকার্য দ্বারা, বাণিজ্য দ্বারা, গোরক্ষা দ্বারা, ধনুবিদ্যা দ্বারা ও সরকারী চাকুরি দ্বারা ও বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কার্য সম্পাদনকালে, শীতের প্রকোপে পড়ে, গ্রীষ্মের উত্তাপে পুড়ে এবং ডাঁশ-মশা-বায়ু-সরীসৃপাদির দংশনে পতিত হয়ে, ক্ষুধা-পিপাসায় মৃত্যুবরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান (সান্দৃষ্টিক) দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি কুলপুত্রের এরূপ চেষ্টা, প্রয়াস, পরিশ্রম দ্বারা ভোগসম্পত্তি লাভ না হয়, তাহলে সে অনুশোচনা, অনুতাপ, পরিদেবন করে, বুক চাপড়ায়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়—“আমার চেষ্টা সফল হয়নি, আমার পরিশ্রম বিফল হয়েছে”। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই কুলপুত্রের এরূপ চেষ্টা, প্রয়াস, পরিশ্রম দ্বারা ভোগসম্পত্তি লাভ হয়। তাহলে সে ভোগসম্পত্তি রক্ষা করার সময় দুঃখ, দৌর্মনস্য প্রাপ্ত হয়—“আমার ভোগসম্পত্তি যাতে রাজা হরণ করতে না পারে, চোরে হরণ করতে না পারে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ না হয়, পানিতে ভেসে না যায়, অপ্রিয়জনেরা হরণ না করে।” তার এরূপে রক্ষিত, গোপিত সেই ভোগসম্পত্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যখন রাজার অধিকারে চলে যায়, চোরে হরণ করে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, জলে তলিয়ে যায়, অপ্রিয়জনে হরণ করে; তখন সে অনুশোচনা অনুতাপ, পরিদেবন করে, বুক চাপড়ায়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়—"আমার যা ছিল, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই"। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতে রাজার সাথে রাজা বিবাদ করে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে বিবাদ করে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে বিবাদ করে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে বিবাদ করে; মাতা পুত্রের সাথে, পুত্র মাতার সাথে, পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র পিতার সাথে, ভাই বোনের সাথে, বোন ভাইয়ের সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে বিবাদ করে। তারা সেরূপে কলহবিবাদাপন্ন হয়ে একে অন্যকে হাত, পাথর, দণ্ড, শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। তথায় মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই (সত্ত্বগণ) ঢাল-তলোয়ার গ্রহণ করে, তীর-ধনুক যোজনা করে উভয়ে সম্মিলিত হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তীর, বর্শা নিক্ষেপ করে, তলোয়ার সঞ্চালন করে। তারা তথায় সেই তীর, বর্শা দ্বারা বিদ্ধ হয়; তলোয়ার দ্বারা মস্তক ছিন্ন হয়। তখন তারা মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতে ঢাল-তলোয়ার গ্রহণ করে, তীর-ধনুক যোজনা করে, আদ্র লেপন করে উপকারীগণ উপস্থিত হয়। তারা পরস্পর তীর, বর্শা নিক্ষেপ করে, তলোয়ার সঞ্চালন করে। তথায় তারা তীর, বর্শায় বিদ্ধ হয়; তলোয়ার দ্বারা পরস্পরের মস্তক ছিন্ন করে। গোবর নিক্ষেপ করে, অধিকতর সৈন্য দ্বারা মর্দন করে। এতে তারা মৃত্যুবরণ করে বা মরণসম দুঃখ ভোগ করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতে সিদ কাটে, গ্রাম লুঠ করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে লুঠ করে, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যাভিচার করে। রাজা তাদেরকে বন্ধন করায়ে নানাবিধ শাস্তি প্রদান করে—কশাঘাত করায়, বেত্রাঘাত করায়, লাঠি দিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পেটায়, হাত কাঁটায় ... তলোয়ার দিয়ে মস্তক ছেদন করায়। তারা তথায় মৃত্যুবরণ করে বা মরণসম দুঃখ ভোগ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতে কায়দুশ্চরিত আচরণ করে, বাকদুশ্চরিত আচরণ করে, মনোদুশ্চরিত আচরণ করে। তারা কায় দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্য দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, ভবিষ্যৎ দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বাতি। কামগুণসমূহে এই আদীনব দেখে, দর্শন করে, তুলনা, বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা করে। এ অর্থে—আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা, ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং।
আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩৭. ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং।
এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : এই পঞ্চকামগুণে দুঃখ, গণ্ড, উপদ্রব, রোগ, শৈল্য, ভয় বিদ্যমান। এরূপ ভয় দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতন্তি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, ভয় কামের অধিবচন; দুঃখ ... রোগ ... গণ্ড ... শৈল্য ... সঙ্গ ... পঙ্ক ... গর্ভ কামের অধিবচন। কী কারণে ভয় কামের অধিবচন? ভিক্ষুগণ, যেহেতু কামরাগে অনুরক্ত, ছন্দরাগে আবদ্ধ (বিনিবদ্ধ) হয়ে বর্তমানের ভয় হতে মুক্তি পায় না, ভবিষ্যতের ভয় হতে মুক্তি পায় না। সেহেতু ভয় কামের অধিবচন। কী কারণে দুঃখ ... রোগ ... গণ্ড ... শৈল্য ... অনুরাগ ... পঙ্ক ... গর্ভ কামের অধিবচন? যেহেতু কামরাগে অনুরক্ত, ছন্দরাগে আবদ্ধ হয়ে বর্তমানের গর্ভ থেকে মুক্ত হয় না, ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে মুক্ত হয় না, সেহেতু গর্ভ কামের অধিবচন।"

ভযং দুকখঞ্চ রোগো চ, গণ্ডো সল্লঞ্চ সঙ্গো চ।
পঙ্কো গব্ভো চ উভযং, এতে কামা পৰুচ্চন্তি।
যত্থ সত্তো পুথুজ্জনো॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ওতিণ্ণো সাতরূপেন, পুন গব্ভায গচ্ছতি।
যতো চ ভিকখু আতাপী, সম্পজঞ্ঞং ন রিচ্চতি[১]॥
সো ইমং পলিপথং দুগ্গং, অতিক্কম্ম তথাৰিধো।
পজং জাতিজরূপেতং, ফন্দমানং অৰেকখতীতি॥
ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং॥

অনুবাদ : ভয়, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শৈল্য, সঙ্গ, পঙ্ক, গর্ভ এসবকে কাম বলা হয়, যাতে পৃথগ্জন আসক্ত হয়। মনোজ্ঞরূপ দ্বারা উত্তীর্ণ হয়ে পুনঃ গর্ভে গমন করে। যখন ভিক্ষু ধ্যানী, সম্প্রজ্ঞানী হয়ে এসবে অনুরক্ত হয় না তখন এই পলিপথ, দুর্গ অতিক্রম করে, জাতি-জরা পরিত্যাগ করে। আর তাতে স্ফন্দমান হয়ে অবস্থান করে না। এ অর্থে—ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং॥

এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বাতি। পঞ্চকামগুণে এই ভয় দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, চিন্তা করে, পর্যবেক্ষণ করে—এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং।
এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩৮. সীতঞ্চ উন্হঞ্চ খুদং পিপাসং, ৰাতাতপে ডংসসরীসপে[২] চ।
সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৰিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, বায়ু-তাপ, ডাঁশ-মশা-সরীসৃপ এসবকে জয় করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

সীতঞ্চ উন্হঞ্চ খুদং পিপাসন্তি। "শীত" (**সীতন্তি**) দুটি কারণে শীত হয়; যথা : অভ্যন্তরস্থ ধাতুর প্রকোপে শীত হয়, বাহ্যিকভাবে ঋতুবশে শীত হয়। "উষ্ণ" (**উন্হন্তি**) দুটি কারণে উষ্ণ হয়; যথা : অভ্যন্তরস্থ ধাতুর প্রকোপে উষ্ণ হয়, বাহ্যিকভাবে ঋতুবশে উষ্ণ হয়। ক্ষুধা বলতে ভোজনেচ্ছা। পিপাসা বলতে জল পিপাসা। এ অর্থে—সীতঞ্চ উন্হঞ্চ খুদং পিপাসং।

ৰাতাতপে ডংসসরীসপে চাতি। "বাতাস" (**ৰাতাতি**) বলতে পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, উত্তর দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, ধুলিযুক্ত বা দূষিত বাতাস, ধুলিমুক্ত বা নির্মল বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, অল্প বাতাস, প্রবল বাতাস, বিশুদ্ধ

---

[১] [ন রিঞ্চতি (স্যা. ক.) সং. নি. ৪.২৫১]
[২] [ডংসসিরিংসপে (স্যা.), ডংসমকসসরীসপে (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাতাস, ডানার বাতাস, সুপর্ণ (বা সুপর্ণপক্ষী কর্তৃক সৃষ্ট) বাতাস, তালপাতার বাতাস, ব্যজনীর বাতাস। তাপ বলতে সূর্যতাপ। ডাঁশ বলতে পীতবর্ণের মক্ষিকা। সরীসৃপ বলতে সাপ। এ অর্থে—ৰাতাতপে ডংসসরীসপে চ।

সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৰিত্বাতি। জয় করে, পরাভূত করে, পরাজিত করে, মর্দন করে—সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৰিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ খুদং পিপাসং, ৰাতাতপে ডংসসরীসপে চ।
সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৰিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩৯. নাগোৰ যূথানি ৰিৰজ্জযিত্বা, সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো।
যথাভিরন্তং ৰিহরে[১] অরঞ্ঞে, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পরিপূর্ণ পদুমী, বৃহদকায় নাগ (হস্তী) যেমন হস্তীপাল ত্যাগ করে অরণ্যে অবস্থান করে, তেমনি খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

নাগোৰ যূথানি ৰিৰজ্জযিত্বাতি। নাগ বলতে হস্তীনাগ। পচ্চেক সম্বুদ্ধও নাগ। কী কারণে পচ্চেক সম্বুদ্ধ নাগ? পাপকর্ম সম্পাদন করেন না বলে নাগ, গমন করেন না বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ। কীভাবে সেই পচ্চেক বুদ্ধ পাপকর্ম সম্পাদন করেন না বলে নাগ? পাপকর্ম বলতে ক্লেশজনক অকুশল পাপধর্ম, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণ।

আগুং ন করোতি কিঞ্চি লোকে, সব্বসংযোগে ৰিসজ্জ বন্ধনানি।
সব্বত্থ ন সজ্জতি ৰিমুত্তো, নাগো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তা॥

অনুবাদ : লোকে তিনি কোনো প্রকার পাপকর্ম করেন না, সর্বসংযোগ বন্ধন ছিন্ন করেন, সর্বত্র অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত হন। তাই তাকে নাগ বলা হয়। এভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পাপকর্ম সম্পাদন করেন না বলে নাগ।

কীভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ গমন করেন না বলে নাগ? সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ ছন্দগতিতে গমন করেন না, দ্বেষগতিতে গমন করেন না, মোহগতিতে গমন করেন না, ভয়গতিতে গমন করেন না; রাগবশে গমন করেন না, দ্বেষবশে গমন করেন না, মোহবশে গমন করেন না, মানবশে গমন করেন না, মিথ্যাদৃষ্টিবশে গমন করেন না, ঔদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করেন না, অনুশয়বশে গমন করেন না আর বর্গে, ধর্মে, গমনে, চলনে, বহনে (এসব) সংগ্রহ করেন না। এভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ গমন করেন না বলে নাগ।

কীভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ আগমন করেন না বলে নাগ? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা যেসব ক্লেশ প্রহীন হয়, সেসব ক্লেশে পুনঃ আগমন, পুনঃ অনুসরণ,

---

[১] [ৰীহরং (সু. নি. ৫৩)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যাগমন করেন না। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা ... অনাগামীমার্গ দ্বারা ... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা যেসব ক্লেশ প্রহীন হয়, সেসব ক্লেশে পুনঃ আগমন, পুনঃ অনুসরণ, প্রত্যাগমন করেন না। এভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ আগমন করেন না বলে নাগ।

নাগোৰ যূথানি ৱিৰজ্জযিত্বাতি। সেই হস্তীনাগ যেমন হস্তীপাল ত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন করে একাকী অরণ্যে, বনমধ্যে বিচরণ করে, অবস্থান করেন ... পচ্চেক সম্বুদ্ধও গণ ত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন করে একাকী অরণ্যে, বনপ্রান্তে, নির্জন শয়নাসনে, শব্দহীন, নিস্তব্ধ, নির্জনতাপূর্ণ, মনুষ্য হতে অনালোড়িত নির্জনস্থানে অবস্থান করেন। তিনি একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়নাসন গ্রহণ করেন, একাকী গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণে রত হন। এভাবে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন-যাপন করেন। এ অর্থে—নাগোৰ যূথানি ৱিৰজ্জযিত্বা।

সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারোতি। হস্তীনাগ যেমন সপ্তরত্ন বা অষ্টরত্নে সঞ্জাতস্কন্ধ হয়। ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন স্কন্ধে সঞ্জাতস্কন্ধ হয়। হস্তীনাগ যেমন পদুমী, ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও সপ্ত বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী; যথা : স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ-পুষ্প দ্বারা পদুমী, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ-পুষ্প দ্বারা পদুমী, প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ-পুষ্প দ্বারা পদুমী, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ-পুষ্প দ্বারা পদুমী, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ-পুষ্প দ্বারা পদুমী। হস্তী যেমন পরাক্রম, বল, শক্তি ও সুরে শ্রেষ্ঠ, তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে শ্রেষ্ঠ—সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো।

যথাভিরন্তং ৱিহরে অরঞ্ঞেতি। হস্তীনাগ যেমন যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করে, ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন। প্রথম ধ্যান দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন, দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা ... তৃতীয় ধ্যান দ্বারা ... চতুর্থ ধ্যান দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন। মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন, করুণা ... মুদিতা ... উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন। আকাশায়তন সমাপত্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন, বিজ্ঞানায়তন ... অকিঞ্চনায়তন ... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ... নিরোধসমাপত্তি ... ফলসমাপত্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন—যথাভিরন্তং ৱিহরে অরঞ্ঞে, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"নাগোৰ যূথানি ৰিৰজ্জযিত্বা, সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো।
যথাভিরন্তং ৰিহরে অরঞ্ঞে, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪০. অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে[১] সামযিকং[২] ৰিমুত্তিং।
আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্ম, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সঙ্গপ্রিয়তা অস্থান, যাঁর সংস্পর্শে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র লাভ হয়। তাই আদিত্যবন্ধুর উপদেশ ধারণ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে সামযিকং ৰিমুত্তিন্তি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে আনন্দ, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষু সঙ্গ বা সহচরে অবস্থান করবে, সহচরে রত ও সহচরে অনুরক্ত হবে; গণে অবস্থান করবে, গণে রত ও গণে অনুরক্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করবে এবং সেই সুখের নিকামলাভী (তৃপ্তিলাভী বা সামান্য পরিশ্রমে কিছু লাভ করেছে এমন), অকৃচ্ছ্যলাভী, অনায়াসে লাভী হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। আনন্দ, যে ভিক্ষু একাকী গণ হতে নির্জনে অবস্থান করেন। সেই ভিক্ষুর আশা পূর্ণ হয়। এই যে নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধিসুখ; তার নিকামলাভী, অকৃচ্ছ্যলাভী, অনায়াসলাভী হবে—এই কারণ বিদ্যমান। হে আনন্দ, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষু সহচরে অবস্থান করবে, সহচরে রত ও সহচরে অনুরক্ত হবে; গণে অবস্থান করবে, গণে রত ও গণে অনুরক্ত হবে তাতে সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করবে মাত্র। তা অসাময়িক (বা স্থির) স্থির হবে—এ কারণ বিদ্যমান নেই। আনন্দ, যে ভিক্ষু একাকী, নির্জনে অবস্থান করে, সেই ভিক্ষুর আশা পূর্ণ হয়। সে সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করবে, আর সেটা অসাময়িক, স্থির হবে; এ কারণ বিদ্যমান নেই। এ অর্থে—অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে সামযিকং ৰিমুত্তিং।

আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্মাতি। আদিত্য বলতে সূর্য। গোত্র দ্বারা তিনি গৌতম। গোত্র দ্বারা পচ্চেক বুদ্ধও গৌতম। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ সূর্যের গোত্রজ্ঞাতি, গোত্রবন্ধু। তাই পচ্চেক সম্বুদ্ধ আদিত্যবন্ধু। **আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্মা**তি। আদিত্যবন্ধুর বচন, বাক্য, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ শুনে, শ্রবণ

---

[১] [ফুস্সযে (স্যা. ক.)]
[২] [আসামাযিকং (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, হৃদয়ঙ্গম করে—আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্ম, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

“অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে সামযিকং ৰিমুত্তিং।
আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্ম, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো”তি॥

[দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত]

তৃতীয় বর্গ

**১৪১. দিট্ঠীৰিসূকানি উপাতিৰত্তো, পত্তো নিযামং পটিলদ্ধমগ্গো।
উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রমকামী, সম্যক মার্গলাভী হয়ে (স্বীয়) উৎপন্ন জ্ঞানে নিজেকে পরিচালিত করে, খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

দিট্ঠিৰিসূকানি উপাতিৰত্তোতি। মিথ্যাদৃষ্টি বলতে বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টিকে বলা হয়। এখানে অশ্রুতবান, পৃথগ্জন, আর্য অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ বা অপরিপক্ব, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত; রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে, রূপকায়ে আত্মা, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা দর্শন করে; বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে, বেদনাকায়ে আত্মা, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা দর্শন করে; সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন, সংজ্ঞাকায়ে আত্মা, আত্মায় সংজ্ঞা, সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করে; সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন, সংস্কারকায়ে আত্মা, আত্মায় সংস্কার, সংস্কারে আত্মা দর্শন করে; বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে, বিজ্ঞানকায়ে আত্মা, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। এরূপে যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিকান্তার, মতবাদসমূহের মধ্যে মতবেদ, আত্মপীড়ন বা আত্মনিগ্রহ করলে সাধনা সিদ্ধ হয় বলে মিথ্যাধারণা, দৃষ্টিসংযোজন গ্রহণ, প্রতিগ্রহণ, স্থাপন, ধারণ, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, ভ্রান্তধারণা, ধর্মসম্প্রদায়গত গণ্ডী, বিপরীত ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যাধারণা, অযথার্থে যথার্থ গ্রহণ—যেরূপ বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি। ইহা মিথ্যাদৃষ্টি। **দিট্ঠিৰিসূকানি উপাতিৰত্তো**তি। মিথ্যাদৃষ্টি হতে মুক্ত, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, অতিবাহিত। এ অর্থে—দিট্ঠীৰিসূকানি উপাতিৰত্তো।

পত্তো নিযামং পটিলদ্ধমগ্গোতি। সম্যকপথ বলতে চারি মার্গ; আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। চারি আর্যমার্গে সমন্নাগত সম্যকপথ প্রাপ্ত, সম্প্রাপ্ত, অধিগত, গৃহীত ও সাক্ষাৎকৃত। এ অর্থে—পত্তো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিযামং। **পটিলদ্ধমগ্গোতি**। লব্ধ মার্গ, প্রতিলব্ধ মার্গ, অধিগত মার্গ, প্রাপ্ত মার্গ, সম্প্রাপ্ত মার্গ।

উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যোতি। পচ্চেক সম্বুদ্ধের জ্ঞান উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, আবির্ভূত, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূত। "সকল সংস্কার অনিত্য" এই জ্ঞান উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, আবির্ভূত, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূত; "সকল সংস্কার দুঃখ" ... "সকল ধর্ম অনাত্ম" ... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তা সকল নিরোধধর্ম" এই জ্ঞান উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, আবির্ভূত, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূত হয়—তাই উৎপন্ন জ্ঞান। **অনঞ্ঞনেয্যোতি**। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পরের দ্বারা চালিত নন, পরবিশ্বাসী নন, পর নির্ভরশীল নন, পরমুখাপেক্ষী নন বরং প্রত্যক্ষভাবে জানে, দেখে অবিমূঢ়, চিন্তাশীল ও বিবেচক হন। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা পরের দ্বারা চালিত, পরবিশ্বাসী, পরনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে জানে, দেখে অবিমূঢ়, চিন্তাশীল ও বিবেচক হন। "সকল সংস্কার দুঃখ" ... "সকল ধর্ম অনাত্ম" ... যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তা সকল নিরোধধর্ম" এটা পরের দ্বারা চালিত, পরবিশ্বাসী, পরনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে জানে, দেখে অবিমূঢ়, চিন্তাশীল ও বিবেচক হন। এ অর্থে—উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"দিট্ঠীৰিসূকানি উপাতিৰত্তো,
পত্তো নিযামং পটিলদ্ধমগ্গো।
উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪২. নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো, নিম্মক্খো নিদ্ধন্তকসাৰমোহো।
নিরাসসো[১] সব্বলোকে ভৰিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : লোলুপতাহীন, প্রবঞ্চনাহীন, পিপাসাহীন, ম্রক্ষহীন, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত এবং সকল লোকে আসক্তিহীন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসোতি। লোলুপতাকে বলা হয় তৃষ্ণাকে। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই লোলুপতা, তৃষ্ণা পচ্চেক সম্বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ লোলুপতাহীন।

---

[১] [নিরাসযো (সী. অট্ঠ.) সু. নি. ৫৬]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিক্কুহোতি। তিন প্রকার কুহনবস্তু। যথা : প্রত্যয় প্রতিসেবন-সম্ভূত কুহন বা কুহন বিষয়, ইর্যাপথসম্ভূত কুহন, ঘোরানো কথা বিষয় কুহন। প্রত্যয় প্রতিসেবন-সম্ভূত কুহন কীরূপ? এক্ষেত্রে গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি দ্বারা ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করেন। সে পাপেচ্ছু ও ইচ্ছাভিলাষী হয়ে আরও অধিক চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি লাভের আশায় সেসব চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি প্রত্যাখ্যান করে। সে এরূপ বলে, "কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ চীবর"; শ্রমণ শ্মশানে, আবর্জনাস্তূপে, দোকানে পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র সংগ্রহ করে সঙ্ঘাটি তৈরি করে তা ব্যবহার করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ পিণ্ডপাত; শ্রমণ ভিক্ষালব্ধ আহার দ্বারা জীবন ধারণ করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ শয্যাসন; শ্রমণ বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, খোলা আকাশে অবস্থান করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি; শ্রমণ পুতিমুত্র, হরীতকী, খণ্ড দ্বারা ওষুধ তৈরি করে সেবন করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত।" তদুপায়ে সে অনুন্নত চীবর পরিধান করে, অনুন্নত পিণ্ডপাত পরিভোগ করে, অনুন্নত শয্যাসন গ্রহণ করে, অনুন্নত ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি প্রতিসেবন করে। গৃহপতিগণ তাকে এরূপে জানেন—"এই শ্রমণ অল্পে সন্তুষ্ট, প্রতিবিক্ত বা নির্লিপ্ত, অসংশ্লিষ্ট, আরব্ধবীর্য, ধুতাঙ্গধারী" এরূপে বেশি বেশি চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন। সে এরূপ বলে, "তিনটি বিষয় বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে থাকেন। যথা : (১) শ্রদ্ধা বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করেন, (২) দান-ধর্ম বা দানীয়বস্তু থাকলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করেন, (৩) দাক্ষিণ্য বা দানের যোগ্য পাত্রের সম্মুখীন হলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করেন। তোমাদের শ্রদ্ধা আছে, দানীয় সামগ্রীও বিদ্যমান, প্রতিগ্রাহক হিসেবে আমিও আছি। যদি আমি গ্রহণ না করি, তাহলে তোমরা পুণ্য হতে বঞ্চিত হবে। যদিও এগুলো আমার প্রয়োজন নেই, তথাপি তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করণার্থে প্রতিগ্রহণ করছি।" এই উপায়ে সেই ভিক্ষু বহু চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহণ করে। যা এরূপ গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা প্রত্যয় প্রতিসেবন-সম্ভূত কুহন।

ইর্যাপথ-সম্ভূত কুহন কীরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছু, ইচ্ছালোলুপ বা লোভী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়, "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গফললাভী মনে করবে" এই মতলবে গমনে সংযত হয়, দাঁড়ানে সংযত হয়, উপবেশনে সংযত হয়, শয়নে সংযত হয়; সংযতভাবে গমন করে, সংযতভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দাঁড়িয়ে থাকে, সংযতভাবে উপবেশন করে, সংযতভাবে শয়ন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো গমন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো উপবেশন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো শয়ন করে এবং পথে পথে বা প্রকাশ্যস্থানে ধ্যানে মগ্ন হয়। এরূপে ঈর্যাপথের যা নির্ধারণ, স্থাপন, সংস্থাপন, গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা ঈর্যাপথ-সম্ভূত কুহন।

ঘোরানো কথা-বিষয়ক কুহন কীরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছু, ইচ্ছালোলুপ বা লোভী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়। "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গলাভী মনে করবে" এই মতলবে আর্যধর্ম-সন্নিশ্রিত বাক্য ভাষণ করে, "যিনি এরূপ চীবর পরিধান করেন, তিনি মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে; "যিনি এরূপ পাত্র ধারণ করেন ... লোহপাত্র ধারণ করেন ... ধর্মকরণ (জলপাত্র) ধারণ করেন ... পরিবাসন (জলছাকনী) ধারণ করেন ... চাবি ধারণ করেন ... জুতা পায়ে দেন ... কায়বন্ধনী (কটিবন্ধনী) পরিধান করেন ... ভূষণ ধারণ করেন, সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ উপাধ্যায় সেই শ্রমণ মহাশৈক্ষ্য" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ আচার্য ... এরূপ সমানুপধ্যায় ... সমানাচার্য ... মিত্র ... বন্ধু ... সঙ্গী ... সহায় সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যিনি এরূপ অর্ধচালযুক্ত ঘরে (অড়ঢযোগে) বাস করেন ... প্রাসাদে বাস করেন ... হর্মীয় বা বৃহৎ প্রাসাদে বাস করেন ... গুহায় বাস করেন ... পর্বতে (লেনে) বাস করেন ... কুটিরে বাস করেন ... কুটাগারে বাস করেন ... অট্টে (উচু গৃহ সদৃশ মাচাঙ) বাস করেন ... তাবুতে (মালে) বাস করেন ... পর্ণকুটিরে বাস করেন ... উপস্থানশালায় বাস করেন ... মণ্ডপে বাস করেন ... বৃক্ষমূলে অবস্থান করেন, সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে।

অথবা কোরজিক কোরজিককে, ভ্রুকুটিক ভ্রুকুটিককে, কুহক কুহককে, লপক লপককে কথার মাধ্যমে বলে, "এই শ্রমণ এরূপ শান্ত বিহার সমাপত্তিলাভী" তাদৃশ গম্ভীর, গূঢ়, নিপুণ, প্রতিচ্ছন্ন, লোকোত্তর এবং শূন্যতা প্রতিসংযুক্ত কথা ভাষণ করে। যা এরূপ গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা ঘোরানো কথা-বিষয়ক কুহন। সেই পচ্চেক বুদ্ধের এই তিন কুহনবস্তু প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, ধ্বংস, উপশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অকুহক।

নিপ্পিপাসোতি। পিপাসাকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই পিপাসা, তৃষ্ণা পচ্চেক সম্বুদ্ধের প্রহীন, উছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু পচ্চেক সম্বুদ্ধ পিপাসাহীন—নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিম্মক্খো নিদ্ধন্তকসাৰমোহোতি। "ম্রক্ষ" (**মক্খোতি**) বলতে যা ম্রক্ষ, কপটতা, ভণ্ডামি, নির্মমতা, নির্মমতাকার্য। "দোষ" (**কসাৰো**তি) বলতে রাগ দোষ, দ্বেষ দোষ, মোহ দোষ, ক্রোধ দোষ, শত্রুতা দোষ, নির্দয়তা দোষ, আক্রোশ ... সকল অকুশলাভিসংস্কার দোষ। "অজ্ঞান" (**মোহো**তি) বলতে দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান, দুঃখ ধ্বংসকারী উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান। কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মে অজ্ঞান। এরূপে যা অজ্ঞান, অদর্শন, অদক্ষতা, সত্য বিষয়ে অজ্ঞতা, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনতা, দুষ্টগাহন, বিচক্ষণতাহীন, উদ্দেশ্যহীনতা, বিবেচনা করতে অসামর্থ্য, অসতর্কতা, নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধি, অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যা যোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্ব সংস্কার, অবিদ্যাখিল, মোহ, অকুশলমূল। পচ্চেক সম্বুদ্ধের সেসব নির্দয়তা, দোষ, মোহ পরিত্যক্ত, মুক্ত, অপসারিত, প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, বিনাশ, উপশম, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অস্মিতাহীন, আত্মশ্লাঘাহীন, অজ্ঞানতামুক্ত।

নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বাতি। আশাকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "সকললোক" (**সব্বলোকে**তি) বলতে সকল অপায়লোকে, সকল মনুষ্যলোকে, সকল দেবলোকে, সকল খন্ধলোকে, সকল ধাতুলোকে, সকল আয়তন লোকে। **নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বা**তি। সকল লোকে আসক্তিহীন, নিরাকাঙ্ক্ষিত, পিপাসাহীন। এ অর্থে—নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো,
নিম্মক্খো নিদ্ধন্তকসাৰমোহো।
নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বা,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪৩. পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথ, অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠং।
সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পাপীবন্ধু পরিত্যাগ কর, মিথ্যাদৃষ্টিদর্শী দুশ্চরিতে নিবিষ্ট। আসক্তিতে ও প্রমত্ততায় নিজে অভ্যস্ত না হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ করবে।

পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথাতি। যে বন্ধু দশ প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টিতে সমন্নাগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাকে বলে পাপীবন্ধু। যেমন : দান নেই, যজ্ঞ নেই, হুত (পূজা) নেই, সুকর্মের ফল এবং দুষ্কর্মের বিপাক নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই, জগতে সম্যকগত ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই, যে ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, প্রচার করে (পবেদেন্তী)—এরা পাপীবন্ধু। পাপীবন্ধু পরিত্যাগ কর। পাপীবন্ধুকে ত্যাগ করবে এবং পরিত্যাগ করবে—পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথ।

অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠন্তি। যে বন্ধু দশ প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্নাগত তাকে বলে মিথ্যাদৃষ্টিদর্শী। যেমন : দান নেই, যজ্ঞ নেই ... যে ইহলোক এবং পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, প্রকাশ করে। "দুশ্চরিতে নিবিষ্ট" (**ৰিসমে নিৰিট্ঠন্তি**) বলতে দুশ্চরিত কায়কর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত বাককর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মনোকর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত প্রাণীহত্যায় নিবিষ্ট, দুশ্চরিত চুরিকর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মিথ্যাকামাচারে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মিথ্যাবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত পিশুনবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত কর্কশবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত সম্প্রলাপবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত অভিধ্যায় নিবিষ্ট, দুশ্চরিত ব্যাপাদে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মিথ্যাদৃষ্টিতে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত সংস্কারে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত পঞ্চকামগুণে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত পঞ্চনীবরণে নিবিষ্ট, বিশেষভাবে নিবিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত, জড়িত, উপগত, অভিনিবিষ্ট, অধিমুক্ত। এ অর্থে—অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠং।

সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তন্তি। "আসক্ত" (**পসুতন্তি**) বলতে যারা কাম অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অন্বেষণ করে, অনুসন্ধান করে, গবেষণা করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত ... শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পর্শ অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত ... শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পর্শ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অনুভব করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত..শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পর্শ অনুভব করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যেমন: কলহকারী কলহ অন্বেষী হয়, কর্মকারী কার্যান্বেষী হয়, গোচরে বিচরণকারী গোচর অন্বেষী হয় এবং ধানী ধ্যানান্বেষী হয়; ঠিক এভাবেই যারা কাম অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পর্শ তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত..শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পর্শ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অনুভব করে তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। শব্দ ... গন্ধ ... রস ... স্পর্শ তদনুরূপ, তৎবহুল, তদুপযুক্ত, তৎসদৃশ, তদুপযোগী, তদপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। **পমত্তন্তি**। প্রমাদ বলতে কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, পঞ্চকামগুণে চিত্তের বশ্যতা স্বীকার ও বশ্যতা স্বীকার উপাদান, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় অসাক্ষাৎকরণ, একাগ্রহীনতা, অসমাপ্তকরণ, আলস্য পরায়ণতা, ছন্দহীনতা, অসহিষ্ণুতা, অনভ্যস্থতা, অননুশীলন, অবহুলীকরণ, অনধিষ্ঠান ও অননুযোগ, যা এরূপ প্রমাদ, অসাবধানতা এবং অমনোযোগীতা—ইহাকে বলে প্রমাদ।

সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তন্তি। আসক্তি ও প্রমত্ততায় নিজে অভ্যস্ত হবে না, নিজেকে নিযুক্ত করবে না, অনুগত্য করবে না, নিয়োজিত করবে না, সংসর্গিত করবে না, সংযুক্ত করবে না এবং আচরণ, সমাচরণ ও গ্রহণে অভ্যস্ত হবে না। এ অর্থে—সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথ, অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠং।
সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

১৪৪. বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ, মিত্তং উলারং পটিভানৰন্তং।
অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : শ্রেষ্ঠ, প্রতিভাবান, বহুশ্রুত ও ধর্মধারী বন্ধুকে সেবা কর, সন্দেহ বা শঙ্কা ধ্বংস করে মঙ্গলবিষয়াদি জ্ঞাত হয়ে, খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথাতি। শ্রুতধর ও ধর্মধারী বন্ধু বহুশ্রুত হয়। যে ধর্মসমূহ আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ এবং অন্তেকল্যাণ; যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রতিপালনের উপযোগী; তারা সেরূপ ধর্ম জ্ঞাত, কথিত, পরিচিত, মন দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারিত এবং দৃষ্টি দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে বহুশ্রুত হন। "ধর্মধর" (**ধম্মধরন্তি**) বলতে যিনি ধর্মকে ধারণ করেন—সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্যকে। **বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথা**তি। বহুশ্রুত ধর্মধারী বন্ধুকে সেবা কর, ভজনা কর, উপাসনা কর, সংসর্গ (বা মান্য) কর এবং অনুসরণ কর। এ অর্থে—বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ।

মিত্তং উল্লারং পটিভানৰন্তন্তি। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বন্ধু হন। "প্রতিভাবান" (**পটিভানৰন্ত**ন্তি) বলতে তিন প্রকার প্রতিভাবান। যথা : ১. পরিয়ত্তি প্রতিভাবান, ২. প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাবান, ৩. অধিগম প্রতিভাবান। পরিয়ত্তি প্রতিভাবান কীরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ বুদ্ধের বচন যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্যে সুশিক্ষিত হন এবং পরিয়ত্তিকে আশ্রয় করে তাঁর (জ্ঞান) প্রতিভাত হয়—ইনি পরিয়ত্তি প্রতিভাবান। প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাবান কীরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ নিজস্বার্থে, ন্যায়ে, লক্ষণে, কারণে ও স্থানে-অস্থানে জিজ্ঞাসিত হন। সেই প্রশ্নকে নিশ্রয় করে তাঁর (জ্ঞান) প্রতিভাত হয়—ইনি প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাবান। অধিগম প্রতিভাবান কীরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি আর্যমাগ, চারি শ্রামণ্যফল, চারি প্রতিসম্ভিদা এবং ষড়াভিজ্ঞা অধিগত করেন। তাঁর অর্থ জ্ঞাত হয়, ধর্ম জ্ঞাত হয়, নিরুক্তি জ্ঞাত হয়। অর্থ জ্ঞাত হয়ে অর্থ প্রতিভাত হয়, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্ম প্রতিভাত হয়, নিরুক্তি জ্ঞাত হয়ে নিরুক্তি প্রতিভাত হয়। এই তিন প্রকার (জ্ঞানে) জ্ঞানই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ এই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদায় উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন ও সমন্নাগত হন। তদ্ধেতু পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রতিভাবান। যার পরিয়ত্তি, প্রতিজিজ্ঞাসা ও অধিগম নেই; তার কী-ই-বা প্রতিভাত হবে?— মিত্তং উল্লারং পটিভানৰন্তং।

অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খন্তি। আত্মহিত, পরহিত, উভয়হিত, ইহলোকহিত, পরলোকহিত এবং পরমার্থহিত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে, অভিজ্ঞাত হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানে, তুলনা বা ধারণা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও সুনিশ্চিত করে (সমস্ত) সন্দেহ বা শঙ্কা বিদূরীত কর, অপসারণ কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর। এ অর্থে—অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ, মিত্তং উলারং পটিভানৰন্তং।
অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

**১৪৫. খিড্ডং রতিং[১] কামসুখঞ্চ লোকে, অনলঙ্করিত্বা অনপেক্খমানো।
ৰিভূসট্ঠানা[২] ৰিরতো সচ্চৰাদী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : জগতে ক্রীড়ায় আনন্দ এবং কামসুখে সজ্জিত (বা নিমজ্জিত) না হয়ে অদর্শনকারী বা অনপেক্ষী হও। বিভূষণস্থান হতে বিরত হয়ে সত্যবাদী হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকেতি। "ক্রীড়া" (**খিড্ডা**তি) বলতে দুই প্রকার ক্রীড়া; যথা : কায়িক ক্রীড়া ও বাচনিক ক্রীড়া ... ইহাই কায়িক ক্রীড়া ... ইহাই বাচনিক ক্রীড়া। "আনন্দ" (**রতী**তি) বলতে অনুৎকণ্ঠিতাধিবচন—ইহাই আনন্দ বা রতি। **কামসুখ**ন্তি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয়, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ ... জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস ... কায় বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই পঞ্চ কামগুণ; এই পঞ্চ কামগুণের কারণে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটাকে বলে কামসুখ"। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে মনুষ্যলোকে—খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে।

অনলঙ্করিত্বা অনপেক্খমানোতি। জগতে ক্রীড়া, আনন্দ ও কামসুখে সজ্জিত (বা নিমজ্জিত) না হয়ে অনপেক্ষী হয়ে তা ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর। এ অর্থে—অনলঙ্করিত্বা অনপেক্খমানো।

ৰিভূসট্ঠানা ৰিরতো সচ্চৰাদীতি। "বিভূষণ" (**ৰিভূসা**তি) বলতে দুই প্রকার বিভূষণ—গৃহীর বিভূষণ এবং প্রব্রজিতের বিভূষণ। গৃহীর বিভূষণ কিরূপ? চুল, দাড়ি, মালা, গন্ধ, বিলেপন, আভরণ, অলংকার, বস্ত্র, শয়নাসন, বেষ্টন, (শরীর) মর্দন, পরিমর্দন, ধৌতকরণ, মাজন, দর্পন, অঞ্জন বা কাজল, সুগন্ধি দ্রব্য

---

[১] [রতী (স্যা.)]

[২] [ৰিভূসনট্ঠানা (স্যা. ক.), ৰিভূসণট্ঠানা (সী. অট্ঠ.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিলেপন, পাউডার, মুখচূর্ণ (সাবান), হস্তবন্ধন, শিরবন্ধন (বা যোগী ঋষিদের মস্তকোপরি চুলের ঝুঁটিবন্ধন), দণ্ডনালি (দণ্ডং নালিকং), তলোয়ার, ছত্র, টুপি, জুতা, পাগড়ি, রত্ন, চামরের পাখা, সাদা রঙ্গের পোশাক এবং লম্বা সুতা—এগুলো গৃহীর বিভূষণ।

প্রব্রজিতের বিভূষণ কীরূপ? চীবর পরিধান, পাত্র ধারণ, শয়নাসন প্রস্তুত করা, অথবা এই ঘৃণিতদেহের বাহ্যিক উপকরণের মণ্ডন, বিভূষণ, সজ্জিত, অলংকার ও সুগন্ধি ত্যক্ত, বিহীন এবং চপলতাত্যক্ত, চপলতাহীন—এগুলো প্রব্রজিতের বিভূষণ।

"সত্যবাদী" (**সচ্চৰাদী**তি) বলতে জগতের প্রত্যেক সম্বুদ্ধ সত্যবাদী, বিশ্বস্তবাদী, ন্যায়পরায়ণ, যথার্থবাদী ও অভিসংবাদী, তিনি বিভূষণ স্থান হতে দূরে, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে উন্মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—ৰিভূসট্ঠানা ৰিরতো সচ্চৰাদী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে, অনলঙ্করিত্বা অনপেকখমানো।
ৰিভূসট্ঠানা ৰিরতো সচ্চৰাদী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪৬. পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং, ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানি।
হিত্বান কামানি যথোধিকানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ধন-ধান্য ও বন্ধুসহ যাবতীয় কাম পরিত্যাগ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরন্তি। "পুত্র" (**পুত্তা**তি) বলতে চার প্রকার পুত্র; যথা : (১) আত্মজ পুত্র (স্বীয় ঔরসজাত পুত্র), (২) ক্ষেত্রজ পুত্র,[১] (৩) দত্তক পুত্র (প্রদত্ত বা পালিত পুত্র) এবং (৪) শিষ্যরূপ পুত্র[২]। ভার্যাকে বলে পত্নী। "পিতা" বলতে যা সেই জনক। "মাতা" বলতে যা সেই জননী। এ অর্থে—মাতা-পিতা এবং স্ত্রী-পুত্র" (পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং)।

ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানীতি। হিরণ্য, সুবর্ণ, মুক্তা, মনি, বৈদুর্যমণি বা মূল্যবান পাথর (বেলুরিয়া) শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, রক্তবর্ণ মূল্যবান

---

[১] যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে যে পুত্রসন্তান জন্ম দেয় সেই পুত্রসন্তানকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়।

[২] যে গুরু যেই শিষ্যকে পুত্রস্নেহে নিজগৃহে বাস করিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সেই পুত্রকে শিষ্যরূপ পুত্র বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাথর বা লালবর্ণ কবরমণি (মসারগল্লং)—এগুলোকে বলা হয় ধন। পূর্ব অন্ন এবং অপর অন্নকে ধান্য বলা হয়। পূর্ব অন্নের নাম, যেমন : শালি, বীহি, যব, গোধূম, কঙ্গু, বরবা বা কদ্রুসক (কুদ্রূসকো) প্রভৃতি। অপর অন্নের নাম হচ্ছে সূপ বা সূপেয্যাদি। **বন্ধৰানী**তি। চার প্রকার বান্ধব বা বন্ধু; যথা : জ্ঞাতিবান্ধব বা বন্ধু, গোত্রবান্ধব বা বন্ধু, মিত্রবান্ধব বা বন্ধু এবং শিল্পবান্ধব বা পুত্র—ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানি।

হিত্বান কামানি যথোধিকানীতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ... এগুলোকে বলা হয় বস্তুকাম ... এগুলোকে বলা হয় ক্লেশকাম। **হিত্বান কামানী**তি। বস্তুকামসমূহ পরিজ্ঞাত হয়ে, ক্লেশকামসমূহ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিদূরীত করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। **হিত্বান কামানি যথোধিকানী**তি। স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, সেই ক্লেশ পুনরাগমন হয় না, পুনরায় উৎপন্ন হয় না বা ফিরে আসে না এবং প্রত্যাগমন হয় না; সকৃদামাগীমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয় ... অনাগামী মার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয় ... এবং অর্হৎমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয় সেই ক্লেশ পুনরাগমন হয় না, ফিরে আসে না এবং প্রত্যাগমন হয় না। এ অর্থে—হিত্বান কামানি যথোধিকানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং, ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানি।
হিত্বান কামানি যথোধিকানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪৭. সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং, অপ্পস্সাদো দুকখমেত্থ ভিয্যো।
গলো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা[১], একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : এই মিলন ক্ষণিক সুখদায়ী, অল্প আস্বাদসম্পন্ন তবে অনাগতে অতিমাত্রায় দুঃখ প্রদায়ী; বন্ধন বিশেষ। জ্ঞানী ইহা জ্ঞাত হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ করে।

সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যন্তি। মিলন, অনুরাগ, স্পর্শ, সংলগ্ন, বন্ধন এগুলো পঞ্চ কামগুণের অধিবচন। অল্পসুখ সম্বন্ধে ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, এ জগতে পাঁচ প্রকার কামগুণ বিদ্যমান। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয় এবং কামগুণ সম্বন্ধযুক্ত। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ ইষ্ট ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ ইষ্ট ... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস ... কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয় এবং কামগুণ সম্বন্ধযুক্ত। হে

---

[১] [মুতীমা (সু. নি. ৬১)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, এগুলো পঞ্চ কামগুণ। এই পঞ্চ কামগুণের প্রত্যয়ে যে সুখ, সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, সেটাকে বলা হয় কামসুখ। এই কামসুখ অল্প, সামান্য, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য, কিঞ্চিৎ। এ অর্থে—এই মিলন ক্ষণিক সুখদায়ী (সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং)।

অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যোতি। অল্প আস্বাদযুক্ত কাম সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন—এ কামে বহু দুঃখ, বহু হা-হুতাশ এবং অত্যধিক উপদ্রব বিদ্যমান। কাম অস্থিকঙ্কাল সদৃশ, (সর্ব সাধারণের পরিভোগ্য বলে কাম) মাংসপেশী তুল্য, (তেজেই দগ্ধ করে বলে) তৃণ-মশাল সদৃশ, (মহাতাপ প্রদান করে বলে) অঙ্গার গর্ত ন্যায়, (ক্ষণিক সুখ প্রদান করে বলে) স্বপ্ন তুল্য, (যখন-তখন চরিতার্থ করতে হয় বলে) যাচকের সদৃশ, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল করণার্থে) বৃক্ষফল সম, (অনুরাগে উত্তেজিত করে বলে) অসি-শেল সদৃশ, (কাম-বাণে বিদ্ধ করে বলে) শক্তি-শেল তুল্য, (বিপজ্জনক বলে) সর্পশির সদৃশ। এরূপে ভগবান কামে বহুদুঃখ, বহু হা-হুতাশ ও বহু উপদ্রপ বিদ্যমান বলেছেন। এ অর্থে—কাম অল্পস্বাদযুক্ত, বহু দুঃখপ্রদায়ী (অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যো)।

গণ্ডো এসো ইতি ঞত্বা মতিমাতি। “বন্ধন” বলতে অনুরাগ, স্পর্শ, সংলগ্ন, সংযোগ, বন্ধনী—এগুলো পঞ্চ কামগুণের অধিবচন। “ইহা” (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদের পূর্ণতা বা উপসর্গ, অক্ষর সম্বন্ধ বিশেষ এবং শব্দের পর্যানুক্রম। এ অর্থে—ইহা (ইতীতি)। “জ্ঞানী” (**মতিমা**তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও মেধাবী। **গণ্ডো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা**তি। জ্ঞানী মিলন, অনুরাগ, স্পর্শ, সংলগ্ন, সংযোগ, বন্ধন জ্ঞাত হয়ে, জেনে, বিবেচনা করে, বিচার করে, নিরূপণ করে, নির্ণয় করে। এ অর্থে—গণ্ডো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

“সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং, অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যো।
গণ্ডো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো”তি॥

১৪৮. সন্দালযিত্বান সংযোজনানি, জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারী।
অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : জলে বিচরণরত মৎস্য যেমন জাল ভেদ করে পুনরায় জালের মধ্যে এবং অগ্নি দগ্ধস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না; তেমনি সকল সংযোজন ধ্বংস করে খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

সন্দালযিত্বান সংযোজনানীতি। “সংযোজন” (সংযোজনানি) বলতে দশ প্রকার সংযোজন। যথা : কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন, মান সংযোজন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাদৃষ্টি সংযোজন, বিচিকিৎসা সংযোজন, শীলব্রত-পরামর্শ সংযোজন, ভবরাগ সংযোজন, ঈর্ষা সংযোজন, মাৎসর্য সংযোজন, অবিদ্যা সংযোজন। "সংযোজন ধ্বংস করে" (**সন্দালযিত্বান সংযোজনানী**তি) বলতে দশ প্রকার সংযোজন বিদীর্ণ, ধ্বংস, ত্যাগ, পরিত্যাগ, বিনাশ, সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি করে। এ অর্থে—সকল সংযোজন ধ্বংস করে (সন্দালযিত্বান সংযোজনানি)।

জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারীতি। সূতার জালকে জাল বলা হয়। সলিলকে জল বলা হয়। (জলচারী) মাছকে মৎস্য বলা হয়। মৎস্য যেমন জাল ভেদ, বিদীর্ণ, ছেদন, ছিদ্র করে এবং ছিঁড়ে ফেলে বিচরণ করে, ঘুরে বেড়ায়, অবস্থান করে, বাস করে, যাপন করে। এভাবে জাল দুই প্রকার। যথা : তৃষ্ণাজাল ও মিথ্যাদৃষ্টিজাল ... ইহা তৃষ্ণাজাল ... ইহা মিথ্যাদৃষ্টিজাল। পচ্চেক বুদ্ধের তৃষ্ণাজাল প্রহীন, মিথ্যাদৃষ্টিজাল পরিত্যক্ত। তৃষ্ণাজাল প্রহীনকালে, মিথ্যাদৃষ্টিজাল পরিত্যাগকালে সেই পচ্চেক বুদ্ধ রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, ধর্মে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতে, সমস্ত ধর্মে আসক্ত হন না, অনুরক্ত হন না, আবদ্ধ হন না, সংলগ্ন হন না। বরং সেসব হতে নিষ্ক্রান্ত হন, নির্গত হন, বিমুক্ত হন, অজ্ঞাত এবং মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—জলে বিচরণরত মৎস্য জাল ভেদ করে (জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারী)।

অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানোতি। যেমন অগ্নি যে তৃণ-কাষ্ঠ দগ্ধ করে চলে যায়, সেখানে আর প্রত্যাবর্তন করে না; ঠিক একইভাবে পচ্চেক বুদ্ধগণের স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সেই ক্লেশ পুনর্বার আগমন করে না, এগিয়ে আসে না, ফিরে আসে না। সকৃদাগামীমার্গের ... অনাগামীমার্গের ... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সেই ক্লেশ পুনর্বার আগমন করে না, এগিয়ে আসে না, ফিরে আসে না। এ অর্থে—অগ্নি দগ্ধস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না, খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"সন্দালযিত্বান সংযোজনানি, জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারী।
অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪৯. ওক্খিত্তচক্খু ন চ পাদলোলো, গুত্তিন্দ্রিযো রক্খিতমানসানো।
অনৰস্সুতো অপরিডযহমানো[১], একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সংযতচক্ষু, পদ বা ভ্রমণ অলোলুপ ও ইন্দ্রিয়সমূহে সুরক্ষিত,

[১] [অপরিদযহমানো (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাসক্ত এবং মনস্তাপহীন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলোতি। কীভাবে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু চক্ষুলোলুপ ও চক্ষুলোলুপতায় সমন্বিত হয়। অদৃষ্টকে দর্শন করা, দৃষ্টকে অতিক্রম করা উচিত মনে করে বিহার হতে বিহারে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে, জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘভ্রমণ, উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে নিয়োজিত হয়। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

অথবা, ভিক্ষু কুটিরের ভেতর ও রাজপথে চলার সময় অসংযতভাবে গমন করে। হস্তি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক সৈন্য, কুমার, কুমারী, স্ত্রী, পুরুষ, বাজার, ঘরমুখ বা গৃহের সম্মুখদিক, ঊর্ধ্বদিক, নিম্নদিক অবলোকন তথা এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে করে চলে। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

পুনরায়, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা দর্শন করে রূপে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য ও অকুশল পাপধর্ম অনুস্রাবিত হয়; তা সংবরণের জন্য উপায় অবলম্বন করে না। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করে না, বরং চক্ষেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন করে অবস্থান করে—নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান (ইতিহাস), হস্তশব্দ (হস্ত দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত), চারণ সঙ্গীত, কুম্ভথূন (এক প্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা), রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট (সোভনকং), চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল, (হাত-পা) ধোবন দৃশ্য, হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, ছাগলযুদ্ধ, ভেড়াযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), সৈন্যদলের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ (উয্যোধিকং), সৈন্যদলের সাজসজ্জা, সেনাব্যূহ, সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

কীভাবে নিম্ন দৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু চক্ষু অলোলুপ ও চক্ষু অলোলুপতায় সমন্বিত হয়। অদৃষ্টকে দর্শন না করা, দৃষ্টকে অতিক্রম না করা উচিত মনে করে বিহার হতে বিহারে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে, জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘভ্রমণ, উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে নিয়োজিত হয় না। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

অথবা, ভিক্ষু কুটিরের ভেতর ও রাজপথে চলার সময় সংযতভাবে গমন করে। হস্তি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক সৈন্য, কুমার, কুমারী, স্ত্রী, পুরুষ, বাজার, ঘরমুখ বা গৃহের সম্মুখদিক, ঊর্ধ্বদিক, নিম্নদিক অবলোকন না করে তথা এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে চলে না। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনরায়, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা দর্শন করে রূপে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয় না; তা সংবরণের জন্য উপায় অবলম্বন করে। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করে আর চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযত হয়। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন না করে অবস্থান করে। যেমন, নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান (ইতিহাস), হস্তশব্দ (হস্ত দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত), চারণ সঙ্গীত, কুম্ভথূন (এক প্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা), রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট (সোভনকং), চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল, (হাত-পা) ধোবন দৃশ্য, হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, ছাগলযুদ্ধ, ভেড়াযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), সৈন্যদলের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ (উয্যোধিকং), সৈন্যদলের সাজসজ্জা, সেনাব্যূহ, সৈন্য পরিদর্শন না করে। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

ন চ পাদলোলোতি। কীভাবে ভ্রমণলোলুপ হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পদ বা ভ্রমণলোলুপ ও ভ্রমণলোলুপতা সমন্বিত হয়। তারা বিহার হতে বিহারে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে, জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘ ভ্রমণ, উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে নিয়োজিত হয়। এরূপে ভ্রমণলোলুপ হয়।

অথবা, ভিক্ষু কুটিরের ভেতর ও সংঘারামে ভ্রমণলোলুপ, ভ্রমণলোলুপতায় সমন্বিত হয়। প্রয়োজন, কারণ ব্যতিরেকে চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বশে পরিবেণ হতে পরিবেণে গমন করে, বিহার হতে বিহারে গমন করে, অড্ঢযোগ (অর্ধেক ছাদ দেওয়া প্রাসাদ) হতে অড্ঢযোগে গমন করে, প্রাসাদ হতে প্রাসাদে গমন করে, বৃহৎ অট্টালিকা হতে বৃহৎ অট্টালিকায় গমন করে, গুহা হতে গুহায় গমন করে, পর্বত গুহা হতে পর্বত গুহায় গমন করে, কুটির হতে কুটিরে গমন করে, কূটাগার (পর্ণশালা) হতে কূটাগারে গমন করে। অট্ট (উঁচু গৃহ সদৃশ মাচান) হতে অট্টায় গমন করে, তাবু হতে তাবুতে গমন করে, পর্ণকুটির হতে পর্ণকুটিরে গমন করে, উপস্থানশালা (সভাগৃহ) হতে উপস্থাশালা গমন করে, গোলাকার পদমণ্ডপ হতে গোলাকার পদমণ্ডপে গমন করে, বৃক্ষমূল হতে বৃক্ষমূলে গমন করে। যেখানে ভিক্ষুগণ উপবেশন করেন, তথায় গমন করে, একজনের সাথে দুইজন হয়, দুইজনের সাথে তিনজন হয়, তিনজনের সাথে চতুর্থজন হয়। সেখানে তাদের সাথে বহু সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করে; যেমন : রাজা কথা, চোর কথা, মহামাত্য কথা, সেনা কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, অন্ন কথা, পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, যান কথা, শয়নাসন কথা, মালা কথা, সুগন্ধি দ্রব্যাদি কথা, জ্ঞাতি কথা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপদ কথা, স্ত্রীলোক কথা, যোদ্ধার কথা, রাজপথ কথা, কূপ কথা, প্রেত কথা, মিথ্যাগল্প কথা, লোক সম্বন্ধে কথা, সমুদ্র সম্বন্ধীয় কথা, ভবাভবের কথা। এরূপে ভ্রমণ লোলুপ হয়।

ন চ পাদলোলোতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ ভ্রমণলোলুপ হতে বর্জিত, বিরত, প্রতিবিরত, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধারকৃত ও মুক্ত। অন্যদিকে নির্জনপ্রিয়, নির্জনরত, আধ্যাত্মিক শান্তিযুক্ত, অবিনষ্ট বিদর্শনে সমন্বিত, নির্জনে অভিরমিত, ধ্যানী, ধ্যানেরত, একাগ্রতা চিত্তযুক্ত এবং আদর্শ গুরু। এ অর্থে—নিম্ন দৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু, ভ্রমণ অলোলুপ (ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলো)।

গুত্তিন্দ্রিযো রক্খিতমানসানোতি। "সংযত ইন্দ্রিয়" (**গুত্তিন্দ্রিযো**তি) বলতে সেই পচ্চেক বুদ্ধ চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয় না। কারণ, তিনি তা সংবরণের উপায় অবলম্বন করেন, চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষেন্দ্রিয় সংযত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী ... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ পেয়ে নিমিত্তগ্রাহী ... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদ করে নিমিত্তগ্রাহী ... কায় দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী ... মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে-কারণে মন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয় না। কারণ তিনি তা সংবরণের উপায় অবলম্বন করেন, মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মন-ইন্দ্রিয় সংযত করেন। "রক্ষা করে" (**রক্খিতমানসানো**তি) বলতে সংযত করা। এ অর্থে—ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত কর (গুত্তিন্দ্রিযো রক্খিতমানসানো)।

অনৰস্সুতো পরিডযহমানোতি। আয়ুষ্মান মহামোদ্‌গল্যায়ন স্থবির কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "বন্ধুগণ, আমি আপনাদেরকে আসক্ত পর্যায় ও অনাসক্ত পর্যায় সম্বন্ধে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহামোদ্‌গল্যায়নকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান মোদ্‌গল্যায়ন এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, কীরূপে আসক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহী প্রিয়রূপে অনুরক্ত হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়; কায়গতানুস্মৃতি উপস্থিত না হওয়ায় লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে কর্ণগ্রাহী প্রিয়শব্দে ... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ পেয়ে ... জিহ্বা দ্বারা রসানুভব করে ... কায় দ্বারা স্পর্শ করে ... মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে মনগ্রাহী মনোজ্ঞ বিষয়ে অনুরক্ত হয়, অমনোজ্ঞ বিষয়ে বিরক্ত হয়; কায়গতানুস্মৃতি উপস্থিত না হওয়ায় লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে আসক্ত, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে আসক্ত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধে আসক্ত, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসে আসক্ত, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যে আসক্ত ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্মে আসক্ত। বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে। শ্রোত্রপথে মার ... ঘ্রাণপথে মার ... জিহ্বাপথে মার ... কায়পথে মার ... মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে।

বন্ধুগণ, মনে করুন; শুষ্ক, নীরস ও বছরাধিক কাল পুরানো নলাগার (নলখাগড়া দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা), তৃণাগার (তৃণ দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা)। যদি পূর্বদিক হতে কোনো একজন পুরুষ তৃণের মশাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে অগ্নি সেই পর্ণশালা দগ্ধ করে দিতে সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে। যদি পশ্চিম দিক হতে ... গ্রহণ করে । যদি উত্তর দিক হতে ... গ্রহণ করে। যদি দক্ষিণ দিক হতে ... গ্রহণ করে। যদি নিম্নদিক হতে ... গ্রহণ করে। যদি উর্ধ্বদিক হতে ... গ্রহণ করে। যদি যেকোনো দিক হতে ... গ্রহণ করে। বন্ধুগণ, অনুরূপভাবে ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে। যদি শ্রোত্রপথে ... ঘ্রাণপথে ... জিহ্বাপথে ... কায়পথে ... মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে।

বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে রূপেই পরাজিত করে, ভিক্ষু রূপকে পরাজিত করে না (বা করতে পারে না), শব্দেই পরাজিত করে, ভিক্ষু শব্দকে পরাজিত করতে পারে না; গন্ধেই পরাজিত করে, ভিক্ষু গন্ধকে পরাজিত করতে পারে না; রসেই পরাজিত করে, ভিক্ষু রসকে পরাজিত করতে পারে না; স্প্রষ্টব্যেই পরাজিত করে, ভিক্ষু স্প্রষ্টব্যকে পরাজিত করতে পারে না; ধর্মেই পরাজিত করে, ভিক্ষু ধর্মকে পরাজিত করতে পারে না। ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু রূপে পরাজিত, শব্দে পরাজিত, গন্ধে পরাজিত, রসে পরাজিত, স্প্রষ্টব্যে পরাজিত, ধর্মে পরাজিত, পরাভূত, অবিজয়ী (বা বিজিত), সংক্লেশকর, দুঃখ প্রদানকারী, মর্মপীড়ক এবং ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণধর্মী অকুশল পাপকর্ম কর্তৃক পরাজিত। বন্ধুগণ, এরূপে আসক্ত হয়।

বন্ধুগণ, কীরূপে অনাসক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহী প্রিয়রূপে অনুরক্ত হয় না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয় না; কায়গতানুস্মৃতি উপস্থিত হওয়ায় অপ্রমেয়চেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে কর্ণগ্রাহী প্রিয়শব্দে ... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ পেয়ে ... জিহ্বা দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রসানুভব করে ... কায় দ্বারা স্পর্শ করে ... মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে মনগ্রাহী মনোজ্ঞ বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, অমনোজ্ঞ বিষয়ে বিরক্ত হয় না; কায়গতানুস্মৃতি উপস্থিত হওয়ায় অপ্রমেয়চেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে অনাসক্ত, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে অনাসক্ত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধে অনাসক্ত, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসে অনাসক্ত, কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্যে অনাসক্ত ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্মে অনাসক্ত। বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত হয় না, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না। শ্রোত্রপথে মার ... ঘ্রাণপথে মার ... জিহ্বাপথে মার ... কায়পথে মার ... মনোপথে মার উপস্থিত হয় না, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না।

বন্ধুগণ, মনে করুন; শুষ্ক, নীরস ও বছরাধিককাল পুরানো নলাগার (নলখাগড়া দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা), তৃণাগার (তৃণ দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা)। যদি পূর্বদিক হতে কোনো পুরুষ তৃণের মশাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় না, তাহলে অগ্নি সেই পর্ণশালা দগ্ধ করে দিতে সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না। যদি পশ্চিম দিক হতে ... গ্রহণ করে না। যদি উত্তর দিক হতে ... গ্রহণ করে না। যদি দক্ষিণ দিক হতে ... গ্রহণ করে না। যদি নিম্নদিক হতে ... গ্রহণ করে না। যদি ঊর্ধ্বদিক হতে ... গ্রহণ করে না। যদি যেকোনো দিক হতে ... গ্রহণ করে না। বন্ধুগণ, অনুরূপভাবে ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত না হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না। যদি শ্রোত্রপথে ... ঘ্রাণপথে ... জিহ্বাপথে ... কায়পথে ... মনোপথে মার উপস্থিত না হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না।

বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে রূপে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই রূপকে পরাজিত করে; শব্দে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই শব্দকে পরাজিত করে; গন্ধে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই গন্ধকে পরাজিত করে; রসে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই রসকে পরাজিত করে; স্পৃষ্টব্যে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই স্পৃষ্টব্যকে পরাজিত করে; ধর্মে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই ধর্মকে পরাজিত করে। ইহাকে বলা হয়—রূপ পরাজিত, শব্দ পরাজিত, গন্ধ পরাজিত, রস পরাজিত, স্প্রষ্টব্য পরাজিত, ধর্ম পরাজিত, পরাভূত, অবিজয়ী (বা বিজিত); অসংক্লেশকর, দুঃখ অপ্রদানকারী, অমর্মপীড়ক এবং ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণধর্মী অকুশল পাপকর্মসমূহ পরাজিত। বন্ধুগণ, এরূপে অনাসক্ত হয়—অনৰস্সুতো।

অপরিডযহমানোতি। রাগ ক্ষয়ের দ্বারা মনস্তাপ প্রহীন, দ্বেষ ক্ষয়ের দ্বারা মনস্তাপ প্রহীন, মোহ ক্ষয়ের দ্বারা মনস্তাপ প্রহীন। এ অর্থে—অনাসক্ত মনস্তাপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রহীন হয়ে খড়ুগবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর (অনৰস্সুতো অপরিডযহমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলো, গুত্তিন্দ্রিযো রকিখতমানসানো।
অনৰস্সুতো অপরিডযহমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫০. ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকো।
কাসাযৰত্থো অভিনিকখমিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পত্রহীন পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে কাষায়বস্ত্র পরিধান করে গৃহ হতে নিষ্ক্রমণপূর্বক খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানীতি। চুল, দাঁড়ি (শ্মশ্রু), ফুলের মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপন (প্রসাধন সামগ্রী), অলংকার, রত্ন-আভরণ, বস্ত্র, নুপূর, পাগড়ি বা টুপি, প্রত্যঙ্গ মার্জন সামগ্রী, অঙ্গ মার্জন সামগ্রী, অঙ্গমর্দন, স্নানকার্য, সাবান দ্বারা চুল ও মাথা ধৌতকরণ, আয়না, কাজল (মসৃণ কালোবর্ণের অঞ্জন), মাল্য-সুগন্ধ ব্যবহার, মুখে লাগাবার চূর্ণ বা পাউডার, মুখলেপন বা মুখের প্রসাধন, খাড়ু, ঝুঁটিবন্ধন বা পাগুক্লিপ, বেত্রদণ্ড, শরযষ্টি (হস্তির কর্ণ বিদ্ধ করার অস্ত্র বিশেষ), তলোয়ার, রং-বেরঙের ছাতা, বিচিত্র বর্ণ জুতা, রাজমুকুট, মণি ও চামড়ার তৈরী পাখা, শ্বেতবস্ত্র, লম্বা লম্বা সুতা—এগুলোকে বলা গৃহী লক্ষণ। "গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে" (ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি) বলতে গৃহীলক্ষণ পরিত্যাগ, নিক্ষেপ, অপনোদন ও অপসারিত করে। এ অর্থে—গৃহী লক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে (ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি)।

সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকোতি। যেমন পরিজাত, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের ছায়া প্রদানকারী বহু পত্র-পল্লব পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এমনিভাবে পচ্চেক বুদ্ধ গৃহীবেশ পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণ অষ্টপরিষ্কার তথা চীবর, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করেন। এ অর্থে—যেমন পরিজাত বৃক্ষের পত্র ছিন্ন হয় (সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকো)।

কাসাযৰত্থো অভিনিকখমিত্বাতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ গৃহবাস বন্ধন, পুত্র-কন্যা বন্ধন, জ্ঞাতি বন্ধন, বন্ধু বন্ধন তথা সমস্ত কিছুই ছিন্ন করে কেশ শ্মশ্রু ছেদন ও কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তভাবে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন-যাপন করেন। এ অর্থে—কাষায়বস্ত্র পরিধান করে গৃহ নিষ্ক্রান্তপূর্বক, খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (কাসাযৰত্থো অভিনিকখমিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকো।
কাসাযৰত্থো অভিনিকখমিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

[তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত]

চতুর্থ বর্গ

**১৫১. রসেসু গেধং অকরং অলোলো, অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী।
কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : আত্মপোষণকারী, সপাদানচারীক হয়ে সুস্বাদু রস বা আহারে লোভ উৎপন্ন না করে লোভহীন হয়ে গৃহীকুলের প্রতি অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

রসেসু গেধং অকরং অলোলোতি। "রস" (**রসোতি**) বলতে মূলরস, স্কন্ধরস, চর্মরস, পত্ররস, পুষ্পরস, ফলরস; অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু, লবণ, ক্ষারক, টক, কষা, উত্তম, হীন, শীতল, উষ্ণ। এই জগতে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রসে আসক্ত। তারা জিহ্বাগ্র দ্বারা রস আস্বাদনের জন্য এদিক-সেদিক বিচরণ করে। তারা অম্লযুক্ত রস লাভ করে অম্লহীন রস অনুসন্ধান করে, অম্লহীন রস লাভ করে অম্লযুক্ত রস অনুসন্ধান করে, মধুর রস লাভ করে অমধুর রস অনুসন্ধান করে, অমধুর রস লাভ করে মধুর রস অন্বেষণ করে, তিক্ত রস লাভ করে অতিক্ত রস অন্বেষণ করে, অতিক্ত রস লাভ করে তিক্ত রস অন্বেষণ করে, কটু রস লাভ করে অকটু রস অন্বেষণ করে, অকটু রস লাভ করে কটু রস অন্বেষণ করে, লবণাক্ত রস লাভ করে অলবণাক্ত রস অন্বেষণ করে, অলবণাক্ত রস লাভ করে লবণাক্ত রস অন্বেষণ করে, ক্ষারযুক্ত রস লাভ করে ক্ষারহীন রস অন্বেষণ করে, ক্ষারহীন রস লাভ করে ক্ষারযুক্ত রস অন্বেষণ করে, কষাযুক্ত রস লাভ করে কষাহীন রস অন্বেষণ করে, কষাহীন রস লাভ করে কষাযুক্ত রস অন্বেষণ করে, টকযুক্ত রস লাভ করে টকহীন রস অন্বেষণ করে, টকহীন রস লাভ করে টকযুক্ত রস অন্বেষণ করে, উত্তম রস লাভ করে হীন রস অন্বেষণ করে, হীন রস লাভ করে উত্তম রস অন্বেষণ করে, শীতল রস লাভ করে উষ্ণ রস অন্বেষণ করে, উষ্ণ রস লাভ করে শীতল রস অন্বেষণ করে। তারা যা লাভ করে তাতে সন্তুষ্ট হয় না, আরও অন্য কিছু অন্বেষণ করে। মনোজ্ঞ রসে আসক্ত, অনুরক্ত, অভিলাষিত, আকাঙ্ক্ষিত, লুব্ধ, ঈপ্সিত, লগ্ন, সংলগ্ন হয়। পচ্চেক সম্বুদ্ধের সেই রসতৃষ্ণা প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তাই সেই পচ্চেক বুদ্ধ মনোযোগ, স্মৃতিসহকারে আহার ভোজন করেন—"ক্রীড়ার জন্য নয়, মর্দনের জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নয়; শুধুমাত্র এ কায়ের স্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থে জীবন রক্ষার জন্য এ আহার পরিভোগ করছি। ইহা পুরাতন বেদনা ধ্বংস করে, নতুন বেদনা উৎপন্ন করে না, আমি যাতে অনবদ্য ও সুখে অবস্থান করতে পারি তাই এ আহার পরিভোগ করছি।”

যেমন ব্রণে মলম লাগায়, তা উপশমের জন্য, চাকায় তেল দেয় বোঝা নিয়ে যাবার জন্য, পুত্রমাংস আহার করে কান্তার পার করার জন্য। এভাবেই সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ মনোযোগ, স্মৃতিসহকারে আহার ভোজন করেন—“ক্রীড়ার জন্য নয়, মর্দনের জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য নয়; শুধুমাত্র এ কায়ের স্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থে জীবন রক্ষার জন্য এ আহার পরিভোগ করছি। ইহা পুরাতন বেদনা ধ্বংস করে, নতুন বেদনা উৎপন্ন করে না, আমি যাতে অনবদ্য ও সুখে অবস্থান করতে পারি তাই এ আহার পরিভোগ করছি।” রসতৃষ্ণা হতে বিরত, বর্জিত, পরিত্যক্ত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—রসেসু গেধং অকরং।

অলোলোতি। লোলুপ বলতে তৃষ্ণা। যা রাগ, সারাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই লোলুপ, তৃষ্ণা পচ্চেক সম্বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী হয়। তাই পচ্চেক সম্বুদ্ধ লোভহীন—রসেসু গেধং অকরং অলোলো।

অনঞ্ঞপোসী সপদানচারীতি **অনঞ্ঞপোসী**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ নিজেকে নিজে পোষণ করেন, অন্যকে নয়।

অনঞ্ঞপোসিমঞ্ঞাতং, দন্তং সারে পতিট্ঠিতং[১]।
খীণাসৰং ৰন্তদোসং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণন্তি॥

অনুবাদ : আত্মপোষণকারী জ্ঞানী, দান্ত, সারে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষীণাস্রব, দ্বেষত্যক্ত; তাই তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অনঞ্ঞপোসী সপদানচারীতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান করে পাত্র গ্রহণ করে রক্ষিত কায়-বাক-মনে এবং চিত্তকে স্মৃতিতে উপস্থাপিত করে সংযত ইন্দ্রিয়ে পিণ্ড লাভের জন্য গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করেন। সংযতচক্ষু, ঈর্যাপথসম্পন্ন হয়ে গৃহ হতে গৃহে পিণ্ডার্থে বিচরণ করেন। এ অর্থে—অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী।

কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তোতি। দুইভাবে প্রতিবদ্ধচিত্ত বা আসক্তি চিত্তসম্পন্ন হয়। নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। কীভাবে নিজেকে

[১] [সারেসু সুপতিট্ঠিতং (স্যা. ক.) পস্স উদা. ৬]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিচে স্থাপন করে অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আপনারা আমার বহু উপকারী, আমি আপনাদের কাছে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি লাভ করি। অন্যেরা আমাকে কিছু দিক বা না দিক আপনাদের আশ্রয়, সহানুভূতি আমি লাভ করি। আমার যে মাতাপিতা, নাম গোত্র; তা সবই অন্তর্হিত হয়েছে। আমি আপনাদের এরূপ মনে করি—অমুক আমার কুলোপাসক, অমুকা আমার কুলোপাসিকা। এভাবে নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উপরে স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়।

কীভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নীচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আমি আপনাদের বহু উপকারী, আমার নিকট এসে আপনারা বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ, সংঘের শরণ নিতে পারছেন। আমি আপনাদের প্রাণীহত্যা বিরতি, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরতি, মিথ্যাকামাচার বিরতি, মিথ্যাবাক্য বিরতি, সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন বিরতির শিক্ষাপদ প্রদান করি; উদ্দেশ, প্রশ্নের উত্তর বলে দিই, উপোসথ ব্যাখ্যা করি, নবকর্ম অধিষ্ঠান করি। তবুও আপনারা আমাকে ছেড়ে অন্যকে সৎকার করেন, গৌরব করেন, মান্য করেন, পূজা করেন। এভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়।

কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তোতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ কুল-অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, গণ-অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, আবাস-অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, চীবর-অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, পিণ্ডপাত-অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, শয্যাসন-অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন। এ অর্থে—কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"রসেসু গেধং অকরং অলোলো, অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী।
কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫২. পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসো, উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে।
অনিস্সিতো ছেত্ব[১] সিনেহদোসং[২], একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : চিত্তের পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করে, সমস্ত উপক্লেশ বর্জন করে, স্নেহ, দ্বেষে অনিশ্রিত হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসোতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ কামচ্ছন্দ নীবরণ ত্যাগ

---

১ [ছেত্বা (স্যা. ক.)]

২ [স্নেহদোসং (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, পরিহার করেন, ধ্বংস করেন। ব্যাপাদ নীবরণ ... স্ত্যনমিদ্ধ নীবরণ ... ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ ... বিচিকিৎসা নীবরণ ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, পরিহার করেন, ধ্বংস করেন। কাম, অকুশলধর্মসমূহ বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি সুখজনিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসো।

উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বেতি। রাগ চিত্তের উপক্লেশ, দ্বেষ ... মোহ ... ক্রোধ ... সব অকুশল অভিসংস্কার চিত্তের উপক্লেশ। **উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে**তি। চিত্তের সমস্ত উপক্লেশ বর্জন, পরিহার, ত্যাগ, অপনোদন, পরিত্যাগ, ধ্বংস করেন—উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে।

অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসন্তি। অনিস্সিতোতি। দুই প্রকার নিশ্রয়। যথা : তৃষ্ণানিশ্রয়, দৃষ্টিনিশ্রয় ... ইহাই তৃষ্ণানিশ্রয় ... ইহাই দৃষ্টিনিশ্রয়। **সিনেহোতি**। দু'প্রকার স্নেহ; যথা : তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ ... ইহা তৃষ্ণাস্নেহ ... ইহা দৃষ্টিস্নেহ। "দ্বেষ" (**দোসো**) বলতে চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, কোপন, প্রকোপন, কোপনস্বভাব, দোষ, প্রদোষ, পাপাচার, বিশৃঙ্খল মেজাজ, বিদ্বেষ, ক্রোধ, উত্তেজনা, ক্রুদ্ধভাব, দ্বেষ, প্রদোষ, প্রদুষ্টভাব, উদ্বিগ্নতা, উদ্বেগ, ঈর্ষাপরায়ণতা, চণ্ডতা, অসুরতা এবং চিত্তের দুঃখভাব। **অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসন্তি**। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ ও দ্বেষ ছিন্ন, উচ্ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, পরিত্যাগ, অপনোদন, পরিহার, ধ্বংস করে চক্ষুতে অনিশ্রিত, শ্রোত্রে অনিশ্রিত ... দৃষ্ট—শ্রুত–মুত-বিজ্ঞাত ধর্মে অনিশ্রিত, অসংলগ্ন, অনুপগত, অননুরক্ত, অনধিমুক্ত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসো,
উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে।
অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসং,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৩. ৰিপিট্ঠিকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সং।
লদ্ধানুপেকখং সমথং ৰিসুদ্ধং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পূর্বের সমস্ত সুখ-দুঃখ এবং সৌমনস্য-দৌর্মনস্য বর্জনপূর্বক উপেক্ষা, উপশান্ত, বিশুদ্ধি লাভ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

ৰিপিট্ঠিকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সন্তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ সুখ প্রহীন, দুঃখ প্রহীন, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তগমন করে অদুঃখ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসুখ, উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। এ অর্থে—ৰিপিটিঠকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সং।

লদ্ধানুপেকখং সমথং ৰিসুদ্ধন্তি। "উপেক্ষা" (**উপেকখাতি**) বলতে চতুর্থ ধ্যানে যে উপেক্ষা, উপেক্ষণ, উদাসীনতা, চিত্তপ্রসন্নতা ও চিত্তের মধ্যস্থতা। "উপশান্ত" (**সমথোতি**) বলতে যা চিত্তের স্থিতি, স্থিরতা, অবস্থিতি, সমাবস্থা, অবিক্ষেপ, স্থিরমন্যতা, শমথ বা উপশান্ত, সমাধিন্দ্রিয়, সমাধিবল ও সম্যক সমাধি। চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা এবং উপশান্ত, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, নির্দোষ, উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, আনেঞ্জপ্রাপ্ত হয়। **লদ্ধানুপেকখং সমথং ৰিসুদ্ধন্তি**। চতুর্থ ধ্যানের উপেক্ষা এবং উপশান্ত লাভ করে, লব্ধ, প্রাপ্ত এবং প্রতিলব্ধ হয়। এ অর্থে—লদ্ধানুপেকখং সমথং ৰিসুদ্ধং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"ৰিপিটিঠকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সং।
লদ্ধানুপেকখং সমথং ৰিসুদ্ধং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

**১৫৪. আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযা, অলীনচিত্তো অকুসীতৰুত্তি।
দল্হনিক্কমো থামবলূপপন্নো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : পরমার্থ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য, অলীনচিত্তসম্পন্ন (কলুষমুক্ত চিত্তসম্পন্ন), কঠোর উদ্যোগী, দৃঢ়, পরাক্রমী হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযাতি। পরমার্থ বলতে অমৃত নির্বাণ। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। পরমার্থ প্রাপ্তি, লাভ, অধিগম, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণের জন্য আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করেন, অকুশলধর্মের প্রহীন, কুশলধর্মের সম্পাদনের জন্য উদ্যোগী, দৃঢ় পরাক্রমী এবং কুশলধর্মসমূহে অনিক্ষিপ্ত ধুর হয়—আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযা।

অলীনচিত্তো অকুসীতৰুত্তীতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন পাপ, অকুশলধর্মের অনুৎপাদনার্থে ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যম করেন, বীর্য উৎপাদন করেন এবং চিত্তকে সুদৃঢ় করেন। উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মের প্রহীনের জন্য ... অনুৎপন্ন কুশলধর্মের উৎপাদনের জন্য ... উৎপন্ন কুশলধর্মের স্থিতি, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, ভাবনায় পরিপূরণ করার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যম করেন, বীর্য উৎপাদন করেন এবং চিত্তকে সুদৃঢ় করেন—এরূপে অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন। অথবা "চামড়া, স্নায়ু, অস্থি যা হবে হোক, শরীরের রক্তমাংস শুকিয়ে যাক, পুরুষশক্তি, পুরুষবল, পুরুষবীর্য, পুরুষপরাক্রম দ্বারা যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা না পেয়ে বীর্যের বিরাম হবে না" এরূপে চিত্তকে সুদৃঢ় করেন। এভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

নাসিস্সং ন পিৱিস্সামি, ৱিহারতো ন নিকখমে।
নপি পস্সং নিপাতেস্সং, তণ্হাসল্লে অনূহতেতি॥

অনুবাদ : এস্থান ত্যাগ করব না, জলপান করব না, এখান হতে উঠব না যতক্ষণ পর্যন্ত তৃষ্ণাশৈল্য উৎপাটিত না হয়, তার ধ্বংস না দেখি।

এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চিত্ত আস্রব হতে বিমুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ পদ্মাসন ভগ্ন করব না" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চিত্ত আস্রব হতে বিমুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ আসন হতে উঠব না" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চিত্ত আস্রব হতে মুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ চঙ্ক্রমণ ত্যাগ করব না ... বিহারের বাইরে যাব না ... অড্‌ঢযোগ (অর্ধছাদযুক্ত বিহার বা আবাস) হতে নিষ্ক্রমণ করব না ... প্রাসাদ হতে বের হব না ... হর্ম্য প্রাসাদ (ইষ্টকাদি দিয়ে নির্মিত ভবন) হতে বের হবো না ... গুহা হতে ... পর্বত হতে ... কুঠির হতে ... ... কুটাগার হতে ... অট্টালিকা হতে ... তাবু হতে ... পর্ণকুঠির হতে ... উপস্থানশালা হতে বের হব না ... মণ্ডপ হতে চলে যাব না ... এবং বৃক্ষমূল ত্যাগ করব না" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"এই পূর্বাহ্ন সময়ে আমি আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"এই মধ্যাহ্ন সময়ে ... সায়াহ্ন সময়ে ... সকালে ... বিকালে ... প্রথম যামে ... মধ্যম যামে ... শেষযামে ... কৃষ্ণপক্ষে ... শুক্লপক্ষে ... বর্ষাকালে ... হেমন্তকালে ... গ্রীষ্মকালে ... প্রথম বয়সে ... মধ্যমবয়সে ... শেষবয়সে আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীনচিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

দল্‌হনিক্কমো থামবলূপপন্নোতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ কুশলধর্মসমূহে দৃঢ় সমাদান, অবস্থিত সমাধান হন, কায়সুচরিত, বাকসুচরিত, মনোসুচরিত, দান সংবিভাজনে, শীলসমাদানে, উপোসথে, উপবাসে, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানোচিত কর্ম সম্পাদনে, শ্রামণ্যতায়, ব্রাহ্মণ্যতায়, বয়োজ্যেষ্ঠজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে, অন্যতর অধিকুশল ধর্মসমূহে দৃঢ় হন—দল্‌হনিক্কমো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থামবলূপপন্নোতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ শক্তি, বল, বীর্য, পরাক্রম, প্রজ্ঞায় উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্নাগত হন—দল্হনিক্কমো থামবলূপপন্নো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযা, অলীনচিত্তো অকুসীতৰুত্তি।
দল্হনিক্কমো থামবলূপপন্নো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৫. পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানো, ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী।
আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসু, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : নির্জনে ধ্যান-সাধনায়রত, সর্বদা ধর্মে ধর্মানুচারী এবং ভবে আদীনব জ্ঞাত হয়ে, খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানোতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ নির্জনস্থানে রমিত হন, নির্জনরত হয়ে অধ্যাত্মে উপশান্ত চিত্তানুযুক্ত, ধ্যান অবর্জিত, বিদর্শনে সমন্বিত, অলঙ্কৃত, বর্ধিত; নির্জনস্থানে ধ্যানী, ধ্যানে রত, নির্জনতানুযুক্ত, এবং নির্জনস্থান গৌরব, সম্মানকরী। **ঝানমরিঞ্চমানো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ দুটি কারণে ধ্যান পরিত্যাগ করেন না। যথা : অনুৎপন্ন বা প্রথম ধ্যান উৎপাদনে যুক্ত, নিযুক্ত, সংযুক্ত, অভিনিবিষ্ট, সমাযুক্ত হয়ে; অনুৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান ... অনুৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান ... অনুৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান উৎপাদনে যুক্ত, নিযুক্ত, সংযুক্ত, অভিনিবিষ্ট, সমাযুক্ত হয়ে। এরূপে ধ্যান পরিত্যাগ করেন না।

অথবা, উৎপন্ন প্রথম ধ্যান অভ্যাস করে, ভাবনা করে, প্রসারিত করে; উৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান ... উৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান ... অনুৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান অভ্যাস করে, ভাবনা করে, প্রসারিত করে। এরূপে ধ্যান পরিত্যাগ করেন না। এ অর্থে—পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানো।

ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারীতি। ধর্ম বলতে চার প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। কী প্রকারে অনুধর্ম হয়? সম্যক প্রতিপদা, অপ্রতিকূল প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ, শীলের পরিপূর্ণতা, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ সুরক্ষিত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, জাগ্রত অবস্থা বা সতর্ক দৃষ্টি, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান—এগুলোকে বলা হয় অনুধর্ম। **ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী**তি। ধর্মেতে নিত্যকাল, ধ্রুবকাল, সতত, অনুক্ষণ, অবিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিকভাবে, ভূপৃষ্টে আছড়ে পড়া জলতরঙ্গের ন্যায় বিরামহীনভাবে, সকালে, বিকালে, (রাত্রির) প্রথম যামে, মধ্যম যামে, শেষ যামে, কৃষ্ণপক্ষে, শুক্লপক্ষে, বর্ষায়, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, প্রথম বয়সে, মধ্যম বয়সে, শেষ বয়সে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন-যাপন করেন—ধম্মেসু নিচ্চং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুধম্মচারী।

আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসূতি। "সকল সংস্কার অনিত্য" এই আদীনব ভবে স্পর্শিত, "সকল সংস্কার দুঃখ" ... "সকল ধর্ম অনাত্ম" ... "যা কিছু সমুদয়ধর্ম তা সকল নিরোধধর্ম" এই আদীনব ভবে স্পর্শিত—আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসু, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানো, ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী।
আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসু, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৬. তণ্হক্খযং পত্থযমপ্পমত্তো, অনেল়মূগো[১] সুতৰা সতীমা।
সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : তৃষ্ণাক্ষয়ে ইচ্ছুক অপ্রমত্ত, প্রজ্ঞাবান, শ্রুতবান, স্মৃতিমান, সঙ্খতধর্মী মার্গ-সমন্বিত ও উদ্যমশীল হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

তণ্হক্খযং পত্থযমপ্পমত্তোতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা ... ধর্মতৃষ্ণা। **তণ্হক্খযন্তি**। রাগক্ষয়, দোষক্ষয়, মোহক্ষয়, গতিক্ষয়, উৎপত্তিক্ষয়, প্রতিসন্ধিক্ষয়, ভবক্ষয়, সংসারক্ষয়, সংসার পরিভ্রমণক্ষয় (লাভের) প্রার্থনা, ইচ্ছা, যাচঞা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করে—তণ্হক্খযং পত্থযং। **অপ্পমত্তো**তি। সে পচ্চেক সম্বুদ্ধ উৎসাহী, অধ্যাবসায়ী ... কুশলধর্মসমূহে অপ্রমত্ত—তণ্হক্খযং পত্থযমপ্পমত্তো।

অনেল়মূগো সুতৰা সতীমাতি। **অনেল়মূগো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, নিপুণ, মেধাবী। "শ্রুতবান" (**সুতৰা**তি) বলতে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বহুশ্রুত, শ্রুতধর, শ্রুতি-আধার হন। যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, শেষে কল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনের উপযোগী; তাদৃশ ধর্মে বহুশ্রুত হন, পরিতুষ্ট, বাগ্মী, পরিচিত, মন সন্নিবিষ্ট ও সম্যক দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হন। **সতীমা**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ স্মৃতিমান, উত্তম স্মৃতি মনোযোগিতায় সমন্বিত চিরকৃত, চিরভাষিত, স্মরিত, অনুস্মরিত হন—অনেল়মূগো সুতৰা সতীমা।

সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰাতি। জ্ঞানকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন ... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। **সঙ্খাতধম্মো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ সঙ্খাতধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিবেচিতধর্ম, ব্যাখ্যাতধর্ম।

[১] [অনেলমূগো (স্যা. ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সকল সংস্কার অনিত্য" এটা (তাঁর) সঙ্খাতধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিবেচিতধর্ম, ব্যাখ্যাতধর্ম। "সকল সংস্কার দুঃখ" ... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তা সকল নিরোধধর্মী" এটা (তাঁর) সঙ্খাতধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিবেচিতধর্ম, ব্যাখ্যাতধর্ম। অথবা, পচ্চেক সম্বুদ্ধের স্কন্ধ নিক্ষিপ্ত, ধাতু নিক্ষিপ্ত, আয়তন নিক্ষিপ্ত, গতি নিক্ষিপ্ত, উৎপত্তি নিক্ষিপ্ত, প্রতিসন্ধি নিক্ষিপ্ত, ভব নিক্ষিপ্ত, সংসার নিক্ষিপ্ত, সংসার পরিভ্রমণ নিক্ষিপ্ত। অথবা, সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ স্কন্ধের শেষ সীমায় স্থিত, ধাতুর শেষ সীমায় স্থিত, আয়তনের শেষ সীমায় স্থিত, গতির শেষ সীমায় স্থিত, উৎপত্তির শেষ সীমায় স্থিত, প্রতিসন্ধির শেষ সীমায় স্থিত, ভবের শেষ সীমায় স্থিত, সংসারের শেষ সীমায় স্থিত, সংসার পরিভ্রমণের শেষ সীমায় স্থিত, সংস্কারের শেষ সীমায় স্থিত, অন্তিম ভবে স্থিত, অন্তিম সমুদয়ে স্থিত, অন্তিম দেহধারী পচ্চেক সম্বুদ্ধ।

তস্সাযং পচ্ছিমকো ভৰো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো[১], নত্থি তস্স পুনব্ভৰোতি॥

অনুবাদ : এটিই তার অন্তিম ভব, শেষ জন্ম; জাতি-জরা-মরণ-সংসার এবং পুনর্ভব তার আর নেই।

তার কারণ পচ্চেক সম্বুদ্ধ সঙ্খাতধর্ম। **নিযতোতি**। সম্যকপথ বলতে চারি প্রকার আর্যমার্গ। যা চারি আর্যমার্গ দ্বারা সমন্বিত। সম্যকপথ প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত, স্পর্শিত, সাক্ষাৎকৃত, উপনীত, সম্প্রাপ্ত—নিযামং। **পধানৰাতি**। প্রধান বলতে বীর্যকে বলা হয়।

চিত্তের বীর্যারম্ভ, উদ্যোগ, পরাক্রম, চেষ্টা, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, অধ্যবসায়, উদ্যম, শক্তি, ইচ্ছা, অশিথিল পরাক্রম, অদম্যছন্দ, সহনশীলতা, দৃঢ়তা, বীর্য, বীর্যেন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ এসব উদ্যমের দ্বারা অধিগত, সমাগত, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, অধিকৃত, সমুৎপন্ন, সমন্বিত। তদ্ধেতু সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ উদ্যমশীল—সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"তন্হক্খযং পত্থযমপ্পমত্তো, অনেলমূগো সুতৰা সতীমা।
সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৭. সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তো, ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানো।
পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানো[১], একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

---

[১] [জাতিজরামরণসংসারো (স্যা.) এৰমীদিসেসু ঠানেসু]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : সিংহ যেমন কোনো শব্দে বিচলিত হয় না, বাতাস যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, পদ্মফুল যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তোতি। যেমন পশুরাজ সিংহ শব্দে নির্ভয়, ভয়হীন, অনুত্রাসী, অনুৎকণ্ঠিত, নিরুদ্বেগ, নির্ভীক, অভীরু, নিঃশঙ্ক, ভয়ে লোমহর্ষণ হয় না, পলায়ন করে না, ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও শব্দে নির্ভয়, ভয়হীন, অনুত্রাসী, অনুৎকণ্ঠিত, নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বেগ, নির্ভীক, অভীরু, ভয়ে লোমহর্ষণ হন না, পলায়স করেন না, ভয়-ভৈরব প্রহীন, লোমহর্ষণহীন হয়ে অবস্থান করেন। এ অর্থে—সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তো।

ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানোতি। "বাতাস" (**ৰাতো**তি) বলতে পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, উত্তর দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দূষিত বাতাস, ময়লাযুক্ত বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, সামান্য বাতাস, অধিক বা প্রবল বাতাস, প্রলয়ঙ্করী বাতাস, পাখার বাতাস, সুপর্ণপক্ষীর বাতাস। তালপত্রে বাতাস, ব্যজনীর বাতাস। জাল বলতে সুতার জালকে বলা হয়। যেমন বাতাস জালের মধ্যে সংলগ্ন হয় না, বন্ধন হয় না, বধযোগ্য হয় না, দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকে না। জাল দুই প্রকার। যথা : তৃষ্ণাজাল ও দৃষ্টিজাল ... ইহাকে তৃষ্ণাজাল বলা হয় ... ইহাকে দৃষ্টিজাল বলা হয়। পচ্চেক সম্বুদ্ধের তৃষ্ণাজাল প্রহীন, দৃষ্টিজাল পরিত্যক্ত হয় বলে সে পচ্চেক সম্বুদ্ধ রূপে সংলগ্ন হন না, শব্দে সংলগ্ন হয় না ... দৃষ্টি-শ্রুত-মুত ও বিজ্ঞাত ধর্মে সংলগ্ন হন না, আবদ্ধ হন না, বধযোগ্য হন না, দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকেন না; বরং নিষ্ক্রান্ত, বর্জিত, মুক্ত, বিমুক্ত, অপ্রতিরুদ্ধ চিত্তে অবস্থান করেন—ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানো।

পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানোতি। পদুম বলতে পদ্ম ফুলকে বলা হয়। জল বলতে পানিকে বলা হয়। পদ্মফুল যেমন জলের সাথে লিপ্ত হয় না, সংলগ্ন হয় না, লেপিত হয় না, বরং অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, অকলঙ্কিত থাকে। দুই প্রকার লেপন; যথা : তৃষ্ণালেপন ও দৃষ্টিলেপন ... ইহাকে তৃষ্ণালেপন ... ইহাকে দৃষ্টিলেপন বলা হয়। পচ্চেক সম্বুদ্ধের তৃষ্ণালেপন পরিত্যক্ত হয় বলে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ রূপে লিপ্ত হন না, শব্দে লিপ্ত হন না ... দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত ও বিজ্ঞাত ধর্মে লিপ্ত হন না, সংলগ্ন হন না, লেপিত হন না, উপরন্তু অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, অকলঙ্কিত, নিষ্ক্রান্ত, বর্জিত, মুক্ত, বিমুক্ত হয়ে অপ্রতিরুদ্ধ চিত্তে অবস্থান করেন—পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

---

[১] [অলিপ্পমানো, সু. নি. ৭১]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তো,
ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানো।
পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৮. সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারী।
সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পশুরাজ দাঁতবলী সিংহ যেমন সমস্ত তির্যক প্রাণীকে পরাজিত করে নির্জন শয়নাসনে অবস্থান করে, তেমনি খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারীতি। পশুরাজ দাঁতবলী সিংহ যেমন দন্তধারী সমস্ত তির্যক প্রাণীকে পরাজিত, পরাভূত, বশীভূত, ধ্বংস এবং বিনাশ করে বিচরণ করে, অবস্থান করে, পদব্রজে চলে, অগ্রসর হয়, পদচারণ করে, যাপন করে এবং জীবনযাপন করে, তেমনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাধারী পচ্চেক সম্বুদ্ধও সমস্ত প্রাণী ও পুদ্গলকে প্রজ্ঞা দ্বারা অভিভূত, পরাভূত, পরাজিত, বশীভূত এবং দমন করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, পদব্রজে চলেন, অগ্রসর হন, পদচারণ করেন, যাপন করেন এবং জীবন যাপন করেন। এ অর্থে—পশুরাজ দাঁতবলী সিংহ যেমন সমস্ত প্রাণীকে পরাজিত করে বিচরণ করে (সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারী)।

সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানীতি। পশুরাজ সিংহ যেমন গহীন অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করে, অবস্থান করে, পদব্রজে চলে, অগ্রসর হয়, পদচারণ করে, যাপন করে এবং জীবন-যাপন করে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক সম্বুদ্ধও (একাকী) অরণ্যে, বনপ্রস্থে (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসনে নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য হতে নির্জনবাসী হয়ে ও নির্জনতারূপ স্থান প্রতিসেবন করেন। তিনি একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, চলেন, অগ্রসর হন, পদচারণ করেন, যাপন করেন এবং জীবন-যাপন করেন। এ অর্থে—সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারী।
সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৯. মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালে।
সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও বিমুক্তি ভাবনা করার সময় সর্বলোকে অপ্রতিরুদ্ধ বা মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালেতি। সেই প্রত্যেক সম্বুদ্ধ মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিকে পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দুই, তিন, চতুর্দিকও। এভাবে তিনি উর্ধ্ব, অধঃ, আড়াআড়িভাবে (বা তির্যক দিকে) সর্বত্র, সর্বস্থান ও সমস্তলোকে মৈত্রীযুক্ত, বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরীহীন এবং ক্রোধহীন চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। করুণাসহগত চিত্তে ... মুদিতাসহগত চিত্তে ... উপেক্ষাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরীহীন এবং ক্রোধহীন চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন—মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালে।

সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানোতি। মৈত্রী দ্বারা ভাবিত হয়ে পূর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক, পশ্চিম দিকে যেসব সত্ত্ব আছে ... উত্তর দিকে যেসব সত্ত্ব আছে ... দক্ষিণ দিকে যেসব সত্ত্ব আছে ... পূর্বকোণে যেসব সত্ত্ব আছে ... পশ্চিমকোণে যেসব সত্ত্ব আছে ... উত্তরকোণে যেসব সত্ত্ব আছে ... দক্ষিণকোণে যেসব সত্ত্ব আছে ... নিম্নদিকে যেসব সত্ত্ব আছে ... উর্ধ্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে ... এবং দশদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। করুণা দ্বারা ভাবিত হয়ে ... মুদিতা দ্বারা ভাবিত হয়ে ... উপেক্ষা দ্বারা ভাবিত হয়ে মুদিতা দ্বারা ভাবিত হয়ে ... এবং উপেক্ষা দ্বারা ভাবিত হয়ে পুর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে ... দশদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। **সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো**তি। সর্বলোকে অবিরুদ্ধ বা মৈত্রীভাবাপন্ন, অপ্রতিরুদ্ধ, শত্রুতামুক্ত এবং বাধা বা ক্লেশমুক্ত—সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালে।
সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৬০. রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং, সন্দালযিত্বান সংযোজনানি[১]।
অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

---

[১] [সংযোজনানি (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ : রাগ, দ্বেষ, মোহ ও সংযোজন ত্যাগ ধ্বংস করে মৃত্যুতে নির্ভীক হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহন্তি। "রাগ" (**রাগোতি**) বলতে যা রাগ সরাগ ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "দ্বেষ" (**দোসোতি**) বলতে যা চিত্তের বিদ্বেষ ... ক্রোধ, দ্বেষ এবং চিত্তের অসন্তুষ্টতা। "মোহ" (**মোহোতি**) বলতে দুঃখে অজ্ঞান ... অবিদ্যা (অৰিজ্জালঙ্গী), মোহ, অকুশলমূল। **রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহন্তি**। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, দূরীভূত করেন এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন। এ অর্থে—রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করেন (রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং)।

সন্দালযিত্বান সংযোজনানীতি। দশ প্রকার সংযোজন; যথা : কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন ... অবিদ্যা সংযোজন। **সন্দালযিত্বান সংযোজনানী**তি। দশ প্রকার সংযোজন ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন, নির্মূল করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, বিদূরীত করেন এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন। এ অর্থে—সংযোজনসমূহ ত্যাগ করেন (সন্দালযিত্বান সংযোজনানি)।

অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হীতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ জীবন অবসানে বা মৃত্যুকালে নির্ভয়ী, অভয়ী, ভয়হীন, শঙ্কাহীন, অকম্পিত, অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন, সাহসী হন, ভয়-ভৈরব প্রহীন করে লোমহর্ষ বিগত হয়ে অবস্থান করেন—অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং, সন্দালযিত্বান সংযোজনানি।
অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৬১. ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থা, নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা।
অত্তত্থপঞ্ঞা[১] অসুচী মনুস্সা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : কারণবশত (লোকে) সেবা করে পূজা করে, বিনা কারণে মিত্র লাভ দুর্লভ। কলুষিত নর স্বীয় লাভের জন্য সেবা, পূজা করে, তাই খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থাতি। নিজের মঙ্গলের জন্য, অপরের মঙ্গলের জন্য, উভয়ের মঙ্গলের জন্য, ইহলোকে মঙ্গলের জন্য, পরলোকের মঙ্গলের জন্য ও পরমার্থের জন্য ভজনা করে, সন্তুষ্ট করে, সেবা করে, পূজা করে, সংসর্গ করে

---

[১] [অত্তট্ঠপঞ্ঞা (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং উপাসনা করে। এ অর্থে—কারণবশত (লোকে) সেবা করে, পূজা করে (ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থা)।

নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তাতি। মিত্র বলতে দুই প্রকার বন্ধু। যথা : গৃহী বন্ধু এবং প্রব্রজিত বন্ধু ... ইহা গৃহী বন্ধু ... ইহা প্রব্রজিত বন্ধু। **নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা**তি। এই দুই প্রকার বন্ধু (লাভ হয়) অকারণে, বিনাকারণে, অহেতুতে এবং অপ্রত্যয়ে (লাভ করা) দুর্লভ। এ অর্থে—বিনাকারণে মিত্র লাভ দুর্লভ (নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা)।

অত্তত্থপঞ্ঞা অসুচী মনুস্সাতি। "নিজের মঙ্গলার্থে" (**অত্তত্থপঞ্ঞা**তি) বলতে নিজের মঙ্গলার্থে, নিজের হেতু, নিজের প্রত্যয়, নিজের কারণে ভজন করে, সন্তুষ্ট করে, সেবা করে, পূজা করে, সংসর্গ করে এবং প্রতিসেবন করে, আচরণ করে, সমাচরণ করে, সমাদর করে, প্রশ্ন করে এবং জিজ্ঞাসা করে। এ অর্থে—নিজের লাভের জন্য (অত্তত্থপঞ্ঞা)। "কলুষিত মানুষ" (**অসুচী মনুস্সা**তি) বলতে কলুষিত মানুষ, কলুষিত কায়কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত বাককর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মনোকর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত প্রাণীহত্যা ... কলুষিত চুরি কর্ম ... কলুষিত মিথ্যা কামাচার কর্ম ... কলুষিত মিথ্যা বাককর্ম দ্বারা ... কলুষিত পিশুন বাক্য দ্বারা সমন্নাগত ... কলুষিত কর্কশ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত কলুষিত সম্প্রলাপ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত ... কলুষিত অবিদ্যার দ্বারা সমন্নাগত ... কলুষিত ব্যাপাদের দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত চেতনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রার্থনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রণিধি দ্বারা সমন্নাগত হয়ে মানুষ কলুষিত, হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, অধম ও ক্ষুদ্র হয়। এ অর্থে—কলুষিত মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্য সেবা পূজা করে (অত্তত্থপঞ্ঞা অসুচী মনুস্সা)।

একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পোতি। "একক" (**একো**তি) বলতে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জাসঙ্খাতেন) একক ... "চর্যা" (**চরে**তি) বলতে আট প্রকার চর্যা। যথা ... **খগ্গৰিসাণকপ্পো**তি। যেমন গন্ডারের একটি মাত্র শিং দ্বিতীয় নেই ... খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থা, নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা।
অত্তত্থপঞ্ঞা অসুচী মনুস্সা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

[চতুর্থ বর্গ]

[খড়ুগবিষাণ সূত্র বর্ণনা সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ।
ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো॥
তোদেয্য-কপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো।
ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥
সোল্সানং[১] পনেতেসং, ব্রাহ্মণানংৰ সাসনং।
পারাযনানং নিদ্দেসা, তত্তকা চ ভৰন্তি হি[২]॥
খগ্গৰিসাণসুত্তানং, নিদ্দেসাপি তথেৰ চ।
নিদ্দেসা দুৰিধা ঞেয্যা, পরিপুণ্ণা সুলক্খিতাতি॥

অনুবাদ : অজিত, তিষ্যমেত্তেয়, পুন্নক এবং মেত্তগূ,
ধোতক, উপসীব, নন্দ ও হেমক।
তোদেয়, কপ্প উভয়, পণ্ডিত জতুকন্নী, ভদ্রাবধো ও উদয়,
পোসল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা এবং মহর্ষি পিঙ্গিয়।
এগুলো ষোলজন ব্রাহ্মণের অভিপ্রায়। তাদৃশ
পরায়ণ বর্গের ও খড়্গবিষাণ সূত্রের বর্ণনা।
এই দুই জ্ঞাতব্য বিষয়ে আলোচনা পরিপূর্ণভাবে আলোচিত।

[খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ বাংলা সমাপ্ত]

*** *** ***
*** ***
***

---

১ [সোল্সন্নং (স্যা. ক.)]
২ [ৰা (ক.)]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. *খুদ্দকনিকায়ে উদান* ২০০/-
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. *খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ* ৩০০/-
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. *খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড)* ৩৫০/-
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. *খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড)* ২০০/-
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. *খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ* ২০০/-
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

প্রকাশিতব্য বই :

১. *অভিধর্মপিটকে পট্‌ঠান (পাঁচ খণ্ড)*
অনুবাদ : ভদন্ত রাহুল ভিক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালে। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রি.পা.সো. বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রি.পা.সো ইতিমধ্যেই কিছু বই প্রকাশ করেছে। ধারাবাহিকভাবে পুরো ত্রিপিটক প্রকাশ করাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com

Visit: http://www.buddhistdownload.com